শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

ফাল্গুন—১৩৭০

৪র্থ বর্ষ] গোবিন্দ, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ [১ম সংখ্যা

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও ভক্তাবাস

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

উপদেষ্টা :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চকচকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৪র্থ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৭০। ১ গোবিন্দ, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ফাল্গুন, শুক্রবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪। | ১ম সংখ্যা

শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্যলীলা-বৈশিষ্ট্য

"শ্রীকৃষ্ণ—পরতত্ত্ববস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'

কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ-বিলাস-বিগ্রহসকল, চতুর্ব্যূহ, ত্রিবিধ পুরুষাবতার, নৈমিত্তিক অবতারাবলী,—কেহ বা কৃষ্ণের 'অংশ', কেহ বা 'কলা'। শ্রীকৃষ্ণকে যদি কেহ আংশিকভাবে ধারণা করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ধারণা হইবে না। অপ্রাকৃত জগতে যাবতীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলা—সেই কৃষ্ণ-বস্তুরই। তাঁহারই বিকৃত প্রতিফলন আমরা এই জড়জগতে দেখিতে পাই। আমরা অঘাসুর বকাসুরাদির বধের সময় শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্য-লীলা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না; কিন্তু অভিন্ন নন্দনন্দন গৌরসুন্দরের লীলায় তাঁহার মহাবদান্য-লীলা বুঝিতে পারি। আমাদের ন্যায় পতিত পাষণ্ডী অক্ষজ জ্ঞান-প্রতারিত ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত তিনি কৃপা পূর্ব্বক চরম-মঙ্গল প্রদান করিবার জন্য উদ্যত,—একটু আধটু মঙ্গল নয়, সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে প্রদান করিতে তিনি সর্ব্বদাই উদ্গ্রীব। তিনি আমাদিগকে যে মহা দান করিতে উদ্যত, তাহার ফলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু আমাদের হস্তামলক (করতলগত) রূপে আমাদের সেব্য হইয়া আমাদের নিকট সর্ব্বদা সমুপস্থিত থাকিতে পারেন। সেই মহাবদান্য গৌরসুন্দরের মহা-বদান্যতা অর্থাৎ তাঁহার অনর্পিতচর মহা-দান সমগ্র জগতে প্রদত্ত হউক—

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'

শ্রীগৌরসুন্দর সমগ্র জগৎকে সেই সমগ্র কৃষ্ণবস্তুটী প্রদান করিবার জন্য উদ্গ্রীব। কিন্তু বহির্ম্মুখ জগৎ জ্ঞান-বোধে অজ্ঞান—অবিদ্যার, আলোক-বোধে অন্ধকারের আশ্রয়ে বাস করিতেছেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

———

ভাবুক-লক্ষণ

ভাবুকের নববিধ লক্ষণ—ভাবুকের যে সমস্ত বিশেষ লক্ষণ হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নয় প্রকার লক্ষণ সর্ব্বপ্রধান ঃ—

১। ক্ষান্তি, ২। অব্যর্থকালত্ব, ৩। বিরক্তি, ৪। মানশূন্যতা, ৫। আশাবন্ধ, ৬। সমুৎকণ্ঠা, ৭। সর্ব্বদা নামগানে রুচি, ৮। কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, ৯। কৃষ্ণ-বসতিস্থলে প্রীতি।

ক্ষোভ অর্থাৎ চিত্তের উদ্বেগের হেতু উপস্থিত হইলেও ভাবুকের চিত্ত ক্ষুভিত হয় না। কেহ শত্রুতা করে, আত্মীয় জনের ক্লেশ বা মৃত্যু হয়, কোন সম্পত্তি নাশ, কোন সাংসারিক কলহ উপস্থিত বা পীড়া হয়, তাহাতে ভাব-ভক্ত তাৎকালিক উপস্থিত ক্রিয়া-মাত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত ভগবৎপাদপদ্মে নিযুক্ত থাকায় ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। ক্রোধ, কাম, লোভ, ভয়, আশা, শোক, মোহ—ইহারাই চিত্তক্ষোভের বিশেষ বিশেষ প্রকার।

কাল বৃথা না যায়, এইরূপ ব্যাকুলতার সহিত ভাবুক সমস্ত কার্য্যেই ভাবদ্বারা ভগবদনুশীলন করিয়া থাকেন। যে কার্য উপস্থিত, তদুপযোগী ভগবল্লীলা স্মরণ পূর্ব্বক সেই কার্য করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের ভাবের উদ্দীপন করেন। সমস্ত কর্ম্মই ভগবদ্দাস্যরূপে করিয়া থাকেন।

ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে স্বাভাবিক অরুচি হইলে বিরক্তি বলা যায়। ভাব উদিত হইলে বিরক্তি প্রবল হয়। জাতভাব পুরুষের ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি হইয়া উঠে। সেই সেই ইন্দ্রিয়ার্থ যদি ভগবদ্বিষয়ক হয়, তবে তাহাতে যথেষ্ট প্রীতি হয়। বিরক্ত (বিরকৎ) বাবাজী বলিয়া একটী শ্রেণী লক্ষিত হয়, তাঁহারা ভেক ধারণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে বিরক্ত মনে করেন। বিরক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেই বিরক্ত হয়, এরূপ নয়। যদি ভাবোদয়-ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ। ভেকের অর্থ এই যে, ভাবক্রমে যখন বিরক্তি উদিত হয়, তখন সকলের পক্ষে সংসার সুবিধাকর হয় না; যাঁহাদের পক্ষে ভজন সম্বন্ধে অনুকূল হয় না, তাঁহারা অভাব খর্ব্ব করিয়া সামান্য ক্ষুদ্র বসন, কন্থা, করঙ্গ প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া ভিক্ষার দ্বারা শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যবহার ক্রমেই স্বতঃ হইয়া পড়ে। এই পরি-বর্ত্তনটী যখন শ্রীগুরুদেবের নিকট অধিকার বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তখনই প্রকৃত ভেক হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রথা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক হইয়াছে। অনেকে জাতভাব হওয়া দূরে থাকুক, বৈধভক্তিতে পরিনিষ্ঠিত না হইয়াই, ক্ষণ-বৈরাগ্যক্রমে বা যথেচ্ছাচার করিয়াও জীবন-যাত্রার সুবিধার জন্য ভেক গ্রহণ করেন। স্ত্রী-পুরুষের কলহক্রমে, সাংসারিক ক্লেশ-বশতঃ, বিবাহের অভাবে, বেশ্যাদিগের ব্যবসায় অবসানে, কোন মাদকদ্রব্যের বশ্যতা দ্বারা বা অবিবেক পূর্ব্বক যে তাৎকালিক সংসার-বৈরাগ্য উদিত হয়, তাহার নাম ক্ষণ-বৈরাগ্য। সেই ক্ষণ-বৈরাগ্যবশতঃ নবীন পুরুষগণ সহসা কোন বাবাজীর নিকট বা গোস্বামীর নিকট গমন করতঃ যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া কৌপীন ও বহি-র্বাস গ্রহণ করেন। তাহাতে ফল এই হয় যে, অত্যল্প-কালেই সেই বৈরাগ্য বিগত হয় এবং তদাশ্রিত পুরুষ বা স্ত্রী ইন্দ্রিয়-পরবশ হইয়া কোন প্রকার অবৈধ সংসার পত্তন করেন। অথবা গোপনে গোপনে কদাচার করিয়া ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করেন। তাঁহার পরমার্থ কিছু মাত্র হয় না। এই প্রকার অবৈধ ভেকের পর্ব্বটী একেবারে উঠাইয়া না দিলে আর বৈষ্ণব জগতের কোন প্রকার মঙ্গল হইবে না। পূর্ব্বে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিচারে অবৈধ বৈরাগ্যকে জগন্নাশ-কার্য্যরূপ পাপ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অবৈধ বৈরাগ্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মগত সন্ন্যা-সাশ্রমাশ্রিত পাপ কার্য। এক্ষণে যে অবৈধ-বৈরাগ্যের বিচার করা গেল, তাহা ভক্তজীবনগত মহদপরাধবিশেষ। শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামিকৃত 'সৎক্রিয়া-সারদীপিকা'র

পরিশিষ্ট গ্রন্থে ইহার বিচার পাওয়া যায়। "বৈষ্ণব" "বৈরাগী" বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তন্মধ্যে ভক্তি-জনিত বৈরাগ্য অতি অল্প লোকের হইয়া থাকে। তাঁহাদের চরণে সর্ব্বদা দণ্ডবৎ প্রণাম করি। অবৈধ বৈরাগিগণ নিম্নলিখিত চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হয় —

১। মর্কট-বৈরাগী, ২। কপট বৈরাগী, ৩। অস্থির-বৈরাগী, ৪। ঔপাধিক বৈরাগী।

বৈরাগ্য হয় নাই, অথচ বৈরাগীদিগের ন্যায় সাজ সাজিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু অদান্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বদা অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। এ স্থলে যে বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণ করে, তাহাকে মহাপ্রভু 'মর্কট বৈরাগী' বলিয়াছেন।

মহোৎসবাদিতে বৈষ্ণবদিগের সহিত ভোজন চলিবে এবং আপাততঃ যে উপদ্রবই করি, মরণ সময়ে বৈষ্ণবগণ সৎকার করিবে। গৃহিগণ আদর পূর্ব্বক ভোজন এবং গাঁজা তামাকাদি অনর্থ-চেষ্টার জন্য অর্থ দিবে, এই ভরসায় যে সকল ধূর্ত্ত লোক ভেক গ্রহণ করে, তাহাদিগকে 'কপট বৈরাগী' বলে।

কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটন-বশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয়, তাহারা 'অস্থির-বৈরাগী'। তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না, তাহারা অতি শীঘ্রই কপটবৈরাগী হইয়া পড়ে। যাহারা মাদক দ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারে অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে এক প্রকার ঔপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অথবা অভ্যস্ত রতি-দ্বারা ভক্তিলক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়-রতির আশ্রয়ে শুদ্ধ-রতির সাধন চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্যলিঙ্গ ধারণপূর্ব্বক 'ঔপাধিক বৈরাগী' হয়।

এই সমস্ত বৈরাগ্য তুচ্ছ, দুষ্ট ও জীবের অমঙ্গল-সাধক।

ভক্তি হইতে যে বিরক্তি হয়, তাহাই ভক্ত-জীবনের সৌন্দর্য্য। বৈরাগ্য করিয়া যে ভক্তির অন্বেষণ করা হয়, তাহা অনৈসর্গিক ও প্রায়ই অমঙ্গলজনক।

যথার্থ বিরক্তি, জাতভাব পুরুষ বা স্ত্রীদিগের অলঙ্কার-বিশেষ, এই মাত্র জানিতে হইবে। তাহাকে ভক্তির অঙ্গ বলা যাইবে না, কিন্তু ভক্তির অনুভাব-স্বরূপ বলা যাইবে।

স্বয়ং উৎকৃষ্ট হইয়াও তদ্বিষয়ে অভিমান-শূন্যতার নাম মানশূন্যতা। যাহার উৎকৃষ্টতা নাই, তাহার মান নাই। সেরূপ মানশূন্যতা ভক্তজীবনের অলঙ্কার-মধ্যে পরিগণিত নয়।

জাতভাব পুরুষে ভগবৎপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা দৃঢ় হইয়া আশাবন্ধকে উৎপন্ন করে। সে সময়ে আর কুতর্কজনিত সন্দেহমাত্র থাকে না।

নিজাভীষ্টলাভে যে বৃহৎ লালসা, তাহাকে সমুৎকণ্ঠা বলি। জাতভাব ব্যক্তির ভগবান্‌ই একমাত্র নিজাভীষ্ট। তাঁহাতে সমুৎকণ্ঠা প্রবল হইয়া পড়ে।

জাতভাব পুরুষের ভগবন্নাম-গানে সর্ব্বদা রুচি থাকে। অর্থাৎ আর কিছু ভাল লাগে না।

জাতভাব পুরুষ ভগবদ্‌গুণাখ্যানে সর্ব্বদা আসক্তি প্রকাশ করেন। রুচির গাঢ়তর অবস্থার নাম আসক্তি। তাহার গাঢ়তম অবস্থার নাম রতি।

ভগবানের বসতিস্থলে প্রীতিই জাতভাব পুরুষের একটী লক্ষণ। ভগবানের বসতি-স্থল দুই প্রকার—প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাতীত। প্রাকৃত জগতে যে সমস্ত হরিলীলার পীঠ, সে সকলই প্রপঞ্চগত। তাহাতে পরা-ভক্তি যোজনা করিলে, ভক্তিচক্ষে সে-সমুদায় প্রপঞ্চাতীত বসতিস্থলের নিদর্শনস্বরূপ হয়। প্রপঞ্চাতীত বসতিস্থল চিজ্জগৎ। চিজ্জগৎ দুই প্রকার—শুদ্ধ চিজ্জগৎ ও ভৌম চিজ্জগৎ। শুদ্ধ চিজ্জগৎ বিরজাপারে পরব্যোমস্বরূপ। তাহাতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন রস-পীঠস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে, সেই সকল প্রকোষ্ঠে ভগবান্ তত্তদ্‌রসোপযোগী স্বরূপ-বিশিষ্ট হইয়া সেই সেই রসোপকরণ রূপ শুদ্ধ জীবনিচয়ের সহিত নিত্য বিরাজমান। যে যে শুদ্ধ জীবগণ সেই সেই প্রকোষ্ঠস্থ রসের আস্বাদনপ্রিয়, সেই সেই জীবগণের চিদ্ভাগে ভক্তিপূত হৃদয়ে ভগবানের সেই সেই স্বরূপ বিরাজ-

মান আছেন। অতএব বৈকুণ্ঠ ও ভক্তজীব-হৃদয় এই দুইটী অপ্রাকৃত ভগবদ্বসতিস্থল। ভগবানের প্রপঞ্চ-মধ্যগত লীলাস্থান ও ভক্তগণের ভজন-পীঠসমূহকে ভগবানের প্রপঞ্চবিজয় বলা যায়। শ্রীধাম বৃন্দাবন ও শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রভৃতি ভগবল্লীলাস্থান ও দ্বাদশ পাট এবং নৈমিষারণ্যাদি বৈষ্ণবক্ষেত্র, তথা গঙ্গাতীর, তুলসীক্ষেত্র, ভগবৎ-কথাস্থান ও শ্রীমূর্ত্তির অধিষ্ঠান-সমূহ ভগবদ্বসতিস্থল। ঐ সমুদয় স্থলে বাস করিতে জাতভাব পুরুষের বিশেষ প্রীতি হয়।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীগৌরলীলামৃতসার [১]

(পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ)

উপোদ্ঘাত

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা-বর্ণনে ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম গাহিয়াছেন—

"গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভকতিরস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুরলীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তারে মুঞি যাঁউ বলিহারী।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভকতি অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্র-সুতপাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেমরসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে, 'নরোত্তম' মাগে তার সঙ্গ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ অর্থাৎ তাঁহার ভগবত্তা অন্য কাহারও অপেক্ষাযুক্ত নহে—"যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। 'স্বয়ং ভগবান্' শব্দের তাহাতেই সত্তা॥" (চৈঃ চঃ আ ২।৮৮), "স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণু-পরতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥" (ঐ আ ২।৮), "অবতার সব পুরুষের কলা অংশ। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস॥" (ঐ আ ২।৭০) "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়। পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥" (ঐ আ ২।১০৬), "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর। অদ্বিতীয়, নন্দাত্মজ, রসিকশেখর॥ রাসাদি বিলাসী, ব্রজললনা-নাগর। আর যত সব দেখ—তাঁর পরিকর॥" (ঐ আ ৭।৭-৮), "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, হরে লক্ষ্মীর মন। গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥" (ঐ ম ৯।১৪৭), "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ 'পর' নাম। সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥" (ঐ ম ২০।১৫৫), "এক মুখ্যতত্ত্ব, তিন তাহার প্রচার॥ অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—তিন তা'র রূপ॥" (ঐ আ ২।৬৪-৬৫) ইত্যাদি ভূরিভূরি বাক্যে এবং 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" (ভাঃ ১।২।১১) ও "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥" (ভাঃ ১।৩।২৮) প্রভৃতি ভাগবতীয় শ্লোক এবং "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥" (ব্রহ্মসংহিতা) ইত্যাদি অসংখ্য শাস্ত্রবাক্য-ব্যাখ্যামুখে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই পরম পরাৎপর অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই যে আবার শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ, তাহাও "নন্দসুত বলি' যাঁ'রে ভাগবতে গাই। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥" (চৈঃ চঃ আ

২।৯), "চৈতন্য গোসাঞিির এই তত্ত্ব নিরূপণ। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥" (ঐ আ ২।১২০), "সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার। আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥ অতএব চৈতন্য গোসাঞিি পরতত্ত্বসীমা।" (ঐ আ ২।১০৯-১০), "সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥ একলা ঈশ্বর-তত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর। ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥" (ঐ আ ৭।৯-১০), "স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞিি। জগন্নাথ-নৃসিংহ-সহ কিছু ভেদ নাই॥" (ঐ অ ২।৬৭) ইত্যাদি অসংখ্য বাক্যে কীর্ত্তন করিয়াছেন। "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা, য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ। ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥" (চৈঃ চঃ আ ১৩ ও ২।৫) [অর্থাৎ উপনিষদ্গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশিস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।]—এই স্বরচিত শ্লোক দ্বারা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের জ্ঞানিগণোপাস্য 'ব্রহ্ম' ও যোগিজনোপাস্য 'পর-মাত্মা'রও অংশিত্ব, পরতমত্ব ও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবদভিন্ন-স্বরূপত্ব অতীব স্পষ্টরূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রামানন্দ-সনাতন-রঘুনাথভট্ট-রঘুনাথ দাস-শ্রীজীব-গোপালভট্ট-প্রবোধানন্দসরস্বতী-শ্রীবাসুদেব সার্ব্ব-ভৌমাদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদগণ এবং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেববিদ্যাভূষণপাদাদি তন্নিজ-জনগণ—সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন পরম পরাৎপরতত্ত্বরূপে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার মহিমা-বর্ণনে শতসহস্র-মুখ হইয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—শ্রীশ্রীগদা-ধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য শ্রীঅনন্ত আচার্য্য, তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীপণ্ডিত হরিদাস যাবতীয় বৈষ্ণবো-চিত সদ্গুণ-বিভূষিত, নিরন্তর শ্রীগৌরলীলারসাস্বাদনোন্মত্ত ছিলেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণন করিতে করিতে নিজপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দলীলা-বর্ণ-নাবেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষ লীলা গ্রন্থবিস্তারভয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিতে পারেন নাই। প্রথমে সূত্রাকারে সবলীলা গ্রন্থন করিয়া পরে তাহা সবিস্তারে বর্ণন করিলেও অনন্ত অপার শ্রীচৈতন্য-লীলা বর্ণন করিতে করিতে গ্রন্থের বিস্তার দর্শনে সূত্রধৃত কোন কোন লীলা তাঁহার ইচ্ছানুরূপে বিস্তৃতি সম্ভব হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই সকল লীলা ও শেষ লীলা-কথা সবিস্তারে শ্রবণার্থ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস প্রমুখ বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দ বিশেষ উৎকণ্ঠান্বিত হইয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুকে তাহা বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহাদের শুভেচ্ছানুসারে শ্রীরাধামদন-গোপাল বা শ্রীরাধামদনমোহনের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তদীয় আদেশ প্রার্থনা করেন। তখনই এক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইল, তিনি প্রণাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমদনমোহনের কণ্ঠ হইতে একটি মালা খসিয়া পড়িল। বৈষ্ণবগণ তখনই সমস্বরে শ্রীহরিধ্বনি ও জয় জয় ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। শ্রীগোসাঞিি দাস পূজারী শ্রীমদনমোহন-কণ্ঠনিঃসৃত—তাঁহার সম্মতি-সূচক সেই মালা আনিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর গলদেশে পরাইয়া দিলেন। আজ্ঞামালা পাইয়া তাঁহার বড়ই আনন্দ হইল। তিনি বৈষ্ণবগণের শুভে-চ্ছার সহিত ভগবদিচ্ছার ঐক্য বুঝিতে পারিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের শুভারম্ভ করিলেন এবং লিখিলেন—

"এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
সেই লিখি মদনগোপাল মোরে যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়॥"

(চৈঃ চঃ আ ৮।৭৮-৭৯)

শ্রীপণ্ডিত হরিদাস গোস্বামী, শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত

গোস্বামীর শিষ্য—শ্রীগোবিন্দের প্রিয়তম সেবক শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী, শ্রীযাদবাচার্য্য গোস্বামী (শ্রীরূপের সঙ্গী), শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর (শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য) শিষ্য শ্রীগোবিন্দ-পূজক—শ্রীচৈতন্য দাস, শ্রীমুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রেমী কৃষ্ণদাস, শ্রীশিবানন্দ চক্রবর্ত্তী (শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য গোস্বামীর শিষ্য), শ্রীগোসাঞি দাস পূজারী প্রমুখ বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিশিষ্ট লীলা শ্রবণে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (চৈঃ চঃ আদি ৮ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) উল্লিখিত আছে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বা শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট গ্রন্থরূপেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, দৈন্যভরে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদপ্রবর শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর নিকট নীলাচলে ষোড়শ বৎসর কাল অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদের অন্তরঙ্গ-সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহাদের অপ্রকটের পর শ্রীধাম বৃন্দাবনে আগমন পূর্ব্বক শ্রীল রূপ সনাতনের তৃতীয় ভ্রাতারূপে তাঁহাদের নিরন্তর সঙ্গ লাভ করেন (চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ দ্রষ্টব্য)। সেই শ্রীরঘুনাথ-মুখে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করায় বিশেষতঃ শ্রীল রঘুনাথ আবার ষোড়শবর্ষ-কাল নিরন্তর শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামীর অন্তরঙ্গ সঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ করায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর লেখনীপ্রসূত শ্রীগৌরলীলামৃত সারগ্রাহী বিদ্বৎসমাজে বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত ও সমাদৃত হইয়াছেন। অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়েও ইহার পঠন পাঠন শিক্ষাবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্তৃক বহুমানিত হওয়ায় শ্রীগৌরচরণাশ্রিত ভক্তগণ পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"চৈতন্যলীলা-রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিঁহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাঁহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইঁহা বিস্তারিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২।৮৪)

শ্রীল দামোদর স্বরূপ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষ লীলা কড়চাকারে গ্রন্থন পূর্ব্বক তাহা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে কণ্ঠস্থ করাইয়া তদ্দ্বারা উহা জগতে প্রচার করাইয়াছেন। সুতরাং শ্রীস্বরূপকৃত কড়চা কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই সেই কড়চার মর্ম্মস্বরূপ। গ্রন্থকার নিরপেক্ষরূপে সকল বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। ইহার শ্রদ্ধালু শ্রবণেচ্ছুগণই কৃষ্ণপ্রীতি লাভে সমর্থ হইবেন। অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থায় কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীদামোদরস্বরূপ-সমীপে যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাই বৈষ্ণবগণের শুভেচ্ছানুসারে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন বলিয়া সদৈন্যে শ্রৌত-পারম্পর্য্যানুসরণাদর্শ বক্ষ্যমাণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন—

"যদি কেহ হেন কয়, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়, ইতরজনে নারিবে বুঝিতে। প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন, সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে॥ নাহি কাঁহা সবিরোধ, নাহি কাঁহা অনুরোধ, সহজ বস্তু করি বিবরণ। যদি হয় রাগোদ্দেশ, তাঁহা হয়ে আবেশ, সহজ বস্তু না যায় লিখন॥ যেবা নাহি জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত। কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি, শুনিলেই বড় হয় হিত॥ ভাগবত শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়, তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন। ইঁহা শ্লোক দুই চারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি, কেনে না বুঝিবে সর্ব্বজন॥ শেষলীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ, ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়। থাকে যদি আয়ুশেষ, বিস্তারিব লীলা-শেষ, যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥ আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর, মনে কিছু স্মরণ না হয়। না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে, তবু লিখি, এ বড় বিস্ময়॥ এই অন্ত্য-লীলা সার, সূত্রমধ্যে বিস্তার, করি' কিছু করিলুঁ

বর্ণন। ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে, এই লীলা ভক্তগণ-ধন॥ সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইঁহা না লিখিল, আগে তাহা করিব বিচার। যদি ততদিন জিয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে, ইচ্ছা ভরি' করিব বিস্তার॥ ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দোঁ সবার চরণ, সবে মোরে করহ সন্তোষ। স্বরূপ গোসাঞির মত, রূপরঘুনাথ জানে যত, তাই লিখি, নাহি মোর দোষ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, শিরে ধরি সবার চরণ। স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ, ধূলি করোঁ মস্তকে ভূষণ॥ পাঞা যাঁর আজ্ঞা ধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ, বন্দোঁ তাঁর মুখ্য হরিদাস। চৈতন্য-বিলাস-সিন্ধু-কল্লোলের এক বিন্দু, তার কথা কহে কৃষ্ণ-দাস॥" (চৈঃ চঃ ম ২।৮৫-৯৫)। গ্রন্থ শেষে অন্ত্য ২০শ অধ্যায়ে পুনরায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী সদৈন্যে বর্ণন করি-তেছেন—"আমি লিখি, ইহা মিথ্যা করি অনুমান। আমার শরীর কাষ্ঠ-পুতলী সমান॥ বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ, বধির। হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির। নানারোগগ্রস্ত—চলিতে বসিতে না পারি। পঞ্চরোগ-পীড়া-ব্যাকুল, রাত্রি দিনে মরি॥ পূর্ব্বে গ্রন্থে ইহা কৈরাছি নিবেদন। তথাপি লিখিয়ে শুন ইহার কারণ॥ শ্রীগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভক্ত আর শ্রীশ্রোতৃ-বৃন্দ॥ শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন। শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীগুরু, শ্রীজীব-চরণ॥ ইঁহা-সবার চরণ-কৃপায় লেখায় আমারে। আর এক হয় তেঁহো অতি কৃপা করে॥ শ্রীমদন গোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি। কহিতে না যুয়ায়, তবু রহিতে না পারি॥ না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ। দম্ভ করি' বলি, শ্রোতা, না করিহ রোষ॥ তোমা-সবার চরণ-ধূলি করিনু বন্দন। তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে কিছু লিখন॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ সমাপ্তিকাল এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

অর্থাৎ ১৫৩৭ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে কৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল। ["অঙ্কস্য বামা গতিঃ" এই ন্যায়ানুসারে ইন্দু—১, বাণ—৫, অগ্নি—৩ (ভৌম, দিব্য ও জাঠর—এই তিন প্রকার অগ্নি। কাষ্ঠাদি পার্থিবদ্রব্যসম্ভূত অগ্নিকে ভৌমাগ্নি বলে। জল ও বায়ু হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ ও বজ্রাদিকে দিব্যাগ্নি ও জঠর বা উদরাবস্থিত অন্নাদি পরিপাককারী অগ্নিকে জঠরাগ্নি বলে।) ও সিন্ধু—৭ এই অঙ্কানুসারে ১৫৩৭ শকাব্দ।] বর্ত্তমানে (১৩৭০ বঙ্গাব্দে) ১৮৮৫ শকাব্দ হওয়ায় ৩৪৮ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ লিখিত বলিয়া জানা যায়।

আমরা মুখ্যতঃ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-পাদোক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থাবলম্বনেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলনে প্রয়াসী হইতেছি। তাঁহারই দৈন্যানুসরণে তাঁহারই ভাষা পুনরাবৃত্তি-মুখে লিখিতেছি—

"প্রভুর গম্ভীর-লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর পার।
'জীব' হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি ততেক বর্ণিলুঁ।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইলু॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব, পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইলু লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ পঃ

মঙ্গলাচরণ

"যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"
"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্॥"

"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥
'যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥'
"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 'বন্দে গুরূন্' ইত্যাদি শ্লোকে "শ্রীকৃষ্ণ (স্বয়ং ঈশস্বরূপ পরমতত্ত্ব মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য), গুরুদ্বয় (দীক্ষা ও শিক্ষা গুরু), ভক্ত (শ্রীবাসাদি ঈশভক্ত), অবতার (শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণ), প্রকাশ (শ্রীনিত্যানন্দাদি ঈশপ্রকাশ সকল) ও শক্তি (শ্রীগদাধরপণ্ডিত-রায় রামানন্দ-স্বরূপ দামোদরাদি ঈশশক্তিগণ)—এই ছয়রূপে বিলাসকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক পরমতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি" বলিয়া সাধারণভাবে 'নমস্কার'রূপ মঙ্গলাচরণ সম্পাদন করিয়াছেন।

এবং "বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ" ইত্যাদি শ্লোকে—"উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে যুগপৎ সূর্য্য চন্দ্র স্বরূপে আশ্চর্য্যরূপে উদিত, মঙ্গলদাতা, জীবের অজ্ঞানতমোনাশী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি"—ইহা বলিয়া বিশেষরূপে 'নমস্কার'রূপ মঙ্গলাচরণ সম্পাদন করিয়াছেন।

"যদদ্বৈতং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীল গোস্বামিপাদ ব্রহ্ম-পরমাত্মারও অংশী ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকেই পরতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক 'বস্তু-নির্দ্দেশ'-রূপ মঙ্গলাচরণ বিধান করিয়াছেন।

এবং "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে "সুবর্ণকান্তি সমূহ দ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করুন। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"—এইরূপে জগতে 'আশীর্ব্বাদ'রূপ মঙ্গলাচরণ সম্পাদন পূর্ব্বক গ্রন্থের শুভারম্ভ করিয়াছেন।

আমরাও তাঁহারই দাসানুদাসরূপে উপরিউক্ত ত্রিবিধ মঙ্গলাচরণানুসরণ পুরঃসর বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের শুভারম্ভ করিতেছি। শ্রীগৌরকরুণাশক্তি—শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন—"যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে।" তদভিন্ন-বিগ্রহ—শ্রীগৌরাঙ্গৈকগতি শুদ্ধভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন এবং সর্ব্বারাধ্য সকলমঙ্গলনিলয় সপার্ষদ শ্রীগৌরহরি-শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন জিউ জয়যুক্ত হউন। শ্রীনামব্রহ্মের জয় হউক, শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল জয়যুক্ত হউন। চতুঃসম্প্রদায়াশ্রিত অনন্তকোটি বৈষ্ণবগণ জয়যুক্ত হউন।

শ্রীগৌরাবতার-রহস্য

শ্রীগৌরাবতার শ্রীকৃষ্ণাবতারেরই পরিশিষ্ট লীলা। পূর্ণ ভগবান্ পরম পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোকুল-বৈভবস্বরূপ গোলোকে ব্রজরসের সমস্ত উপকরণ সহ নিত্য বিহার করিয়া থাকেন। ইহাকেই তাঁহার "অপ্রকট বিহার" বলে। ব্রহ্মার এক এক দিনে তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়া যে বিহার করেন অর্থাৎ প্রতিকল্পে তাঁহার যে বিহার, তাহাকে "প্রকট বিহার" বলে। ৪৩২০০০ সৌরবর্ষে এক কলিযুগ, দ্বাপর ইহার দ্বিগুণ, ত্রেতা তিনগুণ এবং সত্য চারিগুণ। এই সকল যুগের **বর্ষসমষ্টি** ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ। ইহাকে এক চতুর্যুগ যুবা এক মহাযুগ বলে। এইরূপ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর অর্থাৎ এক মনুর ভোগকাল। এইরূপে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও তদন্তর্গত ১৫টি সত্যযুগকাল-পরিমিত সন্ধিসহ সহস্রযুগে ব্রহ্মার এক দিন বা কল্প। এইরূপ প্রতিকল্পে শ্রীভগবানের প্রকট বিহার হইয়া থাকে:—"ব্রহ্মার এক দিনে তিঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥" (চৈঃ চঃ আ ৩।৬) "স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত,

সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রপুত্র (সাবর্ণি), রৌচ্য (দেবসাবর্ণি) ও ভৌত্যক (ইন্দ্র-সাবর্ণি) —এই চতুর্দ্দশ মনু। আমরা এখন যে মনুর রাজত্বকালে বাস করিতেছি, তাহা বৈবস্বত বা শ্রাদ্ধদেব নামক সপ্তম মনু। এই সপ্তম মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্রজতত্ত্বের সমস্ত লীলোপকরণ সহ আত্মপ্রকাশ করেন। রসই কৃষ্ণ-লীলার উপকরণ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা শৃঙ্গার—এই পঞ্চমুখ্যরস এবং হাস্য, অদ্ভুত, করুণ, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই সপ্ত গৌণরস। অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বাদশরসের মূর্ত্তবিগ্রহ। তন্মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার—এই চারিরসের ভক্তগণের নিকট কৃষ্ণ অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া ব্রজে ক্রীড়া করিয়া থাকেন :—

"বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর। সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর॥ অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার—চারি রস। চারিভাবের ভক্ত যত, কৃষ্ণ তার বশ॥ দাস-সখা-পিতামাতা-প্রেয়সীগণ লঞা। ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা॥"

—(চৈঃ চঃ আ ৩।৯-১২)

এইরূপে যথেষ্ট বিহার করিয়া প্রকটলীলা সঙ্গোপন পূর্ব্বক কৃষ্ণ মনে মনে বিচার করেন যে, "এ যাবৎ আমি জগৎকে প্রেমভক্তি দান করি নাই, জগতের লোক বিধি-মার্গীয় ভক্তিতে আমাকে ভজন করে সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা আমার পরমভাব যে ব্রজভাব, তাহা পাইতে পারে না। বিধিমার্গে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান প্রবল। তাহাতে প্রেমের স্বচ্ছন্দগতি শিথিলতা প্রাপ্ত হয়, প্রেমের সান্দ্রত্ব বা গাঢ়ভাব থাকে না। ঐরূপ প্রেমে আমার প্রীতি বা প্রকৃত সুখোদয় হয় না। গৌরবভাবময়ী বৈধীভক্তিফলে সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (সমানরূপ), সালোক্য (সমানলোক) ও সামীপ্য (সমীপাবস্থিতি) —এই মুক্তিচতুষ্টয় লাভ করিয়া বিধি-মার্গীয় ভক্ত বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণ-পার্ষদত্ব লাভ করেন। তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ সাযুজ্য মুক্তি প্রার্থনা করেন না। কিন্তু প্রেমভক্তি-লাভের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত ভক্তগণ ঐ মুক্তি-চতুষ্টয়কেও পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সাক্ষাৎ সেবাসুখকেই বহুমানন করিয়া থাকেন। তাদৃশ প্রেমভক্তি প্রচারই আমার মনোঽভীষ্ট। আমি কলিযুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গাররস-সহ প্রবর্ত্তন করিয়া জগৎকে প্রেমোন্মত্ত করাইব এবং নিজেও ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক স্বীয় আচরণ-মুখে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিব, যেহেতু আচার-হীন প্রচার নিরর্থক—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নামসংকীর্ত্তন।
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান' না যায়।
এইত' সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥"

(চৈঃ চঃ আ ৩।১৯-২১)

কিন্তু যুগধর্ম্ম-প্রচারকার্য্য আমার অংশাবতার-দ্বারা সম্পাদিত হইলেও ব্রজপ্রেম-প্রচার-কার্য্য আমা ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইবে না, সুতরাং আমি নিজ পরিকর সহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নামপ্রেমরস স্বয়ং আস্বাদন-সহকারে বিতরণ-লীলা করিব।"—এই ভাবিয়া কলিকালের প্রথম সন্ধ্যায় স্বয়ং কৃষ্ণ নদীয়া-ধামে অবতীর্ণ হইলেন :—"এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥" (চৈঃ চঃ আ ৩।২৯)। "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (গীঃ ৪।৭-৮) অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি আপনাকে প্রকট করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ আমি প্রতিযুগে প্রকাশিত হই।"—এই শ্রীমুখবাক্যানু-সারে জগতের ভার হরণার্থ কৃষ্ণাবতার-কথা শাস্ত্রে

প্রচারিত থাকিলেও স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুরই কার্য্য ভারহরণ ও জগৎপালন। স্বতন্ত্র লীলাময় স্বয়ংভগবানের ঐ কার্য্য নহে। কিন্তু যে সময়ে 'পূর্ণ ভগবান্' কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই সময়ে শ্রীনারায়ণ, চতুর্ব্ব্যূহ (বাসুদেব সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ), মৎস্যকূর্ম্মাদি অংশাবতার, যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার—ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণ-অঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কৃষ্ণাবতারকালে ভারহরণ-কাল আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় কৃষ্ণস্বরূপে অবস্থিত বিষ্ণু দ্বারাই কৃষ্ণ অসুর-মারণাদি সেই সকল ভারহরণ ও জগৎপালনাদি কার্য্য সম্পাদন করেন। সুতরাং অসুরমারণাদি কৃষ্ণলীলার আনুষঙ্গিক কর্ম্মমাত্র। কৃষ্ণাবতারের মুখ্যকারণ—প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন ও জগতে বিশুদ্ধ রাগভক্তি প্রচারণ। ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে কৃষ্ণ বশীভূত হইলেও অধীন হন না, তাহাতে তাঁহার তাদৃশী প্রীতির উদয় হয় না। তবে যে-ভক্ত তাঁহাকে যেভাবে ভজন করেন, তিনি সেইভাবে তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার নিত্য স্বভাব।

কৃষ্ণাবতারে যেমন অসুরসংহারাদি মুখ্য প্রয়োজন ছিল না, আনুষঙ্গিক প্রয়োজন মাত্র, মুখ্য প্রয়োজন ছিল তাঁহার প্রেমের খেলা, সেইরূপ তাঁহার গৌরাবতারে পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপেও নামসংকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম ছিল না। কোন গূঢ় কারণে যখন তিনি অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলেন, সেই সময়ে ঘটনাক্রমে যুগধর্ম্মকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং গুহ্য ও বাহ্য কারণবশতঃ ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া তিনি প্রেম ও নামসংকীর্ত্তন ভক্তগণ-সহ আস্বাদন করিলেন :—

"এই মত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণভগবান্।
যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্মকাল হৈল সে কালে মিলন॥
দুই হেতু অবতরি' লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম-সংকীর্ত্তন॥"
* * এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার॥

(চৈঃ চঃ আ ৪।৩৭-৩৯, ৪১)

বর্ষারম্ভে শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী

শ্রীচৈতন্যবাণী আজ চতুর্থ বর্ষে প্রকাশিতা হইলেন। তিনি যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্টা হইয়াছেন, তাঁহারই হৃদয় মার্জ্জিত করিয়া কেবলমাত্র ত্রিবিধ ক্লেশ হইতেই তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করেন নাই—পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়াই নিরস্তা হন নাই, পরন্তু বাস্তব মঙ্গল-স্বরূপ শ্রীগৌরকৃষ্ণের সুস্নিগ্ধ কৃপালোকে প্রোদ্ভাসিত করতঃ স্ব-স্বরূপ ও জীবস্বরূপ, মায়ার স্বরূপ এবং শ্রীভগবৎস্বরূপে উদ্বুদ্ধ করিয়া আনন্দ-মহোদধি বর্দ্ধন, প্রতি পদবিক্ষেপে পূর্ণামৃতাস্বাদন এবং উন্নততম সুনির্ম্মল আনন্দ-সাগরে নিমজ্জনের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। এমন গরীয়সী শ্রীভগবদ্বাণীর বন্দনামুখে আমরা আজ নববর্ষে আত্ম-পবিত্রতা সাধনে যত্নবান্ হইব। শ্রীচৈতন্যবাণী জয়যুক্ত হউন। তাঁহার শ্রদ্ধালু শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী সেবকগণ, সমাদর ও অনুমোদনকারী সজ্জনগণও জয়যুক্ত হউন।

শ্রীচৈতন্যবাণী আমাদিগকে বিকেন্দ্রিক না করিয়া সর্ব্ব-কারণকারণ শ্রীগোবিন্দকে কেন্দ্র করতঃ জীবনযাত্রার উপদেশ করিয়াছেন। বহু-কেন্দ্রিক চেষ্টা সুফলপ্রসূ হয় না, পরন্তু ঐক্যের বাধক হয়। মূলকেন্দ্রের অনুকূল কেন্দ্র অগণিত হইলেও উহা ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করে।

শ্রীচৈতন্যবাণী অন্যায়, অধর্ম্ম, হিংসা ও অবিচারের প্রতি-রোধে ঐক্যবদ্ধ প্রযত্নের উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যেক জীবের সত্তা চিত্তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, চিত্তত্ত্ব দ্বারা সঞ্জীবিত এবং চিত্তত্ত্বে নিহিত—চিরসংশ্রিত। অচিৎ সত্তারও চিত্তত্ত্বই কারণ। অতএব চিদচিৎ যাবতীয় সত্তাই যাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর-শীল, সেই সর্ব্বকারণ মূল চিত্তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজীবের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ হউন, ইহাই জীব-মঙ্গলবিধান-কারিণী

শ্রীচৈতন্যবাণীর হার্দ্দ অভিপ্রায়।

বিরূপাভিমান, দম্ভ, দর্প, ক্রোধ, হিংসা, কৌটিল্য পারুষ্যাদি পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃজন করে ও পরস্পরের স্বার্থ-সংঘাত সংঘটন করে। শ্রীভগবদ্দাস্যাভিমান, অহিংসা, সারল্য, সুনীচতা, সহনশীলতা, অমানিত্ব, মানদত্ব, ক্ষমাশীলতা মনুষ্যকে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধে আকৃষ্ট করে। শ্রীচৈতন্যবাণী চিন্ময়ী সেবা-ভূমিকায় পরস্পরের মিলনপ্রয়াসী। আনন্দময় বিভু ও প্রভুর নিষ্কপট সেবাবৃত্তিই জীবকে শ্রীভগবৎসান্নিধ্যে আনয়ন করে। অণুচিৎ বিভুচিতের সহিত, দাস নিত্যপ্রভুর সহিত এবং আনন্দকণ আনন্দসমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হয়। আনন্দের মিলনে দুঃখলেশ থাকিতে পারে না। ভোগপ্রবৃত্তি ইতর সঙ্গ করায় এবং ত্যাগপ্রবৃত্তি শ্রীভগবন্মিলনের পরিপন্থী হয়। শ্রীচৈতন্যবাণী সর্ব্ব জীবকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, তাঁহাদের যাবতীয় বিত্ত, ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন, বুদ্ধি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-সুখোৎপাদনে নিয়োজিত না হইলে অশান্তি বিস্তার করিবে। শ্রীচৈতন্যবাণী দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে যাইয়া তাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থে অবহিত হইবার জন্য উপদেশ করিতেছেন—শুদ্ধ জীবসত্তা স্থূললিঙ্গ উপাধিদ্বয়ে আসক্ত ও আবৃত, পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ জড়াভিনিবেশ পরিত্যাগে অসমর্থ হইলেও, বর্ত্তমান অবাঞ্ছিতাবস্থায় নিজাভীষ্ট লাভের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির অনুকূলে বিষয়াদি স্বীকার, দেহ ও কুটুম্বাদি পালন ও পোষণ করিতে বলিতেছেন—চরম ও পূর্ণানন্দ লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আনন্দ-বাধক যে সকল কামাদি পরিত্যাগে সম্প্রতি অসামর্থ্য অনুভূত হইতেছে, তাহাদিগকে নিজ অহিতকর জ্ঞানে গর্হণমুখে অঙ্গীকার করতঃ জীবন নির্ব্বাহ করিতে থাকিলে অচিরেই অবাঞ্ছিতাবস্থার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যাইবে বলিয়া ভরসা দিতেছেন। বাঞ্ছিতানুশীলন কোন অবস্থাতেই শ্লথ করিতে হইবে না। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনামের অনুকূল অনুশীলন—শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি হইতেই শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ-সান্নিধ্যলাভে সাফল্য লাভ করিবেন।

আমরা বর্ত্তমান দ্বন্দ্ব-ক্লিষ্ট হিংসা-প্রতিহিংসায় জর্জ্জরিত অশান্ত-চিত্ত মনুষ্য-সমাজকে দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক কাতরভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করি। শ্রীচৈতন্যবাণীর সংস্পর্শে মনুষ্য-সমাজ জড়ভাব পরিত্যাগে সমর্থ; মৃত্যুভয় নিবারণে এবং প্রেমময় শ্রীহরির চিল্লীলা-রসাস্বাদনে অধিকারী হইতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যবাণী জীব-কর্ণকুহরে কৃপা পূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইয়া জীবসমূহকে যাবতীয় ক্লেশ হইতে মুক্ত করতঃ প্রেমামৃতাস্বাদন-সৌভাগ্য-প্রদানে কৃতার্থ করুন, ইহাই বর্ষারম্ভে এ দাসের প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষ ১২শ সংখ্যার ২৭১ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বকারণকারণত্ব-বিরোধি-মতসমূহ

সাংখ্যবাদ—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বকারণকারণত্বের বিরোধী মতসমূহের মধ্যে কয়েকটী মতবাদের আলোচনা পত্রিকার পূর্ব্বসংখ্যায় করা হইয়াছে। ঐ সকল মতবাদের অন্যতম কপিলাচার্য্যের সাংখ্যমতবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বর্ত্তমান সংখ্যায় করা হইতেছে।

সাংখ্যমত বলিতে কি বুঝায়? মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৩৩।৩৭ শ্লোকের তথ্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পদ্মপুরাণাদি গ্রন্থে দুইজন কপিলদেবের উল্লেখ আছে। একজন সত্যযুগে ভগবদাবেশাবতার (বাসুদেবাংশ) রূপে কর্দ্দমঋষির পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণকে, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গকে এবং স্বীয় জননী দেবহূতিকে সর্ব্ববেদান্ত-সম্মত ষড়-

বিংশতিতত্ত্ব-প্রতিপাদক শুদ্ধ ভক্তিযোগমূলক সাংখ্য-তত্ত্ব * উপদেশ করিয়াছিলেন। উহা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই। তিনি পরব্রহ্মকেই সর্ব্বকারণ-কারণ বলিয়াছেন এবং ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীভগবানের সেবাই জীবের পরম প্রয়োজন বলিয়াছেন। এমন কি সালোক্যাদি মুক্তিকেও ভক্তিবিরোধী বলিয়া গর্হণ করিয়াছেন। যিনি সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা কপিলাচার্য্য বলিয়া খ্যাত, তিনি অগ্নিবংশজ কপিল ঋষি। তিনি যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নাস্তিক্যবাদ। উহাতে ভাগবতীয় শ্রীভগবদবতার কপিলদেবের উপদিষ্ট ভক্তিযোগের অনেক বিরোধিমত লিপিবদ্ধ আছে। তিনি পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন এবং উহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ও উহার বাহিরে যাহা কিছু আছে, তাহাদের বিচার প্রধানতঃ তিন শাস্ত্রে করা হইয়াছে—ন্যায়, কাপিলসাংখ্য ও বেদান্ত। মহর্ষি ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রে কাণাদ-ন্যায় ও সাংখ্যের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সাংখ্যের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব বেশী, কারণ সাংখ্যের অনেক সিদ্ধান্ত মনু-আদি স্মৃতিগ্রন্থে এবং গীতাতেও সন্নিবিষ্ট আছে। সাংখ্যের কতকগুলি সিদ্ধান্ত বেদান্ত স্বীকার করেন নাই আবার কতকগুলি বেদান্তের অনুরূপ। কপিলাচার্য্যও প্রাচীন বেদান্তের সিদ্ধান্তই স্বীয় কল্পনাবলে এবং অনুমান-সাহায্যে কতকটা পরিবর্ত্তন করিয়া সাংখ্যশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন; অন্যপক্ষে উপনিষৎ(বেদান্ত)কারগণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে (শ্রৌত-ধারায়) তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। বেদান্ত ও সাংখ্য উভয়ই অতি প্রাচীন। বেদান্ত বা উপনিষৎ সাংখ্য অপেক্ষাও প্রাচীন। কণাদের ন্যায়শাস্ত্রে অচেতন মধ্যে সচেতনত্ব কিরূপে আসিল? এ বিষয়ের আলোচনা পত্রিকার পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় করা হইয়াছে। কপিলাচার্য্যের চিন্তাধারা কণাদ ঋষির অনুরূপ—একই মূলপদার্থের গুণসমূহের বিকাশ হইয়া জগতের সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে—উহাই ন্যায় ও সাংখ্যের আলোচনার তাৎপর্য্য।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—(অহং) "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" (গী ১০।২৬)—সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিলমুনি আমি। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।১৬।১৫ শ্লোকে শ্রীভগবান্ পার্ষদোত্তম উদ্ধবকে নিজের বিভূতি বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিলঃ"—আমি সিদ্ধেশ্বরগণের মধ্যে কপিল। উহাতে কপিলাচার্য্যের যোগ্যতা স্বীকৃত হইয়াছে।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে উল্লেখ আছে—সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, সনৎসুজাত, সন্, সনাতন এবং কপিল ইঁহারা ব্রহ্মার সাতজন মানসপুত্র—যাঁহারা জন্মমাত্রই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সাংখ্যরচয়িতা কপিলাচার্য্য উঁহাদের অন্যতম কিনা, তাহা বিবেচ্য।

সাংখ্যের প্রথম সিদ্ধান্ত—জগতে নূতন কিছু উৎপন্ন হয় নাই। বৌদ্ধ ও কাণাদদিগের মতে এক পদার্থ নষ্ট হইয়া গেলে নূতন পদার্থ উৎপন্ন হয়। বীজ নষ্ট হইয়া যাওয়ার পর অঙ্কুরের উৎপত্তি, অঙ্কুর নষ্ট হইয়া যাওয়ার পর বৃক্ষের উৎপত্তি। সাংখ্য বা বেদান্ত উহা স্বীকার করেন না। শূন্য (যাহার অস্তিত্ব নাই) হইতে শূন্য ছাড়া কিছু হইতে পারে না, কারণ না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না। বৃক্ষের বীজে যে বস্তু ছিল, তাহা নষ্ট না হইয়া তাহাই ভূমি ও বায়ু

---

* 'সাংখ্য' শব্দটী গীতা ও ভাগবতে বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শব্দটীর ব্যাপক অর্থ—সর্ব্বপ্রকারের তত্ত্বজ্ঞান—'আত্মানাত্মবিচার'—"সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনেনেতি সাংখ্যং সম্যক্‌জ্ঞানম্" (বিশ্বনাথ) —অর্থাৎ যাহা দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্‌জ্ঞানে খ্যাত বা প্রকাশিত হয়, তাহাই 'সাংখ্য' অর্থাৎ সম্যক্‌জ্ঞান। কেহ কেহ ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থ ধরিয়া সাংখ্যশব্দের অর্থ করিয়াছেন এইরূপ—সং—খ্যা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া উহার অর্থ 'গণনাকারী'—কাপিল দর্শনে মূলতত্ত্ব গণনায় পঞ্চবিংশতি, সুতরাং ঐ দর্শনকে 'সাংখ্য' বলা হয়।

হইতে অন্যদ্রব্য আকর্ষণ করিয়া লয়, এজন্যই বীজ অঙ্কুরের রূপ প্রাপ্ত হয়। অসৎ (যাহার অস্তিত্ব নাই) হইতে সৎ (যাহার অস্তিত্ব আছে) হইতে পারে না, সৎ (কারণ) হইতে রূপান্তর প্রাপ্ত 'কার্য্য'। সেজন্য সাংখ্যের এই সিদ্ধান্তের নাম **'সৎকার্য্যবাদ'**।

যাহা হউক, সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে যে, কপিলাচার্য্যের যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী অপূর্ব্ব। ভারতীয় অধিকাংশ দর্শনপ্রণালী কাপিলদর্শনকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এই দর্শনের সহিত অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও অধিকাংশ দার্শনিক কাপিলদর্শনের মনোবিজ্ঞান গ্রহণ করিয়াছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্ত প্রায় একমত। বেদান্ত সাংখ্যের দ্বৈতবাদকে চরমসিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বেদান্ত সাংখ্যের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন, সুতরাং সাংখ্যদর্শন আলোচনা করিতে গেলে আমরা বেদান্ত, গীতা ও ভাগবতের আলোকে উহার হেয়াংশ পরিত্যাগ করিয়া উপাদেয় অংশই গ্রহণ করিব।

সাংখ্যবাদ—মহর্ষি কপিলের কৃত। উহাতে দুইটী মূলতত্ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে—প্রকৃতি ও পুরুষ (বা আত্মা, self)। এই প্রকৃতি ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের শক্তি নহে, উহা এক স্বতন্ত্র তত্ত্ব। উহাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তির মূলকারণ—বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, মানব, বায়ু, অগ্নি, জল, প্রস্তর, স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতবদ্রব্য, আমাদের দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই এই মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। এই মতবাদে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর স্বীকৃত নহে—জগৎ প্রকৃতিরই পরিণাম। এই মূলবস্তুটী তিনটী উপাদানের সমবায়—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন প্রত্যেকবস্তু এই তিন গুণের প্রভাবের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন রূপ ও গুণ প্রাপ্ত হয়। জগৎ উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে প্রকৃতিতেই এই তিনটী গুণের সাম্যাবস্থা ছিল। সত্ত্বগুণ শান্তভাবাপন্ন, উহার লক্ষণ জ্ঞান বা জানা, —উহা আত্মানাত্মবস্তু-বিষয়ক বিচার-বিবেক উৎপাদন করে। রজোগুণের লক্ষণ ভালমন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মান। তমঃ সর্ব্বনিম্নতম শক্তি, উহাতে মোহ উৎপাদন করে। মূলবস্তু প্রকৃতি এক হইলেও ঐ সকল গুণের ন্যূনাধিক্য ফলে উহা হইতে উৎপন্ন বস্তুসমূহ বিভিন্ন রূপ ও গুণসম্পন্ন হয়। যাহাকে আমরা সত্ত্বপ্রধান বস্তু বলি, তাহাতে রজঃ এবং তমোগুণ চাপা পড়ে। প্রত্যেক বস্তুতে তিন গুণের সংঘর্ষ চলে, যে গুণের প্রাবল্য বেশী হয়, তদনুসারে ঐ সকল বস্তুকে সত্ত্বপ্রধান, রজঃপ্রধান ও তমঃপ্রধান বলা হয়। কোনসময়ে রজঃ ও তমোগুণ সত্ত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ সংযত হয় অর্থাৎ সত্ত্বগুণ প্রধান হওয়ায় রজঃ এবং তমোগুণ চাপা পড়ে। যেমন কোন মানুষের শরীরে রজঃ ও তমোগুণের উপর সত্ত্বের প্রাবল্য থাকিলে তাহার অন্তঃকরণে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, চিত্তবৃত্তি শান্ত হয়। এখানে রজঃ ও তমঃ চাপা পড়ে। রজোগুণের প্রাবল্য হইলে অন্তকরণে লোভ আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি তাহাকে বিভিন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। তমোগুণের প্রাবল্য হইলে নিদ্রা, আলস্য, স্মৃতিভ্রংশ, শোক, মোহ প্রভৃতি দেখা যায়।

প্রকৃতি যে সময়ে সাম্যাবস্থায় থাকে অর্থাৎ উহার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সুপ্তাবস্থায় থাকে এবং অতি সূক্ষ্মরূপে উহার জগৎসৃষ্টি বা বিকার থাকে না, তখন উহাকে 'অব্যক্ত' বলা হইয়া থাকে। তাহার অর্থ এই যে, উহা কোনরূপ স্পন্দনরহিত, অপ্রকাশিত এবং আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচররূপে বর্ত্তমান থাকে। প্রকৃতি যখন আকৃতি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের অনুভবাদির দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তখন উহার ব্যক্তরূপ। এই ব্যক্তপদার্থ অনেক—কতকগুলি স্থূলরূপ—গাছ, পাথর প্রভৃতি এবং কতকগুলি সূক্ষ্মরূপ—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি, আকাশ প্রভৃতি। [এখানে সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ 'ক্ষুদ্র' নহে, কারণ আকাশ একটী সূক্ষ্ম পদার্থ হইলেও উহা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।] মূলবস্তু প্রকৃতি বায়ু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য উহা আমাদের ইন্দ্রিয়-

গোচর নহে, তাই তাহাকে 'অব্যক্ত' বলা হয়। তবে প্রকৃতিকে আমরা জানি কিরূপে? সাংখ্য তাঁহার 'সৎকার্য্যবাদ' অনুসারে বলেন যে, ব্যক্ত পদার্থগুলি দেখিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি যে, মূল পদার্থটী আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর না হইলেও সূক্ষ্মরূপে তাহার অস্তিত্ব থাকিবেই। কিন্তু এই সূক্ষ্মরূপে অস্তিত্ব নৈয়ায়িকগণের পরমাণুবাদ নহে। নৈয়ায়িকদিগের মতে পরমাণুগুলি স্বতন্ত্র। সাংখ্য-মতে প্রকৃতি এরূপ স্বতন্ত্র পরমাণুসমূহের সমবায় নহে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই অব্যক্ত স্বয়ম্ভু এবং একই প্রকার নিবিড়ভাবে পূর্ণ (উহাতে কোন অবকাশ বা ফাঁক নাই) [অদ্বৈতবাদীর পরব্রহ্ম এরূপ নহেন, কারণ পরব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ ও অদ্বৈতবাদীর মতে নির্গুণ। কিন্তু প্রকৃতি জড়রূপা ও সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময় অর্থাৎ সগুণ বেদান্তে প্রকৃতিকে 'মায়িক অবভাস' বলা হয়।]

সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে (যুগের প্রারম্ভে) উহা সাম্যাবস্থায় ছিল অর্থাৎ উহার গুণগুলি সামঞ্জস্য ভাবে ছিল। সৃষ্টির আরম্ভে উহার সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়। তখন একটী গুণ বা শক্তি অপরগুলি অপেক্ষা প্রবলতর হওয়ায় ঐ অব্যক্ত প্রকৃতিতে স্পন্দন, পরিবর্ত্তন বা গতি আরম্ভ হয়। [প্রকৃতির এই গতি বা স্পন্দনকেই কোন কোন ব্যাখ্যাকার 'প্রাণ' বলিয়া থাকেন কিংবা উহাকে 'জীবনীশক্তি' বলেন। হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা তত্ত্ববৈজ্ঞানিক সামুয়েল হ্যানিমান্ উহাকে Vital force বলিয়াছেন। এই প্রাণশক্তিই আমাদের স্নায়বিক শক্তিসমূহ—যাহা আমাদের দেহ ও মনকে চালাইতেছে, উহাই দেহ মনের ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়। আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসও ঐ প্রাণেরই একটী কার্য্য। বায়ু দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য চলে না, কারণ তাহা হইলে মৃতব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাস চলিত। প্রাণই বায়ুর উপর কাজ করে।] নূতন কল্পের আদিতে এই পরিণাম বা বিকার আরম্ভ হয়। বিকারের ফলে প্রত্যেক উৎপন্ন পদার্থ ঘনীভূত হইয়া অণু-পরমাণু এবং সর্ব্বশেষে বিভিন্ন স্থূল পদার্থে পরিণত হয়—পরস্পর নানাভাবে মিলিত হইয়া বিভিন্নরূপে সম্মিলিত যে বস্তু গঠিত হয়, উহাই ব্রহ্মাণ্ড। প্রকৃতির এই গতি বা বিকার চক্রের গতির ন্যায় চলিতে থাকে, কারণ একটী কল্প শেষ হইলে ঐ সকল উৎপন্ন বস্তুই আদিম সাম্যাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন জগতের বস্তুসকল সূক্ষ্মরূপে বা কারণাবস্থায় থাকে, প্রকৃতির পুনরায় এই সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় বা অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়াকে '**কল্পান্তপ্রলয়**' বলা হয়। [ভাগবতে উহাকেই শ্রীভগবানের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বলা হইয়াছে।] কিছুকাল ঐ অবস্থায় থাকিয়া আবার সৃষ্টি আরম্ভ হয়—এইরূপভাবে চক্রের গতির ন্যায় প্রকৃতির কার্য্য চলিতে থাকে।

প্রকৃতির পরিণাম বা বিকার-ফলে প্রথম বিকাশ 'মহত্তত্ত্ব' (সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধি), উহার বিকার 'অহঙ্কারতত্ত্ব' বা অহং জ্ঞান, উহা হইতে 'মন' (সর্ব্বব্যাপী মনস্তত্ত্ব), উহা হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও 'তন্মাত্রা' (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু) উৎপন্ন হয়। অতঃপর ঐ সকলের সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহ হইতে স্থূল পরমাণু (যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি বা অনুভব করিতে পারি অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি) উৎপন্ন হয়। এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পত্রিকার পূর্ব্ব সংখ্যায় (৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা) ভাগবতোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। [সাংখ্যের উপরিউক্ত তত্ত্বগুলি বেদান্ত বা ভাগবতে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হইয়াছে, সেজন্য ঐ তত্ত্বগুলির বিশ্লেষণ উভয় দর্শনে অনেকটা একরূপ]

প্রকৃতিকে আরও অনেক নামে অভিহিত করা হয়। উহাকে 'প্রধান' বলা হয়—সৃষ্টির সর্ব্ববিধ পদার্থের মুখ্য মূল, এজন্য ঐ নাম দেওয়া হয়। উহাকে 'জগৎপ্রসবিনী' বলা হয়—প্রসবধর্ম্মিণী প্রকৃতি হইতে সকল পদার্থ প্রসূত হয়, এজন্য এই নাম। বেদান্তে এই প্রকৃতিকেই 'মায়া' বা 'মায়িক অবভাস' বলা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

———

শ্রীগুরুসেবাই কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ?

(পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ)

শ্রীগুরুসেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠধর্ম্ম, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আর কিছু নাই—ইহাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়। শ্রীগুরুদেব ভগবৎপ্রেরিত ভগবন্নিজ জন। জগজ্জীবকে ভগবৎসেবা শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহার গোলোক হইতে ভূলোকে শুভাগমন। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। তাই গুরুসেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সন্তুষ্ট হন, নিজ সেবা দ্বারা তিনি ততটা সন্তুষ্ট হন না। ভক্তরাজ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবান্ প্রাণ দিয়া ভালবাসেন। গুরুর সুখেই কৃষ্ণের প্রচুর সুখ হয় এবং গুরুসেবাতেই ভগবানের অত্যন্ত সন্তোষ হইয়া থাকে। এইজন্যই শাস্ত্র গুরুসেবাকে মহামঙ্গলকর ও সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তম বলিয়া তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গুরু কৃপা ব্যতীত গুরুসেবার কথা লেখা সম্ভব নয়। তাই প্রথমে মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাভিক্ষা করিয়া তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত উপদেশ অবলম্বনে গুরু-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতঃ 'শ্রীগুরুসেবা' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিবার প্রয়াস পাইতেছি।

যিনি দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, সেই কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ মহাজনই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবৎসেবায় তৎপর। তিনি নামাচার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য জগতে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীহরি শ স্ত্ররূপে, গুরুরূপে ও অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামি-রূপে শিখায় আপনে॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা পাই—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
(ভাঃ ১১।১৭।২২)

ব্রহ্মচারিগণের ধর্ম্ম নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—ব্রহ্মচারিগণ নিজ নিজ বেদাধ্যাপক আচার্য্যকে আমি অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিবে। মনুষ্য-বুদ্ধিতে কখনও তাঁহার দোষ-দর্শন করিবে না।

এতৎ প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু স্বকৃত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

"কর্ম্মিভিরপি স্বগুরৌ ভগদ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা"

কর্ম্মিগণেরই যখন কর্ম্মী গুরুর প্রতি ভগবৎবুদ্ধি করা কর্ত্তব্য, তখন যিনি কৃপাপূর্ব্বক সংসার হইতে উদ্ধার করেন, ভগবজ্জ্ঞান প্রদান করিয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন এবং কোটিচন্দ্র সুশীতল নিত্যসুখময় শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে জীবকে পৌঁছাইয়া দেন, সেই প্রেমভক্তি-দাতা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক গুরুকে যে ভগবদ্বুদ্ধি করিতেই হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীকৃষ্ণ সুদামা বিপ্রকে বলিতেছেন—

জ্ঞানদাতা গুরুরূপে আমি ভগবান্।
উপদেশ করি আমি গুরুরূপ ধরি'।
গুরু উপদেশে লোক যায় ভব তরি'॥
গুরুকে সাক্ষাৎ হেন ঈশ্বর করি' মানে।
সেই সে আমার প্রিয় সর্ব্বতত্ত্ব জানে॥
(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী)

আমরা ভগবৎসেবক, আর শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্। আমরা বস্তুতত্ত্ব—জীবতত্ত্ব, কিন্তু শ্রীগুরুদেব আমাদের ন্যায় জীব নহেন, তিনি ঈশ্বরবস্তু। শ্রীগুরুদেব হরি হইয়াও আমাদিগকে হরিসেবা শিক্ষা দেন। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, তিনি অমর বস্তু, নিত্যবস্তু। শ্রীগুরুদেব নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, তাঁহার সেবা

নিত্য, সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের, মরণ ব'লে কোন জিনিষ আমাদের নাই। এই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমরা নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও চির-সুখী হইতে পারি। আমরা যদি নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ প্রার্থী হই, তা' হ'লে মঙ্গলময় শ্রীগুরুদেব অমায়ায় আমাদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল বিধান করিবেনই।

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার করবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার করবে, কোনও অংশে কম মনে করবে না। সাধুসকল—পণ্ডিত সকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলের কর্ত্তব্য হচ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা। যদি তা না করেন—তবে শিষ্যস্থান হ'তে ভ্রষ্ট হয়ে যাবেন।"

"মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না জান্‌লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হবে না। তিনিই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝতে পার্‌বেন, যাঁ'র গুরু ও ভগবানে অভিন্ন-বুদ্ধি আছে; তার একটা প্রমাণ আছে শ্রুতিতে—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

[যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে তেমন শ্রীগুরুদেবেও অচলা ভক্তি আছে, তিনিই মহাত্মা। তাঁহার নিকটেই শ্রুতির সকল অর্থ প্রকাশিত হয়।]

পদ্মপুরাণে আমরা পাই—দেবদ্যুতি নামে এক গুরু-নিষ্ঠ ভক্ত ভগবানকে স্তুতি করিয়া বলিতেছেন—

ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বন্নিষ্ঠা গুরৌ যদি।
মমাস্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু মে হরিঃ॥

"শ্রীহরির প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি বর্ত্তমান, শ্রীগুরুর প্রতি যদি আমার সেরূপ ভক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে "গুরুকে সাক্ষাৎ হেন ঈশ্বর করি মানে। সেই সে আমার প্রিয়, সর্ব্বতত্ত্ব জানে॥" ইত্যাদি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীহরি আমাকে দর্শন দান করুন।

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিয়াছেন—"সচ্চিদানন্দ ভগবানের গায়ে হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তিনি যেন তাঁর পা' চুলকুচ্ছেন, ভগবানের হাত তাঁর দেহই—ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা কর্‌ছেন। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। আমার শ্রীগুরুদেবও সেইরূপ ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের সহিত এক দেহ—'সেব্য ভগবান্' আর 'সেবক ভগবান্'—'বিষয় ভগবান্' আর 'আশ্রয় ভগবান্'। মুকুন্দ সেব্য ভগবান্—বিষয় ভগবান, আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্। আমার শ্রীগুরুদেবের তুল্য ভগবানের প্রিয় আর কেহ নাই। তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।"

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ সেব্য-ভগবান্ আর শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্; শ্রীকৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয়বিগ্রহ; শ্রীকৃষ্ণ Predominating Absolute, আর শ্রীগুরুদেব Predominated Absolute; শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্, আর শ্রীগুরুদেব স্বরূপশক্তি—ইহাই বৈশিষ্ট্য। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইয়াও ভগবানের পরমভক্ত—ভক্তরাজ। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তিনি কৃষ্ণের পার্ষদ-ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্য সদৃশ, আর শ্রীগুরুদেব আলোস্বরূপ। যেমন আলো ও সূর্য্য, পূর্ণিমা ও পূর্ণচন্দ্র, সেইরূপ গুরু ও কৃষ্ণ।

শ্রীগুরুদেব মূল আশ্রয়-বিগ্রহ বা বিষয়বিগ্রহ নহেন। শ্রীগুরুদেব মধুররসে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অবতার বা প্রকাশ, বাৎসল্যরসে শ্রীনন্দযশোদার প্রকাশ, সখ্যরসে শ্রীসুবল শ্রীদামাদির প্রকাশ এবং দাস্যরসে শ্রীরক্তক-পত্রকাদির প্রকাশ। যাঁহারা নারায়ণের উপাসক, তাঁহাদের গুরু লক্ষ্মী অথবা গরুড়ের অবতার বা তদভিন্ন। শ্রীগুরুদেব কোন দিন গরুড়বাহন নারায়ণ নহেন। তিনি নারায়ণের পার্ষদ ভক্ত। শ্রীগুরুদেবকে গরুড়বাহন নারায়ণ মনে করা মহা অপরাধ ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ব্যাপার।

শ্রীগুরুদেব লক্ষ্মীপতি বা গোপীনাথ নহেন। মধুর রসে গুরু গোপী বা লক্ষ্মী।

শ্রীগুরুদেব সেব্য আর শিষ্য সেবক, গুরু প্রভু আর শিষ্য দাস—ইহাই গুরুর সহিত শিষ্যের প্রকৃত সম্বন্ধ। শ্রীগুরুদেব পিতার ন্যায় হিতকারী ও উপদেষ্টা এবং মাতা অপেক্ষা স্নেহশীল বলিয়া গুরুকে পিতা-মাতাও বলা হয়। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ভোক্তা ভগবান্ নহেন। শ্রীগুরুদেব ভগবান্ হইয়াও ভগবৎ প্রেষ্ঠ বা ভক্তরাজ। শ্রীগুরুদেব বিষয়-বিগ্রহ নহেন, তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ। গুরু শক্তিমত্তত্ত্ব নহেন, পরন্তু স্বরূপশক্তিতত্ত্ব। ভগবৎ স্বরূপ শ্রীগুরুদেব জীবতত্ত্ব নহেন, তিনি ভগবানের অভিন্ন মূর্ত্তি, ভগবানের প্রকাশ বিগ্রহ—সেবক-ভগবান্। শাস্ত্র বলেন—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪)

গৌরকৃষ্ণ পার্ষদ জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥
(মনঃশিক্ষা)

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহার অর্থ করিয়াছেন—

"ধর্ম্ম বলি' বেদে যারে, এতেক প্রশংসা করে,
'অধর্ম্ম' বলিয়া নিন্দে যারে।
তাহা কিছু নাহি কর, ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহর,
হও রত নিগূঢ় ব্যাপারে॥
যাচি মন ধরি' তব পায়।
সে সকল পরিহরি, ব্রজভূমে বাস করি,'
রত হও যুগল-সেবায়॥
শ্রীশচীনন্দন ধনে, শ্রীনন্দনন্দন সনে,
এক করি' করহ ভজন।
শ্রীমুকুন্দ প্রিয়জন, গুরুদেবে জান মন,
তোমা লাগি' পতিত পাবন॥
জগতে প্রকট ভাই, তাঁহা বিনা গতি নাই,
যদি চাহ আপন কুশল।
তাঁহার চরণ ধরি,' তদাদেশ সদা স্মরি,'
এ ভক্তিবিনোদে দেহ' বল॥"

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও বলিয়াছেন—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ (গুর্ব্বষ্টক)

নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধু সকল যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি ভগবানের একান্ত প্রিয়তম, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

চণকের দ্বিদলের ন্যায় বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা আর আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা; এতদুভয়ের বিলাস বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—কৃষ্ণ, আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি আমার—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু, আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু। আমরা লঘু হইতেও লঘু, তদপেক্ষাও লঘু; আর শ্রীগুরুপাদপদ্ম—যিনি বৃহতের সেবা করেন, তিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, তদপেক্ষাও বৃহৎ। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্ বিচার করিতে হইবে।

শিষ্যমাত্রেরই শ্রীগুরুদেবকে ভগবদ্বুদ্ধি করা কর্ত্তব্য; নতুবা ভগবৎপ্রাপ্তির আশা নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভগবদ্বুদ্ধি ও প্রিয়বুদ্ধিই সমস্ত মঙ্গলের নিদান। জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভগ্রন্থে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—

"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥

(বামন-কল্পে ব্রহ্মবাক্য)

[যাহা মন্ত্র তাহাই সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ এবং যিনি গুরু তিনিই সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ; সুতরাং গুরু যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, স্বয়ং হরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন]

"বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুম্।
পূজয়েদ্ বাঙ্-মনঃ-কায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥

(শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র)

[ভগবজ্জ্ঞান প্রদাতা শ্রীগুরুদেবকে যিনি বিষ্ণুতুল্য মনে করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করেন, তিনিই বাস্তবিক শাস্ত্রজ্ঞ এবং তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব বা শিষ্য।]

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন—

নারায়ণশ্চ ভগবান্ গুরুঃ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরঃ।
সর্ব্বতীর্থাশ্রমশ্চৈব সর্ব্বদেবাশ্রয়ো গুরুঃ।
সর্ব্বদেব স্বরূপশ্চ গুরুরূপী হরিঃ স্বয়ম্॥

শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥

(ভাঃ ৭।১৫।২৬)

ভগবজ্জ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্। এই আচার্য্যরূপী প্রত্যক্ষ ভগবানকে যে ব্যক্তি মরণশীল মানব বুদ্ধি করে, সেই দুর্ভাগার শ্রীনামকীর্ত্তন, ভুয়সী সেবা, ভগবন্মন্ত্রাদি জপ, হরিকথা শ্রবণ-মনন এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন প্রভৃতি হস্তী স্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয়।

ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন—"কিঞ্চ সত্যাং ভূয়স্যামপি ভক্তৌ গুরৌ মনুষ্য-বুদ্ধিত্বে সর্ব্বমেব ব্যর্থং ভবতীত্যাহ—যস্যেতি। সাক্ষাদ্ভগবতীতি ভগবদংশবুদ্ধিরপি গুরৌ ন কার্য্যেতি ভাবঃ। যদ্বা উপাস্যে ভগবত্যেব সাক্ষাদ্বিদ্যমানে মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ মর্ত্ত্য ইতি দুর্ব্বুদ্ধিস্তস্য শ্রুতং ভগবন্মন্ত্রাদিকং শ্রবণমননাদি-কঞ্চ ব্যর্থমিত্যর্থঃ।"

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাদ্ ভগবান্। আমার নিত্য উপাস্য ভগবান্ গুরুরূপে কৃপাপূর্ব্বক আমার সম্মুখে সাক্ষাদ্ বিদ্যমান। এই প্রত্যক্ষ ভগবান্—সাক্ষাৎ বিদ্যমান ভগবান্ গুরুকে ভগবদংশবুদ্ধি করাও উচিত নয়। আর সেই ঈশ্বর বস্তু গুরুতে যদি মনুষ্যবুদ্ধিরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আসে, তাহা হইলে মঙ্গলের আশা কোথায়?

এই জন্যই শাস্ত্র বলেন—

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যথাবিধি তথা গুরুম্।
অভেদেনার্চ্চয়েদ্ যস্তু স মুক্তিফলমাপ্নুয়াৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৪ বিঃ ৪।১৪১ ধৃত বিষ্ণু-রহস্য বাক্য)

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীহরি বলিয়া যিনি ভগবদভিন্ন-বোধে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করেন, তিনি মুক্তি-ফল প্রাপ্ত হন।

ভগবদ্ভজনে বা ভগবদ্দর্শনে শ্রীগুরুকৃপাই মূল। গুরুই জীবের কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। ভগবৎকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীগুরুদেব। গুরুই শিষ্যের জীবন, গুরু শিষ্যের প্রাণাপেক্ষা প্রীতির পাত্র, গুরুই জীবের সর্ব্বস্ব এবং গুরুই জীবের নিঃস্বার্থ অকপট বন্ধু। জগদ্গুরু শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বলিয়াছেন—"শ্রীমদ্গুরুপাদাম্ভোজধ্যান-মাত্রৈক সাহসঃ।" শ্রীগুরুপাদপদ্মই জীবের একমাত্র সাহস, বল ও ভরসা। গুরুকৃপাই জীবের একমাত্র রক্ষক। গুরুদেবতাত্মা ভক্তই সাহসী, বলীয়ান্, নির্ভীক, নিশ্চিন্ত, সুখী ও শান্ত। শ্রীমদ্ভাগবত "বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা" (ভাঃ ১১।২।৩৭) "তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ" (ভাঃ ১১।৩।২২) প্রভৃতি শ্লোকে গুরুদেবতাত্মা হইয়া ভগবদ্ভজনই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগ-বতে আমরা আরও পাই—"গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে" (ভাঃ ১০।৮০।৪৩) অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই জীব পরিপূর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারে।

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"যাঁহারা ভগবানকে চান, তাঁহারা প্রথমেই সদ্গুরু-চরণাশ্রয় করিবেন—ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগ-বান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র

প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত; সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী হইলেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পূজা করা যে সব চেয়ে বড় জিনিষ এবং আমাদের প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য।

"গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়, এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। যখন আমরা মনে করি, অন্যপ্রকার আকর হ'তে আমাদের মনোভীষ্ট পূরণ হ'বে, তখন আমরা মহান্ত-পুরুষ-বিশেষে গুরুতত্ত্ব দর্শন করি না।"

"শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসদ্-বিচার প্রণালী, অস্থির সিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। কাজেই আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানু-যায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। যাঁর নিকট উপস্থিত হ'লে অন্য কা'রো কথা শুন্‌বার আবশ্যক বোধ হয় না—অন্য কা'রো কাছে যেতে হয় না, তিনিই সদ্গুরু। সকলের মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ ভগবান্ আমার জন্য সকল মঙ্গল যাঁ'র করে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁর নিকট শতকরা শতপরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তা' হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। আর যদি কপটতা, দ্বিহৃদয়তা, লোক-দেখান মিছাভক্তি বা ভণ্ডামী করি, তা'হ'লে তিনিও বঞ্চনা ক'রে থাকেন। তিনি বলেন,—তুমি শিষ্য হও নাই; তুমি শাসন নিবে না, তোমার হৃদয়ে পাপ আছে, কপট লোকের বিচারের কথা শোনার দরুণ বর্ত্তমানে আমার কথা শুন্‌বার মত কাণ তোমার প্রস্তুত হয়নি, সুতরাং তুমি বঞ্চিত হ'লে।" তিনি আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তা' নত-শিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য।

"যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তা'হলে সেই সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি অভয়াভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁদের কপালের জোর আছে, তাঁরা এই সুবিধাটা পান। যিনি যেরূপভাবে শরণাগত হন, তাঁর নিকট তদুপযোগী গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হন।"

"আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব; আমার গুরুবিদ্বেষী—জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রের বিদ্বেষী। নিষ্কপটে এই বিচারটা না আসিলে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভৃত্য হইতে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না—আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—আমি 'তৃণাদপি সুনীচ,' 'অমানী', 'মানদ' হ'য়ে হরি-কীর্ত্তন করিতে পারি না।"

শাস্ত্র বলেন—

ন গুরোশ্চ প্রিয়শ্চাত্মা ন গুরোশ্চ প্রিয়ঃ সুতঃ।
ধনং প্রিয়ঞ্চ ন গুরোর্ন চ ভার্য্যা প্রিয়া তথা॥
ন গুরোশ্চ প্রিয়ো ধর্ম্মো ন গুরোশ্চ প্রিয়ং তপঃ।
ন গুরোশ্চ প্রিয়ং সত্যং ন পুণ্যঞ্চ গুরোঃ পরম্॥
গুরোঃ পরো ন শাস্তা চ ন হি বন্ধুর্গুরোঃ পরঃ।
দেবো রাজা চ শাস্তা চ শিষ্যাণাঞ্চ সদা গুরুঃ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

আত্মা বা প্রাণই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। কিন্তু শ্রীগুরুদেব শিষ্যের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম। তাই সৎ শিষ্য গুরুসেবার জন্য প্রাণ দিতেও পশ্চাৎপদ হন না। স্ত্রী, পুত্র, ধন, ধর্ম্ম, সত্য প্রভৃতি কোন কিছুই গুরু অপেক্ষা প্রিয় নহে বা হইতে পারে না। গুরু অপেক্ষা নিঃস্বার্থ হিতকারী বন্ধু আর কেহ নাই। গুরুই শিষ্যের দেবতা, গুরুই শিষ্যের শাস্তা, গুরুই শিষ্যের রক্ষাকর্ত্তা, গুরুই শিষ্যের জীবন, গুরুই শিষ্যের প্রাণ এবং গুরুই শিষ্যের সব বা সর্ব্বস্ব। এইজন্যই গুরুসেবা সম্বন্ধে জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (ভাঃ ৪।২৮।৩৪ শ্লোকের টীকায়) জানাইয়াছেন—

"সুতান্ হিত্বেতি পতিব্রতা পত্যুরিব গুরোঃ সেবায়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদীন্যপি ভোগান্ তদুত্থান্ প্রেমানন্দানপি গৃহান্ তদুচিত-বিবিক্তস্থলমপি নৈবাপেক্ষেত —শ্রীগুরুসেবয়ৈব সুখেন সর্ব্বসাধ্য সিদ্ধ্যর্থমিত্যুপদেশো ব্যঞ্জিতঃ।"

পতিনিষ্ঠ পতিব্রতা স্ত্রী যেমন পতি সেবার জন্য নিজ প্রিয় পুত্র, অন্য গুরুজন, গৃহ এবং নিজসুখও অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; তদ্রূপ গুরুনিষ্ঠ শিষ্য গুরুসেবার জন্য নিজপ্রিয় শ্রবণকীর্ত্তনাদি অন্যান্য ভক্তিও ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। এমনকি গুরুসেবা-বাধক প্রেমানন্দকেও কৃষ্ণের ব্যজন-সেবারত দারুকবৎ ধিক্কার দিয়া থাকেন। একনিষ্ঠ গুরুদেবতাত্মা শিষ্য গুরুসেবার জন্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভজনানুকূল নির্জ্জন স্থানকেও অনায়াসে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন না। কারণ কেবল গুরুসেবা দ্বারাই সুখে সকল সাধ্য অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আরও বলিয়াছেন—প্রথমং ধর্ম্মোপদেষ্টা আচার্য্যঃ উপসেব্যতে, পশ্চাত্তদুপদিষ্ট আচরণীয়ো ধর্ম্মঃ। আচার্য্যানুবৃত্ত্যৈব নিষ্কপটয়া ধর্ম্মঃ সিধ্যেৎ।
(ভাঃ ১০।২৯।৩২ টীকা)

অর্থাৎ প্রথমে ভক্তিধর্ম্মোপদেষ্টা শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবা করা কর্ত্তব্য। পরে তদুপদিষ্ট শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি আচরণীয়। নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা দ্বারাই ভক্তি-সিদ্ধি হইয়া থাকে। গৌরকৃষ্ণের নিত্য-সিদ্ধ পার্ষদ জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু নিখিল ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে আদৌ শ্রীগুরুচরণাশ্রয়, অনন্তর কৃষ্ণ-দীক্ষাদি শিক্ষা ও বিশ্রম্ভের সহিত অর্থাৎ প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীগুরুসেবা—এই তিনটীকে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বলিয়া জানাইয়াছেন।

শাস্ত্র আরও বলেন—

গুরুরেব পরো মন্ত্র গুরুরেব পরো জপঃ।
গুরুরেব পরা বিদ্যা নাস্তি কিঞ্চিদ্ গুরোঃ পরম্॥
(রুদ্রযামল)

গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো ন সংশয়ঃ।
গুরুঃ কর্ত্তা চ হর্ত্তা চ নাস্তি কশ্চিৎ গুরোঃ পরঃ॥
তস্মাৎ কায়েন মনসা বচসা কর্ম্মভিরপি।
গুরুমারাধয়েদ্ বিদ্বান্ সর্ব্বকার্য্যার্থ সিদ্ধয়ে॥
গুরুসেবা-প্রসাদেন সর্ব্বং ক্ষেমময়ং ভবেৎ
অন্যথামঙ্গলং দেবি পদে পদে লভেন্নরঃ॥
(কালীতন্ত্র ১৪শ অধ্যায়)

"সেই সে পরমবন্ধু সেই পিতা মাতা। শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥" কৃষ্ণভক্তি প্রদাতা শ্রীগুরু-দেবই বাস্তবিক পিতা, গুরুই বাস্তবিক মাতা, গুরুই শিষ্যের দেবতা, গুরুই কর্ত্তা, গুরুই শাস্তা, গুরুই জপ, গুরুই মন্ত্র, গুরুই সাক্ষাদ্ভক্তি, গুরুই শিষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য। গুরু ব্যতীত শিষ্যের প্রীতির পাত্র বা সর্ব্বস্ব কেহ নাই। জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদও বলিয়াছেন—"জ্ঞান প্রদাদ্ গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তি। অতএব তদ্ভজনাদধিকো ধর্ম্মশ্চ নাস্তি।" (ভাঃ ১০।৮০।৩৪ টীকা) অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব অপেক্ষা জীবের অধিক সেব্য কেহ নাই। তাই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মও আর কিছু নাই। এজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিষ্য মাত্রেই কায়, মন, বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবেন। গুরুসেবা-প্রভাবে সর্ব্বার্থসিদ্ধ হয়, নিখিল মঙ্গল লাভ হয়। তদন্যথা গুরুসেবার প্রতি উদাসীন হইলে জীবের পদে পদে অকল্যাণ হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে আমরা আরও পাই—

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা॥ (মনুস্মৃতি)

অজ্ঞানকেই বালক বলা হয়, মন্ত্রদাতাই প্রকৃত পিতা শব্দে অভিহিত। বুধগণ বলিয়া থাকেন—অজ্ঞান ব্যক্তিই বালক এবং মন্ত্রদাতা গুরুই বাস্তবিক পিতা, সন্দেহ নাই। গুরুদেব ব্রহ্মা, গুরুদেব বিষ্ণু, গুরুদেব শিব এবং গুরুদেবই পরব্রহ্ম সুতরাং সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবে।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান

ষষ্ঠ দিবসব্যাপী ধর্ম্মসভা ও নগর সংকীর্ত্তন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-যতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথ জীউর শ্রীকৃষ্ণপুষ্যাভিষেক শুভ-বাসরে বার্ষিক প্রকট তিথি অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিগত ২৯ নারায়ণ, ১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ৫ মাধব, ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সভামণ্ডপে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় ছয়টি বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভাসমূহে ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় শ্রম ও প্রচারমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহার, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার শ্রীকেশব চন্দ্র বসু, ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এল্-সি, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী যথাক্রমে সভাপতিরূপে এবং শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত, য়্যাড্‌ভোকেট্‌, কলিকাতা কর্পোরেসনের কাউন্সিলার শ্রীদেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এল্-সি, অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, য়্যাড্‌ভোকেট্‌, কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসুবোধ কুমার নিয়োগী যথাক্রমে প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ ভাষণ প্রদান করেন। 'শান্তিসমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্যদেব,' 'সাম্প্রদায়িকতা ও মানবত্ব,' 'গার্হস্থ্যধর্ম্ম,' 'কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি,' 'ধর্ম্ম ও তাহার মূল রহস্য,' 'শ্রীগীতার শিক্ষা' সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয়-গুলির বিভিন্ন দিক সমালোচনা করিয়া বক্তৃমহোদয়-গণ প্রচুর আলোক সম্পাত করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারীর ভজনকীর্ত্তন ভক্তগণের সেবোন্মুখ কর্ণের তৃপ্তি বিধায়ক হয়।

প্রথম দিনের সভায় সভাপতির অভিভাষণে ডাঃ নাগ বলেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাংলাদেশে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন ইহা আমাদের গৌরবের কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যদেবের নামে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় আমরা স্থাপন করিতে পারি নাই। এই বিষয়ে অদ্য-কার প্রধান অতিথি মহোদয়ের মনোযোগ আমি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া দরকার। আমি বাংলার বাহিরে যে সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়াছি তন্মধ্যে মণিপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহারা গৌরবিহিত সুমধুর ভজন কীর্ত্তন করেন। কিন্তু আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের দেশে থাকিয়াও তাঁহার শিক্ষা-সম্বলিত—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া পাঠ করি না। জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'ভক্তিমার্গের' আলোচনার একটা ব্যাপক চেষ্টা হয় নাই। এই কার্য্যের জন্য ভক্তিমূলক বিশ্বসম্মেলন (world Symposium) আহ্বান করার আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমি মনে করি যেখানে

সকল ধর্ম্মমতের ব্যক্তিগণ আসিয়া ভক্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্য বলিবেন। এই প্রকার সম্মেলনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার উৎকর্ষতা প্রদর্শিত হইতে পারিবে এবং বিশ্বের সর্ব্বত্র উহার বহুল প্রচার হইবে।'

প্রধান অতিথি শ্রীকেশবগুপ্ত বলেন—"শ্রীভগবানের রূপ বা জ্যোতির দর্শন যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারা শান্তি পান। শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণের দ্বারাই পরা শান্তি লাভ সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য হইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে শরণাগত হইতে শিক্ষা দিয়াছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিরই প্রাধান্য দিয়াছেন। প্রাণে ভক্তি না থাকিলে বই পড়িয়া অথবা বিজ্ঞানের দ্বারা কিছুই হইবে না। 'জীবে দয়া নামে রুচি'—শ্রীচৈতন্যদেবের এই শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত শান্তি লাভ সম্ভব।"

দ্বিতীয় দিবসের সভাপতি মন্ত্রী শ্রীনাহার বলেন—"ধর্ম্মীয়, সামাজিক কিংবা যে কোনও সম্প্রদায়-সংস্কৃতি-নিষ্ঠা মানবতার বিরোধী নহে। ব্যক্তির সাংস্কৃতিক সমুন্নতির জন্য উহার আবশ্যকতা আছে। ধর্ম্মের সুদৃঢ়-ভিত্তি মানবতার বিকাশের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া গোঁড়ামি কখনও সমর্থনযোগ্য নহে। এক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যদি আমি অন্য সম্প্রদায়কে আক্রমণ করি উহা সঙ্কীর্ণতা ব্যতীত কিছুই নহে। উদার দৃষ্টি লইয়া প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক কৃষ্টিকে মর্য্যাদা প্রদান করা কর্ত্তব্য।"

প্রধান অতিথি শ্রী চ্যাটার্জ্জি বলেন—"যদি আমাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রতি যথার্থ প্রীতি থাকিত তাহা হইলে আমরা অমানুষিক কার্য্যাদি করিতে পারিতাম না। ইহা সম্প্রদায়-নিষ্ঠা নহে, ইহাকে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি বলে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, এজন্য সমাজের বাহিরে সে থাকিতে পারে না। বিভিন্ন সামাজিক বা ধর্ম্মীয় সম্প্রদায় থাকায় দোষ নাই বরং প্রয়োজনীয়তা আছে—সাম্প্রদায়িককৃষ্টি সংরক্ষণের জন্য। কিন্তু সঙ্কীর্ণতা বা অসৎ সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে জঘন্য পাশবিক কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে।"

তৃতীয় দিবসের সভাপতি মেয়র শ্রীচ্যাটার্জি বলেন—"গৃহস্থগণের ভগবদারাধনা কাম্য। শুধু সন্তান সন্ততিতেই গৃহস্থগণের ভালবাসা আবদ্ধ থাকিবে না, উক্ত ভালবাসার গণ্ডী প্রসারিত হওয়া কর্ত্তব্য। সেবার মাধ্যমেই আমরা শ্রীভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারিব।"

প্রধান অতিথি অধ্যাপক শ্রীগোস্বামী বলেন—"যাঁহারা নিজেরা গৃহস্থ নহেন অথচ গৃহস্থগণের কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহারা গার্হস্থ্যধর্ম্ম-বিষয়ে নিরপেক্ষ আলোচনার অধিকারী। স্বামীজীগণ গৃহস্থগণের পক্ষে কি কি গ্রহণীয় ও বর্জ্জনীয় তাহা আপনাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন। গৃহস্থ যে যে পাপ করিয়া থাকে সেই পাপ হইতে উদ্ধারের জন্য তাঁহারা পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির উপাসনার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন। লক্ষ্য গন্তব্যস্থানের প্রতি রাখিয়া দৈনন্দিন জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যতটা দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন ততটা দিতে বলিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে এতটা অভিনিবেশ দিতে হইবে না যাহাতে মুখ্য উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হয়।

আমরা মনুষ্য শরীর পাইয়াছি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নহে, নিজেদের কর্ম্মের জন্য। এই দেহের দ্বারা আমরা দেহাতিরিক্ত সত্তা অনুভব করিবার সুযোগ পাইয়াছি। মানুষের মধ্যে উক্ত চেষ্টা না থাকিলে উহা পশুর ন্যায় হইবে।

গৃহস্থ অন্যান্য দেশেও আছে কিন্তু গৃহস্থধর্ম্ম কিছু নাই। মাতা, পিতা, অতিথি ও দেবতার সঙ্গে ভারতবর্ষের গৃহস্থের যেরূপ সম্বন্ধ অন্য দেশে তদ্রূপ নহে। যে গৃহে দেবতা থাকে না, অতিথির সেবা হয় না সে গৃহ শ্মশানতুল্য, উহা ভূতপ্রেতের স্থান। যিনি শ্রীভগবানে, ভগবদ্ধামে, হরিনামে, শ্রীগঙ্গা, শ্রীযমুনা প্রভৃতিতে ও সংস্কৃত ভাষায় বিশ্বাসী নহেন তিনি প্রকৃতপক্ষে সনাতনী ভারতীয় নহেন। ভারতবর্ষে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলা হয়, অন্যদেশে সহধর্ম্মিণী বলা হয় না, বন্ধু বান্ধবী বা বিলাসসঙ্গিনী বলা হয়।

কেহ কেহ বলেন জীবসেবাই ভগবৎসেবা। তাঁহারা জীবসেবা বলিতে মানুষের সেবাই বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া কি দোষ করিল? নিঃশ্বাস

প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে পারিলেই যদি জীবন হয় তাহা হইলে সজ্জন ও চোরের কোনও ভেদ থাকে না। এক ব্যক্তি অতিশয় পবিত্র চরিত্র সজ্জন এবং অপর ব্যক্তি দুশ্চরিত্র দুর্জ্জন—দুইজনই মানুষ হইলেও এক নয়। দুর্জ্জনের সেবার কথা অর্থাৎ দুর্জ্জনের দুষ্ট খেয়াল তৃপ্তির সাহায্যের কথা কোনও মনীষী উপদেশ করিতে পারেন না। মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতা কোথায় বিচার করুন। অন্যান্য প্রাণিগুলিকে কাটিয়া কাটিয়া 'উদরায় স্বাহা' করিতে পারিলেই মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না। আমরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন বলিয়া নিজদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করি, কিন্তু বিচার করিলে দেখিতে পাইব পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তন্মধ্যে মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা পরাধীন। গরুর বাচ্চা নিজেই খাইতে শিক্ষা করে, মানুষের শিশু নিজে কিছুই করিতে পারে না। তাহা হইলে কি বলিবেন গরু শ্রেষ্ঠ, মানুষ নিকৃষ্ট? দেহের শক্তি হাতী গণ্ডারের বেশী, ইন্দ্রিয়ের শক্তি অন্য প্রাণীদের বেশী। পিপীলিকার কাছেও আমরা হারিয়া যাই। মানুষ হিসাবে আমরা গর্ব্ব করি, কিন্তু অন্য প্রাণীর মধ্যে যে দোষ নাই, মনুষ্যের মধ্যে তাহা বিদ্যমান। এইরূপ অপদার্থ বদ্‌গুণের খনি মানুষের সেবা কি প্রকারে ভগবানের সেবা হইতে পারে? শরীরের মধ্যে যিনি আছেন তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া যদি শরীরের সেবাটাই মানুষের সেবা মনে করি, তাহা হইলে দেওয়ালের সেবা ও শরীরের সেবার মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে কি? এইরূপ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীশূন্য বিচার ভারতে চলে না। শ্রীভগবৎপ্রীতির দ্বারা সমস্ত জীব সম্বন্ধযুক্ত। উক্ত শ্রীভগবৎ সম্বন্ধ বাদ দিয়া কোন প্রাণীর প্রতি পৃথক সম্বন্ধ স্থাপন করিলে জড়-ভরতের ন্যায় হরিণের সেবা করিতে গিয়া হরিণজন্ম লাভ করিতে হইবে। গোবিন্দকেন্দ্রিক গৃহস্থজীবনই ভারতীয় জীবন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—'কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার। জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার।' কৃষ্ণসেবা বাদ দিয়া যে জীবে দয়া উহাকে যদি কেহ উন্নত বলিয়া মনে করেন, করিতে পারেন, কিন্তু উহা অভারতীয় কৃষ্টি, ভারতীয় কৃষ্টি নহে।"

স্পীকার শ্রীকেশব চন্দ্র বসু বলেন:—কর্ম্ম, জ্ঞান ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের সহজ সরল ভাষায় অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এইরূপ সুযুক্তিপূর্ণ বিষয়ের বিশ্লেষণ আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। Tape record এ সংরক্ষিত এই বক্তৃতা পুনরায় শুনিবার আকাঙ্ক্ষা রাখি।"

শ্রীগোয়েঙ্কা বলেন—"কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি ইহাতে দুইটী শব্দ যুক্ত করিলে পূর্ণ হয়—যোগ ও পরাভক্তি। খাওয়া একটী কর্ম্ম কিন্তু মনের ধর্ম্ম লোভ, বিশ্রাম করা শরীরের ধর্ম্ম কিন্তু আলস্য মনের ধর্ম্ম, যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য, কিন্তু হিংসা-দ্বেষ মনের ধর্ম্ম। মনের ধর্ম্ম রাগ-দ্বেষ—ইহাই বন্ধন। অনুকূলের বিয়োগ ও প্রতিকূলের যোগে আমরা দুঃখ পাই এবং অনুকূলের যোগ ও প্রতিকূলের বিয়োগে আমরা সুখ লাভ করি। উচ্চ নীচ যোনি অস্মিতায় আমরা আত্মসুখের জন্য কর্ম্ম করি এবং ভাল মন্দ কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ নরকাদি লাভ করি।

জ্ঞানের উচ্চ কোটিতে শ্রীভগবান্ বলেছেন যাহাকে জানিবার পর আর জানিবার কিছু বাকী থাকে না তাহাকে জান তিনি ব্রহ্ম। কর্ম্মের সার্থকতা জ্ঞানে, জ্ঞানের সার্থকতা ভক্তিতে, ভক্তির সার্থকতা পরাভক্তিতে। কর্ম্মের গতি দুর্বোধ্য—কোথায়ও ভাল কাজ করিলে খারাপ হয়, খারাপ কাজ করিলে ভাল হয়। যজ্ঞ, দান, তপ ভাল কাজ। কিন্তু নৃগরাজা অসংখ্য গোদান করিয়া অধোগতি লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র তপস্যা করিয়াও মেনকাকে দর্শন করিয়া ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং ভগবানে কর্ম্ম অর্পিত না হইলে কল্যাণ হয় না। 'তৎকর্ম্ম হরিতোষণং যৎ।' 'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া' শ্রীভগবদ্প্রীত্যর্থে যে কর্ম্ম করা হয় উহাই ধর্ম্ম, তদ্ব্যতীত আত্ম-সুখ কামনাচালিত কর্ম্মের শেষ নাই।

ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি, ইহার তিনটী ক্রম—সাধন ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ উত্তমা ভক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

শ্রী শ্রীকুমার বেনার্জি বলেন—"উপস্থিত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ

ধর্ম্মের তত্ত্ব ও রহস্য যে ভাবে যুক্তি ও হৃদয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহা শ্রবণের পর আর অধর্ম্মের দিকে রুচি থাকা উচিত নয়। ধর্ম্ম শুধু তত্ত্ববিজ্ঞান নহে, ইহা প্রয়োগ-বিজ্ঞান। যুগে যুগে ঋষিগণ ধর্ম্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা এবং যুগোপযোগী ব্যবস্থা প্রদান করেন। এই ধর্ম্মের প্রয়োগ সমাজনেতাগণ ও ধর্ম্মনেতাগণ করিবেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রয়োগে আধুনিক যুগে যে সকল বাধা আছে তাহা দুরীকরণের উপায় চিন্তা করিতে হইবে। ধর্ম্মের সঙ্গে জীবনের কি সম্বন্ধ তাহা চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

চৈতন্যযুগ বাংলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠযুগ। শ্রীচৈতন্যদেব কেবলমাত্র প্রেমধর্ম্মের প্লাবন আনিয়াছিলেন তাহাই নহে, সেই সময় চতুর্দ্দিকে মানুষের প্রতিভার সর্ব্বতোমুখী বিকাশ হইয়াছিল যাহা কখনও হয় নাই। প্রেমের মাধুর্য্য আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম তখন তত্ত্বরূপে ছিল না, জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। কাব্যরসিকগণ কাব্যরস পান করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মরস পানের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম বিস্মৃত হইলেও বৈষ্ণবগীতি কবিতা কখনও বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নহে। ধর্ম্মের আবেগ দর্শনের ভিত্তিতে স্থাপিত না হইলে উহা স্থায়ী হয় না। এজন্য দর্শনতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল এবং সকল শাস্ত্রের গূঢ় অর্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইল।

বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের গৌরব। যতটুকু অধ্যাত্মনিষ্ঠা আছে তাহা ইহাদের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মাতৃমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মের ভাব আছে, কিন্তু প্রতিকূলতা থাকার দরুণ পূর্ব্বের ন্যায় নাই। ধর্ম্মতত্ত্বকে নূতন করিয়া লোকের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। শাশ্বত অবস্থাটাকে অব্যাহত রাখিয়া ধর্ম্মভাবের দ্বারা লোককে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।"

শ্রীজয়ন্ত মুখার্জ্জি বলেন—"ধর্ম্ম ও তাহার মূল রহস্য সম্বন্ধে নানা দিক দিয়া আলোচনা শ্রবণ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ভগবদ্ভক্তিতে মতি মানুষ মাত্রেরই আছে। তবে হয় ত' তাহারা সব সময় ভক্তি করেন না, কিন্তু তজ্জন্য ইহা মনে করিতে হইবে না তাহারা একেবারে ভক্তিহীন। ধর্ম্মের রহস্য জানিতে হইলে আগ্রহ থাকা দরকার, শুধু আগ্রহ থাকিলেই হইবে না, সাহস থাকা দরকার এবং তৎসহ দৃঢ় বিশ্বাস।

আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন এই মঠের প্রস্তাবিত plan sanction হইয়াছে। এখানে প্রতি বৎসর ধর্ম্মানুষ্ঠানে বহু লোক সমাগম হয়, স্থানের সঙ্কুলান হয় না। যদি মঠের উদ্যোক্তাগণ শ্রীমন্দির ও বড় হল নির্ম্মাণ করিয়া প্রচারের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে জনসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে। আপনারা আন্তরিকভাবে এই বিষয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন এই নিবেদন জানাইতেছি।

(ক্রমশঃ)

যশড়া শ্রীপাটের উৎসব

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা যশড়াস্থিত শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের (শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের) বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ২ মাঘ, ১৩৭০, ১৬ জানুয়ারী, ১৯৬৪ বৃহস্পতিবার হইতে ৪ মাঘ, ১৮ জানুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। ৩ মাঘ ১৭ জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথিবাসরে মহোৎসবে অন্যূন আট শত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি ও কতিপয় ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে ২৬ পৌষ, ১১ জানুয়ারী শনিবার যশড়াস্থিত শ্রীপাটে শুভবিজয় করেন। চাকদহ সহরে ষষ্ঠদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে শ্রীবসন্ত কুমারী বালিকা বিদ্যাপীঠে তিনি ভাষণ প্রদান করেন। ১৪৪ ধারা, কারফিউজারী হওয়ায় বিজ্ঞাপিত প্রোগ্রামানুসারে চাকদহে শ্রীবাপুজী বিদ্যামন্দির, রবীন্দ্রনগর, শ্রীপূর্ব্বাচল বিদ্যাপীঠ, খোসবাসমহল্লায় সভা না হইয়া মঠেই অনুষ্ঠিত হয়।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৭৮, বঙ্গাব্দ—১৩৭০-৭১।

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি আদি সম্বলিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় ও সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী ৩০ গোবিন্দ, ১৪ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইবেন।

ভিক্ষা— ৪০ নঃ পঃ। **সডাক—** ৫০ নঃ পঃ।

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

চৈত্র—১৩৭০

৪র্থ বর্ষ] বিষ্ণু, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ [২য় সংখ্যা

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও ভক্তাবাস

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

উপদেষ্টা :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড; কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৪র্থ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৭০। ১ বিষ্ণু, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, রবিবার, ২৯ মার্চ্চ, ১৯৬৪। | ২য় সংখ্যা

শ্রীগৌরধামের মহিমা

পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম যে, যদি আমরা শ্রীধামে অবস্থিত হইয়া শ্রীধামের ভজন করি, শ্রীধামোৎপন্ন বস্তুর দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, তাহা হইলে আমাদের জীবন ভক্তির অনুকূল চেষ্টা বিশিষ্ট হয়।

'মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে'—হরিসেবা-চেষ্টা-বিহীনস্থলে—বিলাস-বৈভবে মত্ত না হইয়া যদি শ্রীধামে বাস করি, নিরন্তর শ্রীনাম মুখে উচ্চারণ করি, হরিভজন করি, তাহা হইলে অচিরেই শ্রীগৌর ও গৌর-জনের কৃপা লাভ করিতে পারিব। শ্রীগুরুদেবের এই সকল উপদেশ তখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই ; মনে করিয়াছিলাম,—শ্রীধামে বাস বা শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণ করিলে শ্রীধামে ভোগ্যবুদ্ধি উপস্থিত হইবে ; ভাবিয়াছিলাম,—শ্রীধামকে ভোগ্যবুদ্ধি করিয়া কি প্রকারে ভজনে পারদর্শিতা লাভ করিব ? মনে করিয়াছিলাম,—শ্রীধামের সেবা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি করিতে গিয়া বিষয়ীর ন্যায় বিষয়কার্য্যেই লিপ্ত হইয়া পড়িব। বর্ত্তমান-সময়ে সেবার নিতান্ত অযোগ্য হইলেও যাহাকে 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ড' বলে, সেই কলিকাতা নগরীতে শ্রীধামের সেবা-বুদ্ধিতেই সেই স্থানে যাইবার বুদ্ধি করিয়াছিলাম। এই অপবিত্র শরীর লইয়া শ্রীধামের রজে গড়াগড়ি দিবার যোগ্যতা হইল না! আবার, কিরূপে শ্রীধামের সেবা পরিত্যাগ ও শ্রীধাম হইতে অন্যত্র গমন করিলাম, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারি না! শ্রীধামের সেবা করিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় অন্যত্র উপস্থিত হইলাম। বিলাস-বৈভবে মত্ত হইবার জন্য বা বিষয়কার্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অযোগ্য সেবককে অন্যত্র আনয়ন করেন নাই—ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা। শ্রীধামের কিরণ-প্রতিভাত—কিরণোদ্ভাসিত জ্ঞানেই আমি অন্যত্র বাস করি। যাঁহারা বহুমূর্ত্তিতে আমাকে কৃপা করেন, তাঁহারা শ্রীধামের কথা, বিষ্ণুতীর্থের কথা, চিন্ময় ভগবদ্ধামের কথা যে-স্থানে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করেন—আলোচনা করেন,

সেই সকল স্থানকে আমি শ্রীধাম ছাড়া আর অন্য কিছু বোধ করিতে পারি না। সেই সকল স্থান গৌড়মণ্ডলেরই অন্তর্গত, শ্রীধাম-নবদ্বীপেরই চিদ্বিলাস-ক্ষেত্র।

সাত্বত-তন্ত্রবাক্য যথা—

'একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥'

সেই ব্যষ্টিবিষ্ণু—ক্ষীরোদশায়ী, সমষ্টিবিষ্ণু—গর্ভোদশায়ী ও মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা—কারণোদশায়ি-বিষ্ণুর অভিজ্ঞান এবং তাঁহাদের আধার-ভূমিকা যাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে, তাঁহারা যে-যে স্থানে গমন করেন, সেই-সেই স্থানই শ্রীধাম ও শ্রীপাট। কিন্তু আমি নিতান্ত সেবা-বিমুখ, তাই বঞ্চিত হইয়াছি!—আমি মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের কলিকাতা মহানগরীতে আছি! আবার কিরূপেই বা বঞ্চিত হইয়াছি, তাহাও বুঝিতে পারি না! আমার এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, নিজ-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য অন্যত্র বাস করি, পরন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-প্রাকট্য বিধানই উদ্দেশ্য।

কলিকাতা মহানগরীও কিছু শ্রীগৌড়-মণ্ডলের বহির্ভূত স্থান নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভুর সেবা-ভূমি ও সপার্ষদ গৌরসুন্দরের পদাঙ্কিত বিহারভূমি 'বরাহনগর'—এই কলিকাতা মহনগরীরই একাংশ। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর 'শ্যামমঞ্জরী' নাম্নী সখীই শ্রীগৌরাবতারে শ্রীভাগবতাচার্য্য। বরাহনগর—শ্রীগৌড়-মণ্ডলের সেই অংশ, যেস্থানে শ্রীশ্যামমঞ্জরীর কুঞ্জে শ্রীগৌরাঙ্গরূপী শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয়। যাঁহাদিগের মায়িক প্রতীতি বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারা ভোগি-কর্ম্মীর নিকট ভোগভূমিরূপে প্রতীত কলিকাতা মহানগরীতে বাস করিয়াও বহু বিশ্রম্ভ-সেবাপর স্বজনের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রিয়সখী শ্যামমঞ্জরীর চিন্ময়কুঞ্জে কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিরন্তর মগ্ন।

এইজন্যই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

'শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যে বা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস॥'

—শ্রীল প্রভুপাদ।

জ্ঞানবিচার

"জ্ঞানালোচনাসম্বন্ধে জাত-ভাব পুরুষদিগের কিরূপ চেষ্টা, তাহা জানিতে কেহ কেহ ইচ্ছা করিতে পারেন। ভাবের উদয় হইবার পূর্ব্বেই বৈধীভক্তিসাধনকালে পুরুষের ভাগবত-শাস্ত্রে সমস্ত বেদান্ততত্ত্বের একপ্রকার অবগতি হইয়া থাকে এবং অজ্ঞানরূপ অনর্থ দূর হইয়া থাকে। ভাব উদিত হইলে, তাহার আস্বাদন ব্যতীত জ্ঞানের অন্যাংশের আলোচনা হয় না। জ্ঞান পঞ্চপ্রকার যথা;—

১। ইন্দ্রিয়ার্থ-জ্ঞান, ২। নৈতিক-জ্ঞান, ৩। ঈশ্বর-জ্ঞান, ৪। ব্রহ্ম-জ্ঞান, ৫। শুদ্ধ জ্ঞান।

ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবমাত্রেরই ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান সম্ভব। ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যজগতের ভাবসকল স্নায়বীয়শিরা দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়। অন্তরেন্দ্রিয়রূপ মনের প্রথম বৃত্তি দ্বারা ঐ ভাবসকল বাহ্যজগৎ হইতে আনীত হয়। তাহার দ্বিতীয়-বৃত্তির দ্বারা ভাবসকলকে স্মৃতিতে সংরক্ষিত করে। তৃতীয়-বৃত্তির দ্বারা ঐ সকল ভাবের সংমিলন ও বিয়োগক্রমে কল্পনা বিভাবনাদি কার্য্য করায়। চতুর্থবৃত্তি দ্বারা ঐ সকল ভাবের জাতি নিরূপণ পূর্ব্বক সংখ্যা লঘু করে এবং সংমিশ্রিত কোন লঘুভাবকে

পুনরায় বিভক্ত করতঃ সংখ্যার আধিক্য করে। পঞ্চম-বৃত্তি দ্বারা সংসজ্জিত ভাবসকল হইতে যুক্ত অর্থ নিঃসৃত করে। ইহার নাম যুক্তি। যুক্তিতেই কার্য্যাকার্য্য নির্ণীত হয়। যুক্তিদ্বারাই সমস্ত মানস ও জড় বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়। জড়বিজ্ঞান অনেক প্রকার, যথা,—জড়গুণবিজ্ঞান (Science of matter and motion), চৌম্বক বিজ্ঞান (Magnetism), বৈদ্যুদ্‌বিজ্ঞান (Electricity), আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান (Medicine), দেহ-বিজ্ঞান (Physiology), দৃষ্টিবিজ্ঞান (Optics), সঙ্গীতবিজ্ঞান (Music), তর্কশাস্ত্র (Logic), মনস্তত্ত্ব (Mental philosophy) ইত্যাদি। দ্রব্যগুণ ও দ্রব্যশক্তির বিজ্ঞান হইতে যতপ্রকার শিল্প ও কারু (Art and Manufacture) আবিষ্কৃত হয়। বিজ্ঞান ও শিল্প পরস্পর সাহায্য করতঃ বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করিতে থাকে। ধূম্রযান (Railway), তড়িদ্‌বার্ত্তাবহ (Electrical wire), অর্ণবপোত (Ships) এবং মন্দির ও গৃহনির্ম্মাণ (Architecture) এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান ও তৎ-প্রেরিত কর্ম্ম। দেশজ্ঞান অর্থাৎ ভূগোল সমাচার ও কালজ্ঞান অর্থাৎ অব্দবোধ (Geography and Chronology), জ্যোতিষ (Astronomy) প্রভৃতি সমুদয় ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান। পশুবৃত্তান্তজ্ঞান (Zoology) এবং পার্থিববিজ্ঞান (Minerology) তথা অস্ত্রচিকিৎসা (Surgery)—এ সমুদয়ই ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান। যাঁহারা এই জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চান, তাঁহারা এইরূপ জ্ঞানকে সাক্ষাৎ জ্ঞান বা Positive knowledge বলেন। মানবপ্রকৃতি কেবল ইন্দ্রিয়জ সাক্ষাৎ জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না বলিয়া উচ্চ উচ্চ জ্ঞানের অধিকার লাভ করে।

ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞানে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল বিচার পূর্ব্বক একটী নীতিতত্ত্বকে যোগ করিলেই নৈতিক জ্ঞানের উদয় হয়। সুখদুঃখের মূল যে মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ চিত্তের অনুকূল বিষয়ে প্রীতি ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ,তাহা নৈতিক-জ্ঞানের বিষয়, যেহেতু সেই সমুদয় ঘটনা লইয়া একটী নীতিশাস্ত্র যুক্তিদ্বারা কল্পিত হয়। প্রীতির উন্নতি ও দ্বেষের খর্ব্ব করিবার বিধানও তাহাতে আবশ্যক হইয়া পড়ে। নীতি অনেকপ্রকার, যথা—রাজনীতি (Politics), দণ্ডনীতি (Penalcode), বণিক্‌নীতি (Laws of trade), প্রয়োজনবিজ্ঞান (Utilitarianism), শ্রমবিভাগ (Division of labour), শারীর-নীতি (Rules of health), সংসারনীতি (Socialism) জীবন-নীতি (Rule of life), ভাবসাধন (Training and development of feelings) ইত্যাদি। কেবল নৈতিকজ্ঞানে পরলোকজ্ঞান বা ঈশজ্ঞান থাকে না। কোন কোন ব্যক্তি নৈতিক জ্ঞানকেও সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিয়া ইহাকে Positivism বা নিশ্চয়জ্ঞান বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু মানবপ্রকৃতিতে আরও উচ্চতরবৃত্তি থাকায়, কেবল নৈতিকজ্ঞান দ্বারা মানবের সন্তুষ্টি হয় না। নৈতিক-জ্ঞানে নামমাত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য আছে ও তাহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ফলও আছে ; কিন্তু মানবের মরণান্তে তাহার নিজের পক্ষে যশ বা অযশ ব্যতীত অন্য কোন ফল নাই, আশাও নাই।

জগতের সমস্ত বস্তুর গঠন, পরস্পর সম্বন্ধ ও পরস্পরের অভাব নির্ব্বাহের সংযোগ ও উন্নতি-বিধান আলোচনা করিয়া নরযুক্তি স্থির করেন যে, জগৎ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। কোন এক প্রধান জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্ব হইতে ইহা নিঃসৃত হইয়াছে। তিনি জগতের পূজ্য ; তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, যিনি সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা-সহকারে তাঁহার পূজা করা উচিত। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমাদের আরও অধিক সুবিধা করিয়া দিবেন। আমাদের সমস্ত অভাব নিবৃত্ত করিবেন। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি নিজ উচ্চস্বভাববশতঃ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া আমাদের সুখবৃদ্ধির সমস্ত উপায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আশা করেন না। এই প্রকার অনেক অস্থির সিদ্ধান্তের সহিত ঈশ্বরবিশ্বাস নৈতিকজ্ঞানে

সংযোগ করিয়া ঈশ্বরজ্ঞানের সংস্থাপন করিয়া থাকেন। কোন কোন সেশ্বরজ্ঞানবাদীর মতে কর্ত্তব্য কর্ম্মদ্বারা পুরস্কারস্বরূপ স্বর্গাদিভোগ-প্রাপ্তি হয়, অকর্ত্তব্য কর্ম্মদ্বারা নরকাদি ক্লেশ হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গ যোগাদিক্রিয়া, তপস্যা, দেশবিদেশের নানা নামবিশিষ্ট ঈশসাধনরূপ ধর্ম্মব্যবস্থা ইত্যাদি ঈশ্বরজ্ঞানজনিত পৃথক্ পৃথক্ বিধান বলিয়া জানিতে হইবে। কিয়ৎপরিমাণ জ্ঞান ও সমস্ত কর্ম্মই এই জ্ঞানের অন্তর্গত। এই জ্ঞানে জীবের নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপবোধ নাই। এই জ্ঞানে অবস্থিত পুরুষগণ ইহার ক্ষুদ্রতা যখন উপলব্ধি করেন, তখন অধিকতর উন্নতি কিসে হয়, তজ্জন্য ব্যস্ত হন। সেইরূপ ব্যস্ত হইবার সময় যাঁহারা অধীরতালক্ষণ চাপল্যবশতঃ যুক্তিকেই পুনঃ পুনঃ পেষণ করেন, তখন যুক্তি আর অগ্রে যাইবার পথ না পাইয়া শব্দের লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক যাহা তাহার অধিকারে আছে তাহার ব্যতিরেকচিন্তার জন্ম দেয়। আকার আছে ব'লে প্রাপ্যতত্ত্ব নিরাকার। বিকার আছে ব'লে প্রাপ্যতত্ত্ব নির্ব্বিকার। গুণ আছে ব'লে প্রাপ্যতত্ত্ব নির্গুণ। বিশেষ আছে ব'লে প্রাপ্যতত্ত্ব নির্ব্বিশেষ। এইরূপ লক্ষণ দ্বারা একটী নির্ব্বিশেষতত্ত্ব কল্পনা করিয়া নিজের চরমগতিও তাহাতে অন্বেষণ করে। এই স্থলে ঈশ্বর-জ্ঞান ব্রহ্ম-জ্ঞান হইয়া পড়ে। যাঁহারা ধীরতা স্বীকার পূর্ব্বক আত্মাতে চিত্তত্ত্বের অন্বেষণ করেন, তাঁহারা পঞ্চম জ্ঞান-রূপ শুদ্ধজ্ঞান লাভ করেন।" (ক্রমশঃ)

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীগৌরলীলামৃতসার [২]

(পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ)

উপোদ্ঘাত

এক্ষণে শ্রীগৌরাবতারের মুখ্য প্রয়োজন বলিতে গিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামি-প্রোক্ত কড়চার নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিতেছেন—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

(চৈঃ চঃ আ ১।৫-৬)

[শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি অর্থাৎ প্রেমবিলাসরূপা হ্লাদিনীশক্তি, শ্রীরাধা—শক্তি, কৃষ্ণ—শক্তিমত্তত্ত্ব; "শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ"—এই বিচারানুসারে রাধা কৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত তাঁহারা নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান অর্থাৎ বিলাসার্থ বিষয়াশ্রয় বিগ্রহদ্বয় প্রকট পূর্ব্বক পরস্পরে রসাস্বাদনপর হন। সম্প্রতি সেই দুইতত্ত্ব আবার একস্বরূপে চৈতন্যতত্ত্বরূপে আত্ম প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরাধার ভাব-কান্তি সুবলিত—অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর-রূপ সেই কৃষ্ণস্বরূপকে প্রণাম করি।

"শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ; আমার অদ্ভুত মধুরিমা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ; আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভ সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।"]

এই সকল সিদ্ধান্ত বড়ই গম্ভীরার্থবোধক। শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ গুরুপাদপদ্মের একান্ত অনুগ্রহ ব্যতীত এই নিগূঢ় লীলারহস্যে প্রবেশাধিকার সুদূরপরাহত। শ্রীশ্রীগুরু-

গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠ অপ্রাকৃত-রস-বিশেষ-ভাবনাচতুর রসিক-ভক্তগণই ইহার স্বারস্য গ্রহণে সমর্থ হন। পূর্ণানন্দ-রস স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বিচার করিলেন যে, আনন্দময় আমি, আমা হইতেই ত্রিজগৎ আনন্দ লাভ করেন—রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। আমাকে আনন্দ দিতে পারে ত্রিভুবনে এমন কে আছে? হাঁ, একজন আছেন, তিনি আমারও মনোমোহিনী—শ্রীবৃষভানু-রাজনন্দিনী রাধা—"আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ। সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥" আমার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যও সেই হ্লাদিনীর মাধুর্য্যের নিকট পরাভব স্বীকার করে। আমার সর্ব্বলোক-চমৎকারিণী লীলার কল্লোল সমুদ্র, শৃঙ্গাররসের অতুল্য প্রেম দ্বারা শোভা-বিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, ত্রিজগতের মানসাকর্ষী মুরলীগান, চরাচরের বিস্ময় উৎপাদনকারী অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য অর্থাৎ আমার লীলা, প্রেম, বেণু ও রূপ-মাধুর্য্য [সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলা-কল্লোলবারিধিঃ। অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয় মণ্ডলঃ॥ ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিতঃ। অসমানোর্দ্ধ- রূপশ্রী-বিস্মাপিত-চরাচরঃ॥ লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ। ইত্য-সাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥—শ্রীকৃষ্ণের অনন্তগুণমধ্যে চতুঃষষ্টি প্রধান, তন্মধ্যে আবার এই চারিটি পরম অসাধারণগুণ] অসমোর্দ্ধ রস-চমৎকারিতা পরিপূর্ণ হইলেও শ্রীরাধার পঞ্চবিংশতি-গুণ (অনন্তগুণমধ্যে ২৫ প্রধান) আমার চিত্তকেও অত্যন্ত আকৃষ্ট করিয়া ফেলে। আমার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, অপূর্ব্ব তাহার বল, নিজ মাধুর্য্য আস্বাদনে নিজেই লুব্ধ হইয়া পড়ি, তথাপি শ্রীরাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু, তাঁহার রূপ দর্শনে আমার মনঃ প্রাণ জুড়াইয়া যায়, আমার ত্রিজগন্মানসাকর্ষী বংশীগানাপেক্ষাও তাঁহার শ্রীমুখ-বচন—কথাগান আমার চিত্তকেও উন্মাদিত করে, তাঁহার অধর-রসে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গস্পর্শে আমি আত্মহারা হইয়া পড়ি। আবার শ্রীরাধার দর্শনে যেমন আমার নয়ন মন জুড়াইয়া যায়, শ্রীরাধাও আমার দর্শনে তদ্রূপ তদপেক্ষা অধিকরূপে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন, আমার বেণুধ্বনিতে শ্রীরাধা জ্ঞানহারা হইয়া আমার ভ্রমে তমালকে আলিঙ্গন করিয়া মহাসুখ লাভ করেন, আমিও শ্রীরাধার মধুর গানে জ্ঞানহারা হই। অনুকূল বায়ুতে আমার অঙ্গ-গন্ধ পাইয়া শ্রীরাধা প্রেমে অন্ধ হইয়া উড়িয়া পড়িতে চান। তাহাতে মনে হয় আমাতে এমন এক রস আছে, যাহা আমার মোহিনী রাধাকেও বশীভূত করিয়া ফেলে, এজন্য শ্রীরাধার প্রণয়মাধুর্য্য; আমার অত্যদ্ভুত মাধুর্য্য যাহা শ্রীরাধারাণী আস্বাদন করেন, তাহা কি প্রকার এবং সেই মাধুর্য্য-আস্বাদন-জন্য শ্রীরাধা কি জাতীয় সুখ অনুভব করেন,—এই তিনটি বিষয় আমাকে অত্যন্ত প্রলুব্ধ করিয়া তুলিয়া শ্রীরাধা ভাব-কান্তি সুবলিত করাইয়া গৌরাঙ্গরূপে আত্মপ্রকাশ করাইতেছে।"

বিষয়-বিগ্রহ আশ্রয়জাতীয় ভাব অনুভবে অসমর্থ, এইজন্যই বিষয়বিগ্রহ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ আজ আশ্রয়-বিগ্রহ-শিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যখন এই-ভাবে গৌররূপে আত্মপ্রকাশে মনঃস্থ করিলেন, সেই সময়ে যুগাবতার-কালও আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যও সেইকালে জীব-দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কৃষ্ণাবতারণার্থ গঙ্গাজলে তুলসী দিয়া কৃষ্ণপূজা করিতে লাগিলেন আর হুঙ্কার করিয়া 'এস প্রভু এস' বলিয়া আকুলভাবে আহ্বান করিতে লাগিলেন—

"কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি' কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ।
বিষয়ে নিমগ্ন লোক দেখি পাইল দুঃখ॥
লোকের নিস্তার-হেতু করেন চিন্তন।
কেমনে এ সর্ব্বলোকের হইবে তারণ॥
কৃষ্ণ অবতরি' করেন ভক্তির বিস্তার।
তবে ত' সকল লোকের হইবে নিস্তার॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণ-পূজা করে তুলসী-গঙ্গাজল দিয়া॥

কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥"
(চৈঃ চঃ আ ১৩।৬৭-৭১)

শ্রীঅদ্বৈতের আহ্বানে কৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—"গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে নদীয়াবাসিভক্তগণ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নবদ্বীপমায়াপুরস্থ গঙ্গাতটবর্ত্তী বাসস্থান ব্যতীত আর কোথায়ও বসিবার স্থান পাইতেন না, সর্ব্বত্র কৃষ্ণেতর বিষয় কথায় মুখরিত থাকিত। শ্রীল আচার্য্য গোস্বামীই কেবল গীতা-ভাগবতাদি সাত্বত-শাস্ত্রের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপর ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইয়া ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করিতেন। তাঁহার সঙ্গেই ভক্তগণ কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণকথা ও নামসংকীর্ত্তন-রসে মগ্ন থাকিতেন। অন্যান্য বহির্ম্মুখ লোকে বিড়াল কুকুরের বিবাহে অজস্র অর্থ ব্যয় করিত, নানাবিধ মাদক দ্রব্য সেবনে, অধর্ম্মাচরণে, জীবহিংসায়, পরস্ব, পরস্ত্রী প্রভৃতি অপহরণে, জাগতিক বিষয়াশয় লইয়া ভোগসুখে ও মামলামোকদ্দমাদিতে উন্মত্ত থাকিত, পণ্ডিতগণ কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায়-তর্ক-মীমাংসাদি শাস্ত্র লইয়া বৃথা বাদানুবাদে—স্বমতস্থাপনে ও পরমতখণ্ডনে ব্যস্ত থাকিতেন, শ্রীবিষ্ণু-পূজার অনাদর করিয়া গ্রাম্যদেবতাপূজায় লোকে অতিরিক্ত আড়ম্বর প্রদর্শন করিত। যোগিপাল, মহীপাল, ভোগীপালাদির কুটিল-কাপট্যনাট্যে সজ্জনসমাজ অত্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহারই মধ্যে আবার জাতিকুলাদির মর্য্যাদা প্রদর্শনে, উচ্চনীচাদি ভেদ সংরক্ষণ-ব্যপদেশে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সংঘটনে, দুর্ব্বলপ্রতি সবলের উৎপীড়নাদিতে মনুষ্য সমাজ অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিল। মনুষ্য তাঁহার জীবনের প্রকৃত ও প্রধান কর্ত্তব্য যে ভগবদনুশীলন, তাহা বিস্মৃত হইয়া যখন ক্রমেই মনুষ্যত্বের নিম্নস্তরে নীত হইতেছিলেন, সেই সময়েই জীবদুঃখকাতর শ্রীঅদ্বৈতারাধনায় কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরহরির অবতরণোপক্রম সূচিত হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলাঃ—বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট জেলান্তর্গত 'ঢাকা-দক্ষিণ' গ্রামে শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নামক একজন বিবিধসদ্‌গুণপ্রধান বিষ্ণুভক্ত ধনী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণপিতামহ পর্জ্জন্য নামক গোপ ("পর্জ্জন্যোনাম গোপাল আসীৎ কৃষ্ণপিতামহঃ। উপেন্দ্রমিশ্রঃ সঞ্জাতঃ শ্রীহট্টে সপ্তপুত্রবান্ ॥"— গৌঃ গঃ ৩৫), তাঁহার সপ্তনন্দন—সপ্তর্ষিস্বরূপ। কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দ্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ নামক এই সপ্তপুত্রমধ্যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া 'গঙ্গাবাস' করেন—"নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ।" (চৈঃ চঃ আ ১৩।৫৮)। কৃষ্ণাবতারে শ্রীনন্দ-বসুদেবই অধুনা শ্রীজগন্নাথমিশ্ররূপে আবির্ভূত। মিশ্রবর নানাসদ্‌গুণবিমণ্ডিত একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার উপাধি ছিল—"পুরন্দর"। বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী-দুহিতা শ্রীশচীদেবী তাঁহার সতী সাধ্বী পতিব্রতা পত্নী। মিশ্রবরের পর পর অষ্টকন্যার জন্ম ও মৃত্যু হয়—"জগন্নাথ মিশ্র পত্নী শচীর উদরে। অষ্টকন্যা ক্রমে হৈল জন্মি' জন্মি' মরে ॥" (চৈঃ চঃ আ ১৩।৭২) অপত্য-বিরহে অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে মিশ্রবর শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্মের আরাধনা করিতে লাগিলেন। যথাকালে 'বিশ্বরূপ' নামক তাঁহার নবম সন্তান—পুত্রের আবির্ভাব হইল। পুত্র-প্রাপ্তিতে মিশ্রদম্পতি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম সেবা করিতে লাগিলেন। মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবের প্রকাশবিগ্রহ—বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত উভয়কারণ—বৈকুণ্ঠস্থ মহাসঙ্কর্ষণই শ্রীবিশ্বরূপ-তত্ত্ব। ইনিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। বিবাহের পূর্ব্বেই সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক ১৪৩১ শকাব্দে শঙ্কারারণ্য নামে বিদিত হইয়া পণ্ঢরপুর নামক স্থানে (বোম্বাই প্রদেশে শোলাপুর জেলান্তর্গত) অপ্রকট হন। ১৪০৬ চৌদ্দশত ছয় শকে 'শেষ মাঘ মাসে' শ্রীজগন্নাথ-শচী-দেহে কৃষ্ণের প্রবেশ হয়। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র একরাত্রে একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়া শচী দেবীকে বলিলেন—দেবি! আমি একটি স্বপ্ন দেখিলাম—একটি দিব্য

জ্যোতিঃ প্রথমে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, পরে তাহা আমার হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। গৃহে প্রায়শঃই বহু জ্যোতির্ম্ময় দেহ দেখা যায়। অধুনা যেখানে সেখানে সর্ব্বলোকই আমাকে সম্মান করে। অযাচিতভাবে লোকে বহু ধন, বস্ত্র ও ধান্যাদি গৃহে পাঠাইয়া দিতেছে—গৃহে যেন অধুনা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী অধিষ্ঠিতা। তাহাতে মনে হয় তোমা হইতে কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইবেন। শ্রীশচীদেবীও কহিলেন—আমিও নানা অলৌকিক অনুভব পাইতেছি। দেখি, দিব্যমূর্ত্তি লোক সকল অন্তরীক্ষে থাকিয়া যেন আমার দিকে চাহিয়া স্তুতি করিতেছে। হৃদয়েও সর্ব্বক্ষণ কেমন এক অপার্থিব আনন্দ অনুভব করিতেছি। কৃষ্ণ যেমন প্রথমে শ্রীআনকদুন্দুভি—বসুদেব-হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া তাঁহার হৃদয় হইতে দেবকী-হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেন, শ্রীগৌরাবির্ভাব-কালেও সেই লীলার পুনরভিনয় হইল। মিশ্রদম্পতি মহানন্দে পরস্পরে কৃষ্ণকথালাপে রত থাকিয়া পরমভক্তিভরে বিশেষভাবে শ্রীশালগ্রামের সেবা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দশমাস, এগারমাস, দ্বাদশমাস কাটিয়া গেল—ত্রয়োদশ মাস আসিল, তথাপি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতেছে না দেখিয়া মিশ্রবর খুবই চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গণনা করিয়া বলিলেন,—তোমরা চিন্তিত হইওনা, এতদিন শুভক্ষণ পায় নাই বলিয়াই পুত্রের জন্ম হয় নাই, এই মাসেই শুভক্ষণ পাইষা পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। তদনুসারে শুভ রাশিতে, শুভ নক্ষত্রে, শুভ লগ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব হইল—

"চৌদ্দশত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ॥

সিংহরাশি, সিংহলগ্ন, উচ্চগ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ॥

অ-কলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
স-কলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥

এত জানি' চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি' নামে ভাসে ত্রিভুবন॥

জগৎ ভরিয়া লোক বলে—'হরি' 'হরি'।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি॥"

—চৈঃ চঃ আ ১৩।৮৯-৯৩

১৪০৭ শকে (বঙ্গাব্দ ৮৯২? ও খৃষ্টাব্দ ১৪৮৬?) ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে যখন দিগ দিগন্ত কৃষ্ণনামে মুখরিত, সেই সময়েই স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরাধাভাবকান্তি-সুবলিত অকলঙ্ক গৌরচন্দ্ররূপে শ্রীশচীগর্ভসিন্ধু মাঝে আবির্ভাবের অবসর করিয়া লইলেন। নিজনাম বিনোদিয়া গৌরহরির নামের মধ্যেই জন্ম, নামের আচার প্রচারই তাঁহার কর্ম্ম, নাম লইয়াই তাঁহার সকল প্রেমের খেলা। ভগবদবতারে জগদ্বাসীর মনঃপ্রাণ প্রসন্ন হইল, অহিন্দুগণ উপহাসচ্ছলেও হরিনাম গ্রহণ করিতে লাগিল। "প্রসন্ন হৈল দশদিক্, প্রসন্ন নদীর জল। স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥" (চৈঃ চঃ আ ১৩।৯৬)। শান্তিপুরের বাটীতে শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—কিন্তু "কেনে নাচে, কেহ নাহি জানে।" (চৈঃ চঃ আ ১৩।৯৮)। শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসিয়া চন্দ্রগ্রহণ দর্শনান্তে পরমানন্দে গঙ্গাস্নান করিলেন এবং গ্রহণের ছলে মনের উৎসাহে অথবা মানসে বসুদেব যেমন পুত্রজন্মোৎসব উপলক্ষে মনে মনে কারাগার-মধ্যে-শৃঙ্খলিত অবস্থায়ই ব্রাহ্মণগণকে বিংশতি সহস্র ধেনু দান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণকে বহু দান ধ্যান করিলেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের আনন্দাতিশয্য দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—তোমার আনন্দ দেখিয়া আমার মনও আজ আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে, সমগ্র জগৎকেও আনন্দময় দেখিতেছি, ইহাতে মনে হইতেছে, যেন কোন একটি বিশেষ শুভের সূচনা হইয়াছে। এদিকে শ্রীধাম মায়াপুরেও শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন, শ্রীশ্রীনিবাসাদি ভক্তবৃন্দও গ্রহণচ্ছলে গঙ্গাস্নান করতঃ হরিসংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া মনোবলে নানা দান করিলেন, জগতের সকল ভক্তের

চিত্তই ঐরূপ প্রসন্ন হইয়া সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইল এবং তাঁহারা গ্রহণচ্ছলে অজ্ঞাতসারে মহানন্দে গৌরাবির্ভাব-জনিত মহোৎসব সম্পাদন করিলেন। ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণের পত্নীগণ নানা উপঢৌকন হস্তে মিশ্রগৃহে আসিয়া তপ্ত-কাঞ্চনসন্নিভ বালকের মুখ-চন্দ্র দর্শনে পরমানন্দ প্রকাশ করিতে করিতে কতই না আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এমন কি ব্রহ্মাদি দেবগণের পত্নীগণও ব্রাহ্মণীর বেশে নানা উপঢৌকন হস্তে মর্ত্ত্যে আসিয়া বালকের মুখ-চন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন,। ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী, শিবপত্নী গৌরী, শ্রীনৃসিংহ-বদনবিলাসিনী সরস্বতী, বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, ইন্দ্রপত্নী শচী, স্বর্গনর্ত্তকী রম্ভা প্রভৃতি অসংখ্য দেবনারী আসিলেন। শূন্যে থাকিয়া দেবগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণগণ কতনা বিচিত্র বাদ্য সহকারে নৃত্যকীর্ত্তন স্তবস্তুত্যাদি করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ সহরের গায়ক, নর্ত্তক, বাদক, ভাটগণ অযাচিত-ভাবে দলে দলে মিশ্রগৃহে আসিয়া আনন্দকোলাহল করিতে লাগিলেন। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ আসিয়া মিশ্রপ্রবরকে দিয়া যথা-শাস্ত্র জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করাইলেন। মিশ্রবর পুত্রের কল্যাণার্থ ব্রাহ্মণগণকে নানাপ্রকার দ্রব্য ও অর্থাদি দান করিতে লাগিলেন। মিশ্রগৃহে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-দেবী বিরাজিতা, আজ আর মিশ্র দরিদ্র ব্রাহ্মণ নহেন। কত যে যৌতুক আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মিশ্রবর প্রাণ ভরিয়া ব্রাহ্মণ, নর্ত্তক, বাদকাদি সকলকেই তাঁহাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা অনুসারে অকাতরে দান করিতেছেন।

এদিকে শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনীদেবী শ্রীআচার্য্যরত্নের পত্নী সহ মিশ্রগৃহে আসিয়া পরমানন্দে সিন্দূর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা ও নানা ফলাদি দ্বারা মিশ্রগৃহাগতা নারীগণকে তাঁহাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদানুসারে পূজা করিতে থাকিলে নারীগণ শতকণ্ঠে বালকের চিরায়ু ও শুভ কামনা করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী সীতা দেবী আচার্য্যের আজ্ঞা পাইয়া বহুবিধ উপায়ন সহ বস্ত্রগুপ্ত দোলায় চড়িয়া দাসী সঙ্গে শ্রীশচীনন্দনের মুখচন্দ্র দর্শনার্থ শান্তিপুর হইতে শ্রীমায়াপুরে মিশ্রভবনে আসিলেন। বালকের দিব্যজ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শনে সীতাদেবীর হৃদয় বাৎসল্যে পরিপূরিত হইল, আনন্দে আত্মহারা হইয়া ধান্য দূর্ব্বা মস্তকে দিয়া দুইভাইকে 'চিরজীবী হও' বলিয়া বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর "ডাকিনী শাঁখিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল 'নিমাই' ॥" অপদেবতা-গণ পরম পবিত্র নিম্ববৃক্ষ ও তৎসন্নিহিত স্থানে যাইতে পারে না। 'নিম্ব' নামটিই তাহাদের ভীতিপ্রদ। এইজন্য স্নেহময়ী সীতাদেবী স্নেহভরে বালকের নাম 'নিমাই' রাখিলেন। জগন্মাতা সীতাদেবী মহাপ্রভুর জন্য যে সকল উপহার আনিয়াছিলেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে (আদি ১৩ শ অঃ) প্রদান করিয়াছেন। আমরা তৎকাল-প্রচলিত অলঙ্কারাদির সেই বিবরণটি পাঠকগণের নিমিত্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা, জগৎপূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর' সীতা ঠাকুরাণী।'
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক শিরোমণি॥
সুবর্ণের কড়ি-বউলি, রজতমুদ্রা-পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ, কঙ্কন।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রার নানা হারগণ॥
ব্যাঘ্র-নখ হেমজড়ি, কটিপট্টসূত্র ডোরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, বুনি ফোতো পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন॥
দূর্ব্বা, ধান্য, গোরোচন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্রে ভরিয়া।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী-চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, উপহার, সঙ্গে লইল বহুভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত।

দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত॥"

পুত্রমাতা-স্নানদিনে অর্থাৎ নিষ্ক্রামণ দিবসে ("পূর্ব্ব-কালে বিপ্রাদি বর্ণ চারিমাস জননাশৌচ পালন করিতেন, পরে সূর্য্যদর্শন। পরবর্ত্তিকালে বিপ্রাদি দ্বিজ-বর্ণ একবিংশতি দিবস ও শূদ্রাদি একমাস পালন করেন। কর্ত্তাভজা ও সতীমা-দলে 'হরিনুটে'র মতে সদ্য সদ্যই জননাশৌচ-নিবৃত্তি হয়।") সপুত্রক মিশ্রবরকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্মান করিয়া এবং মিশ্রদম্পতিরও যথাযোগ্য পূজা পাইয়া শ্রীসীতাদেবী হর্ষোৎফুল্লচিত্তে শান্তিপুরস্থ নিজ ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীশচী-জগন্নাথও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীনাথকে পুত্ররূপে পাইয়া অপ্রমত্ত-চিত্তে ভগবদ্ভজনানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পুত্রপ্রভাবে মিশ্র-গৃহ ধনধান্যে ভরা, সর্ব্বলোকের নিকটই শান্ত, সংযতচিত্ত, পরমোদার বৈষ্ণবপ্রবর মিশ্র যথাযোগ্য মান মর্য্যাদা লাভ করেন, বিপ্রগণকেও মিশ্র ভগবৎপ্রীত্যর্থ অকাতরে দান করিয়া ধনাদির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বালকের লগ্নাদি গণনা করিয়া পরমানন্দে মিশ্রবরকে অপ্রকাশ্যে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ মিশ্র, তোমার এই পুত্র বহু শুভলক্ষণ সম্পন্ন, ইহার জাতককুণ্ডলীতে ও শরীরে মহাপুরুষের চিহ্ন বিরাজিত। এই বালক জগৎ উদ্ধার করিবে। ইহাকে খুব সাবধানে লালন পালন কর।" মিশ্রদম্পতি আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

শ্রীশ্রীগৌরগোপাল-প্রশস্তি

(পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ)

ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি
রাধাভাব কান্তি ধরি'
মায়াপুরে জনম লভিল।
অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর,
নাম লৈল 'বিশ্বম্ভর'
প্রেম দিয়া ভুবন ভরিল॥ ১॥

ব্রজপরিকর যেই,
গৌর-পরিকর সেই,
আগে পাছে সব প্রকটিল।
তাঁ' সবারে সঙ্গে করি'
ভক্তভাব অঙ্গী করি'
ব্রজপ্রেমরস আস্বাদিল॥ ২॥

শ্রীনন্দ যশোদা যেন,
শচী জগন্নাথ তেন,
মাতা পিতা তাঁহার হইল।
রোহিণীনন্দন বলাই,
ধরিলেন নাম 'নিতাই,'
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাঢ়ে জনমিল॥ ৩॥

গৌরাগ্রজ বিশ্বরূপ,
নিত্যানন্দ-অংশরূপ,
গৃহ তাজি' সন্ন্যাসী হইল।
পণ্ঢরপুরেতে গিয়া,
শঙ্করারণ্য নাম লঞা,
যথাকালে সিদ্ধি লাভ কৈল॥ ৪॥

(নিতাই) অবধূত বেষ ধরি'
দেশে দেশে ঘুরি ঘুরি,
শেষে আসিলেন বৃন্দাবন।
যমুনার কূলে কূলে,
ভ্রাতার বিরহে বুলে,
'কোথা ভাই' ডাকে অনুক্ষণ॥ ৫॥

নবদ্বীপে 'ছন্ন' হ'য়ে,
আছে ভাই লুকাইয়ে,
বুঝি তাঁরে মিলিবারে চায়।
শীঘ্র আসি মায়াপুরে,
নন্দন আচার্য্য ঘরে,
লুকাইল নিত্যানন্দ রায়॥ ৬॥

এদিকে অগ্রজ সনে,
মিলিতে সতৃষ্ণ মনে,
পথপানে চেয়ে আছে গোরা।
দু'নয়নে বহে ধার
হ'য়েছে পাগলপারা।
'ভাই ভাই' বলি আত্মহারা ॥ ৭ ॥
সহসানুভবে জানি
অগ্রজের আগমনী,
ছুটে চলে নন্দনের ঘরে।
দু'ভায়ে মিলন হ'ল,
কি আনন্দ উছলিল,
ন'দেবাসী নাচে প্রেমভরে ॥ ৮ ॥
নামাচার্য্য হরিদাস,
মিলি অবধূত-পাশ,
মহানন্দে কীর্ত্তনারম্ভিল।
শ্রীঅদ্বৈত, গদাধর,
শ্রীবাসাদি ভক্তবর,
সে কীর্ত্তনে সবে যোগ দিল ॥ ৯ ॥
আহা সে নামের ধ্বনি,
কি মধু বরষে মানি,
গোলোকের প্রেমসুধা-সার।
আপামরে করে দান,
ভাগ্যবান্ করে পান,
পিপাসা বাঢ়য়ে অনিবার ॥ ১০ ॥
শ্রীঅদ্বৈত, নিত্যানন্দ,
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ,
গদাধর, হরিদাস সঙ্গে।
সুরধুনীতীরে গোরা,
সংকীর্ত্তনে মাতোয়ারা,
'হরি' বলি নাচে প্রেমরঙ্গে ॥ ১১ ॥
শ্রীবাস-অঙ্গন হ'ল,
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞস্থল,
সপ্তজিহ্ব উঠে যজ্ঞানল।
তাহে আত্মা পূর্ণাহুতি,
দেন ভক্ত মহামতি,
নামরসে হ'লেন বিহ্বল ॥ ১২ ॥
উছলিল প্রেমবন্যা,
ধরিত্রী হ'লেন ধন্যা,
আনন্দের আর সীমা নাই।
গৌরহরি হরি বলি'
নাচে ভক্ত বাহু তুলি'
দুঃখশোক ভুলিল সবাই ॥ ১৩ ॥
চব্বিশ বৎসর ধরি'
গৃহাশ্রমে বাস করি'
ধর্ম্ম-মর্ম্ম শিখালেন গোরা।
পরে হ'লেন সন্ন্যাসী,
কাঁদালেন ন'দেবাসী,
রাধাভাবে হ'লেন বিভোরা ॥ ১৪ ॥
কাঁদিলেন শচীমাতা,
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা,
ভক্তবৃন্দ কাঁদিয়া বিকল।
শিরে বুকে হানি' করে,
ধৈরয ধরিতে নারে,
নিদ্রাহার সব তেয়াগিল ॥ ১৫ ॥
পূর্ব্বে যেন ব্রজবাসী,
হারাইয়ে কালশশী,
বিরহ-সায়রে নিমজিল।
এবে তেন ন'দে বাসী,
হারাইয়ে গৌর শশী,
প্রাণত্যাগে সঙ্কল্প করিল ॥ ১৬ ॥
গৌরশিক্ষা স্মরি' পরে,
অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধরে,
ফুকারি ফুকারি নাম করে।
স্মরিয়া গৌরাঙ্গনাম,
নেত্রে অশ্রু অবিরাম,
স্বপ্নে গৌর প্রবোধেন তা'রে ॥ ১৭ ॥

গৌরাঙ্গ-প্রকটকালে,
চব্বিশবর্ষ নীলাচলে,
প্রতিবর্ষ দেখিবারে যায়।
ভক্ত-প্রতি কৃপা করি,
ভকতবৎসল হরি,
ভক্তবাঞ্ছা সকলি পূরায়॥ ১৮॥
গৌরশিক্ষা—কৃষ্ণনাম-
সংকীর্ত্তন অবিশ্রাম,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাই ভজন।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ,
কর শিক্ষা ভজন-কৃষ্ণ,
সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন॥ ১৯॥
ব্রজে যাঁরে কাঁদাইয়ে,
অন্তরালে লুকাইয়ে,
প্রেমরস কৈল আস্বাদন।
এবে তাঁর ভাব ল'য়ে,
ফিরে কৃষ্ণ অন্বেষিয়ে,
বিপ্রলম্ভরসে নিমগন॥ ২০॥
নীলাম্বুধিতটে গোরা,
কেঁদে কেঁদে হন সারা,
রাধাভাবে সদা বিভাবিত।
কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণধন,
ব'লে ঝরে দু'নয়ন,
মুহুর্ম্মুহুঃ হন মূরছিত॥ ২১॥
গম্ভীরায় রাত্রিদিনে,
স্বরূপ রামানন্দ সনে,
মহাভাবে চিত্ত গর গর।
প্রবোধেন তাঁরা যত,
ব্যথা বাড়ে দ্বিগুণিত,
ধৈর্য্য নাহি মানয়ে অন্তর॥ ২২॥
কৃষ্ণপ্রিয়তমা রাধা,
তাঁর প্রেমে কৃষ্ণ বাঁধা,
সেই প্রেম করিতে প্রচার।
স্বয়ং কৃষ্ণ দয়াময়,
গৌরলীলা প্রকটয়,
ধন্য কলি সর্ব্বযুগসার॥ ২৩॥
সেই প্রেমা লাভোপায়,
নামসংকীর্ত্তন হয়,
শ্রীমুখে কহেন গোরামণি।
স্বরূপ রাম রায়ের কণ্ঠ,
ধরি' ক'ন গৌরকৃষ্ণ,
নিরাশায় আশ্বাসের বাণী॥ ২৪॥
দীন হীন প্রতি আর,
এত দয়া কোথা কা'র?
অসাধনে দেন চিন্তামণি।
অযাচকে প্রেম যাচে,
উচ্চ নীচ নাহি বাছে,
ভজ গৌর-চরণ-দু'খানি॥ ২৫॥
শ্রীনাম-ভজনে হয়,
গৌরকৃপা অতিশয়,
অপরাধ শীঘ্র দূরে যায়।
কৃষ্ণপ্রেমা উপজয়,
জীবন সার্থক হয়,
লীলারসে অধিকার পায়॥ ২৬॥
পূরাইতে মনস্কাম,
সর্ব্বশক্তিধর নাম,
অঘটন ঘটাইতে পারে।
বিশ্বাস করিয়া তাঁরে,
যেবাশ্রয় নিতে পারে,
নামপ্রভু উদ্ধারয়ে তারে॥ ২৭॥
অবতার-শিরোমণি,
শ্রীগৌরাঙ্গ গুণমণি,
কর মন গোরাপদ সার।
ভজন সাধন হীনে,
কে তারিবে গোরা বিনে,
ক্ষমাগুণ এত আছে কা'র?॥ ২৮॥

কত জন্মের অপরাধী,
পাপীতাপী মূঢ়মতি,
মায়ামোহ-মুগ্ধ জীবাধম।
হেন অপদার্থ-জনে,
রক্ষ গৌর নিজগুণে,
হও গতি চরম পরম ॥ ২৯ ॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণবে মতি,
না জন্মিল এক রতি,
অপরাধ করি কত শত।
আমার কি হ'বে গতি,
ভাবিয়া না পাই স্থিতি,
কিসে হবে অপরাধ হত ॥ ৩০ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময়,
কৃপাদৃষ্টি যদি হয়,
তবে আশা হয় তরিবার।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব মোরে,
প্রসন্ন হইতে পারে,
দিতে পারে সেবা-অধিকার ॥ ৩১ ॥

গুরুকৃপা নাহি হ'লে,
(গৌর-) কৃষ্ণকৃপা নাহি মিলে,
ভজন সাধন বৃথা হয়।
অন্তরায় নাহি যায়,
পদে পদে বাধা পায়,
কেহ নাহি তারে সম্ভাষয় ॥ ৩২ ॥

লাঞ্ছনা গঞ্জনা বাড়ে,
ষড়্ রিপু নাহি ছাড়ে,
বৃথা বহি মরে দেহভার।
শান্তি নাহি একক্ষণে,
কৃষ্ণচিন্তা নাহি মনে,
দিবানিশি করে হাহাকার ॥ ৩৩ ॥

দৈবী গুনময়ী-মায়া,
অতিশয় দুরত্যয়া,
কা'র শক্তি তা'রে জিনিবার ?
শ্রীকৃষ্ণে প্রপন্ন হ'লে,
মায়া-জয় অবহেলে,
কৃষ্ণকৃপা সর্ব্ববলাধার ॥ ৩৪ ॥

গৌর, কৃপা কর মোরে,
রক্ষ এ বিপদ্ ঘোরে,
স্থান দাও চরণে তোমার।
তব নিজজন সঙ্গে,
রাখ মোরে সেবা-রঙ্গে,
নাম-রসে কর মাতোয়ার ॥ ৩৫ ॥

গাহিতে গাহিতে নাম,
ঘুচে যাবে জড় কাম,
অপরাধ চ'লে যাবে দূরে।
হা নিতাই ব'লে কেঁদে,
কাতরে জানাব' পদে,
নিতা'য়ের দয়া হবে মোরে ॥ ৩৬ ॥

(জড়) বিষয়-বাসনা যা'বে,
হৃদয় নির্ম্মল হবে,
(চিন্ময়) বৃন্দাবন দরশন পাব।
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপা,
হবে মোরে নিশি দিবা,
যুগল পীরিতি উপজব ॥ ৩৭ ॥

স্বরূপ রূপ রঘুনাথ,
করিবেন আত্মসাৎ,
নিজযূথ সঙ্গে মিলাইবে।
যুগল ভজন রীতি,
জানা'বেন করি' প্রীতি,
অষ্টযাম-সেবা শিখাইবে ॥ ৩৮ ॥

রূপানুগ ভক্তসঙ্গে,
কৃষ্ণকথা রস রঙ্গে,
কৃষ্ণলীলা স্থান নিরখিব।
দ্বাদশবন, উপবনে,
যে যে লীলা যেইস্থানে,
সেই স্থানে গড়াগড়ি দিব ॥ ৩৯ ॥

শুনিব সাধুর মুখে,
সেস্থান-মহিমা সুখে,
ব্রজভূমি নিত্যলীলা স্থান।
অদ্যাপি সে সব লীলা,
হ'তেছে রাখাল মেলা,
হরিতেছে গোপীমনঃপ্রাণ ॥ ৪০ ॥
নিত্যধাম বৃন্দাবন,
পরিকর নিত্য হন,
রাসাদিঅন্বয়ী নিত্যলীলা।
অসুর মারণ আদি,
নৈমিত্তিক লীলা রীতি,
ব্যতিরেকে লীলাপুষ্টি কৈলা ॥ ৪১ ॥
(জড়) বিষয়ান্ধ চক্ষু ব'লে,
দরশন নাহি মিলে,
অপ্রাকৃত সে লীলা বিলাস।
গুরুদেব-কৃপা কৈলে,
দিব্যনেত্র তবে খুলে,
নিত্যলীলা হ'ন স্বপ্রকাশ ॥ ৪২ ॥
আজিও বাঁশীর গান,
যমুনা বহায় উজান,
স্থাবর জঙ্গম-ধর্ম্ম পায়।
ভক্তপ্রেমে বাঁধা কানু,
বাজা'য়ে মোহন বেণু,
ধেনু ল'য়ে আজো গোঠে যায় ॥ ৪৩ ॥
(আজও সে) ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম,
পীতবাসা অনুপাম,
শিরে শিখি পিঞ্ছ শোভা পায়।
অধরে মুরলী শোভে,
ব্রজগোপী-মনো লোভে,
বংশীগানে গোপীরে মাতায় ॥ ৪৪ ॥
নবঘন শ্যামকান্তি,
গলদেশে বৈজয়ন্তী,
বংশীবট মূলে শ্যামরায়।
কর্ষিয়া বাঁশীর গানে,
গোপীগণে বনে টানে,
গোপীনাথ গোপীসঙ্গ চায় ॥ ৪৫ ॥
শ্রীরাসরসিকবর,
রাধাপ্রাণ মনোহর,
যুগলকিশোর গিরিধারী।
শ্রীরাধাবল্লভ-শ্যাম,
শ্রীরাধারমণ রাম,
ব্রজবধূগণ-চিত্তহারী ॥ ৪৬ ॥
(হাহা) দীনবন্ধু দীননাথ,
শ্রীমতী রাধিকা সাথ,
এদাসেরে উরু কৃপা করি'।
অযোগ্যে যোগ্যতা দিয়া,
অপরাধ ঘুচাইয়া,
নিত্য সেবায় কর অধিকারী ॥ ৪৭ ॥
গৌড়াভিন্ন ব্রজে হেরি,
গৌরগুণ-লীলা স্মরি,
ব্রজে কৃষ্ণলীলা আস্বাদিব।
শ্রীগৌরকরুণা হ'বে,
রাধাকুণ্ড সেবা দিবে,
যথাকালে দেহ তেয়াগিব ॥ ৪৮ ॥

শ্রীগুরুসেবাই কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ?

(পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ)

শ্রীগুরুসেবা দ্বারা ভগবান্ যেরূপ সন্তুষ্ট হন, নিজ-সেবা দ্বারা তিনি তত আনন্দিত হন না। এজন্য গুরু-সেবার ন্যায় এমন মঙ্গলকর কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা শ্রেষ্ঠ। ভগবদারাধনা অপেক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা আরও বড় জিনিস—এই শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস না হওয়া

পর্য্যন্ত আমাদের গুরুচরণাশ্রয় সুষ্ঠু হয় না। এইজন্যই আমাদের "সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ" এই শ্রৌত-বাণী অনুসারে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার সুখবিধান করিবার সৌভাগ্য না হওয়ায় মঙ্গলও হয় না। তাই আমাদের চিন্তা, দুঃখ, ভয়, শোক, মোহও সম্যগ্ দূর হয় না। শ্রীগুরুদেব আশ্রিতবৎসল সত্য, কিন্তু আমি মনে-প্রাণে তাঁহার আশ্রিত না হইলে তিনি আর কি করিবেন?

গুরুর আমি গুরুর আমি মুখে বলিলে নাহি বলে।
গুরুর আচার গুরুর বিচার লইলে ফল ফলে॥

গুরুর আমিই কৃষ্ণের আমি। গুরুর আশ্রিতই কৃষ্ণাশ্রিত, গুরুর ভক্তই প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত, গুরু-নিষ্ঠই প্রকৃত কৃষ্ণনিষ্ঠ। গুরুর দাসই প্রকৃত কৃষ্ণদাস। গুরুগত-প্রাণই কৃষ্ণগতপ্রাণ। গুরুভক্তিই প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি। গৌর-কৃষ্ণ পার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীলোকানন্দাচার্য্য তদীয় শ্রীভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয়গ্রন্থে বলিয়াছেন—

গুরুভক্তিরেব কৃষ্ণভক্তিস্তস্যাপৃথগায়াসসাধ্যত্বাৎ, অথ তাবদ্ গুরুভক্তিরেব কিন্নাম? উচ্যতে, কায়বাঙ্মনোভিঃ সম্যঃ শক্যাশক্যাবিচারেণাজ্ঞাপ্রতিপালনপূর্ব্বকগুরুচিত্তরোধনং গুরুভক্তিরিতি। এতদপি শরণাপন্নে সতি ভবতি। তত্র শরণাপন্নস্য লক্ষণমাহ, প্রথমতো গুরোর্গোপ্তৃত্বস্বীকারঃ, আনুকূল্যকরণং, প্রাতিকূল্য পরিত্যাগঃ, সর্ব্বস্বনিক্ষেপঃ, তৎপ্রসাদলেশ গ্রহণং। আত্মনো নিরভিমানিত্বাচরণং, এতেন সর্ব্বং নিরবদ্যং। যদ্যেবং ভগবন্নামাদি-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পাদসেবনাদিকং কর্ত্তব্যং ন বেত্যাশঙ্কে, নৈবং যতস্তদাজ্ঞাবশাদেব ভগবৎপরিচর্য্যাতন্নামাদিশ্রবণবৈষ্ণবসেবাদিকং কর্ত্তব্যমিতি গুরুচিত্তরোধনমুপপন্নমিতি।

গুরুভক্তিই কৃষ্ণভক্তি। কারণ গুরুভক্তি দ্বারা কৃষ্ণভক্তি স্বতঃই অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন—গুরুভক্তি কাহাকে বলে? উত্তর,—নিজের অযোগ্যতা বা সামর্থ্যের বিচার না করিয়া আদেশ মাত্র নির্ব্বিচারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞা পালনপূর্ব্বক কায়-মনোবাক্যে তদীয় সুখবিধানই গুরুভক্তি। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইলে, ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। শরণাগতের লক্ষণ,—যথা—প্রথমতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে গোপ্তা অর্থাৎ পালক বা প্রভুরূপে বরণ করা, শ্রীগুরুদেবের আনুকূল্য-বিধান, প্রাতিকূল্য বর্জ্জন, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ, তদীয় প্রসাদ গ্রহণ, শ্রীগুরুসমীপে নিজের নিরভিমানিত্ব আচরণ। পুনশ্চ প্রশ্ন এই যে—তাহা হইলে ভগবন্নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ করণীয় কি না? উত্তর—না, স্বতন্ত্রভাবে কিছু করণীয়ের বিচার প্রয়োজন নাই। কারণ শ্রীগুরুদেবের আদেশেই তৎসন্তোষার্থ ভগবৎসেবা, নামকীর্ত্তন, হরিকথা শ্রবণ, বৈষ্ণবসেবাদি কর্ত্তব্য।

শ্রীলোকানন্দাচার্য্যজী আরও বলিয়াছেন—ভগবদ্ভজনে গুরুরেবেষ্টদেবো, বিশেষতস্তদীয়চরণপ্রসাদাৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশমপূর্ব্বক ভক্তিপ্রবোধকাশেষবিশেষতত্ত্ব-সিদ্ধান্তবচনাচরণং প্রকাশতে। (ভগবদ্ভক্তিসারসমুচ্চয়)

অর্থাৎ ভগবদ্ভজনে শ্রীগুরুই ইষ্টদেব। কারণ তদীয় চরণপ্রসাদে বিশেষভাবে যাবতীয় বিঘ্নের উপশম হইয়া ভগবদ্ভক্তি প্রকাশিত হয়। শাস্ত্র বলেন—

মহান্ধকারমধ্যেষু আদিত্যশ্চ প্রকাশকঃ।
অজ্ঞানতিমিরান্ধেষু গুরুরেব প্রকাশকঃ॥
'প্রসন্নে তু গুরৌ সর্ব্বসিদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ।'
(ভগবদ্ভক্তিসারসমুচ্চয়ধৃত শাস্ত্র বচন)

সূর্য্য যেরূপ অন্ধকার নিবারক ও বস্তু-প্রকাশক, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবই অজ্ঞানান্ধকারনিবারক ও ভগবত্তত্ত্বপ্রকাশক। শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

কল্কিপুরাণও বলেন—

'গুরৌ প্রসন্নে প্রসীদতি ভগবান্ হরিঃ স্বয়ম্।' শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলে ভগবান্ শ্রীহরি স্বতঃই প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

শাস্ত্র আরও বলেন—

তোষয়ীত গুরুং যত্নাদ্ বস্ত্রালঙ্কারণাদিভিঃ।
আচার্য্যে তোষিতে বিষ্ণুস্তোষিতঃ স্যান্ন সংশয়ঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৮বিঃ ধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র-বাক্য)

প্রীতির সহিত বসন-ভূষণাদি দ্বারা শ্রীগুরুদেবের সন্তোষবিধান করিবে। শ্রীগুরুদেব প্রীত হইলে শ্রীহরি অবশ্যই প্রীত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

জ্ঞানস্য সাধনং শাস্ত্রং শাস্ত্রঞ্চ গুরুবক্ত্রগম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তিরতো হেতোগুর্ব্বাধীনা সদৈব হি।
হেতুনানেন বৈ বিপ্রা গুরু গু্রুতরঃ স্মৃত॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১০ বিঃ ধৃত নারদ পঞ্চরাত্রবাক্য)

শাস্ত্রই জ্ঞানের সাধন, শাস্ত্রও আবার গুরুমুখ হইতে শ্রোতব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"সর্ব্বদেশ-কাল-দশায় জনের কর্ত্তব্য। গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১২০) অতএব ভগবৎপ্রাপ্তি সর্ব্বদা গুরুকৃপাধীন। এই কারণেই গুরুদেব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

যস্মাদ্দেবো জগন্নাথঃ কৃত্বা মর্ত্ত্যময়ীং তনুম্।
মগ্নানুদ্ধরতে লোকান্ কারুণ্যাচ্ছাস্ত্রপাণিনা॥
তস্মাদ্ভক্তিগু্রৌ কার্য্যা সংসারভয়ভীরুণা॥
শাস্ত্রজ্ঞানেন যোঽজ্ঞানং তিমিরং বিনিপাতয়েৎ॥
(ঐ)

জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি মানুষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক গুরুরূপে কৃপাপূর্ব্বক শাস্ত্ররূপ হস্ত দ্বারা সংসারে পতিত জনগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। যিনি শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করেন, ভক্তি-পূর্ব্বক সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের জীবন চরিতে আমরা পাই—জগদ্গুরু শ্রীযামুনাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য শ্রীবররঙ্গজী শ্রীরামানুজাচার্য্যকে বলিয়াছেন—

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব পরং ধনম্।
গুরুরেব পরঃকামো গুরুরেব পরায়ণম্॥
গুরুরেব পরা বিদ্যা গুরুরেব পরাগতিঃ।
যস্মাৎ তদুপদেষ্টাসৌ তস্মাদ্গুরুতরঃ গুরুঃ॥
উপায়শ্চাপ্যুপেয়শ্চ গুরুরেবেতি ভাবয়॥

অর্থাৎ গুরুই পরব্রহ্ম, গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন, গুরুই সর্ব্ববিধ কাম্য বস্তুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুরুই পরম আশ্রয়, গুরুই ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ, গুরুই শ্রেষ্ঠা গতি। তিনি সংসার-সাগরে তোমার কর্ণধারস্বরূপ বলিয়া তদপেক্ষা অধিক কেহ নাই। ভগবৎ-লাভের উপায়ও তিনি এবং উপেয়-স্বরূপ স্বয়ং ভগবানও তিনি।

নিজে নিজে ভগবৎসেবা হয় না। এজন্য গুরুর আনুগত্যেই ভগবৎসেবা করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥
(বরাহপুরাণ)

যাঁহারা ভক্তরাজ শ্রীগুরুদেবের সেবায় উদাসীন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে অচ্যুত ভগবানের সেবা করিবার প্রয়াস করেন, তাঁহাদের সিদ্ধি হয়ই না। কিন্তু গুরুর আনুগত্যে যাঁহারা ভগবৎসেবা করেন তাঁহাদের সিদ্ধি অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন সংবাদেও আমরা পাই—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে পার্থ! যাহারা ভক্তসম্রাট গুরুর সেবা বাদ দিয়া আমার সেবা করিতে চায়, তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নয়। যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত, অর্থাৎ গুরুভক্ত তাহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত।

গুরুর সেবা ভগবানের সেবা হইতেও শ্রেষ্ঠ—একথা ভগবান "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" শ্লোকে স্বমুখেই বলিয়াছেন। জগদ্গুরু শ্রীশিবজীও বলিয়াছেন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥
(পদ্মপুরাণ)

হে দেবি! দেবপূজা, পিতৃপূজা প্রভৃতি সমস্ত আরাধনা অপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তশিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা আরও শ্রেষ্ঠ।

শাস্ত্র আরও বলেন—

গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে॥
কামক্রোধাদিকং যদ্ যদাত্মনোঽনিষ্টকারণম্।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৪।১৪০)

ভক্তকুলচূড়ামণি শ্রীগুরুদেবের সেবাই সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তম। তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছু নাই। কেবল শ্রীগুরুসেবা দ্বারাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, ভয়, চিন্তা, দুঃখ, বিষয়াসক্তি প্রভৃতি সবই দূর হয় এবং ভগবানকে সুখে, সহজে, অনায়াসে লাভ করা যায়।

শাস্ত্র আরও বলেন—

অভীষ্টদেবে রুষ্টে চ গুরুঃ শক্তো হি রক্ষিতুম্।
গুরৌরুষ্টেঽভীষ্টদেবো ন হি শক্তশ্চ রক্ষিতুম্॥
গুরৌ তুষ্টে হরিস্তুষ্টো যস্মিংস্তুষ্টে চ দেবতাঃ।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেবই শিষ্যকে রক্ষা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গুরুদেব রুষ্ট হইলে ভগবানও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। শ্রীগুরুদেব সন্তুষ্ট হইলে শ্রীহরি ও সমস্ত দেবতা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভেও আমরা পাই—

"হরৌরুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌরুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥" ইতি

অতএব সেবামাত্রন্তু নিত্যমেব।

[শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে রক্ষা করেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে ভগবান্ বা বৈষ্ণব কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বিধান করিবে। ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। এজন্য শ্রীগুরুসেবা নিত্যকালই করণীয়।]

"যথা চ পরমেশ্বরবাক্যম্—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

[শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—প্রথমে গুরুপূজা করিয়া পরে আমার পূজা করিবে। তাহা হইলেই সিদ্ধি হইবে। নতুবা পূজা নিষ্ফল হইবে।]

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে উক্ত গুরুসেবা-প্রসঙ্গে আরও জানাইয়াছেন—"তস্মাদন্যদ্ ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে। যথোক্তমাগমে পুরশ্চরণ-প্রসঙ্গে—

যথাসিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥

ইতি

প্রীতিপূর্ব্বক গুরুসেবা করিলে অন্য কোন ভগবদ্ভজনেরও অপেক্ষা থাকে না। তাই শাস্ত্র বলেন—সিদ্ধরসস্পর্শে তাম্র যেরূপ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কেবল শ্রীগুরুদেবের সান্নিধ্যেই অর্থাৎ একমাত্র গুরুসেবাদ্বারাই শিষ্য বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন—অনায়াসে ভগবানকে লাভ করেন।]

"নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥

(ভাঃ ১০।৮০।৩৪)

জ্ঞানপ্রদাৎ গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তি। অতএব তদ্ভজনাদধিকো ধর্ম্মশ্চ নাস্তীত্যাহ নাহমিতি।" (ভক্তি-সন্দর্ভ ২৩৭ অনুচ্ছেদ)

[শ্রীভগবান বলিতেছেন—আমি গুরুশুশ্রূষা দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, গৃহস্থধর্ম্ম ও সন্ন্যাস ধর্ম্ম প্রভৃতি অন্য কোন কিছুর দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না। ভগবজ্-জ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব অপেক্ষা অধিক বা শ্রেষ্ঠ সেব্য বা আরাধ্য আর কেহ নাই। সুতরাং গুরুসেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মও আর কিছু নাই।]

গুরুসেবা সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলেন—

আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৬১ ধৃত বিষ্ণুস্মৃতিবাক্য)

যে ব্যক্তি কায়, মন, বাক্য, প্রাণ ও ধন দ্বারা শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ বিধান করেন, তিনি পরমা গতি লাভ

করিয়া থাকেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। গ্রন্থসম্রাট শ্রীমদ্ভাগবতও আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন—

এতদেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্ত্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্।
যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্ব্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ॥
(ভাঃ ১০।৮০।৪১)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত টীকা—'গুরোনিষ্কৃতং ঋণ-শোধনং, সর্ব্বোঽর্থো মমতাস্পদং আত্মা অহন্তাস্পদঞ্চ তয়োরর্পণম্।'

যে পরম করুণাময়, অপরিসীম স্নেহের সাগর শ্রীগুরুদেব নিজগুণে কৃপা করিয়া শিষ্যকে ভক্তিদান পূর্ব্বক ভগবদ্দর্শন করাইয়া থাকেন, সেই শ্রীগুরুদেবের ঋণ কেহ সম্যগ্ভাবে পরিশোধ করিতে পারে না। যে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের প্রেমঋণে আবদ্ধ হইয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া চিরঋণী বা চিরবশীভূত হইয়া আছেন, সেই প্রেমমূর্ত্তি—স্নেহের মূর্ত্তি—সেবার মূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবের কৃপা ঋণ বা স্নেহঋণ পরিশোধ করা কি শিষ্যের পক্ষে সম্ভব ? তাই জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"সর্ব্বস্বেনাপি ন গুরোঃ প্রত্যুপকর্ত্তুং শক্যম্।" (ভাঃ ৪।২২।৪৭ টীকা) অর্থাৎ সর্ব্বস্ব দিয়াও শ্রীগুরুদেবের ঋণ শোধ করা দুঃসাধ্য। এজন্য প্রকৃত শিষ্য গুরুদেবতাত্মা হইয়া নিত্যকাল শ্রীগুরুদেবের সুখবিধানের জন্য ব্যগ্র ও ব্যাকুল হন। সংশিষ্য শ্রীগুদেবের সুখবিধানার্থ নিজের সর্ব্বস্ব—আত্মা, দেহ, হৃদয়, মন, প্রাণ ও মমতাস্পদ যাবতীয় বস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে সানন্দে সমর্পণ করিয়া থাকেন। সর্ব্বস্ব দিয়াও যখন তাঁহার আশা মিটে না, তখন সৎশিষ্য অশ্রুকে সম্বল করতঃ চিরঋণী থাকিয়া নিজকে গুরুর ক্রীতদাস জানিয়া সতত ইষ্টদেবের কৃপাভিখারী হন। তখন শিষ্যের চিত্ত গুরুচিন্তায় ও গুরুসেবায় তন্ময়তা প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি আত্মবিস্মৃত না হইয়া পারেন না। সংশিষ্যের এই প্রাণভরা সহজ স্নেহ-প্রীতি ও সেবায় তন্ময়তা দেখিয়া শ্রীগুরুদেবের প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে সানন্দে আত্মসাৎ করিয়া নিজ নিত্যসেবা প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন।

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ॥ (ভাঃ ৭।৭।৩০)

'শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা—গুরুশুশ্রূষয়া স্নপনসম্বাহনাদিকয়া তথা সর্ব্বেষাং বস্তূনামর্পণেন চ। তচ্চার্পণং ভক্ত্যৈব ন তু প্রতিষ্ঠাদিনা।'

শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বতোমুখী সেবা প্রীতির সহিত করিতে হইবে। স্নেহসেবাদ্বারা শ্রীগুরুদেব অত্যধিক প্রসন্ন হইয়া শিষ্যকে অমায়ায় কৃপা করেন। প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোন অভিলাষ লইয়া গুরুসেবা করিতে হইবে না। গুরুকৃষ্ণের সুখের জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক সেবা করিতে হইবে। তাহাতে এই জন্মেই ভগবৎপ্রাপ্তি অবশ্যই হইবে।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভগ্রন্থে বলিয়াছেন—"গুরুসেবা দ্বিবিধা—প্রসঙ্গরূপা পরিচর্য্যারূপা চ।" শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে ভগবৎকথা শ্রবণপূর্ব্বক তাহা নিজ জীবনে পালন করার নাম প্রসঙ্গরূপা সেবা। আর কায়ের দ্বারা বিবিধ সেবা, মনের দ্বারা গুরুদেবের সুখানুসন্ধানময়ী চিন্তা, বাক্যের দ্বারা গুরুদেবের মহিমাকীর্ত্তন এবং ধনসম্পত্তি ও বিবিধ দ্রব্যদ্বারা গুরুসেবার নাম পরিচর্য্যারূপা সেবা। পরিচর বা অনুচর-(সেবক) অভিমানেই সেবা সুষ্ঠু হয়। প্রসঙ্গরূপা সেবা হইতে পরিচর্য্যারূপা সেবার ফল অধিক ; ইহাতে ভগবান্ শীঘ্রই প্রসন্ন হন।

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের পার্ষদ শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত চতুঃশ্লোকীর ভাষ্যে বলিয়াছেন—"পরমাত্তিভরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য আনুগত্যমূলক সেবা-দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণলীলারহস্য জ্ঞাতব্য ; যেহেতু শ্রীগুরুচরণের আনুগত্যই সর্ব্বত্র—সর্ব্বভজনসাধনে, সর্ব্বদা অর্থাৎ সর্ব্বকালে—জীবনে মরণে, সম্পদে বিপদে, দূরে নিকটে, প্রভাতে সন্ধ্যায়, সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ও মহাপ্রসাদ সেবায়, এক কথায় জীবনের প্রতিপদক্ষেপে প্রতিমুহূর্ত্তেই অনুশীলনীয় কার্য্যে অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম "

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু আরও জানাইয়াছেন—

'হরিরেব গুরুর্গুরুরেব হরিঃ।'

'নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্।'

'বলবানাদরো যস্য ন স্যাদ্ গুরুপদাম্বুজে।

শ্রুতৈরপ্যস্য সচ্ছাস্ত্রৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্ন জায়তে॥'

(চতুঃশ্লোকীভাষ্যধৃত পুরাণ বচন)

হরিই গুরুরূপে অবতীর্ণ, তাই গুরুই সাক্ষাৎ হরি। শ্রীগুরুদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব অর্থাৎ অধিক উপাস্য আর কেহ নাই। অত্যধিক আদরের সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা না করিলে শ্রীমদ্ভাগবতাদি বহু সৎশাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়ন করিলেও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি হয় না।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিজজন জগদ্গুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন—

শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধানমতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, হৃদি করি মহাশক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥

* * * * * *

অহঙ্কার, অভিমান, অসৎসঙ্গ, অসজ্জ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, দেহ গেহ পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব॥

(শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি, গুরুকৃপাই ভগবৎ-কৃপালাভের উপায়। এখন প্রশ্ন—গুরু-কৃপা-লাভের উপায় কি? স্নেহসেবাই গুরুকৃপা-লাভের একমাত্র উপায়। মর্য্যাদা-সেবা বা কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সেবা করা অপেক্ষা স্নেহ-সেবায় ইষ্টদেব শীঘ্র প্রসন্ন হন।

স্নেহ-প্রীতির সহিত যে সেবা তাহাই স্নেহসেবা। আবার স্নেহ-প্রীতি করাটাও সেবা। স্নেহের ভিখারী ইষ্টদেব স্নেহ দেখিলে বা স্নেহসেবা দেখিলে অত্যন্ত আনন্দিত হন। 'কেবল প্রীতির বশ চৈতন্য গোসাই।' ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব গুরু-কৃপা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

প্রভু কহে, ঈশ্বর হয় পরমস্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র॥
স্নেহসেবাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর-কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটী সুখ স্নেহ-আচরণে।
পরমানন্দ হয় যার নাম-শ্রবণে॥ (চৈঃ চঃ)

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান

ষষ্ঠদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভা ও নগর-সংকীর্ত্তন

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যার ২৪ পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ষষ্ঠদিবসব্যাপী ধর্ম্ম-সভার অন্তিম অধিবেশনে বলেন—"পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাদৃত। ভারতের বাহিরে বহু দেশে বহু ভাষায় গীতার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গীতা-শাস্ত্রে চিরন্তন দর্শনতত্ত্ব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত এবং

উপনিষদের যাহা কিছু পরমতত্ত্ব তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে গীতার প্রয়োজন হইয়াছিল। কেন শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন তৎসম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

জন্য শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশ অধ্যায় সম্বলিত গীতার উপদেশ। এতগুলি সকল উপদেশ শ্রবণের পর সর্বশেষ অর্জুন এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রপন্ন হইলেন—'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশ যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা কিছুটা অগ্রসর হইতে পারিব। কিন্তু গীতার শিক্ষার তাৎপর্য্য কে বুঝিতে পারেন?

বাম দিক হইতে প্রধান অতিথি বিচারপতি শ্রীনিয়োগী, সভাপতি শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরায় চৌধুরী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ।

—ইহাই হইতেছে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের অংশ গ্রহণ করার তাৎপর্য্য। "যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥" যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ আছেন, সেখানেই শ্রী, বিজয়, ভূতি এবং ন্যায় বর্ত্তমান, ইহাই আমার নিশ্চিত বাক্য। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুনের মোহ অপনোদনের

ভক্তি বা প্রপত্তি ব্যতীত পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধিমত্তার দ্বারা গীতা বুঝা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময় দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণে গিয়াছিলেন, সে সময় একজন ব্রাহ্মণের ভক্তি গদ্‌গদ্‌ভাবময়ী গীতা পাঠ শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে এরূপ বর্ণিত আছে,—

"সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে আসি' করে গীতা আবর্ত্তন॥
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন লোক করে উপহাসে॥
কেহ হাসে কেহ নিন্দে তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিত মনে॥
পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ, যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হইল মহাপ্রভুর মন॥
মহাপ্রভু পুছিল তাঁরে, শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে মুর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।
বসিয়াছেন তাতে, যেন শ্যামল সুন্দর॥
অর্জ্জুনেরে কহিলেন হিত-উপদেশ।
তাঁরে দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ॥
যাবৎ পড়োঁ, তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি' গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে গীতা পাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সার॥"

বিচারপতি মিঃ সুবোধ কুমার নিয়োগী বলেন—"কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে মহাসন্ধিক্ষণে যখন উভয়পক্ষের সেনাবাহিনীর মধ্যস্থলে রথ স্থাপিত হইল,তখন অর্জ্জুন সম্মুখে নিজ গুরুবর্গ ও জ্ঞাতিবর্গকে দেখিয়া গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মৃত্যু ভয় দূর করিবার জন্য আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে। স্থুলদেহই শস্ত্রাদির দ্বারা বিকৃত হয়, ইহা জন্মমরণশীল। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেহী জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে। আত্মার অমরত্ব বুঝিতে পারিলে অর্জ্জুনের ন্যায় আমাদের ভয় থাকিবে না। কর্ম্মেতে আসক্তি না রাখিয়া অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।' আমরা কর্ম্মকর্ত্তা নহি, শ্রীভগবানই কর্ত্তা। সমস্ত কর্ম্ম ভগবানেতে অর্পণ করা প্রকৃত জ্ঞানযোগ। মানুষ যতদিন অপরা প্রকৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে ততদিন সে প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে না। পরাপ্রকৃতির আশ্রয়ে দিব্যানন্দময় অবস্থা লাভই উদ্দেশ্য। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে শরণাপন্ন হওয়াই গীতার চরম উপদেশ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—'তোমার মন আমাতে দাও, আমার ভক্ত হও, আমার যজন কর, আমাকে নমস্কার কর, তাহা হইলে আমাকে পাইবে।' শ্রীভগবানে শরণ গ্রহণ করিলে আমরা সমস্ত পাপ ও অশুভ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি।

গত ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নাথজীউ সুরম্য রথারোহণে বিপুল ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত্ত ও আকর্ষিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তনশোভাযাত্রাসহযোগে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে শুভযাত্রা করিয়া লাইব্রেরী রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা রোড, শরৎ বোস রোড, মনোহরপুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, লেক টেরেস, যতীনদাস রোড, লেক রোড, লেক মার্কেট, সর্দার শঙ্কর রোড, রাজা বসন্ত রায় রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড ও লাইব্রেরী রোড হইয়া সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সঙ্কীর্ত্তনের দলসমূহের মধ্যে লাল বাবার কীর্ত্তন পার্টি ও মেদিনীপুর জেলান্তর্গত আনন্দপুর হইতে আগত কীর্ত্তনপার্টির উদ্যম প্রশংসনীয়। শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ ঠাকুর দাস ব্রহ্মচারীর উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন দর্শনে ও প্রাণমাতান কীর্ত্তন শ্রবণে ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। সুরম্য রথনির্ম্মাণসেবায় শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারীর অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। G. D. Tranpost এর মালিক শ্রীগদাইবাবু ট্রেইলারের দ্বারা সাহায্য করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

রথযাত্রা ও নগর সংকীর্ত্তনের আংশিক দৃশ্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথিপূজা

বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠান

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ, আসাম ঃ—শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাবতিথিবাসরে তদীয় প্রিয় পার্ষদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীমঠের পরিচালনাধীন আসাম প্রদেশস্থ সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিগত ৫ গোবিন্দ, ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে কলিকাতা মঠ হইতে গত ১৫ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রওনা হইয়া পরদিবস রাত্রি ৮ ঘটিকায় সরভোগ ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ ও বিশিষ্ট সজ্জনগণ সংকীর্ত্তনসহযোগে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শন ও শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ আকাঙ্ক্ষায় চকচকায় অবস্থিত সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসাম প্রদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে বহু শত নরনারী আসিয়া সম্মিলিত হন।

১৭ ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বাসভবনে এক ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন।

১৮ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ সোমবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চল ও সরভোগ টাউন পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উক্ত দিবস শ্রীমঠে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব অধিবাস কৃত্য-সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ চিদ্‌ঘনানন্দ দাসাধিকারী প্রভু (শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি) শ্রীহরিকথা বলেন।

১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীল প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব তিথিবাসরে তদীয় আলেখ্যার্চ্চায় যথাবিহিত পূজা ও অঞ্জলি বিধানের দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বাগ্রে শ্রীব্যাসপূজা সম্পন্ন করেন। অতঃপর তাঁহার অনুসরণে সর্ব্বদা শ্রীহরিসংকীর্ত্তনময় পূতপরিবেশে মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে ভক্তিকুসুমাঞ্জলি প্রদান করিতে থাকেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকান্তে সাধারণ মহোৎসবে ন্যূনাধিক দেড় সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে ধর্ম্মসভায় শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন মহোদয় বক্তৃতা করেন। উক্ত দিবস সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে গৌহাটী মুনিকুল আশ্রম টোলের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীবিপিন চন্দ্র গোস্বামী, কাব্য-ব্যাকরণ-বেদতীর্থ মহাশয় সভাপতিরূপে বৃত হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের 'শ্রীগুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাব্যাপী তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজও কিছু সময় শ্রীহরিকথা উপদেশ করেন। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে শ্রীমঠের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী উত্তরোত্তর সর্ব্বত্র প্রসারিত হউক এইরূপ হার্দ্দী অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা :—শ্রীল প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব ও শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ ও তৎপরদিবস প্রত্যহ রাত্রিতে দুইটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীব্যাসপূজাবাসরে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় পরিব্রাজকার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দুইদিন ধর্ম্মসভায় শ্রীল প্রভুপাদের পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে সভাপতি মহোদয় এবং পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ, এম্-এ ভাষণ প্রদান করেন।

১৯ ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীব্যাসপূজাবাসরে পুষ্পমাল্যসুশোভিত শ্রীল প্রভুপাদের সুবৃহৎ আলেখ্যার্চ্চায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ পূজা আরতি সমাপনান্তে সর্ব্বাগ্রে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলে সমুপস্থিত মঠবাসী, গৃহস্থ ও শ্রদ্ধালু নরনারীগণের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত শ্রীমঠ হরিকীর্ত্তনে সমুখরিত হইয়া উঠে। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে প্রায় পাঁচ শত নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটি :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের পরিচালনাধীন মঠসমূহের অন্যতম পূর্ব্ব পাকিস্থানের ঢাকা জেলান্তর্গত বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে গত ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীব্যাসপূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জামুর্কী, পাকুল্যা, শুনুটিয়া, বেরস, বানবাড়ী, কালামপুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে বহু ভক্ত এই অনুষ্ঠানে আসিয়া যোগদান করেন। অপরাহ্নে ধর্ম্মসভায় চন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র বসু রায় চৌধুরী, এম্-এ (ডবল) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর বাবাজী মহারাজ, শ্রীরাধাবল্লভ কাব্যতীর্থ, শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীগোপালকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীনিখিলরঞ্জন ব্রহ্মচারী, শ্রীজয়কৃষ্ণ সাহা, শ্রীকাশী বিশ্বেশ্বর সাহা প্রভৃতি বহু ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীল প্রভুপাদ-মহিমা কীর্ত্তিত হয়।

শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দসুন্দর দাসাধিকারী, শ্রীঠাকুর প্রসাদ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কীর্ত্তনীয়াগণের সুললিত মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের সেবোন্মুখ কর্ণতৃপ্তিকর হয়।

মধ্যাহ্নে মহোৎসবে প্রায় তিন শত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর ঃ—নদীয়া জেলা-সদর কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যকরণ-পুরাণতীর্থ শ্রীল প্রভুপাদ মহিমা কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব্বাগ্রে শ্রীপাদ পরমানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন, তৎপর সমুপস্থিত ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি অর্পিত হয়। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে কএক শত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

উপরি উল্লিখিত মঠসমূহ ব্যতীত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ এবং ভরতব্যাপী অন্যান্য শাখামঠসমূহেও শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠ, উদালাঃ—বিগত ১২ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথিবাসরে উড়িষ্যা প্রদেশের ময়ূরভঞ্জ জেলান্তর্গত উদালাস্থিত শ্রীবার্ষভানবী দয়িত গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং অন্যান্য জেলা হইতেও বহু শত নরনারী এবং স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। মধ্যাহ্নে সাধারণ মহোৎসবে ন্যুনাধিক আট শত নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছে।

১১ ফাল্গুন অধিবাস-বাসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন। তৎপরদিবস সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীবার্ষভানবী দয়িত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সজ্জন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রভৃতি বক্তৃমহোদয়গণের ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ গিরিধারী দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীক্ষীরোদশায়ী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাসী ভক্তগণ সুললিত ভজনকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

উক্তদিবস প্রাতে শ্রীমঠ হইতে এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করে।

শ্রীচৈতন্য আশ্রম, খড়্গপুর ঃ—খড়্গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের বার্ষিক উৎসব গত ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ রবিবার সম্পন্ন হইয়াছে। মহোৎসবে কএক সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় সাতশত নরনারী আশ্রমের অতিথি হইয়াছিলেন। সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যাশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ্ সন্ত মহারাজ অতিশয় প্রাঞ্জল শ্রুতিসুখকর ও ওজস্বিনী ভাষায় 'জীবের পরাশান্তি নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীহরিদাস দাসাধিকারীর বক্তৃতাও শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষক হয়। শ্রীপাদ

মোহিনীমোহন দাসাধিকারীর প্রাণমাতান সুললিত ভজনকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হন।

শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, মেদিনীপুরঃ—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ৯ই মার্চ্চ সোমবার মেদিনীপুরস্থ শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে পৌছেন। রাত্রিতে শ্রীমঠে বৈষ্ণবগণের ইচ্ছাক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীকেদার-বদরী তীর্থ পরিক্রমা

[শ্রীহরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, গুপ্তকাশী, শ্রীকেদার নাথ ধাম ও শ্রীবদরীনাথ ধাম প্রভৃতি দর্শন ও পরিক্রমা]

"সোঽহং তদ্দর্শনাহ্লাদ-বিয়োগার্ত্তিযুতঃ প্রভো।
গমিষ্যে দয়িতং তস্য বদর্য্যাশ্রমমণ্ডলম্॥" (ভাগবত ৩।৪।২১)

শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি—'হে প্রভো, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত আহ্লাদ এবং বিয়োগ নিবন্ধন আর্ত্তিযুক্ত হইয়া এক্ষণে আমি তাঁহার **পরম প্রিয় বদরিকাশ্রমে** গমন করিব।" এই পরম পবিত্র তীর্থে জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি বেদ বিভাগ এবং বেদান্ত পুরাণাদি রচনা করিয়াও শান্তি লাভ করিতে না পারায় শ্রীনারদ গোস্বামীর উপদেশানুসারে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রচনা করিয়া পরাশান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দেশক্রমে শ্রীমঠ হইতে আগামী ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, ৩১শে মে রবিবার দুন এক্সপ্রেসযোগে কলিকাতা (হাওড়া ষ্টেশন) হইতে শুভযাত্রা করা হইবে। নরনারীনির্ব্বিশেষে সকলেই শ্রীকেদার-বদরী পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারিবেন। সেক্রেটারী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য। যাহারা পরিক্রমায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাহারা যথোচিত ব্যবস্থার জন্য এখন হইতে নাম রেজিষ্ট্রী করিতে পারেন। নিবেদক—শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication : Monthly
3 & 4 Printer's and publisher's name : Mangalniloy Brahmachary
   Nationality : Hindu
   Address :—Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
5. Editor's name :—Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
   Nationality : Hindu
   Address : Sree Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutt-26.
6. Name and address of the owner of the newspaper : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

29-3-1964

Sd. Magalniloy Brahmachary
Signature of publisher

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ উক্ত গ্রন্থখানা বিগত শ্রীব্যাসপূজাবাসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১'০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ ন.প.।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

বৈশাখ—১৩৭১

৪র্থ বর্ষ] মধুসূদন, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ [৩য় সংখ্যা

সম্পাদক ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও ভক্তাবাস

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

উপদেষ্টা ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।

৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড; কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৪র্থ বর্ষ — শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৭১। ২ মধুসূদন, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল, ১৯৬৪। — ৩য় সংখ্যা

কৃষ্ণসেবাই আমাদের প্রাকৃত কামবীজ বিনাশক

"জগতে যে-সকল বস্তু ভগবৎসেবোপকরণ বলিয়া গৃহীত হয় না, সেই সকল বস্তুর সঙ্গত্যাগ-পিপাসা আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হইলে আমরা কৃষ্ণসেবার অনুকূল চেষ্টাসমূহে নিযুক্ত হই। তাদৃশী চেষ্টার ফলে আমাদের অভাবজনিত শোকের উৎপত্তি হয় না। বর্ত্তমানকালের এই তাৎকালিক-শোক নিত্য ভগবানের ও ভাগবতের সেবা-প্রভাবেই হ্রাস পায়। হরিসেবোন্মুখতা উদিত হইলে উহা স্বতোষণ ও অপরতোষণের বাসনা হইতে আমাদিগকে ক্রমশঃ মোচন করিয়া পরতোষণ বা হরিভক্তিতে অবস্থান করায়।

সেইকালেই শ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রচুর কৃপা লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের অকপট অনুগামিগণের সেবানুশীলনমুখে মহাজন-লিখিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,' 'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রভৃতির শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদিতে বিচারপরায়ণ হই। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের আত্মধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির বিকাশ ঘটে। গৌণ বা আনুষঙ্গিক-ভাবে জাগতিক অভাবজন্য শোক হইতেও আমাদের অবসর লাভ হয়।

কৃষ্ণসেবা-বিমুখতারই অপর নাম—কাম। পূর্ণবস্তুর সেবা করাই অপূর্ণ অংশের একমাত্র কৃত্য। সেবা দুই প্রকারে বিহিত হয়—অনুকূল সেবায় কৃষ্ণপ্রেমা; আর প্রতিকূল সেবা-চেষ্টায় সেবা-বিরোধি-নিজেন্দ্রিয়তর্পণ। সেবার প্রতিকূলা চেষ্টা আমাদিগকে সর্ব্বদা বড়্বিধ ক্লেশে নিমজ্জিত করে। এই ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে নির্ম্মৎসর কৃষ্ণসেবকের সেবাই আমাদের একমাত্র ঔষধ জানিতে হইবে। ইহজগতে কৃষ্ণসেবকই আমাদের কৃষ্ণপ্রেম-বিরোধি-কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণকারী। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবোন্মুখতার অভাবেই আমাদের প্রাকৃত-কাম-প্রবৃত্তি। কামের আংশিক ব্যাঘাত বা ক্ষুণ্ণতাই ক্রোধোৎপত্তির হেতু। কামকে

বর্ত্তমানকালে ব্যাধিগ্রস্ত নিজত্বের ইন্দ্রিয়তোষণের জনক জানিতে হইবে। অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণই ব্যাধিবিমুক্ত নিজত্বের একমাত্র বৃত্তি। কৃষ্ণপ্রপত্তি বা কৃষ্ণসেবাই আমাদের প্রাকৃত কামবীজ বিনাশক ও একমাত্র প্রতিষেধক।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

জ্ঞানবিচার

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২য় সংখ্যায় ২৮ পৃষ্ঠার পর)

"ব্রহ্মজ্ঞানই চতুর্থ জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান বলেন যে, এই জগৎ অবিদ্যাকল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা। বস্তু একমাত্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্ম। জগদ্বিশ্বাস কেবল মায়া-মাত্র। জীব অবিদ্যাশ্রিত ব্রহ্ম। অবিদ্যা দূর হইলে জীবই ব্রহ্ম। তখন তাহার শোক, ভয় ও মোহ থাকে না। ইহাকে মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ বলিয়া থাকে। ইংরাজী ভাষায় এই মতকে প্যান্থিজম্ (Panthoism) বলে। অদ্বৈতবাদ দুই প্রকার, মায়াবাদ ও বিবর্ত্তবাদ। মায়াবাদে কিছুই হয় নাই, কেবল মায়া দ্বারা জগৎ প্রতীতি হইতেছে। বিবর্ত্তবাদে কিয়ৎপরিমাণ কার্য্য স্বীকার আছে, তাহাও দুই প্রকার অর্থাৎ বিকার ও বিবর্ত্ত। তত্ত্বকে স্বীকার-পূর্ব্বক যে অন্যথা বুদ্ধি উত্থিত হয়, তাহার নাম বিকার ;—যথা—দুগ্ধকে স্বীকার-পূর্ব্বক অন্য বস্তু-রূপ দধি বিকার-স্বরূপ উদ্ভূত হইয়াছে। তত্ত্বকে অস্বীকার পূর্ব্বক যে প্রতীতি ভাসমান হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। যথা—রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা শুক্তিতে রজতজ্ঞান। মায়াবাদ ও বিবর্ত্তবাদে আরও অনেক প্রকার জীববাদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষিত হয়। কিন্তু কএকটী মূল কথায় উঁহাদের সকলের ঐক্য আছে। আমরা সংক্ষেপতঃ তাহার বিচার দেখাইব।

১। ব্রহ্মব্যতীত বস্তু নাই। যাহা প্রতীত হইতেছে, তাহা সত্য নয়। ব্যবহারিক প্রতীতিমাত্র।

২। জীব নাই, যদি থাকে, তবে ব্রহ্মের বিকার বা বিবর্ত্ত।

৩। জগৎ মিথ্যা।

৪। যিনি জীব বলিয়া অভিমান করেন, তিনি সেই অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রহ্ম।

৫। মুক্তিই চরম প্রয়োজন।

৬। ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ নিঃশক্তিক।

ব্যবহারিক প্রতীতিবিরুদ্ধ কোন কথা বলিতে গেলে বিশেষ সাবধান হইয়া বলিতে হয়, যেহেতু তাহা প্রমাণ করিতে না পারিলে, প্রস্তাবককে উন্মত্তশ্রেণীভুক্ত হইতে হয়। জগৎকে সত্য বলিয়াই সহজে প্রত্যয় হয়। জীব যে একটী ক্ষুদ্রতত্ত্ব-বিশেষ, তাহাও সহজ-প্রতীতি। ব্রহ্ম যে সকলের কর্ত্তা, নিয়ন্তা ও পাতা, ইহাও যুক্তিসহকারে সহজে বিশ্বাস করা যায়। আমি নাই, যাহা দেখিতেছি, সমস্ত এরূপ নয়। ভিতরে একটী সত্য আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া ভানস্বরূপ এ সমস্ত প্রতীত হইতেছে, এরূপ প্রস্তাব কে করে? যদি ভ্রান্ততত্ত্বস্বরূপ জীব এরূপ প্রস্তাব করে, তাহা হইলে তাহার অন্যান্য প্রস্তাবের ন্যায় এ প্রস্তাবটীও মিথ্যা হইতে পারে। মাদকভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবম্বিধ প্রস্তাব সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। কখন কখন তাহারা বাদসাহা বা নবাব বলিয়া আপনাদিগকে মনে করে এবং সেই অভিমানে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হয়। তখন তাহারা যে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? ভ্রান্তি অনেক প্রকার, তন্মধ্যে কুতর্কজনিত ভ্রান্তি, চিত্তপীড়াবশতঃ ভ্রান্তি ও মাদকসেবনদ্বারা ভ্রান্তি, ইহারা প্রধান। তর্কহত হইয়া নরবুদ্ধিই এরূপ বিষম ভ্রমের জনক হইয়া পড়ে। ইউরোপদেশে পেন্থিষ্ট (Pantheist) বলিয়া যাহাদের পরিচয়, তাহাদেরও ঐ মত। তন্মধ্যে

স্পিনজা (Spinoza) বলিয়া একজন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি ঐ মতের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে থিউসফিষ্ট মত প্রচারিত হইতেছে, তাহাও অদ্বৈতবাদ। পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যে মতের পোষকতা করেন, তাহাতে বিচার-শক্তিরহিত ব্যক্তিগণ কাজে কাজেই অনুমোদন করিয়া থাকে। অস্মদ্দেশে দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র ও শঙ্করাদি তর্কপ্রিয় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ঐ মত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে বিস্তার করিয়াছেন। আজকাল বৈষ্ণবমত ব্যতীত অন্য সমস্ত মতই ঐ মতের অনুগত। ব্রাহ্মণসমাজে প্রায়ই ঐ মত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। এতদূর প্রচলিত হইবার হেতু এই যে, যে কোন ভ্রান্তমতের ব্যবস্থা জগতে আছে, সে সমুদয়ই অদ্বৈতমতের অধীন হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কোন পশুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, সেও অদ্বৈতবাদের সাহায্য প্রাপ্ত হয়। অদ্বৈতবাদ তাহাকে অনুগত করিবার জন্য বলিয়া থাকেন যে, পশুতে ঈশ্বর বলিয়া মনোযোগ করিলেও চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইতে পারে ও সাধক অবশেষে সেই বিষয় হইতে চিত্তকে উঠাইয়া অদ্বৈততত্ত্বে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এইরূপ ব্যবস্থাক্রমে সকলেই অদ্বৈতমতকে আপন আপন চরম উদ্ধর্ত্তা বলিয়া পূজা করেন। মূলতত্ত্বের দোষগুণ অনুসন্ধান করেন না। বিশুদ্ধ ভক্তিবাদই যাঁহাদের জীবন, তাঁহারা তত্ত্ববিচার পূর্ব্বক অদ্বৈতবাদকে বিদায় প্রদান করিয়া সহজ ধর্ম্ম যে ভক্তি, তাহারই অনুশীলন করেন। অদ্বৈত মতের ভিত্তি কি, তাহা দেখা যাউক। জগতে যত প্রকার জড়ীয় বস্তু দেখেন, সে সমুদয়কে দ্রব্য-জাতি-বিভাগ ও সূক্ষ্ম মূল অনুসন্ধান দ্বারা দ্রব্যসংখ্যার লাঘবক্রমে জড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। পরে চেতনবিশিষ্ট যত বস্তু দেখেন, সে সমুদয়কে চেতন জাতীয় বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। যে বৃত্তিদ্বারা এই দুইটী বস্তু নির্দ্দেশ করেন, সে বৃত্তি মনের বৃত্তি-বিশেষ এবং যুক্তির অন্তর্গত। চিত্তবৃত্তির মূলানুসন্ধান করা সে বৃত্তির কর্ম্ম নয়, অথচ তাহাকে অনেক প্রকারে পেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, চিৎ ও জড় কোন মূলতত্ত্বে অবস্থিত হইতে পারে। এই স্থলে একটী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কল্পনাপূর্ব্বক তাহাকেই ঐ উভয় তত্ত্বের মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তখন মনে করেন যে, দুগ্ধ যেমন বিকৃত হইয়া দধি হয়, তদ্রূপ সেই ব্রহ্ম বিকৃত হইয়া জগৎ হইয়াছে। অথবা যেমত শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুককে কোন সময় রজতভ্রম হয় ও রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ সেই ব্রহ্মেই জগদ্ভ্রম হইতেছে। এই সিদ্ধান্তকার্য্যে কল্পনা ও যুক্তি অনেক পরিশ্রম করিয়াছে বটে, কিন্তু পদে পদে ইহার ভ্রম দেখা যায়। ব্রহ্ম ব্যতীত যদি বস্তু নাই, তবে এই জগৎ কল্পনা কিরূপে সম্ভব হয়? রজ্জুতে সর্পভ্রম এই উদাহরণ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, যেহেতু কে রজ্জু ও কে সর্প ইহা দেখিতে গেলে সর্প যদি ব্রহ্মস্থলীয় হয়, তবে সর্প বলিয়া আর একটী বস্তু না থাকিলে তাহার ভ্রম কিরূপে সম্ভব? এ স্থলে অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। শুক্তি-রজত উদাহরণও তদ্রূপ। দুগ্ধের বিকার যে দধি, তৎস্থলীয় ব্রহ্মের বিকার জগৎ হইলে, দধি যেমন সত্য বস্তু, জগৎও তদ্রূপ সত্য হইয়া পড়ে। এ স্থলেও অদ্বৈতমতের রক্ষা হয় না। অদ্বৈতমতে যতগুলি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। অদ্বৈত-মত স্থাপন করিতে যুক্তি কখনই সমর্থ হয় না। যুক্তিকে ত্যাগ করিলে আর কে সেই মত সমর্থন করিবে? যদি বল, সহজজ্ঞান, তাহাও অসম্ভব। সহজজ্ঞানেই ভেদ প্রতীতি ছিল, তাহা নষ্ট করিবার আশয়ে যুক্তির সাহায্য লওয়া হয়। যদি বল, অদ্বৈতমত বেদশাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে, তাহাও অকর্ম্মণ্য। যেহেতু, সেই মতবাদিগণ যে সকল শ্রুতি অবলম্বন করেন, সেই সব শ্রুতিতে অদ্বৈতমতপোষক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বৈতমতপোষক বাক্য সকল কথিত হইয়াছে। সিদ্ধান্তস্থলে কোন মতের পক্ষপাত করা হয় নাই। বিশেষরূপে বিবেচনা করিলে সমস্ত বেদ শাস্ত্রই অদ্বৈত ও নিতান্ত দ্বৈত উভয় মতের অতীত যে অচিন্ত্যভেদাভেদ জ্ঞান, তাহাই শিক্ষা দেন। বিবদমান মতদ্বয়কে

নিরস্ত করিবার জন্য স্থলে স্থলে উভয় মতপোষকবাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ কেবলাদ্বৈত মত বেদের মত নয়। বেদশাস্ত্র সিদ্ধজ্ঞানাবতারস্বরূপ নিরপেক্ষ। কোন মতবাদ বেদে নাই। সহজজ্ঞান, বেদশাস্ত্র, যুক্তি, সহজ অনুভূতি, সিদ্ধজ্ঞান ও প্রত্যক্ষানুমানরূপ প্রমাণ-সকল কেহই অদ্বৈতবাদের পোষক নয়। ভ্রান্ততর্ক ও অযুক্ত বিশ্বাসই ঐ মতের পোষক। জীব মুক্ত হইলে ব্রহ্ম হইবে, এরূপ বিশ্বাস রূপকভাবে স্বীকার করিলে দোষ নাই। জড়াভিমান বিগত হইলে ব্রহ্মাভিমানই হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ব্রহ্মে স্বগত ভেদরূপ স্বাদ্য, স্বাদক ও স্বাদনরূপ ভেদত্রয় তখন ব্রহ্মভূত ব্যক্তির অনিবার্য্য ধর্ম্ম হইবে। মুক্তি কি? চিত্স্বরূপ জীবের জড়াভিমান সমাপ্তিকেই মুক্তি বলে। মুক্তি একটী ক্ষণিক কার্য্য বিশেষ। নিত্যসিদ্ধ জীবদিগের সম্বন্ধে মুক্তি কোন তত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হয় না। যেহেতু তাহারা কখনও বদ্ধ হয় নাই। মুক্তির প্রয়োজন কি? কেবল বদ্ধজীবদিগের মুক্তিলাভ সম্ভব। জীব দুই প্রকার, তাহা শুদ্ধজ্ঞানবিচারে প্রদর্শিত হইবে। মুক্তি যে জীবের প্রয়োজন, তাহা বলা যাইতে পারে না, যেহেতু মুক্তি সর্ব্বজীব-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব নয়। প্রেমই সর্ব্বজীব-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব। অতএব তাহাই প্রয়োজন। অদ্বৈত-বাদে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বা নিঃশক্তিক বলিয়া বলে। ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিলেও তাহার নির্ব্বিশেষত্ব কেবল বস্তুন্তরের সবিশেষত্ব হইতে ভিন্ন বলা হয়। তাহাও ব্রহ্মের একটী বিশেষ গুণ। ব্রহ্মের যদি শক্তি নাই, তবে এই সৃষ্ট জগতের বা ভ্রমময় জগতের অস্তিত্ব কোথা হইতে হইল? ব্রহ্ম ব্যতীত ঐ মতে যখন আর বস্তু নাই, তখন অগত্যা ব্রহ্মশক্তির প্রতিই এই প্রপঞ্চের হেতু বলিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন-কার্য্য আমরা এইখানেই সমাপ্ত করিব, যেহেতু আমাদের প্রকৃত কার্য্য বাকী আছে। আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, চতুর্থ-শ্রেণীর জ্ঞান যাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে, তাহা জ্ঞানাঙ্কুররূপ ঈশজ্ঞানের বিকৃতি। শঙ্করাচার্য্য, অষ্টাবক্র, দত্তাত্রেয়, নানক, কবির, গোরক্ষনাথ, শিবনারায়ণ এই সকল ব্যক্তিগণ চতুর্থ-শ্রেণীর জ্ঞানপ্রচারক আচার্য্য বলিয়া জ্ঞাত আছেন। উক্ত জ্ঞানাঙ্কুর হইতে যে শুদ্ধজ্ঞান উদিত হয়, অদ্বৈতবাদ তাহা নয়।"

(ক্রমশঃ)

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীগুরুসেবাই কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম?

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২য় সংখ্যায় ৪২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিশ্বসার-তন্ত্রে শ্রীশিবজী পার্ব্বতী দেবীকে বলিতেছেন—

গুরুরিত্যক্ষরং যস্য জিহ্বাগ্রে দেবি বর্ত্ততে।
তস্য কিং বিদ্যতে মোহঃ পাঠো বেদস্য কিং বৃথা॥

হে দেবি! যাঁহার জিহ্বাগ্রে 'গুরু' এই বর্ণদ্বয় বর্ত্তমান, তাঁহার কোনরূপ অজ্ঞান থাকে না এবং তিনি বেদ পাঠ অপেক্ষাও অধিক ফল লাভ করেন।

গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্ রুকারস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

'গুরু' শব্দের 'গু'কারের অর্থ অন্ধকার এবং 'রু' কারের অর্থ সেই অন্ধকারের নিবারক; তাই শ্রীগুরুদেব অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের নিবারক হেতু গুরু নামে কথিত হন।

গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্ রুকারস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞান নাশকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ॥

'গু'-অক্ষরের অর্থ অন্ধকার এবং 'রু' এর অর্থ তেজ। অতএব অজ্ঞান নাশক তেজোময় পরব্রহ্মই গুরু—ইহাতে সন্দেহ নাই।

মন্ত্ররাজমিদং দেবি ! গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
শ্রুতিবেদান্তবাক্যেন গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং পদম্॥

শ্রুতি ও বেদান্ত গুরুকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব হে দেবি ! 'গুরু' এই অক্ষরদ্বয়কে মন্ত্ররাজ বলিয়া জানিবে।

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুদেব হইতে অধিক তত্ত্ব কিছু নাই, গুরুসেবা হইতে কোন তপস্যাই শ্রেষ্ঠ নহে এবং গুরু-তত্ত্বজ্ঞান হইতে অধিক তত্ত্বজ্ঞান কিছু নাই, অতএব সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।

যস্য স্মরণমাত্রেণ জ্ঞানমুৎপদ্যতে স্বয়ম্।
স এব সর্ব্বসম্পন্নঃ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যাঁহার স্মরণমাত্রে ভগবজ্‌জ্ঞান স্বতঃই উদিত হয় এবং সর্ব্বসিদ্ধি করতলগত হইয়া থাকে সেই শ্রীগুরুদেবকে বন্দনা করি।

শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদাম্।
গুরোঃ পদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যে গুরুদেবের পদোদক ভবসমুদ্রের সম্যক্ শোষক—অর্থাৎ সংসার দুঃখ নিবারক এবং ভক্তিরূপ সার সম্পদের জ্ঞাপক সেই শ্রীগুরুদেবকে বন্দনা করি।

স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যাঁহার কৃপায় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজমান ভগবান্ শ্রীহরির সাক্ষাৎকার-লাভ হয় সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি।

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।
মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যিনি আমার প্রভু, তিনি জগতের প্রভু, যিনি আমার গুরু, তিনি জগতের গুরু, যিনি আমার আত্মা, তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা। অতএব সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি।

মুনিভিঃ পন্নগৈ বাপি সুরৈর্ব্বা শাপিতো যদি।
কালমৃত্যুভয়াদ্ বাপি গুরু রক্ষতি পার্ব্বতি॥

হে পার্ব্বতি ! মুনিগণ, বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ; এমন কি দেবতাগণও যদি অভিশাপ প্রদান করেন, তাহা হইলেও গুরুভক্তের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন না, গুরুদেব তাঁহাকে রক্ষা করেন। এমন কি মৃত্যু ভয় হইতেও রক্ষা করিয়া থাকেন।

শ্রুতিস্মৃতিমবিজ্ঞায় কেবলং গুরুসেবয়া।
তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশধারিণঃ॥

শ্রুতি-স্মৃতি-জ্ঞান-বিহীন হইয়াও যাঁহারা কেবলমাত্র গুরুসেবা-তৎপর, তাঁহাদিগকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। আর এই সকল শাস্ত্র জানিয়াও যাহারা গুরুসেবা-বিমুখ হয়, তাহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে, কেবল মাত্র বেশধারী জানিবে।

ন মুক্তা দেবগন্ধর্ব্বা পিতরো যক্ষকিন্নরাঃ।
ঋষয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধাশ্চ গুরুসেবা-পরাঙ্মুখাঃ॥

গুরুসেবা-বিমুখ হইলে কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি কিন্নর, কি পিতৃগণ, কি ঋষিগণ, সিদ্ধগণ কেহই সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারেন না।

গুরুর্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুনিষ্ঠা পরং তপঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্॥

গুরুই দেবতা, গুরুই ধর্ম্ম, গুরুনিষ্ঠাই পরম তপস্যা; গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু কিছু নাই, গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বও আর কিছু নাই।

ধন্যা মাতা পিতা ধন্যো ধন্যং সর্ব্বকুলং তথা।
ধন্যা চ বসুধা দেবি গুরুভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥

হে দেবি ! যাঁহার সুদুর্লভা গুরুভক্তি বিদ্যমান তাঁহার মাতা ধন্যা, পিতা ধন্য এবং তাহার কুলও ধন্য হইয়াছে। এমন কি তাদৃশ ভক্তের জন্য পৃথিবী পর্য্যন্ত ধন্যা।

আজন্মকোট্যাং দেবেশি জপ ব্রত তপঃ ক্রিয়াং।
তৎ সর্ব্বং সফলং দেবি গুরুসন্তোষমাত্রতঃ॥

হে দেবিশি ! মানব কোটিজন্ম পর্য্যন্ত যে সমস্ত জপ, ব্রত, তপস্যাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে সকল গুরুদেবের সন্তোষ মাত্রেই সফল হয়; গুরুদেব অসন্তুষ্ট

হইলে কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল লাভ হয় না।

যজ্ঞব্রত তপোদানজপতীর্থানুসেবনম্।
গুরুতত্ত্বমবিজ্ঞায় নিষ্ফলং নাত্র সংশয়ঃ॥

গুরুতত্ত্বজ্ঞান বিহীন ব্যক্তির যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা, দান, জপ, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠান বিফল হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গুরোরগ্রে ন বক্তব্যমসত্যঞ্চ কদাচন।
অহঙ্কারো ন কর্ত্তব্যঃ প্রাজ্ঞৈঃ শিষ্যৈঃ কথঞ্চন॥

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সৎশিষ্য শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না এবং গুরুদেবের নিকট কখনও অহঙ্কার প্রকাশ করিবে না।

বিদ্যাধনমদেনৈব মন্দভাগ্যাশ্চ যে নরাঃ।
গুরুসেবাং ন কুর্ব্বন্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥

হে দেবি! যে সকল মানব বিদ্যা ও ধন মদে মত্ত হইয়া গুরুসেবা করে না, তাহারা নিশ্চয়ই মন্দ ভাগ্য, ইহাতে সন্দেহ নাই; ইহা যথার্থ জানিবে।

গুরোঃ সেবা পরং তীর্থমন্যৎ তীর্থং নিরর্থকম্।
সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ং দেবি সদ্গুরোশ্চরণাম্বুজম্॥

হে পার্ব্বতি! গুরুসেবাই শ্রেষ্ঠ তীর্থ। গুরুসেবকের অন্য তীর্থ নিষ্প্রয়োজন। দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবের চরণকমলই নিখিল তীর্থের আশ্রয়স্থল জানিবে।

সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শ্রীগুরোঃ পাদসেবনাৎ।
সর্ব্বতীর্থাবগাহস্য ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥

শ্রীগুরুদেবের সেবার দ্বারা সকল পাপ দূরীভূত হয়, চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং নিশ্চয়ই সকল তীর্থস্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে।

গুরুপাদোদকং সম্যক্ সম্যক্ সংসারার্ণবতারণম্।
অজ্ঞানমূলহরণং জন্মকর্ম্মনিবারণম্॥

শ্রীগুরুদেবের চরণোদক সংসার রূপ দুঃখের সমুদ্র হইতে উদ্ধার করে, অজ্ঞানের মূল অবিদ্যা দূরীভূত করে এবং জন্মকর্ম্ম নিবারণ করে অর্থাৎ আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। জীব গুরুচরণামৃত পানে বৈকুণ্ঠ গমন করিয়া থাকে।

জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং গুরুপাদোদকং পিবেৎ।
গুরুবুদ্ধ্যাত্মনো নান্যৎ সত্যং সত্যং বিদাম্যহম্॥

ভগবজ্‌জ্ঞান ও যুক্তবৈরাগ্য সিদ্ধির জন্য প্রীতির সহিত শ্রীগুরুদেবের চরণোদক পান করিবে। হে দেবি! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি—শ্রীগুরুকৃপা কৃপা ব্যতীত আত্ম মঙ্গল লাভের অন্য কোন উপায় নাই।

গুরুপাদোদকং পেয়ং গুরোরুচ্ছিষ্টভোজনম্।
গুরুমূর্ত্তিং সদা ধ্যায়েৎ গুরুস্তোত্রং সদা জপেৎ॥

গুরুদেবের চরণামৃত পান করিবে, গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ ভোজন করিবে, সর্ব্বদা গুরু-মূর্ত্তির ধ্যান করিবে এবং গুরুস্তোত্র সর্ব্বদা জপ করিবে।

কাশীক্ষেত্রং নিবাসোঽস্য জাহ্নবী চরণোদকম্।
গুরুর্বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্॥

শ্রীগুরুদেব যে স্থানে বাস করেন, সে স্থান কাশীক্ষেত্র, গুরুদেবের চরণোদক সাক্ষাৎ গঙ্গা এবং গুরুদেব সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর তারকব্রহ্ম।

গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যদেবতাম্।
স যাতি নরকং ঘোরং সা পূজা বিফলা ভবেৎ॥

গুরুদেব নিকটে বিদ্যমান থাকিতে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহার পূজা নিষ্ফল হয় এবং সে ব্যক্তি অন্তিমে ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে।

গুরোর্হিতং প্রকর্ত্তব্যং বাঙ্মনঃ কায়কর্ম্মভিঃ।
অহিতাচরণাদ্দেবি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ॥

নিরন্তর কায়মনোবাক্য ও কর্ম্মের দ্বারা শ্রীগুরুদেবের সুখবিধান করিবে। হে দেবি! যে ব্যক্তি গুরুদেবের অপ্রিয় আচরণ করে তাহাকে বিষ্ঠার ক্রিমিরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

গুরৌ মানুষবুদ্ধিং তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকম্।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥

গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি, মন্ত্রে শব্দবুদ্ধি এবং শ্রীবিগ্রহে শিলা বুদ্ধি করিলে নরকগামী হইতে হয়।

জন্মহেতুর্হি পিতরৌ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ।
গুরুর্বিশেষতঃ পূজ্যো ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শকঃ॥

জন্মদাতা বলিয়া জনক সযত্নে পূজনীয়, কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শক শ্রীগুরুদেব পিতা-মাতা অপেক্ষাও অধিক পূজনীয়।

উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুম্॥

জন্মদাতা ও মন্ত্রদাতা পিতার মধ্যে মন্ত্রদাতা পিতা শ্রেষ্ঠ। অতএব পিতা অপেক্ষা শ্রীগুরুদেব অধিক পূজনীয়।

শরীরদঃ পিতা দেবি জ্ঞানদো গুরুরেব চ।
গুরো র্গুরুতরো নাস্তি সংসারে দুঃখসাগরে॥

হে দেবি! পিতা হইতে এই দেহ সমুৎপন্ন হয় এবং শ্রীগুরুদেব হইতে সুদুর্লভ ভগবজ্জ্ঞান লাভ হয়, এই হেতু গুরুদেব পিতা হইতেও প্রধান। এই দুস্তর ক্লেশময় সংসারে গুরু হইতে আর অধিক কেহ নাই।

গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো গুরুর্গতিঃ।
হরৌরুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন॥

গুরুই পিতা, গুরুই মাতা, গুরুই দেবতা এবং গুরুদেবই একমাত্র গতি অর্থাৎ আশ্রয়। হরি রুষ্ট হইলে গুরুদেব তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে তাহাকে কেহই পরিত্রাণ করিতে পারেন না।

তীর্থরাজঃ প্রয়াগোঽসৌ গুরুমূর্ত্ত্যৈ নমো নমঃ।
গুরুমূর্ত্তিং স্মরেন্নিত্যং গুরুনাম সদা জপেৎ॥

শ্রীগুরুদেবকে তীর্থরাজ প্রয়াগ বলিয়া জানিবে এবং পুনঃ পুনঃ প্রণতি বিধানপূর্ব্বক তদীয় শ্রীমূর্ত্তি ধ্যান করিবে এবং তাঁহার মঙ্গলময় নাম সর্ব্বদা জপ করিবে।

যদঙ্ঘ্রি কমলদ্বন্দ্বং দুঃখত্রাপনিবারকম্।
তারকং বিপদাং সত্যং শ্রীগুরুং প্রণমাম্যহম্॥

যাঁহার পাদপদ্মযুগল দুঃখ ও তাপের নিবারক এবং সকল বিপদের ত্রাণ কর্ত্তা, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে কত বড় বস্তু—এ সম্বন্ধে ভগবৎপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর উক্তিতে আমরা পাই—

"ভগবদ্ধামে শ্রীগুরুপাদুকাপূজনমেব সঙ্গচ্ছতে; যথা—য এব ভগবানত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তাবতারত্বেন শ্রীগুরুরূপোবর্ত্ততে, স এব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ববামপ্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বেনাপি তদ্রূপো বর্ত্ততে। ইতি"

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৬ অনুচ্ছেদ)

ভগবৎপীঠে ভগবানের বামদেশে শ্রীগুরুদেবের পাদুকা পূজন করা কর্ত্তব্য। যে ভগবানই ইহলোকে ব্যষ্টিভাবে ভক্তাবতারবেশে শ্রীগুরুরূপে বর্ত্তমান, তিনিই সমষ্টিরূপে তদীয়পীঠে নিজ বামদেশে সাক্ষাৎ অবতাররূপে শ্রীপাদুকাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

তাই শাস্ত্র বলেন—

কোটি কোটি মহাদানাৎ কোটি কোটি মহাব্রতাৎ।
কোটি কোটি মহাযজ্ঞাৎ পরা শ্রীপাদুকাস্মৃতিঃ॥

(বিশ্বসারতন্ত্র)

কোটি কোটি মহাদান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোটি কোটি মহাব্রত করিলে যে পুণ্য হয়, কোটি কোটি মহাযজ্ঞ করিলে যে ফল হইয়া থাকে, শ্রীগুরুদেবের পাদুকা স্মরণ করিলেও তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়।

কোটি কোটি মহামন্ত্রাৎ কোটি তীর্থাবগাহনাৎ।
কোটি দেবার্চ্চনাদ্দেবি পরা শ্রীপাদুকাস্মৃতিঃ॥ (ঐ)

কোটি মহামন্ত্র জপ দ্বারা যে ফল হয়, কোটি কোটি তীর্থ স্নানে যে পুণ্য হয় এবং কোটি কোটি দেবপূজা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, শ্রীগুরুদেবের পাদুকা স্মরণ করিলে তদপেক্ষাও অধিক ফল হইয়া থাকে।

মহারোগে মহোৎপাতে মহাদোষে মহাভয়ে।
মহাপদি মহাপাপে স্মৃতা রক্ষতি পাদুকা॥ (ঐ)

মহারোগ উপস্থিত হইলে, মহা-উৎপাত ঘটিলে, মহাদোষ বা মহাভয় উপস্থিত হইলে এবং মহাবিপদ বা মহাপাতক সংঘটিত হইলে শ্রীগুরুদেবের পাদুকা স্মরণ করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—"পুরশ্চরণ ব্যতীত শত বৎসর জপ করিলেও মন্ত্রসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। পুরশ্চরণ দ্বারা সাধকের যাবতীয় বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়।

এজন্য সিদ্ধিকামী সাধকমাত্রেরই মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পুরশ্চরণ করা কর্ত্তব্য। পুরশ্চরণ না করিলে কি হোম, কি জপ, কি মন্ত্র-বিষয়ে বহু পরিশ্রম—সবই ব্যর্থ হয়। পুরশ্চরণই মন্ত্রের প্রধান বীর্য্য বা শক্তি বলিয়া কথিত। নির্বীর্য্য দেহী যেমন কোন কার্য্যে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ পুরশ্চরণ-বিহীন মন্ত্রও শক্তিহীন বলিয়া তদ্দ্বারা কোনও ফল লাভ হয় না।"

পুরশ্চরণ বহু ব্যয়-সাধ্য, বহুশ্রম-সাধ্য ও বহু সময়-সাপেক্ষ বলিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মে পুরশ্চরণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। এইজন্য বুদ্ধিমান্ স্নিগ্ধ ভক্তগণ গুরুকে ঈশ্বর জানিয়া প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিয়া থাকেন। কেবল গুরুকৃপাতেই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—

অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ।
তস্য ছায়ানুসারী স্যাৎ ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিদ্ধ্যেন্ন সংশয়ঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৭ বিঃ, ১৩০)

মন্ত্রসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রানুসারে পুরশ্চরণ করিতে হইবে। অথবা শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জানিয়া অকপট সেবা দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান পূর্ব্বক ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিবে। তবেই সিদ্ধি হইবে। কিন্তু যাঁহারা পুরশ্চরণও করিবে না কিংবা গুরুসেবাও করিবে না, তাহাদের সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। শ্রীগুরুদেবই সকল মঙ্গলের মূল। এইজন্য প্রত্যহ গুরুসেবা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে পুরশ্চরণ না করিয়াও মন্ত্রসিদ্ধি হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। উপরিউক্ত শ্লোকের টীকায় গৌরপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"কেবল-শ্রীগুরুপ্রসাদেনৈব পুরশ্চরণ সিদ্ধিঃ স্যাৎ।"

শাস্ত্র আরও বলেন—

যস্য দেবে চ মন্ত্রে চ গুরৌ ত্রিষ্বপি নিশ্চলা।
ব্যবচ্ছিদ্যতে বুদ্ধিস্তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥
মন্ত্রাত্মা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী।
তেষাং ভেদো ন কর্ত্তব্যো যদিচ্ছেদিষ্টমাত্মনঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৭ বিঃ, ৩০)

যাঁহার ভগবান্, গুরু ও মন্ত্রে অচলা ভক্তি হয়, তিনি শীঘ্রই সিদ্ধি-লাভ করিয়া থাকেন। যদি কেহ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তবে তিনি মন্ত্র ও গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিবেন। এই তিনটী অপ্রাকৃত বস্তুতে কখনও ভেদ বুদ্ধি করিবেন না।

গুরুসেবার দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু যাহারা দাম্ভিক বা অহঙ্কারী তাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সান্নিধ্য লাভ করিয়াও বঞ্চিত হয়—ভগবানকে লাভ করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ।
মিলিতোঽপি ন লভ্যতে জীবৈরহমিকাপরৈঃ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

অকপটে গুরুসেবা করিলে ভগবৎপ্রাপ্তি হইবেই। কিন্তু সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় করিয়াও যদি কাহারও ভগবৎপ্রাপ্তি না হয়, গুর্ব্বানুগত্যের পরিবর্ত্তে অহঙ্কার বা দম্ভই তাহার মূল কারণ। আমি নিজেই ভজন করিয়া লইব, আমার চিরকাল গুর্ব্বানুগত্যের বা গুরুসেবার কি প্রয়োজন?—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তির কোন কালেই মঙ্গল হয় না। সে গুরুচরণাশ্রয়ের অভিনয় করিলেও প্রকৃত আশ্রিত নহে। অতএব অবতার সময় ভগবানের দর্শন লাভের সুযোগ পাইয়াও কংস ও অন্যান্য অভক্ত দাম্ভিক ব্যক্তিগণের ন্যায় নিরাশ্রয় ব্যক্তির সংসারই হয়, মুক্তি বা ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। তাই শাস্ত্র বলেন—

বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

যে ব্যক্তি গুরুকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সে অগ্রেই হরিকে পরিত্যাগ করিয়াছে, জানিতে হইবে। তাহার জ্ঞান কলুষিত হইয়াছে এবং সে ব্যক্তি দুরাত্মা।

প্রতিপদ্য গুরুং যস্তু মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে।
স কল্পকোটিং নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৩)

যে ব্যক্তি ভগবজ্জ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিয়া মোহবশতঃ পুনরায় সেই গুরুদেবকে পরিহার করে, তাহাকে নরাধম বলিয়া জানিবে; সে কোটিকল্প যাবৎ নরকে কষ্ট ভোগ করে।

শ্রীগুরুদেব করুণার সমুদ্র, দীনের বন্ধু। পতিত-পাবন শ্রীগুরুদেব মঙ্গলমূর্ত্তি। সেই মঙ্গলময় প্রভুর পরম কল্যাণপ্রদ কৃপানির্দ্দেশ পালন না করিলে—লঙ্ঘন করিলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

যে গুর্ব্বাজ্ঞাং ন কুর্ব্বন্তি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ।
ন তেষাং নরকক্লেশনিস্তারো মুনিসত্তম॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৪র্থ বিঃ, ১৪৫ ধৃত অগস্ত্যসংহিতা-বচন)

যে পাপিষ্ঠ নরাধম দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা দয়ার সাগর শ্রীগুরুদেবের আদেশ যথাযথ পালন না করিয়া তাহা লঙ্ঘন করিবার ধৃষ্টতা করে, তাহার নরক অবশ্যম্ভাবী।

যৈঃ শিষ্যৈঃ শশ্বদারাধ্যগুরবোহ্যবমানিতাঃ।
পুত্র-মিত্র-কলত্রাদিসম্পদ্ভ্যঃ প্রচ্যুতা হি তে॥

(ঐ)

যে দুর্ভাগা শিষ্য নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুদেবের অবমাননা করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, ধন, সম্পদ্ প্রভৃতি সমস্ত ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায়।

অধিক্ষিপ্য গুরুং মোহাৎ পরুষং প্রবদন্তি যে।
শূকরত্বং ভবত্যেব তেষাং জন্মশতেষ্বপি॥

(ঐ)

যে নরাধম শ্রীগুরুদেবের মঙ্গলময়ী বাণীর প্রতিবাদ করে, তাহাকে শত শত জন্ম শূকরযোনি লাভ করিতে হয়।

যে গুরুদ্রোহিণো মূঢ়াঃ সততং পাপকারিণঃ।
তেষাঞ্চ যাবৎ সুকৃতং দুষ্কৃতং স্যান্ন সংশয়ঃ।

(ঐ)

টীকা—অতএব সততং পাপকারিণো ভবন্তি।

যে সকল মূঢ় গুরুদ্রোহী, তাহারা মহাপাপী। তাহাদের যে কিছু পুণ্য সবই পাপে পর্য্যবসিত হয়। তাই মঙ্গলময় শাস্ত্র জীবকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—

ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোঽপি বা।
নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ধৃত বিষ্ণুস্মৃতি-বাক্য)

শ্রীগুরুদেব তাড়ন-ভর্ৎসনাদি করিলেও তাঁহার বাক্যে অবহেলা বা তাঁহার অপ্রিয় আচরণ কখনও করিবে না।

অপি গ্রস্তঃ শপন্তো বা বিরুদ্ধা অপি যে ক্রুধাঃ।
গুরবঃ পূজনীয়াস্তে গৃহং নত্বা নয়েত তান্॥
তৎ শ্লাঘ্যং জন্ম ধন্যং তদ্ দিনং পুণ্যাথ নাড়িকা।
যস্যাং গুরুং প্রণমতে সমুপাস্য তু ভক্তিতঃ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

শ্রীগুরুদেব আঘাত করুন কিম্বা অভিশাপ প্রদান করুন, বিরুদ্ধ হউন অথবা রুষ্টই হউন, তাঁহাকে প্রণাম-পূর্ব্বক সেবা করিয়া সন্তুষ্ট করিবে।

যেই জন্মে, যেই দিনে বা যে মুহূর্ত্তে ভক্তি-সহকারে সেবন পূর্ব্বক গুরুদেবকে প্রণাম করা যায়, সেই জন্মই ধন্য, সেই দিনই সার্থক এবং সেই মুহূর্ত্তই পবিত্র।

গুরু ও কৃষ্ণ ছাড়া এ জগতে আমার আপন বলিতে কেহ নাই, ইহা নিজ জীবনে অনুভব করিয়া গুরু-কৃষ্ণকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে হইবে। নিষ্কপটে কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হইলে দয়ার সাগর, স্নেহের সমুদ্র শ্রীগুরুদেব নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিবেন, আমাকে ভগবান্ দিবেনই। গুরুনিষ্ঠ ভক্ত ভগবান্‌কে পাইবেনই। তাই শাস্ত্র বলেন—

সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং মন্দীকুর্ব্বন্তি দেবতাঃ।
যস্মোতীত্য ব্রজেদ্ বিষ্ণুং শিষ্যো ভক্ত্যা গুরৌ ধ্রুবম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৩৯)

গুরুসেবা দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। এইজন্য মৎসর দেবতাগণ জীবের গুরুনিষ্ঠা দেখিয়া তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া গুরুপাদপদ্মে সন্দেহ-সংশয় উৎপাদনের চেষ্টা করেন, কিন্তু অকপট গুরুনিষ্ঠ শিষ্যের কিছুই করিতে পারেন না।

যাঁহার গুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি হইয়াছে, তাঁহার ভগবদ্ বিগ্রহে, শ্রীমদ্ভাগবতে, শ্রীকৃষ্ণনামে, শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রেও ভগবদ্বুদ্ধি হইয়াছে। যাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ গুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি হয় নাই, পরন্তু মনুষ্যবুদ্ধি বা প্রাকৃত বুদ্ধি আছে, তাহার শাস্ত্র, শালগ্রাম, তুলসী ও হরিনাম কোন কিছুতেই ঈশ্বর-বুদ্ধি হয় নাই, জানিতে হইবে। তাহার অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। সাধু সাবধান! যদি কেহ প্রকৃত মঙ্গল চান, তিনি গুরু বিষয়ে সাবধান! সাবধান! সাবধান্! নতুবা মঙ্গলের রাস্তা ধরিয়াও বঞ্চিত হইতে হইবে। ইষ্টদেবকে ইষ্ট বলিয়া না জানা বা ইষ্টকে অনিষ্ট বলিয়া জ্ঞান হইলে দুঃখ বা অমঙ্গল অনিবার্য্য।

গুরুসেবার দ্বারাই কৃষ্ণকৃপা লাভ হয়। সুতরাং গুরুসেবাই যে সর্ব্বোত্তমোত্তমধর্ম্ম—শিষ্যের একমাত্র কৃত্য বা জীবন, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই অকিঞ্চন গুরুদাস এই কাঙ্গাল আজ গুরুসেবার প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া দয়ার সাগর শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অসংখ্য প্রণতি বিধানপূর্ব্বক কৃপা ভিক্ষা করতঃ এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছে। স্নেহময় শ্রীশ্রীগুরুদেব স্বাভীষ্টদেবের সহিত নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক এ দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন, ইহাই তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণে এ কাঙ্গালের কাতর প্রার্থনা।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়নস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

(শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃত গুর্ব্বষ্টক ৮)

একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথায়ও গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তিসমূহ কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যায় ১৪ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকারণ-কারণ—সাংখ্যবাদের অযৌক্তিকতা

সাংখ্যের দ্বিতীয় মূলতত্ত্ব—**'পুরুষ'**।

পূর্ব্বপ্রকাশিত শ্রীচৈতন্যবাণীতে সাংখ্যের প্রথম মূলতত্ত্ব 'প্রকৃতি'র স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সাংখ্যের দ্বিতীয় মূলতত্ত্ব—'পুরুষ'। এই তত্ত্ব স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা কিসে আসিল তাহা বলা হইতেছে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি জড় অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, উহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু সমস্যা এই যে জড়া প্রকৃতি হইতে 'চেতনা' উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রকৃতির জ্ঞাতা বা দ্রষ্টাও মানিতে হয়—তাহা না হইলে "আমি ইহা জানিতেছি" বা "আমি ইহা দেখিতেছি"—উহার কোন অর্থ হয় না। 'আমি' যাহা কিছু জানিতেছি বা দেখিতেছি উহা 'আমা' হইতে নিশ্চয়ই পৃথক্ হইবে।

মানুষ যতক্ষণ জীবিত থাকে ততক্ষণ তাহাতে আমরা দেখিতে পাই—হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বা বুদ্ধি আদি অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা সে ক্রিয়া করিয়া যাইতেছে। চক্ষুরাদি-দ্বারা সে বস্তু-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, হস্তপদাদি-দ্বারা নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন করে। আবার অন্তরিন্দ্রিয়গুলিকেও কার্য্য করিতে দেখি—মন চিন্তা করে, সুখদুঃখ বোধ করে, ইচ্ছা-দ্বেষাদি ক্রিয়া করে, বুদ্ধি দ্বারা সারাসারের বিচার পূর্ব্বক নির্ণয় করে, অহঙ্কার দ্বারা আত্ম-পর ভেদ করে। সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকেই আমরা ক্রিয়া করিতে দেখি। কিন্তু ইহাতে আমাদের শরীর সম্বন্ধীয় বিচার সম্পূর্ণ হয় না—ঐ জড় শরীর মধ্যে একটা চেতনাশক্তি নাই,

ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না, উহা না থাকিলে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের কোন ব্যাপার বা চেষ্টা হইতে পারে না, ['চেতনা' ও 'চৈতন্য' এক কথা নহে। যে চিৎশক্তির দ্বারা জড়ের মধ্যে এই চেতনা সম্ভবপর হয় ঐ শক্তিই 'চৈতন্য'। শরীরের মধ্যে আমরা চেতনা যুক্ত জীবনব্যাপার সর্ব্বদাই দেখি] ঐ সকল ইন্দ্রিয়গুলিও আপন আপন বিশিষ্ট ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু করিতে পারে না। জীবনব্যাপারে এই সকল বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যের একীকরণও আবশ্যক হয় এবং কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়গুলির স্ব স্ব ক্রিয়াকে সেই উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল করিতে হয়। ইন্দ্রিয়াদির এই সকল ক্রিয়ার একীকরণ বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পরস্পরের আনুকূল্য করা—এই সকল কার্য্য আমাদের জড়দেহ করে, তাহা বলা যায় না, কারণ আমাদের এই দেহ যখন চেতনা বিহীন হয়, তখন তাহার পক্ষে ঐ কার্য্য করা সম্ভবপর হয় না। আমাদের জড়দেহের মাংস, অস্থি, স্নায়ু প্রভৃতি উপাদানগুলিও নিত্য ক্ষয়-শীল ও পরিবর্ত্তনশীল। একই বিষয়ের নির্ণয় করণে গতকল্য আমি যেরূপভাবে করিয়াছিলাম, আজ সেই আমিই হয়ত অন্যভাবে উহা করিয়া থাকি—উভয় কালের চিন্তা এক **আমিই** করিতেছি। এই যে চিন্তার বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের একীকরণ, উহা আমার জড়দেহের যে **'চেতনা'**, তাহার দ্বারাও হয় না, কারণ গাঢ় নিদ্রার সময় শ্বাসপ্রশ্বাসাদির বা রক্তচলাচলের চেতনা চলিতে থাকিলেও 'আমি' এই জ্ঞান থাকে না। যদি বলা হয় যে 'আমি' বলিয়া যাহা বোধ, সেটা আমার জড়-দেহের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চেতনার সমাবেশ (aggregation) মাত্র এই বিচারও ভ্রান্ত, কারণ একটী ঘড়ির সমস্ত যন্ত্রপাতি একত্র করিয়া রাখিলে ঘড়ির গতি হয় না। সুতরাং দেহ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চেতনার মধ্যে একটী যোগসূত্র থাকা চাই। উহাদের প্রভু একজন চৈতন্যবান্ বস্তু থাকা চাই, যাঁহার অভিপ্রায় বা ইচ্ছানুসারে দেহের সমস্ত ব্যাপার এক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি অনুসারে চলিতে পারে। [গীতাতে (৩।৪২) বলা হইয়াছে 'বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ'] এই চৈতন্যবান্ বস্তু মনবুদ্ধি আদির অতিরিক্ত কোন শক্তি। সাংখ্যকার এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য দ্বিতীয় একটী মূলতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন যাহাকে তিনি **'পুরুষ'** নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই দ্বিতীয় তত্ত্বটীর স্বরূপ সম্বন্ধে সাংখ্যকার কি বলিতেছেন তাহা দেখা যাউক। এই 'পুরুষ' বা আত্মা 'প্রকৃতি' হইতে ভিন্ন হওয়ায় উহার সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ গুণ নাই—উহা ত্রিগুণের অতীত অর্থাৎ নির্গুণ ও অবিকারী, উহা জানা দেখা ভিন্ন অন্য কার্য্য করে না। জগতের যাহা কিছু ব্যাপার, উহা প্রকৃতিরই কার্য্য, পুরুষ উহা জানেন বা দেখেন মাত্র, কিন্তু উদাসীন ও অকর্ত্তা। প্রকৃতি অন্ধ কিন্তু পুরুষ সাক্ষী। আত্মা বা পুরুষের সুখ দুঃখ নাই—কেবল সকল বিষয়ের সাক্ষীস্বরূপ। স্ফটিকের সম্মুখে একটী লাল ফুল ধরিলে স্ফটিককে রক্তবর্ণ দেখায়, কিন্তু ঐ বর্ণ উহার স্বরূপগত গুণ নহে। সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতির প্রতিবিম্বে সুখ বা দুঃখে নিজেকে লিপ্ত মনে করেন, কিন্তু যখন অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তখন বুঝিতে পারেন যে তিনি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র—জন্মমৃত্যু, সুখ-দুঃখ তাঁহার নহে—সবই প্রকৃতির। তখন তিনি মুক্ত হন।

সৃষ্টির মধ্যে 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' এই দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ তত্ত্ব—অনাদিসিদ্ধ, স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভু। উহাতে সৃষ্টি কিরূপে হইল? উহার উত্তরে সাংখ্যকার বলেন—'পুরুষ' সচেতন ও জ্ঞাতা হইলেও নির্গুণ এবং সত্য, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে উহার সংযোগ বশতঃ সৃষ্টিকার্য্য সম্ভবপর হয়। মূল অব্যক্ত প্রকৃতি উহার অভ্যন্তরস্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সূক্ষ্ম ও স্থূল বিকারগুলি ব্যক্ত করিয়া পুরুষের সম্মুখে স্থাপন করে এবং উহার ফলেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পদার্থসমূহ ক্রিয়াশীল হয়। যেমন একখানি লৌহখণ্ড একটী চুম্বকের সান্নিধ্যে আসিলে লৌহখণ্ডটীই আকর্ষণ-শক্তি লাভ করে। ঠিক তদ্রূপ-

ভাবে পুরুষ সচেতন ও জ্ঞাতা হইলেও যেমন নির্গুণ ও উদাসীন—স্বয়ং কোন কাজ করেন না, সেইরূপ প্রকৃতিও সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা হইলেও জড় ও অচেতন—সুতরাং কোন কাজ করিতে হইবে, ইহা জানে না। পুরুষের সহিত সংযোগ-বশতঃই প্রকৃতির ক্রিয়া সম্ভবপর হইয়া থাকে। এজন্য প্রকৃতি ও পুরুষকে খঞ্জ ও অন্ধের সহিত তুলনা করা হইয়াছে—অন্ধের কাঁধের উপর হাত দিয়া যেমন খঞ্জ পথ চলিতে পারে, সেইরূপ জড়াপ্রকৃতি সচেতন পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করায় সৃষ্টির কার্য্য আরম্ভ হয়।

[গীতায় যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মা বলা হইয়াছে সাংখ্যকার তাহাকেই 'পুরুষ' বলিয়াছেন। তিনিই জ্ঞাতা। এই জ্ঞাতা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতির এই সকল গুণের অতীত—অর্থাৎ নির্গুণ ও অবিকারী—তিনি জানা ও দেখা ভিন্ন আর কিছু করেন না। গীতাতেও প্রকৃতি ও পুরুষকে 'অনাদি' বলা হইয়াছে—"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" ১৩।২০—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিবে। মায়া ও জীব শ্রীভগবানের শক্তি বলিয়া অনাদি বা নিত্য বলা হয়। উহার পরেও উহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।" সুতরাং দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্যও প্রকৃতিই করিয়া থাকে। কিন্তু গীতাতে প্রকৃতি ও পুরুষকে অনাদি স্বীকৃত হইলেও সাংখ্যের ন্যায় ঐ দুই তত্ত্বকে স্বতন্ত্র বা স্বয়ম্ভু বলা হয় নাই—কারণ গীতাতে সর্ব্বকারণ-কারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতিকে নিজ মায়া বলিয়াছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" ৭।১৪, "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্" ১৪।৩। পুরুষ সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ১৫।৭—অর্থাৎ আমারই অংশভূত বিভিন্নাংশ সনাতন জীব।]

[অদ্বৈতবাদী একমাত্র অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপকেই স্বীকার করেন। একমাত্র তিনিই নিত্য। তিনিই জগৎ ও জীবরূপে রূপান্তরিত হন। জগতের বাস্তবিক কোন সত্তা নাই—উহার অস্তিত্ব আমরা মনে করি মাত্র। অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপকে জগতের উপাদান কারণও বলিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ 'কার্য্য' 'কারণে'রই রূপান্তর মাত্র। এজন্য যদি জগৎকে কার্য্য এবং পরব্রহ্মকে উহার কারণ বলা যায়, তাহাতে বুঝিতে হইবে—এই জগৎ পরব্রহ্মের রূপান্তর মাত্র। জীব সম্বন্ধেও অদ্বৈতবাদীর ঐরূপ ধারণা। প্রত্যেক জীবই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ—অজ্ঞানতাবশতঃ বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের ভেদপ্রতীতি মিথ্যা।]

সাংখ্যের 'মুক্তি' সম্বন্ধে বিচার—

মন ও বুদ্ধিও প্রকৃতির বিকার। বুদ্ধির যে জ্ঞান, উহাও প্রকৃতির কার্য্যের ফল। এই জ্ঞান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক [গীতায়ও ১৮।২০-২২ শ্লোকে ঐরূপ বলা হইয়াছে—সাত্ত্বিক জ্ঞানের সাহায্যেও মুক্তিলাভ অসম্ভব]। পুরুষ নির্গুণ এবং ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি উহার দর্পণ সদৃশ। এই দর্পণ যখন স্বচ্ছ বা নির্ম্মল থাকে অর্থাৎ উহার বুদ্ধিরূপ উৎপন্ন বস্তুটী যখন পুরুষের মধ্যে স্বচ্ছ থাকে, তখন পুরুষ উহার দিকে তাকাইলে নিজের স্বরূপ দেখিতে পান এবং তখন বুঝিতে পারেন যে, তিনি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন—সেই সময় এই প্রকৃতি লজ্জিত হইয়া পুরুষের সম্মুখে তাহার কার্য্যকলাপ (হাবভাবময় নৃত্য বা খেলা) বন্ধ করিয়া দেয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পুরুষ মুক্ত হইয়া কৈবল্য লাভ করে। পুরুষের এই অবস্থাকে সাংখ্য মোক্ষ (বন্ধন-মোচন) বলেন। সাংখ্য বলেন প্রত্যেক মানুষের (পুরুষের) জন্ম, মৃত্যু, জীবন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়—কেহ সুখী, কেহ দুঃখী—সুতরাং প্রত্যেক পুরুষ ভিন্ন এবং তাহার সংখ্যাও অনন্ত। এই অনন্ত পুরুষের প্রত্যেকে প্রকৃতির সহিত সংযোগ হইলে প্রকৃতি তাহার সম্মুখে আপন গুণের বিস্তার করে এবং পুরুষের মধ্যস্থিত বুদ্ধিবৃত্তিটীর (যাহা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন) সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক প্রভাব অনুসারে

পুরুষ প্রকৃতিকে উপভোগ করিতে থাকে। যে পুরুষের বুদ্ধি সম্যগ্‌ভাবে সাত্ত্বিক হয় নাই কিংবা রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অভিভূত সে মুক্ত হয় না, জন্ম-মৃত্যু ভোগ করে। যাহার বুদ্ধিতে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ সেই পুরুষ দেব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, যাহার মধ্যে রজোগুণের প্রভাব সে মানব-যোনিতে এবং যাহার মধ্যে তমোগুণের প্রভাব সে পশু-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে পুরুষের বুদ্ধি সত্ত্বগুণ-প্রধান তাহার বুদ্ধি জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি গুণ লাভ করে। কোন কোন পুরুষ সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াও মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। তখন তাঁহার শরীর জড়াপ্রকৃতির বিকার হওয়া সত্ত্বেও তিনি আর সুখ দুঃখ ভোগ করেন না কারণ তিনি জানেন যে প্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন সুতরাং সুখ দুঃখ অনুভব না করিয়া তিনি উদাসীন থাকেন।

[অদ্বৈতবাদী বেদান্তী বলেন—জীব (পুরুষ) স্বভাবতঃই পরব্রহ্মস্বরূপ এবং যখন তিনি নিজস্বরূপ জানিতে পারেন তখন তিনি মুক্ত। পুরুষ (আত্মা) নির্গুণ, উদাসীন ও অকর্ত্তা—সাংখ্যের এই মতটুকু বেদান্তী স্বীকার করেন কিন্তু পুরুষ অনন্ত (অসংখ্য)—সাংখ্যের এই মত বেদান্তিগণ স্বীকার করেন না—তাঁহারা বলেন জীবসকল উপাধিভেদ-হেতু ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাত হয়—প্রকৃতপক্ষে সমস্তই ব্রহ্ম।]

সাংখ্যের মতবাদ বিচারসহ নহে—

দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় তত্ত্ব (প্রকৃতি ও পুরুষ) কিরূপে পরস্পর সহযোগিতা করিতে পারে? কে উহাদের সংযোগ বা সান্নিধ্য ঘটাইল? সাংখ্যবাদী বলেন—অন্ধ ও খঞ্জ পরস্পরের সাহায্যে যেরূপ পথ চলিতে পারে, সেইরূপ জ্ঞান রহিত প্রকৃতি ও নিষ্ক্রিয় পুরুষ পরস্পরকে সাহায্য করে। এই সংযোগের দ্বারা প্রকৃতির আদিম সাম্যাবস্থা বিক্ষুব্ধ হয়—তখন প্রথম রজোগুণ ও পরে অন্য দুইগুণ (সত্ত্ব ও তমঃ) কার্য্য করিতে থাকে। এইরূপ পরস্পরের সংঘাত ও মিলনের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয়। প্রথম উৎপত্তি 'মহৎ', ব্যষ্টি জীবের মধ্যে উহার বর্ত্তমানতার জন্য উহাকে বুদ্ধিতত্ত্ব বলা হইয়াছে। এই তত্ত্বদ্বারা মানুষ সদসৎ বিচার করিয়া কোন কার্য্যে নিশ্চয়তা নির্দ্ধারণ করিতে পারে। উহা প্রকৃতির প্রকাশধর্ম্মী সত্ত্বগুণের প্রাধান্যহেতু উৎপন্ন হয়। এই সত্ত্বগুণের শুদ্ধাবস্থায় মানুষের মধ্যে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি প্রকাশিত হয়। তমোগুণ বিকৃত হইলে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, আসক্তি (অ-বৈরাগ্য), শোক, মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই বুদ্ধি পুরুষের নহে, কারণ পুরুষ জড়ীয় বস্তু ও গুণের অতীত অবস্থায় থাকে—প্রকৃতির ঐ বুদ্ধিতত্ত্ব পুরুষকে প্রভাবান্বিত করে সেজন্য পুরুষ বাহ্যতঃ জ্ঞানী ও বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। প্রকৃতির দ্বিতীয় উৎপন্ন বস্তু অহঙ্কার (Egoism)। উহাও মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয়। উহার দ্বারা পুরুষের অভিমান ('আমি' ও 'আমার' জ্ঞান —'আমিই ঘট প্রস্তুত করি'—এইরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান) হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক ও রাজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের সূক্ষ্ম উপাদানের উৎপত্তি হয়। তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী তন্মাত্র এবং এই পাঁচটী তন্মাত্রার স্থূলরূপ বা আশ্রয়—যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং ক্ষিতি—এই পাঁচটী মহাভূত উৎপন্ন হয়।

তত্ত্ববিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিলে উহা অপূর্ণ। কিন্তু স্বয়ং মূল প্রকৃতি ও তাহার বিকার হইতে উৎপন্ন ভৌতিক (Physical) এবং মানসিক (Psychological) তত্ত্বগুলি সবই চেতন বিহীন। উহা হইতে কিরূপে সুশৃঙ্খল বিশ্ব উৎপন্ন হইতে পারে? প্রকৃতির প্রথম বিক্ষুব্ধতাই (আদিম সাম্যাবস্থার নাশ) বা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কোন চেতনসত্তার পরিচালনা ভিন্ন সুনিয়ন্ত্রিত সুশৃঙ্খল বিশ্ব হইতে পারে না। যাহাতে মন চিন্তা করিতে পারে এবং প্রকৃতি কার্য্য করিতে পারে সেজন্য উহাদের পশ্চাতে উহাদিগকে পরিচালনা করিতে পারে এরূপ কোন চৈতন্যবান্ পুরুষের শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে এই চৈতন্যবান্ পুরুষই হচ্ছেন ঈশ্বর। সুতরাং জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে—জগতের

নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ দুইই তিনি। 'কার্য্য' কখনও 'কারণ' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইতে পারে না—কার্য্য কারণেরই রূপান্তর মাত্র। সুতরাং অখণ্ড জ্ঞান-স্বরূপ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতির মূল কারণ।

সাংখ্যকার পুরুষ বা আত্মাকে অমিশ্র পদার্থ বলিয়াছেন—অর্থাৎ উহা কোন একটী বা বহু বস্তুর উপাদানে গঠিত নহে—উহা প্রকৃতির পরিণাম নহে এইরূপ বলিয়াছেন। যদি তাহাই হয় তবে আত্মাকে সর্ব্বব্যাপী ও অসীম বলিতে হইবে। কোন অমিশ্র বস্তু সসীম হইতে পারে না। যাহাকিছু সীমাবদ্ধ তাহাকে দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্য দিয়া আসিতে হইবে। আত্মা যখন উহাদের অতীত তখন তাহাতে সসীমভাব থাকিতে পারে না। কোনও একটী বস্তু সীমাবদ্ধ বলিলে বুঝিতে হয় যে উহা অপর কোন বস্তুর দ্বারা সীমিত। সাংখ্য পুরুষ বা আত্মাকে 'অনন্ত' বলিয়াছেন। অনন্ত একটীই থাকিতে পারে। দুই বা বহু অনন্ত হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন অনন্ত বা পূর্ণকে ভাগ করা যায় না—যত ভাগ করা যায় উহা অনন্তই থাকিবে, কারণ কোন বস্তুর স্বরূপ হইতে তাহাকে পৃথক্ করা যায় না। একটী মানুষের ন্যায় আত্মার একটী সীমাবদ্ধ দেহ থাকিতে পারে না—যাহার দেহ আছে সে প্রকৃতির অন্তর্গত এবং তাহাতে আত্মাকে প্রকৃতির সহিত অভিন্নতত্ত্ব হইতে হইত। কিন্তু সাংখ্যকার বলেন আত্মা বা পুরুষ প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতত্ত্ব। সুতরাং যে বস্তুর আমাদেব ন্যায় সীমাবদ্ধ দেহ নাই সে বস্তু সর্ব্বব্যাপী হইবে—এখানে আছে, ওখানে নাই এরূপ বলা চলে না। ইহাতে বুঝা গেল এই অসীম, সর্ব্বব্যাপী তত্ত্ব বহু হইতে পারে না। উহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র—আত্মা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই।

অনন্ত জীবকেই যদি আত্মা বলা হয় তাহাতেও সেই আত্মাগণ ঈশ্বরেরই অংশ—অনন্ত বহ্নির এক এক স্ফুলিঙ্গ মাত্র—পূর্ণেরই অংশ—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥ (মুণ্ডক)

—অর্থাৎ যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি হইতে অগ্নিসদৃশ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গকণা বিনির্গত হয়, সেইরূপ, হে সৌম্য! অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে।

[অদ্বৈতবাদী বলেন অনন্ত জীব বা আত্মা প্রকৃতপক্ষে অংশ নহে। প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ। লক্ষ লক্ষ জলকণার উপর সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িলে লক্ষ লক্ষ সূর্য্য বলিয়া মনে হয়, সুতরাং বিভিন্ন আত্মা প্রতিবিম্ব মাত্র—বিভিন্ন মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি প্রকৃতির উপর পতিত মায়াময় প্রতিবিম্বমাত্র—সত্য নহে। জগতে একমাত্র অনন্ত পুরুষ—সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। ভেদ প্রতীতি মিথ্যা—আমরা দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্য দিয়া দেখি বলিয়া তাঁহাকে ভিন্ন মনে হয়। জ্ঞানের উদয়ে ভ্রম দূরীভূত হইলে এইরূপ প্রতীতি আর থাকে না।]

প্রকৃতির জগৎকারণত্ব বিষয়ে সাংখ্যকারের প্রধান যুক্তি (?) এই যে, প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীলা—অর্থাৎ অন্য কাহারও সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়াই স্বয়ংই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু উৎপাদন করিতে পারে। এই অনুমান কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। প্রকৃতির জগতের মুখ্য উপাদান কারণ বা মুখ্য নিমিত্তকারণ কিছুই হওয়ার যোগ্যতা নাই।

প্রকৃতি জগতের মুখ্য উপাদান-কারণ হইতে পারে না তাহার প্রমাণ—সাংখ্য মতে প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীলা। যদি তাহাই হইত, তবে এই পরিণামশীলতা তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম হওয়া আবশ্যক। কোন বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্ম তাহাকে কখনও ত্যাগ করে না। প্রকৃতি যদি স্বতঃপরিণামশীলা হয়, তবে সর্ব্বাবস্থায় ঐ ধর্ম্ম তাহার মধ্যে লক্ষিত হইবে। কিন্তু সাংখ্যকার স্বীকার করিতেছেন যে, মহাপ্রলয়ে সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে প্রকৃতির গুণত্রয় আবার সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং

পুনরায় সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল এই সাম্যাবস্থায়ই থাকে। কিন্তু যাহার স্বধর্ম্ম পরিণামশীলতা সে কেন এই সুদীর্ঘকাল একই ভাবে থাকিবে? ইহাতে বুঝা গেল যে প্রকৃতির স্বতঃপরিণামশীলতা উহার স্বধর্ম্ম নহে, উহা সাংখ্যকারের অনুমান মাত্র। সুতরাং সাংখ্যকথিত প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য বস্তুর উপাদানরূপে পরিণত হয় উহা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। পরমেশ্বরের শক্তিই ঐ গুণত্রয়কে যোগ্যতা দান করে। অগ্নির শক্তি ব্যতীত যেমন লৌহ কোন বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে না কিন্তু লৌহের সহায়তা ব্যতীতই অগ্নি যে কোন বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে—তাহাতে অগ্নিকেই দাহকার্য্যের মুখ্যকারণ বলিতে হয়। সেইরূপ পরমেশ্বরের শক্তি ব্যতীত প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপাদান হইতে পারে না। পরন্তু কাহারও সাহায্য ব্যতীতই পরমেশ্বরের শক্তিই সৃষ্টিব্যাপারে উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে তাহার প্রমাণ—ভগবদ্ধামাদি প্রকাশ ব্যাপারে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিভূত সন্ধিনীবৃত্তিই উপাদান। সুতরাং পরমেশ্বরই জগতের মুখ্য উপাদান কারণ। অগ্নির শক্তিতে লৌহ কোন বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে তাহাতে লৌহ সাহচর্য্য করে বলিয়া লৌহকে যেমন গৌণ কারণ বলা যাইতে পারে তদ্রূপ ঈশ্বরের শক্তিতে প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণত্রয় জগৎ সৃষ্টির উপাদানত্ব লাভ করে বলিয়া ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিকে জগতের গৌণ উপাদান কারণ বলা যাইতে পারে। প্রকৃতি জগতের মুখ্য নিমিত্তকারণও নহে।

সাংখ্য স্বীকার করেন যে, যেসকল জীব (পুরুষ) প্রকৃতির গুণত্রয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে তাহাদের নিজ নিজ স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়া পড়ায় তাহারা প্রকৃতিজাত (মায়িক) বস্তুতে আসক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে প্রাকৃত সুখভোগের লালসায় ভোগের উপযোগী দেহ ধারণ করিয়া পুনঃপুনঃ এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া সৃষ্টির আনুকূল্য সাধন করে। সেজন্য প্রকৃতিকে জগতের নিমিত্তকারণ বলা হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রকৃতিকে মুখ্য নিমিত্তকারণ বলা যায় না, কারণ জড়া প্রকৃতির ঐরূপভাবে জীবের স্বরূপ আবৃত করার শক্তি কোথায়? পরমেশ্বরের চৈতন্যময়ী শক্তি কর্তৃক প্রবর্তিত না হইলে জড়া প্রকৃতির জড়াশক্তি কখনও ক্রিয়াশীলা হইতে পারে না। সুতরাং এই ব্যাপারে পরমেশ্বরই মুখ্য নিমিত্তকারণ এবং জড়া প্রকৃতি গৌণ নিমিত্তকারণ মাত্র।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষের' সম্বন্ধ বিষয়ে কি বলিতেছেন উহা পরবর্ত্তী সংখ্যায় আলোচনা করা হইবে।

(ক্রমশঃ)

দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থ-পরিক্রমা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৫৩ পৃষ্ঠার পর)

তিরুপতি—তিরুমলয় পর্ব্বতোপরি শ্রীবালাজী দর্শনান্তে তীর্থযাত্রিগণ পর্ব্বতের সানুদেশে তিরুপতি সহরে ফিরিয়া আসেন, এখানে কতিপয় দর্শনযোগ্য মন্দির আছে। রেলওয়ে ষ্টেশন সমীপে শ্রীগোবিন্দরাজ মন্দিরই তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মন্দির ও সহর শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এইরূপ শুনা যায়। তিরুমলয় পর্ব্বতের নিম্নস্থ নগরকেই তিরুপতি বলে। শ্রীগোবিন্দরাজমন্দির এক বিশাল মন্দির। শ্রীগোবিন্দরাজ শেষশায়ী শায়িত বিগ্রহ—শ্রীরামানুজ-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত, মস্তকে শেষ-দেব ফণা ধারণ করিয়া

আছেন, নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা উদ্ভূত, শ্রীভূশক্তি পাদসেবারতা, তৎপার্শ্বে মধুকৈটভ দৈত্য। শ্রীগোবিন্দ—চতুর্ভুজ, শায়িত অবস্থাতেই চক্রাদিধারী, ইঁহাকে লোকে 'বালাজীর ভাই' বলে। সম্মুখে উৎসবমূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীগোবিন্দরাজমন্দিরে আরও ১৫টি দেবমন্দির আছে। ইহার মধ্যে শ্রীগোদাদেবীর মন্দিরও শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হয়। এখানে বৈশাখ মাসে ব্রহ্মোৎসব নামে মহোৎসব হইয়া থাকে। শ্রীরামানুজাচার্য্যের অষ্টপ্রধান পীঠ মধ্যে এই শ্রীগোবিন্দরাজ মন্দির একটি পীঠস্থল বলিয়া কথিত। শ্রীগোদাম্বা-মন্দির শ্রীগোবিন্দরাজের পার্শ্বেই অবস্থিত। শ্রীগোদাম্বার বামহস্তে পদ্ম, দক্ষিণ হস্ত বিলম্বিত, একটি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি তথায় বিরাজিত। অপর মন্দিরে শ্রীরামানুজাচার্য্য, সম্মুখে শ্রীসীতারাম-লক্ষ্মণ, শ্রীরামানুজাচার্য্যের উৎসবমূর্ত্তি ও আল্‌বরগণ। আর একটি মন্দিরে শ্রীবেণুগোপাল ও শ্রীরুক্মিণী-সত্যভামা এবং শ্রীশৈলপূর্ণ স্বামী। শ্রীতিরুমঙ্গই আলবর, বেদান্তদেশিকাচার্য্য এবং শ্রীমনবল মামুনি (Manavala Mamuni) প্রভৃতি মূর্ত্তি এবং শ্রীগোবিন্দরাজলক্ষ্মী ও তাঁহার উৎসবমূর্ত্তিও দর্শন করিলাম। তিরুপতির দ্বিতীয় মুখ্য মন্দির শ্রীকোদণ্ডরাম মন্দির—এই মন্দিরটি উত্তরদিকে ফুলবাগ ধর্ম্মশালার নিকট বিদ্যমান, এখানে শ্রীরাম (কোদণ্ড অর্থাৎ ধনুর্দ্ধর), শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীজানকীদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। ইহা ব্যতীত শ্রীনম্মা আলবর, তিরুমঙ্গই আলবর ও পেরি আলবরের মন্দিরও আছে। শ্রীগোবিন্দরাজমন্দিরে বৈশাখমাসে (মে-জুন) নয় দিনব্যাপী 'ব্রহ্মোৎসব' নামক বার্ষিক মহোৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে। শ্রীকোদণ্ডরাম মন্দির ষ্টেসন হইতে ৩ ফার্লং দূরে অবস্থিত। এখানে মার্চ্চ-এপ্রিলে বিপুলাকারে বার্ষিক ব্রহ্মোৎসব হইয়া থাকে। শ্রীকোদণ্ডরাম বরপ্রসাদ দাতা বলিয়া ভক্তগণের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হন। শ্রীকপিলেশ্বর শিবমন্দির তিরুপতি সহর হইতে প্রায় দেড়মাইল দূরে বেঙ্কটাচলের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে কপিলতীর্থ নামক একটি সুন্দর ঝরণা আছে। ইহা আলবর তীর্থ বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে, যেহেতু ইহার দক্ষিণতটে শ্রীনম্মা আলবর মন্দির বিরাজিত। যাত্রিগণ পর্ব্বতে উঠিবার পূর্ব্বে এই পবিত্রোদকে স্নান করিয়া থাকেন।

তিরুচ্চানুর শ্রীমহালক্ষ্মী—শ্রীগোবিন্দরাজলক্ষ্মী মন্দির—তিরুপতি সহরের তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত শ্রীপদ্মাবতী মন্দির—ইনি শ্রীবেঙ্কটেশের মহালক্ষ্মী। শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন বৃহৎপুষ্করিণী মধ্যে একটি পুষ্কর বা পদ্মোপরি ইনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ পুষ্করিণীটি তাঁহারই নামানুসারে পদ্মাসরোবর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। নবেম্বর-ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নবরাত্রব্যাপী ব্রহ্মোৎসবের নবম দিবসে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাবোৎসব হইয়া থাকে এবং তাহা 'পঞ্চমী তীর্থম্' নামে অভিহিত হয়। তীর্থযাত্রিগণ তিরুপতি দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই শ্রীমহালক্ষ্মী মন্দির অবশ্যই দর্শন করিয়া যান। এইরূপ পৌরাণিক কথা আছে যে, ভগবান্ শ্রীবেঙ্কটেশ যখন বেঙ্কটাচলে নিবাস করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার নিত্যপ্রিয়া লক্ষ্মীজী তিরুচ্চানূর গ্রামে আকাশরাজের কন্যারূপে প্রকট হইলেন। আকাশরাজ পদ্মাসরোবরে এক কমল পুষ্পের উপর অলৌকিক রূপসম্পন্ন তাঁহাকে পাইয়া নিজ কন্যারূপে লালন পালন করেন। পরে শ্রীবেঙ্কটেশস্বামী—শ্রীবালাজীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আমরা ভাগ্যক্রমে ব্রহ্মোৎসবকালেই এই লক্ষ্মীমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায় কর্ণাটদেশীয় সুন্দর ঢোল সানাই বাদ্য হইতেছে ও মণ্ডপাদি সুসজ্জিত দেখিলাম। বাদ্যকার শুনিলাম ব্রাহ্মণ-সন্তান। বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী দিবসে সন্ধ্যায় আমরা ঐ লক্ষ্মীমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিরুমলয়ে শ্রীবালাজী মন্দিরের কল্যাণমণ্ডপেও আমরা অদ্য শ্রীবালাজীর বিবাহোৎসব দর্শন করিলাম। বরপক্ষ কন্যাপক্ষ বসিয়া গিয়াছেন। একদিকে এক সিংহাসনে বালাজী, সম্মুখে অপর সিংহাসনে শ্রীভূশক্তি বিরাজমানা। পুরোহিত বিবাহযজ্ঞ যথারীতি

সম্পাদন করাইতেছেন। দেখিয়া আমরা সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইলাম। লীলাময়ের কতই না লীলা! এখানে শ্রীলক্ষ্মীমন্দিরেও ঐরূপ লীলা হইতেছিল। শ্রীমহালক্ষ্মীও আজ কন্যারূপে অপূর্ব্ব বেশ-ভূষায় ভূষিতা হইয়াছেন। শ্রীমহালক্ষ্মী মন্দিরের পার্শ্বেই শ্রী-ভূসহ শ্রীবেঙ্কটেশ বিরাজিত। সম্মুখে তাঁহার উৎসবমূর্ত্তি, তাঁহার আর একটি ছোট মূর্ত্তি দেখিলাম, ইঁহাকে শয়ন দেওয়া হয়—শয়নমূর্ত্তি। বালাজীর দক্ষিণ ঊর্দ্ধ হস্তে চক্র, বাম ঊর্দ্ধে শঙ্খ, বাম নিম্নে গদা ও দক্ষিণ অধঃ আশীর্ব্বাদ মুদ্রা। তিরুমলয়ে শ্রীবালাজী মন্দিরেও শ্রীবালাজীর ঐরূপ মুদ্রা।

এখানকার যাত্রার নিয়ম শুনিলাম—প্রথমে কপিলতীর্থে স্নান করিয়া কপিলেশ্বর দর্শনান্তে পর্ব্বতোপরি গমন পূর্ব্বক শ্রীবালাজী ও অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিয়া পর্ব্বতের নিম্নদেশে তিরুপতিতে শ্রীগোবিন্দরাজ প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়, পরে তিরুচ্চানূরে গিয়া শ্রীপদ্মাবতী দেবীকে দর্শন করিতে হইবে।

সাক্ষাৎ ভগবান্ শেষদেব বেঙ্কটাচলরূপে স্থিত বলিয়া ইঁহাকে শেষাচলও বলা হয়। কথিত আছে, প্রাচীনকালে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ ও অম্বরীষ এই পর্ব্বতকে ভগবৎস্বরূপ-জ্ঞানে নিম্নদেশেই প্রণাম করিয়া গিয়াছিলেন, উপরে আরোহণ করেন নাই। শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে পর্ব্বতোপরি গিয়াছিলেন, অদ্যাপি পর্ব্বতোপরি কোন অহিন্দু যাইতে পারেন না। পর্ব্বতের উপর পায়ে হাঁটিয়া উঠিতে হইলে ৭ মাইল পড়ে, তাহার মধ্যে ৫ মাইল খুব চড়াই, অবশিষ্ট বাসের পথ পড়ে। দেবস্থানের মোটর বাসে ১৫ মাইল যাইতে হয়। সমগ্র বেঙ্কটাচল পর্ব্বতকে ভগবৎস্বরূপ বলিয়া মানার জন্য উহার উপর জুতা পায়ে দিয়া যাওয়া নিষেধ আছে, পর্ব্বতের নিম্নদেশে গোপুরমের নিকট জুতা ছড়ি প্রভৃতি রাখিয়া যাইবার ব্যবস্থা আছে। পর্ব্বতের নিম্নদেশে প্রথম গোপুরম্ খুব উচ্চ, গোপুরমের নিকট শ্রীবালাজীর পাদুকাচিহ্ন আছে। পর্ব্বতোপরি উঠিবার সমস্ত রাস্তাতেই বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা আছে, সুতরাং রাত্রে উঠিতেও কষ্ট হয় না। পর্ব্বতের উপর বনজঙ্গল থাকিলেও তাহাতে কোন ভয়ের কারণ নাই। শ্রীবেঙ্কটাচলে ৭টি পর্ব্বত আছে, তাহাদের নাম যথা—(১) শ্রীবেঙ্কটাদ্রি, (২) শ্রীনারায়ণাদ্রি, (৩) শ্রীগরুড়াদ্রি, (৪) শ্রীশেষাদ্রি, (৫) শ্রীনীলাদ্রি, (৬) শ্রীবৃষাদ্রি এবং (৭) শ্রীঅঞ্জনাদ্রি। যাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া যান, শুনা যায়, তাঁহারা এই সপ্ত পর্ব্বত অতিক্রম করেন। শ্রীবালাজী সপ্তম পর্ব্বতোপরি বিরাজমান। প্রথম ১॥ মাইল খুব চড়াই পড়ে, তৎপর বৈকুণ্ঠদ্বার পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে একদিকে গোপুরম্ ও কএকটি ছোট দ্বার মিলে। বৈকুণ্ঠদ্বারে তৃতীয় গোপুরম্ আছে। এখানে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের মন্দির, শ্রীরামলক্ষ্মণ সীতা এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ললিতা-বিশাখাদির মূর্ত্তি আছে। অতঃপর প্রায় ৩ মাইল পর্য্যন্ত কোন সিঁড়ি নাই, পথ কোথায়ও চড়াই, কোথায়ও উতরাই পড়ে, কিন্তু প্রায় সমতল। অতঃপর আধ মাইল উতরাই ও আধমাইল চড়াই পড়ে, এই এক মাইল রাস্তায় সিঁড়ি আছে। ইহার পর শ্রীবালাজী মন্দির পর্য্যন্ত দেড়মাইল বরাবর রাস্তা আছে। এই পথে পায়ে হাঁটিয়া যাত্রাকে বহু পুণ্যপ্রদ বলিয়া মানা হইয়া থাকে। এজন্য অনেক ভক্তিমান্ যাত্রী পায়ে হাঁটিয়া পর্ব্বতে উঠেন ও শ্রীবালাজীর শ্রীচরণ দর্শন করেন। হাঁটিবার পথে শ্রীনরসিংহ ভগবান্ ও শ্রীরামানুজ মন্দির পড়ে।

এই পর্ব্বতকে তিরুমলয় বলা হয়। 'তিরু' শব্দে শ্রীমান্, 'মলয়' শব্দে পর্ব্বত অর্থাৎ শ্রীযুক্ত পর্ব্বত। স্কন্দপুরাণে শ্রীবেঙ্কটাচল মাহাত্ম্য এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

> শ্রীনিবাসপরা বেদাঃ শ্রীনিবাসপরা মখাঃ।
> শ্রীনিবাসপরাঃ সর্ব্বে তস্মাদন্যন্ন বিদ্যতে॥
> সর্ব্বযজ্ঞ তপোদান তীর্থস্নানে তু যৎফলম্।
> তৎফলং কোটিগুণিতং শ্রীনিবাসস্য সেবয়া॥
> বেঙ্কটাদ্রিনিবাসং তং চিন্তয়ন্ ঘটিকাদ্বয়ম্।
> কুলৈকবিংশতিং ধৃত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥

বেদ সকল শ্রীনিবাসকেই প্রতিপাদন করেন, যজ্ঞসকল শ্রীনিবাসের আরাধনারই সাধন-স্বরূপ, লোকসকল শ্রীনিবাসেরই আশ্রিত, শ্রীনিবাস ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। সুতরাং সমস্ত যজ্ঞ, তপ, দান ও তীর্থস্নানাদিতে যে ফল পাওয়া যায়, তাহার কোটিগুণ

অধিক ফল শ্রীনিবাস-সেবায় পাওয়া যায়। তাঁহাকে ঘটিকাদ্বয় চিন্তা করিতে করিতে বেঙ্কটাচলে নিবাস করিলে জীব একবিংশতি কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে সম্মানিত হইয়া থাকেন।

শ্রীবেঙ্কটাচলে প্রয়াগ তীর্থের ন্যায় মস্তকমুণ্ডনের বহু মাহাত্ম্য শ্রুত হইয়া থাকে। বহু যুবতী সধবা স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত তাঁহাদের সৌন্দর্য্য সংরক্ষণের অপেক্ষা না রাখিয়া এখানে আসিয়া মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক আপনাদিগকে মুক্ত-পাপ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। পুরুষলোকেও মুণ্ডন করান। যেখানে মোটর বাস খাড়া হয়, সেখানে দেবস্থান কমিটীর কার্য্যালয় আছে, সেখানে নির্দ্ধারিত শুল্ক দিয়া মুণ্ডনের টিকিট লইতে হয়। ঐ স্থানের সম্মুখে একটি বেষ্টনী মধ্যে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, ঐস্থানের নামই **'কল্যাণকট্টু'**, ঐস্থানে মস্তক মুণ্ডন করা হয়। বহু নাপিত তথায় মুণ্ডনকার্য্যের জন্য প্রস্তুত আছে।

আমরা অদ্য ৭৮ মূর্ত্তি ছিলাম, গতকল্য ৬ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া গিয়াছেন। সকাল হইতে সমস্ত দিনই বৃষ্টি হইতেছে। এই বর্ষার মধ্যেই আমাদিগকে ভিজিয়া ভিজিয়া দর্শন করিতে হইয়াছে। ফিরিবার সময় ৫ খানি ষ্টেসনবাসে ফিরি। জনপ্রতি ॥০ আনা ভাড়া লইয়াছিল। শ্রীবরাহ মন্দির সমীপে একজন বাঙ্গালীর (বাঁকুড়ার) সহিত দেখা হইল। ইঁহার এক বৃদ্ধা আত্মীয়া শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ে দীক্ষিতা, প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ এখানে থাকিয়া ভগবদারাধনা করিতেছেন। তাঁহারা শ্রীল স্বামীজী মহারাজের প্রতি বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন। মহিলাটি তেলেগু ও হিন্দীভাষায় বেশ কথা বলিতে পারেন। বালাজীমন্দিরে আমরা একজন রামানুজীয় ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীর দেখা পাইলাম।

আমরা সমস্ত দিন পরে রাত্রি প্রায় ৮॥০ ঘটিকায় ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন করি। শ্রীভগবদনুগ্রহে সমস্ত দিন উপবাসে এবং বৃষ্টিতে ভিজিয়াও আমরা বিশেষ কোন কষ্ট অনুভব করি নাই। রাত্রি ১২-৪২ মিঃ এ পণ্ঢারপুর দর্শনের জন্য আমরা মাদ্রাজ হইতে বোম্বেগামী ট্রেণে কুর্দ্দুওয়াদী ষ্টেসনে রওনা হইতেছি। ট্রেণখানি ৩৮ মিনিট লেট্ থাকায় রাত্রি ১-২০ মিঃ এ রওনা হইতে হইল।

২৪।১১।১৯৬২—কুর্দ্দুওয়াদী ষ্টেসন (Kurduwadi)— আমরা সমস্ত দিন ট্রেণে চলিয়া রাত্রি প্রায় ৯-৩০ মিঃ এ কুর্দ্দুওয়াদ জংসন ষ্টেসনে পৌছিলাম। রাত্রিতে পুরী প্রসাদের ব্যবস্থা হইল। শয্যাগ্রহণ করিতে রাত্রি ১২ টা বাজিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা, শ্রীগৌরজন্মোৎসব ও শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারিণীসভার বার্ষিক অধিবেশন

উত্তরপ্রদেশের গভর্ণর বাহাদুরের ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শুভাগমন

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও তৎকরুণাশক্তি-বিগ্রহ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহে এবৎসর শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব মহাসমারোহে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে আসাম প্রদেশে শুভবিজয় পূর্ব্বক গত ৩রা মার্চ্চ তত্রত্য সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব সম্পাদনান্তে আসামের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিয়া গত ১৮ই মার্চ্চ কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তৎপর-দিবসই আবার শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে শুভ-যাত্রা করিয়া গত ২১শে মার্চ্চ (১৯৬৪), বাংলা ৭ই

চৈত্র (১৩৭০) সন্ধ্যায় তথায় শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার শুভ অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিযতিবর্গ, মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা মঠ সমূহের সেবকবর্গ, শ্রীনারায়ণ দাস গোস্বামী (মুখোপাধ্যায় মহাশয়), শ্রীজগমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঠাকুর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ (উকীল, ধানবাদ), ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, শ্রীরামচন্দ্র চতুর্ব্বেদী (চৌবেজী—দেরাদুন), শ্রীবজ্রাঙ্গজী (হায়দ্রাবাদ), শ্রীগিরিধারী দাস বাবাজী ও শ্রীক্ষীরোদশায়ী ব্রহ্মচারী (উদালা, ময়ূরভঞ্জ) প্রমুখ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য ও প্রশিষ্য ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থাশ্রমী ভক্তবৃন্দ এবং বহু ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন ও মহিলা বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা আসাম —এমনকি সুদূর হায়দ্রাবাদ, ডেরাডুন, পাঞ্জাব প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে শুভাগমন পূর্ব্বক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ নবনির্ম্মীয়মাণ সুপ্রশস্ত ও রঞ্জিত বস্ত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত নাট্যমন্দিরে দৈনন্দিন সভার অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়। দ্বিতল মঠ-গৃহ, তোরণ, নাট্যমন্দিরাদি সর্ব্বত্র এবং শ্রীমন্দিরের বহিরভ্যন্তর—এমন কি চূড়া পর্যান্ত বিচিত্রবর্ণের বৈদ্যুতিক আলোক মালায় সুশোভিত এবং বিচিত্র বস্ত্রাভরণ মণ্ডিত ও ধ্বজা পতাকাদি শোভিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-মদনমোহন জিউ শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার-সেবা-মাধুর্য্য ভক্তমাত্রেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। পরিক্রমাকারী যাত্রিসংখ্যা সহস্রাধিক হইয়াছিল। তাঁহাদের বাসোপযোগী স্থান-সঙ্কুলান-জন্য কতিপয় অস্থায়ী যাত্রিনিবাসও নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মঠ-সন্নিহিত কএকজন গৃহস্থ ভক্তের বাসভবনেও বহু যাত্রী স্থান পাইয়াছিলেন। এজন্য যাত্রিগণের কাহাকেও স্থানাভাব-জন্য বিশ্রাম-ক্লেশ অনুভব করিতে হয় নাই। মঠকর্তৃপক্ষের সুব্যবস্থায় যাত্রিগণের দুই বেলা আহারাদির ব্যবস্থাও যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। মঠবাসী ত্যাগী ও মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের দিবারাত্র অক্লান্ত সেবাচেষ্টা নিরপেক্ষ দর্শকমাত্রেরই চিত্তকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

৭ই চৈত্র অধিবাস-বাসরে সন্ধ্যারতিকীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমা শেষে পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ নাট্যমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-সমক্ষে বহুক্ষণযাবৎ অপূর্ব্ব ভাবাবেশে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের জয়গান করেন। ভক্তি-বিঘ্ন-বিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহ দেবের পাদপদ্মে তিনি যেভাবে আর্ত্তি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেই মনে হয়—শ্রীনৃসিংহদেবের প্রসন্নতা ক্রমে তাঁহার শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব নির্ব্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রখর রৌদ্রতাপেও উত্তপ্ত বালুকার উপর উদ্দণ্ড নৃত্যসহকারে ভক্তবৃন্দের মৃদঙ্গবাদন এবং উচ্চ সংকীর্ত্তনে করিতে করিতে সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ ও পথশ্রম বিস্মরণ সঙ্কীর্ত্তননাথ শ্রীগৌরসুন্দরের একান্ত অনুগ্রহ ব্যতীত কখনই সম্ভব হইতে পারে না। পরিক্রমাকারী অন্যান্য ভক্তবৃন্দও সেই সংকীর্ত্তন-শোভাদর্শনে ও শ্রবণে পথকষ্ট বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যারতি কীর্ত্তনের পর অধিবাস-বাসরীয় সভার শুভারম্ভ হয়। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া শ্রীল মাধব মহারাজ শ্রীধাম-মহিমা, পরিক্রমার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করত শ্রীল পুরীমহারাজকে পরমারাধ্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থপাঠের শুভারম্ভ করিতে বলেন। পরিক্রমাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থান সমূহে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রত্যেক স্থান-মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের কিয়দংশ পঠিত হইলে সভাপতি মহারাজের অভিভাষণের পর কীর্ত্তনান্তে সভা-ভঙ্গ হয়। অতঃপর পরিক্রমাকারি ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং আগামীকল্য প্রত্যূষেই সকলকে পরিক্রমায় বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া দেওয়া হয়।

৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ্চ রবিবার—পরিক্রমার প্রথম

দিবস আত্মনিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ-যজন-স্থল শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও প্রভাতী কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া ভক্তবৃন্দ পরিক্রমার বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হন। শুভক্ষণে সহস্র কণ্ঠ-নিঃসৃত গগন-পবনভেদী বিপুল জয়ধ্বনি ও নামসংকীর্ত্তন-ধ্বনি মধ্যে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব স্বয়ং কতিপয় ভক্ত-সমভিব্যাহারে শ্রীমন্মহাপ্রভু, একমূর্ত্তি গিরিধারী, একমূর্ত্তি শালগ্রাম ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা সুসজ্জিত বিমানে (পাল্কীতে) আরোহণ করান এবং সর্ব্বপ্রথমে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল পুরী মহারাজ সেই শ্রীবিগ্রহের পাল্কী স্কন্ধে ধারণ করিয়া কিছুদূর গমন করিলে তাঁহাদের স্কন্ধ হইতে অন্যান্য ভক্ত তাহা গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের পরিচালনাধীনে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বিজয়পতাকা সহ শ্রীবিগ্রহের পাল্কীর অনুগমন করেন। মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরাদি বাদ্যধ্বনি সহ শত শত ভক্তকণ্ঠ নিঃসৃত জয়ধ্বনি ও শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তনধ্বনি মিলিত হইয়া ভক্তহৃদয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তন্নিজজন শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলার সঙ্কীর্ত্তনলীলা-স্মৃতি জাগরূক করাইয়া দিতেছিল। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব আমাদিগকে লইয়া প্রথমে পরমপূজ্যপাদ গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহা-রাজ-প্রকটিত শ্রীনন্দনাচার্য্য-ভবনে গমন করেন এবং তথায় শ্রীল গোস্বামি মহারাজের চরণ বন্দনা করত তাঁহার অপূর্ব্ব-দর্শন শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমণ পূর্ব্বক শ্রীগৌরজন্মভিটা শ্রীযোগপীঠাভিমুখে গমন করেন। তথায় শ্রীবিগ্রহ দর্শন, প্রণাম ও শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর-মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তথা হইতে শ্রীবাস অঙ্গনে যাওয়া হয়, তথায় শ্রীধাম-মাহাত্ম্য হইতে শ্রীবাস অঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈতভবন-মহাত্ম্য একসঙ্গে পাঠ করা হয়। পরে শ্রীঅদ্বৈতভবন-পরিক্রমণান্তে • শ্রীচৈতন্য-মঠে যাওয়া হয়, তথায় পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের বাসগৃহ শ্রীভক্তিবিজয় ভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীগরুড়স্তম্ভ, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির এবং শ্রীচৈতন্যমঠের চারি আচার্য্যের মন্দির-বেষ্টিত মধ্য-মূলমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউ দর্শন, প্রণাম ও প্রদক্ষিণান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগোষ্ঠী সহ অবিশ্রাহরণ নাট্যমন্দিরে উদ্দণ্ডনৃত্য সহকারে জয়গান করেন। অতঃপর তথা হইতে শ্রীমুরারি গুপ্তভবনে শ্রীশ্রীরাম সীতা ও শ্রীহনু-মানজীর শ্রীমূর্ত্তি এবং প্রাচীন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শনান্তে ঈশোদ্যানস্থ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। শ্রীল আচার্য্য-দেবের ইচ্ছানুসারে সন্ধ্যায় পূর্ব্ববৎ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীশান্ত মহারাজ আত্মনিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল অন্ত-র্দ্বীপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। শ্রীল ভারতী মহারাজ প্রমুখ অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়াছেন ও হরিকথা বলিয়াছেন।

৯ই চৈত্র শ্রবণাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল শ্রীসীমন্ত দ্বীপ (ভাগীরথী তীরবর্ত্তী ঘাটসমূহ, শ্রীজয়দেবের শ্রীপাট, গঙ্গানগর, সীমুলিয়া, বিল্বপুষ্করিণী, শরডাঙ্গা, শ্রীধর-অঙ্গন, কাজির সমাধি প্রভৃতি) এবং ১০ই চৈত্র কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ ও স্মরণাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা করা হয়। সরস্বতী পার হইয়া প্রথমে শ্রীস্বানন্দসুখদ কুঞ্জ, পরে শ্রীসুবর্ণবিহার হইয়া শ্রীদেবপল্লী যাওয়া হয়। তথায় নৃসিংহ মন্দির প্রাঙ্গণে ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও পণ্ডিত লোক-নাথ ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতা হয়। কৃষ্ণনগরবাসী এক ভক্ত শ্রীনৃসিংহমন্দির ও প্রাঙ্গণাদির সংস্কার সাধন করিয়া-ছেন। তমালবৃক্ষতলটিও বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভক্তগণ এখানে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রসাদী ফলমূল দ্বারা একাদশীর অনুকল্প বিধান করিলেন। অপরাহ্নে শ্রীহরিহরক্ষেত্র হইয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। পথে সামান্য ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে কীর্ত্তনের কোন বিঘ্ন হয় নাই। উভয় দিবসই রাত্রে মঠে পূর্ব্ববৎ সভার অধিবেশন হয়। ৯ই চৈত্র দিবসের সভায় পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রবণাখ্য ভক্ত্যঙ্গ সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। ১০ই চৈত্র শ্রীহৃষীকেশ মহারাজ ও পুরী মহারাজ কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ সম্বন্ধে কিছু বলেন।

১১ই চৈত্র পাদসেবনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীমন্মহাপ্রভু পাল্কীতে বাহির হন। বেলা প্রায় ২টায় পরিক্রমা ঈশোদ্যান হইতে শুভযাত্রা করেন। অদ্য-কার জন্য ব্যাণ্ডপার্টির (ব্যাগ পাইপ,ফ্লুট ও জয়ঢাক প্রভৃতি) ব্যবস্থা হইয়াছিল। চৌদ্দমাদল, শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর করতালাদি ও ব্যাণ্ডপার্টির বিবিধ বিচিত্র বাদ্যধ্বনি-সহ সহস্র কণ্ঠনিঃসৃত জয়জয়কার ও সংকীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণে ভক্তগণের চিত্ত এক অপার্থিবআনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল। 'পোড়ামা' বা 'প্রৌঢ়ামায়া' তলায় পাঠকীর্ত্তন বক্তৃতাদি করিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ দর্শন ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সন্ধ্যায় বিদ্যানগরে শ্রীগয়ারাম দাস মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুলে উপনীত হন। এস্থানেই দুই রাত্র বাস করা হয়। গয়ারাম বাবু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহসহ সগোষ্ঠী শ্রীল আচার্য্যদেবকে পরমাদরে সম্ব-র্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। দুই রাত্রেই এখানে সভা হয়। তাহাতে শ্রীল আচার্য্যদেব ও অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ কোল-দ্বীপ, ঋতুদ্বীপ ও তদন্তর্গত বিদ্যানগর-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং ধর্ম্মপ্রাণ গয়ারাম বাবুর এই বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠারূপ লোকহিতকর মহদনুষ্ঠানেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১২ই চৈত্র—অদ্য অর্চনাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমা। প্রাতে বিদ্যানগর হাইস্কুল হইতে পরিক্রমা বাহির হইয়া প্রথমে সমুদ্রগড় উপস্থিত হন, তথায় তত্রত্য মাহাত্ম্য কীর্ত্তনান্তে চাঁপাহাটিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ-সেবিত সুপ্রাচীন শ্রীগৌরগদাধর-মন্দিরে গমন করেন। এখানে শ্রীগৌর-গদাধরজিউর একটি নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও স্থান-মাহাত্ম্য পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিয়া বিদ্যানগর শ্রীসার্ব্বভৌম গৌড়ীয় মঠ দর্শন ও প্রদক্ষিণান্তে শ্রীসার্ব্বভৌম-ভবনে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যা-নন্দ ও শ্রীকল্পবৃক্ষ দর্শন ও প্রদক্ষিণ করা হয়। এই কল্পবৃক্ষ-তলে বসিয়া শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীপাদ মাধব মহারাজ বক্তৃতা দেন। ধাম-মাহাত্ম্যও পাঠ হইয়াছিল। অতঃপর এস্থান হইতে বরাবর আমাদের বিশ্রামস্থল হাই-স্কুলে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। রাত্রে সভার অধিবেশন হয়।

১৩ই চৈত্র—শ্রীবন্দনাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল জহ্নুদ্বীপ, দাস্যাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও সখ্যাখ্য ভক্ত্যঙ্গ-যজনস্থল শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমণান্তে ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে প্রত্যাবর্ত্তন। আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও তন্নিজজন শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে প্রত্যূষে বিদ্যানগর হইতে যাত্রা করিয়া জহ্নুদ্বীপ বা জান্নগরে কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করত তৎস্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তনান্তে মোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীবাসুদেব দত্ত ও শ্রীশার্ঙ্গ মুরারি ঠাকুরের প্রাচীন সেবা শ্রীরাধামদনগোপাল ও শ্রীরাধাগোপীনাথজিউ দর্শন করি। অতঃপর শ্রীল-বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ এবং শ্রী-রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শন এবং তত্রত্য স্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠপুর মহৎপুর হইয়া নিদয়ার ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয় মঠে গমন করি। মহৎপুরে এবং রুদ্রদ্বীপে তত্তৎস্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। রুদ্রদ্বীপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন প্রসঙ্গে অর্কটিলা ভরদ্বাজটিলা প্রভৃতির মাহাত্ম্যও কীর্ত্তন করা হয়। এখানেই পরিক্রমার পাঠ সমাপ্ত করিয়া আমরা ভরদ্বাজটিলা বা ভারুইডাঙ্গা হইয়া ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। আমাদের পৌঁছিতে ১টা বাজিয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যায় শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তন ও সভার অধিবেশন হয়। আমাদের পরম আনন্দের বিষয়—অদ্য সন্ধ্যায় উত্তরপ্রদেশের মহামান্য গভর্ণর শ্রীবিশ্বনাথ দাস মহোদয় সপরিকরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। তিনি শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীযোগপীঠ দর্শন করত শ্রীল গোস্বামি মহারাজের শ্রীনন্দনাচার্য্য-ভবন দর্শন ও তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে পরম সমাদরে শ্রীবিগ্রহ ও মঠমন্দিরাদি দর্শন করাইলে তিনি কিছুক্ষণ তাঁহার স্বভাব-সুলভ দৈন্য-সহকারে শ্রীধাম মায়া-পুরের পরিবেশ এবং শ্রীল প্রভুপাদের নিজজনগণের সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ উহা পাঠ করেন। অতঃপর তিনি শ্রীচৈতন্য মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তথায় রাত্রিবাস করেন। গভর্ণর বাহাদুরের সহিত নদীয়া জেলাম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আই-এ-

এস্ মহোদয় এবং অপর কতিপয় সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। গভর্ণর বাহাদুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠবাসী ভক্তগণের প্রতি প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ শ্রীপুরুষোত্তমধাম হইতে আনীত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া ভক্তগণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

১৪ই চৈত্র—শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা—গৌরাবির্ভাব তিথি-পূজা ও শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জিউর দোলযাত্রা মহোৎসব। অদ্য আমাদিগের দিবারাত্র উপবাস পালন করা হয়। কেহ কেহ নিরম্বু উপবাসী থাকেন, কেহ বা সন্ধ্যায় অভিষেক, পূজা ও ভোগারাত্রিকান্তে প্রসাদী ফলমূল দ্বারা অনুকল্প করেন। প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীমন্দির পরিক্রমণ ও প্রভাতী কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়। ভক্তবৃন্দ পর্য্যায়ক্রমে শ্রীগৌরলীলামৃত আস্বাদন করেন। অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার একটি বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও উকীল শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ মহোদয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-মহারাজ এই সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ তাঁহার সুললিতকণ্ঠে উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য মঙ্গলাচরণ পুরঃসর সভার উদ্দেশ্য ও সাংবাৎসরিক উল্লেখযোগ্য সেবাকার্য্য-সমূহ বর্ণন করিলে শ্রীল সভাপতি মহারাজ নিম্নলিখিত ভক্তগণের সেবাচেষ্টার প্রশংসাকীর্ত্তন মুখে স্বহস্তে প্রত্যেককেই শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ নির্ম্মাল্য সহ ভক্তিসূচক উপাধি প্রদান করেন—

শ্রীপুলিন বিহারী ব্রহ্মচারী—'ভক্তিপ্রাণ'। শ্রীমঙ্গল-নিলয় ব্রহ্মচারী (বি-এস্ সি) 'মহোপদেশক'। শ্রীরাম-চন্দ্র চতুর্ব্বেদী—'ভক্তিবান্ধব'। শ্রীরামনাথ দাসাধিকারী—'ভক্তিবন্ধু'। শ্রীপ্রণবানন্দ দাসাধিকারী—'ভক্তিসম্বল'। শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী—'ভক্তিসর্ব্বস্ব'। শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী—'উপদেশক'। শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ—'ভক্তি-বারিধি'। শ্রীক্ষীরোদশায়ী ব্রহ্মচারী—'সেবাসুন্দর'।

শ্রীগৌরাবির্ভাবকাল সমুপস্থিত হওয়ায় বক্তৃতাদি এবং সভার অন্যান্য কার্য্য সংক্ষেপ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা পাঠ আরম্ভ হয়। শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ উদাত্ত স্বরে পাঠ আরম্ভ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছানুসারে শ্রীমদ্-ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সন্ধ্যায় যথাসময়ে শ্রীবিগ্রহের যথাবিধি অভিষেক, পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পাদন পূর্ব্বক মহারাত্রিক বিধান করেন। শত সহস্র সম্মিলিতকণ্ঠে আরা-ত্রিক কীর্ত্তন, কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও তদনন্তর শ্রীবিগ্রহসমক্ষে জয়গানে ভক্তগণ আত্মহারা হইয়া পড়েন। অগণিত ভক্তকণ্ঠোচ্চারিত নাম-সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে সঙ্কীর্ত্তন-নাথ গৌরসুন্দর অদ্য যেন সাক্ষাদ্ভাবেই আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক চতুঃশতাব্দী পূর্ব্বের সেই গৌরাবির্ভাব-স্মৃতি জাগরূক করিয়া দিলেন। ভাগ্যবান্ ভক্ত উপলব্ধি করিলেন —"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।" শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তি-গদ্গদকণ্ঠে জয়গান করেন।

১৫ই চৈত্র—শ্রীজগন্নাথ মিশ্রোৎসব-দিনে প্রভাতে পূর্ব্ববৎ মঙ্গলারাত্রিক, পাঠ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। সকাল সকাল পূজা ভোগরাগাদির আয়োজন হইয়াছিল। বেলা প্রায় ১০টা হইতেই প্রসাদ-বিতরণ আরম্ভ হয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে প্রায় ৬-৭ সহস্র নরনারী প্রসাদ সম্মান করেন। রাত্রিতে সভার অধিবেশন হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন শাখায় শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

গৌহাটী—২৮ মার্চ্চ শনিবার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভুবনমঙ্গল আবির্ভাবতিথিপূজা উপলক্ষে গৌহাটীস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে ২৭ মার্চ্চ শুক্রবার হইতে ২৯ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত তিন দিবসব্যাপী মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে তিন দিবস তিনটী বিরাট ধর্ম্ম-সভার ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব তিথিতে অপরাহ্ণকালে একটী নগরসংকীর্ত্তনের

আয়োজন হইয়াছিল। ২৭ মার্চ্চ প্রথম সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—'বিশ্বশান্তির উপায়'। গৌহাটী মনিকুল আশ্রম টোলের অধ্যক্ষ শ্রীবিপিন চন্দ্র গোস্বামী সভাপতি ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি ও শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেন। তাঁহাদের ও সভাপতিমহোদয়ের বক্তৃতা হইতে ইহাই পরিস্ফুট হয় যে, সত্য সত্যই আমরা যদি পরস্পরের মিলনাকাঙ্ক্ষী—হইয়া থাকি, যদি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে শান্তি লাভের প্রয়াসী হইয়া থাকি, তাহা হইলে আত্মদৃষ্টি লইয়াই তাহা সম্পাদনের চেষ্টা করিতে হইবে। আত্মাই তাহার একমাত্র উপাদান এবং মিলনের একমাত্র ভূমিকা। দেশগত বা ধর্ম্মগত বিবিধ ঔপাধিক অভিমানকে সংরক্ষণ করিয়া হিন্দি-চীন ভাই ভাই বা হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই একটা রাজনৈতিক ধ্বনিই মাত্র, আত্যন্তিকমিলন ইহা হইতে অসম্ভব।

২৮ মার্চ্চ ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনের বক্তব্য বিষয় ছিল 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা'। এই দিবসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন আসাম ও নাগাল্যাণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীগোপালজী মেহরোত্রা। আসাম বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীমহেন্দ্র মোহন চৌধুরী, শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি ও শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেন।

সভাপতি মহোদয় শ্রীমঠের বিচারধারার ভূয়সী প্রশংসা মুখে বলেন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমমূলক শিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের সমাজ সংগঠনের কার্য্যে দ্রুত সুফল মিলিবার সম্ভাবনা আছে। বিশ্বকল্যাণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত উদার ও মহান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বলিত প্রতিষ্ঠানের আমি প্রগতি কামনা করি।

২৯ মার্চ্চ তৃতীয় বা শেষ অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন আর্য্যবিদ্যাপীঠ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগিরিধর শর্ম্মা এবং নূতন অসমীয়া পত্রিকার সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্র নাথ বড়ুয়া মহোদয় প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য বিষয় ছিল 'শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন'। উক্ত বক্তব্য বিষয় প্রসঙ্গে সভায় আলোচনা হয় যে, পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীহরি শব্দমূর্ত্তিমান। শ্রীবৈকুণ্ঠ জগতে চিদ্বৈচিত্র বা চিদ্বিলাস বলিতে যাহাকিছু সবই শব্দময়। সেই অপ্রাকৃত শব্দ ভাগ্যবান জীবের সেবোন্মুখ জিহ্বা স্পর্শ করিলে তাহাকে কীর্ত্তন এবং কর্ণ-কুহরকে স্পর্শ করিলে তাহাকে শ্রবণ বলে। সেই শব্দ-ব্রহ্মকে প্রেমিক ভক্তগণ তাঁহাদের সেবোন্মুখ হৃদয়ে ভক্তিচক্ষুদ্বারা শ্রীবিগ্রহরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। এই শব্দ-ব্রহ্মের মহিমা দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন মূঢ়জনের অবেদ্য বা দুর্ব্বোধ্য হইলেও প্রণতজনের অভিগম্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই শব্দ-ব্রহ্ম বা শ্রীনাম-ব্রহ্মের উপাসনার কথাই বলিয়াছেন। কলিযুগে নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য।

অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণের পর উৎসবে যোগদানকারী সজ্জনগণকে ধন্যবাদ প্রদান ও শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে কার্য্যসূচীর সমাপ্তি হয়। উক্তদিবস মধ্যাহ্নকালে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের আনন্দোৎসবে যোগদানকারী সজ্জনবৃন্দ সকলকেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

এতদ্ভিন্ন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের কৃপানির্দ্দেশে শ্রীধাম বৃন্দাবন, কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট (যশড়া), হায়দ্রাবাদ, তেজপুর প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন শাখা মঠে এবং তৎপরিচালনাধীন শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ—বালিয়াটী (ঢাকা), শ্রীগৌড়ীয় মঠ—সরভোগ (আসাম) প্রভৃতি প্রচারকেন্দ্র সমূহে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব তিথি তথাকার সেবকবৃন্দ বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজনমুখে বিপুল সমারোহে যথারীতি পালন করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাচার্য্য

বর্দ্ধমান মিঠাপুকুর লেনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে উক্ত মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি কমল মধুসূদন মহারাজ গত ২রা এপ্রিল হইতে ৬ই এপ্রিল পর্য্যন্ত পঞ্চদিবব্যাপী পাঁচটি ধর্ম্ম সভার আয়োজন করেন। পূজ্যপাদ মহারাজের সাদর আহ্বানে বিভিন্ন মঠের ত্রিদণ্ডি-পাদগণ এই সভায় যোগদান পূর্ব্বক পঞ্চদিবসে যথাক্রমে নাম-কীর্ত্তন, বাস্তব সত্য, সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, সম্প্রদায় ও সমন্বয় এবং গার্হস্থ্যধর্ম্ম—এই প্রসঙ্গ পঞ্চক আলোচনা করেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাচার্য্য প্রথম দুই দিবসের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তৃতীয় দিবস অর্থাৎ ৪ঠা এপ্রিল কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ৬ই এপ্রিল শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ পাঞ্জাব প্রদেশে শুভযাত্রা করেন। তথায় জলন্ধর

প্রভৃতিস্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া তিনি বর্ত্তমানে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছেন। বর্দ্ধমান হরিসভায় তাঁহার উভয় দিবসের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতাই শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

শ্রীকেদার-বদরী তীর্থ পরিক্রমা

সোঽহং তদ্দর্শনাহ্লাদ-বিয়োগাত্ত্যিযুতঃ প্রভো।
গমিষ্যে দয়িতং তস্য বদর্য্যাশ্রমমণ্ডলম্॥"—(ভাগবত ৩।৪।২১)

শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি—'হে প্রভো, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত আহ্লাদ এবং বিয়োগনিবন্ধন আর্ত্তিযুক্ত হইয়া এক্ষণে আমি তাঁহার **পরম প্রিয় বদরিকাশ্রমে** গমন করিব।'

বদরী—ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতীরে ঋষিসকলের যজ্ঞানুষ্ঠানাদির স্থান। উহা বদরী বৃক্ষসমূহে বিভূষিত বলিয়া বদরী আশ্রম নামে অভিহিত। এই পরম তীর্থে জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি বেদ বিভাগ এবং বেদান্ত পুরাণাদি রচনা করিয়াও শান্তি লাভ করিতে না পারায় শ্রীনারদ গোস্বামীর উপদেশানুসারে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ রচনা করিয়া পরাশান্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীবদরিকাশ্রমে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারত-ব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** কৃপানির্দেশ ক্রমে শ্রীমঠ হইতে এই বৎসর শ্রীকেদারনাথধাম ও শ্রীবদরীনাথধাম পরিক্রমার আয়োজন করা হইয়াছে। আগামী ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ৩১ মে রবিবার রাত্রি ৮-২৫ মিঃ এ কলিকাতা (হাওড়া ষ্টেশন) হইতে দুন এক্সপ্রেসযোগে শ্রীমঠের সাধুগণ ও গৃহস্থ সজ্জনগণ যাত্রা করিবেন। শ্রীকেদারবদরী গমনাগমনপথে বাসযোগে ও পদব্রজে যাত্রিগণ যে সকল তীর্থস্থান দর্শন করিবেন তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা:—শ্রীহরিদ্বার, শ্রীহৃষীকেশ, শ্রীরামমন্দির, শ্রীভরত মন্দির, শ্রীলছমনঝোলা, ব্যাসঘাট, দেবপ্রয়াগ, কীর্ত্তিনগর, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, অগস্ত্যমুনি, গুপ্তকাশী, মহিষ-মর্দ্দিনী দেবী, রামপুর, ত্রিযুগীনারায়ণ, শোণপ্রয়াগ, মুণ্ডকাটা গণেশ, মন্দাকিনী, গৌরীকুণ্ড, শ্রীকেদারনাথ (১১৭৫০ ফিট উচ্চ), শ্রীতুঙ্গনাথ (১৩৫০০ ফিট উচ্চ), আকাশগঙ্গা, গোপেশ্বর, বৈতরণীকুণ্ড, পিপলকুঠি, চামোলী, যোশীমঠ, পঞ্চশিলা, বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর, হনুমানচটী, শ্রীবদরীনারায়ণ (১০৬০০ফিট উচ্চ) প্রভৃতি। পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রায় এক মাস সময় লাগিবে। পদব্রজে ভ্রমণে অসমর্থ ব্যক্তি ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী প্রভৃতিতে গমন করিয়া দর্শনাদি করিবার ব্যবস্থা আছে।

নরনারীনির্ব্বিশেষে পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণের শ্রীমঠের সেক্রেটারীর নিকট ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় সাক্ষাতে কিংবা পত্রাদি যোগে বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

প্রত্যেক যাত্রী মশারীসহ বিছানা, শীতনিবারণোপযোগী গরম জামা কাপড়, কাপড়ের জুতা, মোজা, ছাতা, লাঠি, বিছানা ঢাকিবার জন্য ২ গজ রাবার ক্লথ কিংবা অয়েলক্লথ সঙ্গে লইবেন। এতদ্ব্যতীত এলুমিনিয়ামের থালা, বাটী, গ্লাস, ঘটী ও টর্চ্চ, জলের ফ্লাক্স, কিছু লজেন্স ও তালমিশ্রি সঙ্গে লইবেন। যাত্রিগণ যথাসম্ভব সাবধানতার সহিত চলাফেরা করিবেন। দৈববশতঃ কোন প্রকার দুর্ঘটনার জন্য মঠ-কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন। ইতি—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন নং ৪৬-৫৯০০। তাং ৫।৪।১৯৬৪

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ,
সেক্রেটারী।

আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী'র পাঠক, পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ী সজ্জনবৃন্দ সকলকেই বঙ্গীয় শুভ নববর্ষারম্ভের হার্দ্দ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। স্বস্তি নো গৌরবিধুর্দ্দধাতু।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৭৮, বঙ্গাব্দ—১৩৭০-৭১।

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি আদি সম্বলিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় ও সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী ৩০ গোবিন্দ, ১৪ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা— ৪০ নঃ পঃ। **সডাক**— ৫০ নঃ পঃ।

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর

জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৭১

৪র্থ বর্ষ] ত্রিবিক্রম, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ [৪র্থ সংখ্যা

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও ভক্তাবাস

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

উপদেষ্টা :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড; কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৪র্থ বর্ষ { শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১। ৩ ত্রিবিক্রম, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ২৯ মে, ১৯৬৪। } ৪র্থ সংখ্যা

প্রকৃত মঙ্গলের স্বরূপ ও শান্তিলাভের উপায়

ভগবান্—এক। মানুষ প্রভৃতি জীব বহু। বহু জিনিষের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ায় একের সঙ্গে সম্পর্ক কম হ'য়ে গেছে। একটা পূরো জিনিষ হ'তে যদি কিছু কিছু ভেঙ্গে নেওয়া যায়, তা'হ'লে পূরো জিনিষের প্রকাশ আমাদের নিকট কম হ'য়ে পড়ে। পূরো জিনিষে যে সুবিধা পাওয়া যায়, অংশে সে সুবিধা পাওয়া যায় না। বাটোয়ারা হ'য়ে গেলে নানা প্রকার ভেদের বিচার এসে যায়। সেখানে পক্ষ-প্রতিপক্ষ, অনুকূল-প্রতিকূল বিচার উপস্থিত হয়। সেজন্যই নানাপ্রকার অসুবিধা দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

চেতনময় জগতে ও দর্শনে সবই তিনি। সেখানে অপর বিরোধিনীশক্তির বিক্রম নাই। তিনি একমাত্র বন্ধু, প্রভু, একমাত্র পতি, একমাত্র পুত্র। আমাদের এখানে যে সকল পুত্র হয়, তা' বেশীদিন থাকে না। নিত্য পুত্রের সেবার অভাবে এখানে অনিত্য পুত্রের বিয়োগজনিত দুঃখ উপস্থিত হয়। তাঁ'কে না পাওয়ার দরুণ পুত্রৈষণা, আবার তৎসঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ শোক-ভয়-মোহ উপস্থিত হয়। তিনিই আমাদের একমাত্র প্রভু—ইহা বিস্মৃত হওয়ার দরুণই নানা অসুবিধা হ'চ্ছে। এখানে পতিপত্নী-সম্বন্ধ, পিতাপুত্র-সম্বন্ধ, বন্ধুর সম্বন্ধ, দাসপ্রভু-সম্বন্ধ ও নিরপেক্ষ সম্বন্ধ উপস্থিত হ'য়েছে। তিনি আমাদের পত্নী হ'তে পারেন না। আমাদের স্বরূপজ্ঞানের উদ্বোধনে যদি আত্মায় নিত্যসিদ্ধা মধুর রতি থাকে, তা' হ'লেই তিনি যে আমাদের একমাত্র নিত্যপতি, তা' উপলব্ধির বিষয় হয়। কাল তাঁ'কে ধ্বংস ক'র্‌তে পারে না। ঐ পাঁচপ্রকার সম্বন্ধ একমাত্র নিত্য অদ্বয়জ্ঞানের সঙ্গে থাক্‌লেই শোক-ভয়-মোহ হয় না—অশান্তি আসে না। একবস্তু ছাড়া বস্তুর বহুত্ব-বুদ্ধির জন্যই অশান্তি, শোক, ভয় ও মোহ। একের অধিক বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসের জন্যই এই অসুবিধা। নিত্য একের সঙ্গে সম্বন্ধ হ'লে এ অসুবিধা হয় না।

চেতন জগতে আমাদের সকলেরই স্বরূপ উদ্বুদ্ধ। সেখানে জাগতিক শান্তি বা অশান্তির কথা নাই। যা'কে আমরা শান্তি বা অশান্তি মনে করি, এই দু'টোই আমাদের ভোগপিপাসাজনিত উপলব্ধি। ভোগের সাময়িক অভাবের নাম অশান্তি ; আর সাময়িক ভোগলাভকেই আমরা 'শান্তি' ব'লে থাকি।

অনেক সময় মনে করি,—আমি কি এমন অন্যায় কার্য্য ক'রেছি, যা'তে আমার এ অসুবিধা এসে উপস্থিত হ'ল ? কিন্তু আমরা অনেকেই এ অসুবিধার মূল অনুসন্ধান করি না। কখনও ভগবান্‌কে দোষারোপ করি, কখনও বা অপরকে দায়ী করি ; কখনও কর্ম্মফল ও অদৃষ্টের গতানুগতিক দোহাই দিয়ে আবার কর্ম্মের ফাঁদে প'ড়ে যাই। কিন্তু ঐ অসুবিধার মূল অনুসন্ধান ক'রলে জান্‌তে পারি, একমাত্র হরি-বিস্মৃতির জন্যই আমাদের এই অসুবিধা। শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন, মানুষ যতটা সহগুণ-সম্পন্ন হ'তে পা'র্‌বে, ততটা অধিক আত্মহিতের চিন্তা তা'র আস্‌বে।

শান্তি ও অশান্তি,সুখ ও দুঃখ—দু'টোই পরিবর্ত্তনশীল ব্যাপার। দুঃখের অনুভূতি ক'মে যাওয়ায় সুখের উপলব্ধি, আবার সুখের অনুভূতি ক'মে যাওয়ায় দুঃখের অনুভব। অনেকে এই সুখ ও দুঃখের ক্রীড়নক হ'য়েও, সুখের অন্তরালে দুঃখ আছে জেনেও "তাৎকালিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যটা ত' ভোগ ক'রে নিই"—এইরূপ কামনা-প্রেরিত হ'য়ে দুঃখ বা অশান্তির যূপকাষ্ঠে আপনাকে বলি দিয়ে থাকি। এইরূপ অসহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যহানি আমাদের নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটাচ্ছে। কিন্তু 'সহগুণ-সম্পন্ন হও'—এইরূপ উপদেশ জগতে পাওয়া বড় কঠিন। অনেকে হয়ত মৌখিক-উপদেশ দেবে, কিন্তু সেরূপ পরোপদেশে পণ্ডিতের দ্বারা আমাদের কোন মঙ্গল হ'বে না। যিনি নিজে হরি-কীর্ত্তন না করেন, তিনি কখনও নিজে সহিষ্ণু হ'তে পারেন না ; অপরকেও সহিষ্ণু হ'বার উপদেশ দিতে পারেন না। হরিকীর্ত্তন ব্যতীত সহগুণ-সম্পন্ন হওয়া যায় না। এজন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির পথে যে সহিষ্ণু হ'বার উপদেশ, তা' কৃত্রিম। সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনের কথা তা'তে নাই। তাৎকালিক হরিকীর্ত্তনের অভিনয়ের দ্বারা নিত্য সহিষ্ণুতাধর্ম্ম উপস্থিত হয় না।

যা'রা অধোক্ষজ হরির কীর্ত্তন করে না, তা'রা যতই ধর্ম্মজীবন যাপন কর্‌বার অভিনয় করুক না কেন, তা'র সঙ্গে অধর্ম্মজীবনের একটা মিশ্রণ ক'রে নেবে। দেবতার গুরু বৃহস্পতি, তিনি পরামর্শ দেন যা'তে ক'রে দেবতাদের বেশ ভোগবৃদ্ধি হয়। বৃহস্পতির বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও ধর্ম্মের উপদেশ—ভোগবৃদ্ধির জন্যই। মনুষ্য-জাতির মধ্যেও অনেক ভাল ভাল লোক পরামর্শদাতা আছেন। কুল-পুরোহিত, সমাজপতি, দেশপতি প্রভৃতি যে সকল পরামর্শ দেন, তা' কেবল মানবজাতির ভোগবর্দ্ধনের জন্য। আবার বশিষ্ঠের ন্যায় কুলগুরুও আছেন, তিনি নিবৃত্ত জীবনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণব-সদ্‌গুরু পরামর্শ দেন একমাত্র হরিভজনের জন্য। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি মাত্র তাঁর উপদেশের শেষ সীমা নয়। তিনি প্রত্যেক জীবের চিরস্থায়ী মঙ্গলের উপদেষ্টা।

জগতের লোকের পরামর্শ হ'চ্ছে—এখানকার যে সকল প্রয়োজন প'ড়েছে, আগে সে সকলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দাও। কিন্তু তা'তে হিতে বিপরীত ফল হয়। প্রয়োজনের মাত্রা পৌনঃপুনিক দশমিকের মত কেবল বেড়ে যেতে থাকে। সাময়িক প্রয়োজন মিটা'তে গিয়ে অনেক কিছু প্রয়োজনের মধ্যে—অনেক কিছু অভাব অসুবিধার মধ্যে ডুবে যেতে হয়।

আসক্তির সহিত বাস বা আসক্তি রহিত হ'য়ে অতি-বৈরাগ্য-প্রদর্শন কোনটাই মঙ্গল আনয়ন ক'র্‌বে না। জগতে যে সকল ঠক্ সাধুর সজ্জায় আছে, যারা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ-কামনায় জীবকে প্ররোচিত ক'রে ধার্ম্মিক কর-বার জন্য ব্যস্ত, সে সকল ঠকের হাত হ'তে নিষ্কৃতি লাভ ক'রে চতুর হওয়ার কথা শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন।

যাদের আত্মীয়-স্বজন ব'লে মনে হ'চ্ছে, তা'দের মাঝে মাঝে এ জগৎ হ'তে তু'লে নিয়ে ভগবান্ আমাদিগকে মায়ার কুহক বুঝ্‌বার জন্য একটু সময় দেন। আমাদের সমস্ত আসক্তি, আমাদের সমগ্র চিত্তবৃত্তি যা'দের প্রতি কেন্দ্রীভূত ক'রেছিলাম, যে সকল বহু অনিত্যকে নিত্যজ্ঞান ক'রেছিলাম, কিন্তু এক পরমাত্মীয়—এক নিত্য অদ্বয় বস্তুর সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'চ্ছিলাম, ভগবান্ সে সকল কথা জগতে অভাব অসুবিধা প্রভৃতি পাঠিয়ে জানিয়ে দেন।

সুখে বা জাগতিক সাময়িক শান্তিতে তাঁকে ভুলে যাওয়া, আর দুঃখে বা অশান্তিতে তাঁর কাছে কিছু চাওয়া—উভয়ই প্রকৃত মঙ্গলের প্রতিবন্ধক। তাঁর কাছে কি চাইতে হ'বে, আমি কি জানি? আমি ত ছাই পাঁশ চাইব। যা চাইলে ভাল হয়, সে ত তিনিই জানিয়ে দেবেন। এজন্য আমি নিজে কিছু চাইব না। আমার কার্য্য কেবল সত্ত্বগুণ সম্পন্ন হ'য়ে হরিকীর্ত্তন করা।

"অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন-সাধনে। অবিক্লব-মতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৫২ ধৃত পদ্মপুরাণবচন)

হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভোজন ও আচ্ছাদনের দ্রব্য-সংগ্রহের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও প্রাপ্ত না হইলে অথবা লব্ধসামগ্রী বিনষ্ট হইয়া গেলে তাহাতে ব্যাকুল চিত্ত না হইয়া মনোমধ্যে শ্রীহরিকেই স্মরণ করিবেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ।

জ্ঞানবিচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যায় ৫২ পৃষ্ঠার পর)

শুদ্ধজ্ঞান পঞ্চপ্রকার অনুভবস্বরূপ যথা:—

১। পরেশানুভব। ২। স্বানুভব। ৩। স্বধর্মানুভব। ৪। ফলানুভব। ৫। বিরোধানুভব।

পরেশানুভব ত্রিবিধ—ব্রহ্মানুভব, পরমাত্মানুভব ও ভগবদনুভব। জগতের সমস্ত সবিশেষ চিন্তার বিপরীত কোন নির্বিশেষ চিন্তাগত পরেশভাবকে ব্রহ্ম বলা যায়। পরেশতত্ত্ব সর্বতোভাবে স্বপ্রকাশ। জ্ঞানানুশীলনকারী জীবের সম্বন্ধে সেই পরেশানুভব পূর্বোক্ত ত্রিবিধরূপে প্রতিভাত হয়। কেবল চিন্তাকে পেষণ করিলে ব্যতিরেক অবস্থায় সেই পরেশতত্ত্বের যে নির্বিশেষ আবির্ভাব হয়, তাহাই ব্রহ্ম। তাহা পরেশতত্ত্বের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ নয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের যদি অদ্বৈতবাদ-দোষ স্পর্শ না করে, তবে ঐ উপায় দ্বারা কথঞ্চিৎ পরেশ-সম্বন্ধ উপলব্ধ হয়। যদিও ইহাকে পরেশানুভব বলা যায়, তথাপি তাহা অতিশয় সামান্য, অতএব পরিশেষে পরমানন্দপ্রদ হয় না। কিয়ৎপরিমাণে রতিও তাহাতে নিযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু সম্বন্ধাভাবে তাহাতে রতির পুষ্টি-সম্ভাবনা নাই। সনকাদি মহাত্মগণ ঐ রতিতে আরব্ধ থাকিয়া শান্তরতির আশ্রয়রূপে উদাহৃত হইয়াছেন।

পরমাত্মানুভবই দ্বিতীয় পরেশানুভব। তৃতীয় প্রকার জ্ঞানবিচারে যে ঈশ্বরজ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার চরমাবস্থাতেই পরমাত্মানুভব উদিত হয়। বদ্ধজীবের কর্মফলদাতা সর্বকর্মের প্রযোজক কর্তা, জগতে অনুপ্রবিষ্ট পরেশভাবের নাম পরমাত্মা। অষ্টাঙ্গযোগাদিতে যে ঈশ্বরের প্রণিধান-ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা পরমাত্মার কাল্পনিক বা বাস্তবিক অবতার বিশেষ। ইহাঁকেই শাস্ত্রে পুরুষ বলে। পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ, অর্থাৎ ব্যষ্টি-প্রকাশ ও সমষ্টি-প্রকাশ। সমষ্টিপ্রকাশ দ্বারা তিনি বিরাট্‌,—ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ। ব্যষ্টিপ্রকাশ দ্বারা তিনি জীবের সহচর, তদ্ধৃদয়বাসী অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ-বিশেষ। কর্মমার্গে যদি বাস্তব ঈশ্বরের উদ্দেশ থাকে, তবে কর্মকর্তা পরমাত্মারই উপাসক হ'ন। চিন্তার চরমাবস্থায় যেমত উপাসনীয় ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার হয়, কর্মের চরমাবস্থায় তদ্রূপ উপাসনীয় পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়।

ভগবদনুভবই তৃতীয় ও চরম পরেশানুভব। স্বরূপ-বিশিষ্ট, সর্বশক্তিমান্, সমস্ত গুণাধার পরেশতত্ত্বই ভগবান্। মূলতত্ত্ববিচারে ভগবান্ ব্যতীত আর অন্য স্বতন্ত্র বস্তু নাই। ভগবান্ শক্তিমান্। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে সমস্ত জীব ও জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শক্তিমান্ হইতে শক্তি অভিন্ন। জগৎ ও জীব যখন ভগবচ্ছক্তি-পরিণাম, তখন তাহারা মূলতত্ত্ব-বিচারে পৃথক্ বস্তু হইতে পারে না। কিন্তু তটস্থ-বিচারে শক্তিকে শক্তিমান্ বস্তু বলা যায় না। অতএব জগৎ ও জীব তটস্থ-বিচারক্রমে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। যুগপৎ ভেদ ও অভেদ স্বীকার না করিলে যাথার্থ্যের চরিতার্থতা হয় না। যদি বল, তাহা কিরূপে সম্ভবে এবং যুক্তিদ্বারাই বা তাহা কিরূপে সংস্থাপন করা যায়? তাহার উত্তর এই যে, এই তত্ত্ব ভগবৎ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে বিপরীত ধর্মের সামঞ্জস্য হইয়া যায়। যুক্তিবৃত্তি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র। এই তত্ত্বকে সে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। ভগবানের ইচ্ছা ও নির্বিকারতা, বিশেষ ও নির্বিশেষতা, অচিন্ত্যত্ব ও ভক্তিগম্যত্ব, নিরপেক্ষত্ব ও ভক্ত-পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি অসংখ্য বিপরীত ধর্মসকল যে বিগ্রহে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে যুগপৎ স্বরূপগত অভেদ ও তটস্থ বিচারগত ভেদ কেন না স্বীকার করা যাইবে? যিনি কেবল-অদ্বৈত স্থাপন করেন, তাঁহার যেরূপ ভ্রম, যিনি কেবলদ্বৈত স্থাপন করেন, তাঁহারও তদ্রূপ ভ্রম। ভগবান্ নিজ সিদ্ধবিগ্রহে সমস্ত জগৎ ও সমস্ত জীব হইতে পৃথক্। তিনি স্বশক্তিক্রমে সমস্ত জীব ও জড়ের নিত্যতা ও সত্যতার সিদ্ধি করিতেছেন। বেদ সকল এই জন্যই কখন অদ্বৈতবাক্য এবং কখন দ্বৈতবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভগবদনুভবই পূর্বোক্ত ব্রহ্মানুভব ও পরমাত্মানুভবের চরম অবস্থান। পূর্বোক্ত দুইটী অনুভব জীবের জ্ঞান ও কর্মরূপ শাখা বৃত্তিদ্বয়ের উদ্দেশ্য, পরেশতত্ত্বের খণ্ডানুভবমাত্র। ভগবদনুভব কেবল বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিরূপ সাক্ষাদ্দর্শন হইতে সম্ভব। স্বরূপপ্রাপ্ত বস্তুই প্রকৃত বস্তু। যে বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় না, তাহা বস্তুগুণ বিশেষ। ব্রহ্মের ও পরমাত্মার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট নাই। তাঁহাদের গুণ-পরিচয় মাত্র তাঁহাদের উদ্দেশক। অতএব তাঁহাদের মুখ্য অবস্থিতি নাই। তাঁহারা ভগবানের গৌণ অবস্থিতি মাত্র। এতন্নিবন্ধন তাঁহারা কেবল একটী একটী-বৃত্তিগম্য। ভগবান্ সর্ব্ববৃত্তিগম্য। সমস্ত বৃত্তির অধীশ্বরী যে ভক্তি, তিনি সমস্ত বৃত্তিকে ক্রোড়ীভূত করিয়া সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন করেন। তাঁহার দর্শনবৃত্তি চরিতার্থ হইলে তদধীন সমস্ত বৃত্তিই পরিতৃপ্ত হয়।

ভগবদনুভব চারি প্রকার যথা:—

কর্মপ্রধানীভূত অনুভব। ২। জ্ঞানপ্রধানীভূত অনুভব। ৩। কর্ম ও জ্ঞান উভয় প্রধানীভূত অনুভব। ৪। কেবলানুভব।

যে পর্য্যন্ত জীবের জড় সম্বন্ধ রহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ভগবদনুভব কার্য্যটী সর্ব্বত্র এক প্রকার হয় না। কাহার কাহার কর্ম্মপ্রধানা বুদ্ধি ভক্তির পরিচর্যায় নিযুক্তা থাকিয়া তাহার ভগবদনুভবকে কর্ম-প্রধানীভূত করিয়া প্রকাশ করে। কাহার কাহার জ্ঞানপ্রধানীভূতা বুদ্ধি ভক্তির পরিচর্যায় নিযুক্তা হইয়া ভগবদনুভবকে জ্ঞানপ্রধানীভূত রূপ প্রকাশ করে। সেই প্রকার জ্ঞান কর্ম উভয়নিষ্ঠ-বুদ্ধি ভক্তির পরিচর্যায় নিয়মিতা হইয়া তদুভয় প্রধানীভূত ভগবদনুভব লক্ষণ বিস্তৃত করে। ফলকালে অর্থাৎ জড়মুক্ত হইলেও ঐ তিন প্রকার ভগবদনুভব মহিম-জ্ঞানযুক্ত ভগবদনুভবরূপে লক্ষিত হয়। ঐ সকল লোকের চরমগতিস্থলে পার্ষদগতিরূপ সালোক্য, সার্ষ্টি ও সামীপ্য এই ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে। সাধনকালে যাঁহাদের রাগানুগমার্গগত কেবল সাধন থাকে, তাঁহাদের ফলকালে কেবলানুভবরূপ জ্ঞানোদয় হয়। বস্তুতঃ ভগবদনুভব দ্বিবিধ —মহিম-জ্ঞানরূপ অনুভব ও কেবল জ্ঞানরূপ অনুভব। মহিমজ্ঞানরূপ অনুভবের বিষয় পরব্যোমবাসী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদির রাজরাজেশ্বর পরমৈশ্বর্যপতি শ্রীনিবাস নারায়ণচন্দ্রই লক্ষিত হন। কেবল মিশ্রিত মহিমজ্ঞান-সম্বন্ধে মথুরানাথ ও দ্বারকানাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই বিষয় বলিয়া জানিতে হইবে। যে স্থলে শুদ্ধ কেবলজ্ঞান, সে স্থলে ব্রজপতি

শ্রীকৃষ্ণকেই অনুভবের একমাত্র বিষয় বলিয়া জানিতে হইবে। মহিমজ্ঞান ও কেবলানুভবের যে ভেদ, তাহা নিত্য ভগবত্তত্ত্বগত। কেবল সাধনকালেই প্রপঞ্চ মধ্যে ঐ ভেদ লক্ষিত হয়, এমত নয়। উভয় প্রকার ভগবদনুভবই বৈকুণ্ঠতত্ত্বানুগত ও নিত্য।

মহিমজ্ঞানযুক্তই হউক বা কেবলই হউক ভগবদনুভব ত্রিবিধ, অর্থাৎ ১। স্বরূপগত-ভগবদনুভব। ২। শক্তিগত-ভগবদনুভব। ৩। ক্রিয়াগত-ভগবদনুভব।

ভগবানের নিত্য বিগ্রহই ভগবানের স্বরূপ। ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টী ভগবানের স্বরূপ-গত গুণ। জড়ীয় বস্তুতে যেমত গুণ ও গুণীর ভেদ আছে, প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব ভগবানে সে ভেদ নাই। তথাপি গুণ-সমূহ যে গুণ-কর্তৃক নিয়মিত হয়, সেই গুণই প্রাধান্য লাভ করতঃ অন্য সমস্ত গুণের আধাররূপে প্রকাশ পায়। শ্রী অর্থাৎ শোভা যদিও গুণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, তথাপি শ্রীই সমস্ত গুণের আধার বলিয়া পরিজ্ঞাত হন। শ্রীই ভগবদ্বিগ্রহরূপিণী পরমা শক্তি। সেই বিগ্রহে যথাস্থানে অন্য গুণগণ ন্যস্ত থাকিয়া ভগবানের অখণ্ডত্ব, সর্বপ্রভুত্ব, অসীম বীর্য, অনন্ত যশঃ, সার্বজ্ঞ্য ও সর্ববিধির বিধাতৃত্ব বিধান করিতেছেন। যাঁহারা ভগবানের নিত্য বিগ্রহ স্বীকার না করেন, তাঁহারা ভক্তিবৃত্তির নিত্যতা কখনই রক্ষা করিতে পারেন না। অচিন্ত্য-বিগ্রহ ভগবান্ চিজ্জগতের সূর্যস্বরূপ প্রকাশমান এবং চন্দ্রস্বরূপ আনন্দবিস্তারক। বিগ্রহ বলিলেই যে জড়ীয় বিগ্রহ হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত জড়বুদ্ধি ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে। জড় জগতে যেমন জড়ীয় বিগ্রহ দ্বারা ব্যক্তিগণের ভিন্নতা সম্পাদন করে, চিজ্জগতে তদ্রূপ চিদ্বিগ্রহ দ্বারা ভগবান্ অন্য চিৎ হইতে পৃথক্ থাকেন।

ভগবানের চিদ্বিগ্রহ সর্ব্ব চিত্তত্ত্বের পরমাকর্ষক ও অধিপতি। জড় জগতে বিশেষ বলিয়া যে ধর্ম্ম আছে, তাহা যে জড় জগতেই উৎপন্ন হইয়া জড়ের সহিত লয় পায়, এরূপ নয়। জড় যেমত চিত্তত্ত্বের প্রতিফলিত তত্ত্ববিশেষ, বিশেষধর্মও তদ্রূপ চিদ্গত ধর্ম প্রতিফলিত জড়ে প্রতিফলিত ধর্মরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ তত্ত্ব যদি ভগবদ্গত তত্ত্ব না হইত, তাহা হইলে কিছুরই সৃষ্টি হইত না, এবং জীবও অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া জড়ের বিচার করিত না। সেই চিদ্গত বিশেষধর্ম দ্বারা পরমেশ্বরের শক্তি, ইচ্ছা ও ক্রিয়া সমস্তই বিচিত্র হইয়াছে। ভগবদ্বপুঃ সমস্ত বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব হইতে পৃথক্ থাকিয়াও সর্বত্র অনুস্যূত আছেন। এমত কি বৈকুণ্ঠের প্রতিফলনরূপ জড়জগতেও সর্বত্র পূর্ণরূপে যুগপৎ অবস্থিত। অতএব ভগবৎস্বরূপবিগ্রহ অলৌকিক ও অচিন্ত্য। সেই স্বরূপ-সূর্য্যের গুণ কিরণরূপ ব্রহ্ম অনন্তজগতের জীবনস্বরূপ বর্তমান আছেন। পরমাত্মা সমষ্টি ও ব্যষ্টি জগতের নিয়ামক হইয়া বর্তমান। ব্রহ্ম পরমাত্মরূপে সর্বব্যাপী হইয়াও ভগবৎস্বরূপ নিত্য বৈকুণ্ঠস্থ লীলা-বিগ্রহবিশেষ। ঐশ্বর্য্যপ্রধানপ্রকাশে ঐ বিগ্রহের এক প্রকার মূর্ত্তি হয়, সেই মূর্তি অনন্তমূর্তিরূপে ভিন্ন ভিন্ন লীলার আশ্রয়। মাধুর্য্যপ্রধান প্রকাশে ঐ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণরূপে চিদ্বিলাস-সমূহের অনন্ত অন্তরঙ্গপ্রভাবক্রমে নিত্য ব্রজলীলাপরায়ণ। রসতত্ত্ব যাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তাঁহারই সম্বন্ধে সেই লীলা অনুভূত হইয়া থাকে। ভগবানের স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ। সেই স্বরূপের অবস্থান ও কোন চিন্ময়ধাম ও উপকরণ ও চিন্ময়কাল ও সঙ্গী সকল আছে। তত্তদ্রসগত ব্যক্তিদিগের নিকটেই তাহা প্রতীয়মান হয়। সেই স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত চিদ্বিলাস নিত্য নূতনরূপে প্রবাহিত হইতেছে। সেই স্বরূপ, তাঁহার অবস্থান, তাঁহার উপকরণ, তাঁহার সঙ্গী ও তাঁহার বিলাস সমস্তই চিন্ময়, নিত্য, পরম, উপাদেয়, নির্দোষ ও বিশুদ্ধ সমস্ত জৈব আশার একমাত্র নিলয়।

জড়জগৎ ভাল লাগে নাই, অথচ উচ্চ জগৎকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় নাই, এই অবস্থায় স্থিত ব্যক্তিগণ একটি নির্বিশেষ কল্পনা করেন। গম্ভীররূপে বিচার না করিয়াই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, জড় জগতের যত বিপরীত ভাব আছে, তাহার সমষ্টি দ্বারা

উচ্চ জগৎ নিরূপিত হয়। জড় জগতের আকার, বিকার, গুণ, বিশেষ, ছায়া, কর্ম্ম, বহুত্ব এই সকল ভাব আছে। তদ্বিপরীত ভাব সকল অর্থাৎ নিরাকার, নির্বিকার, নির্গুণ, নির্বিশেষ, অচ্ছায়, নৈষ্কর্ম্য, অদ্বয়ত্ব একত্রিত হইয়া যে জগৎকে প্রকাশ করে, তাহাই উচ্চ জগৎ। বিবেচনা করিয়া দেখুন, এরূপ সিদ্ধান্ত কেবল যুক্তি-নিঃসৃত। জড় হইতেই যুক্তির জন্ম। নিতান্ত পিষ্ট হইয়া যুক্তি তাহার বিষয়ের একটি বিপরীত ভাবকে কল্পনা করিয়া দেয়। অতএব এই সিদ্ধান্তটী কল্পনারই অবস্থা-বিশেষ। চিদালোচনা দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, তাহা নয়। ভাল, যুক্তিই বলুক যে বস্তুর লক্ষণ কি এবং অবস্তুর লক্ষণ কি? যুক্তি যদি পক্ষপাতী ও কুসংস্কারাবিষ্ট না হয়, তবে অবশ্যই বলিবে যে, অবস্তুর নাম অসত্তা অর্থাৎ যাহা নাই। বস্তুর নাম সত্তা, যাহা আছে। আশাকৃত জগৎ যদি অবস্তু হয়, তবে তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ও পরিশ্রম সকলই মিথ্যা। যদি বস্তু হয়, তবে বস্তু লক্ষণ-বিহীন হইবে না। বস্তু-লক্ষণ কি? বস্তু মাত্রেই ১। অস্তিত্ব, ২। বিশেষ, ৩। ক্রিয়া, ও ৪। প্রয়োজন থাকিবে। যদি অস্তিত্ব না থাকে, তবে নাস্তিত্ব আসিয়া বস্তুকে লোপ করে। যদি বিশেষ না থাকে, তবে সেই বস্তুর স্বতন্ত্র বস্তুত্ব হয় নাই। যদি ক্রিয়া না থাকে, তবে পরিচয়ের অভাবে তাহাকে ভান বলা যায়। যদি প্রয়োজন না থাকে, তাহাকে স্বীকার করা বৃথা। উচ্চ জগৎকে অবশ্য বস্তু বলিতে হইবে। তবে তাহার অস্তিত্ব আছে, বিশেষ আছে, ক্রিয়া আছে ও প্রয়োজন আছে। জড় জগতের বিপরীত ধর্মই যে সে-ই বস্তু, তাহা কে বলিয়াছে? যদি বলিতে চাও, তবে তোমার সিদ্ধান্তকে ভিক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত বলিব। যদি বিশুদ্ধরূপে যুক্তি কর, তবে অবশ্য এইমাত্র বলিবে যে, সেই উচ্চ জগৎ দোষশূন্য ও জড় হইতে বিলক্ষণ। জড় হইতে বিপরীত বলিলে একটি অপক্ক সিদ্ধান্ত আসিয়া তোমাকে আক্রমণ করিবে। বিপরীত বস্তু আছে কিনা, তাহার কোন পরিচয় নাই। এমত বস্তু স্বীকার করা মাদকজনিত সিদ্ধান্তের ন্যায় হইবে। জড়ের হেয়ত্ববর্জিত লক্ষণ দ্বারা সেই জড়-বিলক্ষণ-জগৎকে অনুভব করিলে দোষ হয় না। বিশেষতঃ যুক্তিরূপ যন্ত্রটী জড়কে ছাড়িয়া কোন সত্তার পরিচয় করাইতে পারে না। কিন্তু জীবের চিৎসত্তায় যে বিশুদ্ধজ্ঞানলক্ষণ আত্মপ্রত্যয়বৃত্তি আছে, তাহার চালনা দ্বারা সেই উচ্চ জগদ্-গত অস্তিত্ব, বিশেষ, ক্রিয়া ও প্রয়োজন কিয়ৎ-পরিমাণে পরিজ্ঞাত হয়। চিদ্বস্তুতে অস্তিত্ব, বিশেষ, ক্রিয়া ও প্রয়োজন নাই বলিলে চিত্তত্ত্ব স্বীকৃত হয় না। যুক্তিবাদিগণ কুসংস্কার ত্যাগপূর্ব্বক এ বিষয়ের নিরপেক্ষ আলোচনা করিলে সহজেই এ সকল বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

শক্তিগত ভগবদনুভব হইলে জীবের সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়। ভগবানের যে শক্তি, তাহা অচিন্ত্য, অবিতর্ক্য ও অপরিমেয়। ভগবৎস্বরূপ হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন, কিন্তু কার্যতঃ ভিন্নরূপ ঐ শক্তি প্রকাশ পায়। নরবুদ্ধি যতদূর চালিত হউক না কেন, সেই পরাশক্তির কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে না। করিতে গেলে পশুবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া আশাহীন হইবে। সেই পরা-শক্তি সমস্ত বিপরীতগুণের আশ্রয় ও নিয়ামক। ইচ্ছা ও নির্বিকারতা, বিশেষ ও নির্বিশেষতা, একস্থানব্যাপিত্ব ও সর্বব্যাপিতা, বৈরাগ্য ও রাগবিলাস, নৈষ্কর্ম্য ও ক্রিয়া, যুক্তি ও স্বেচ্ছাময়তা, বিধি ও স্বাধীনতা, প্রভুত্ব ও কৈঙ্কর্য, সার্বজ্ঞ্য ও জ্ঞানসংগ্রহ, মধ্যমাকার ও অপরিমেয়তা, সর্বার্থসিদ্ধতা ও বালচেষ্টা—এবংবিধ সর্বপ্রকার বিপরীত গুণগণ ঐ শক্তির আশ্রয়ে সামঞ্জস্য স্বীকার করে। সেই পরাশক্তির চিৎপ্রভাবক্রমে ভগ-বৎস্বরূপ, বিগ্রহ, লীলাস্থান, লীলোপকরণসমূহ নিত্য-রূপে প্রকাশমান। সেই শক্তির জীবপ্রভাবক্রমে অনন্ত-সংখ্যক মুক্ত ও বদ্ধ জীবনিচয় অনন্ত চিৎকালে অব-স্থিত আছে। সেই শক্তির মায়াপ্রভাবক্রমে অনন্ত জড়ময় জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া বদ্ধজীবগণের পান্থনিবাস-রূপে বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই সেই প্রভাবের সন্ধিনী-

অংশে সেই সেই ধামগত দেশ, কাল, স্থান, দ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে। সম্বিদংশে ভাব, জ্ঞান, সম্বন্ধ সমূহ বিনিঃসৃত হইয়া নিজ নিজ ধামের ভাববৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছে। হ্লাদিন্যংশে সর্বপ্রকার তত্তদ্ধামোপযোগী আনন্দস্বরূপ আস্বাদন-কার্য সম্পাদিত হইতেছে। ইহাই সংক্ষেপতঃ বুঝিতে হইবে যে, ভগবদ্বস্তু তচ্ছক্তি-কর্তৃকই প্রকাশ লাভ করেন।

(ক্রমশঃ)

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

সাধনক্রিয়া ও সাধনভক্তি এক নহে

(পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য জগদ্গুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভগবদ্ভক্তির ক্রম কৃপাপূর্ব্বক এইরূপ জানাইয়াছেন—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বকৃত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু গ্রন্থে ঐ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

"প্রথম-সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণ দ্বারা-শ্রদ্ধা তদর্থবিশ্বাসঃ ততঃ শ্রদ্ধানন্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধুসঙ্গো ভজনরীতিশিক্ষার্থম্। নিষ্ঠা ভজনে অবিক্ষেপেন সাততাং, কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বিকেয়ম্। আসক্তিস্তু স্বারসিকী। এতেন নিষ্ঠাসক্ত্যোর্ভেদো জ্ঞেয়ঃ।"

শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধাই ভক্তির প্রথম কথা। শ্রদ্ধাবান্ জনই ভক্তির অধিকারী। শ্রদ্ধার পর সদ্‌-গুরুচরণাশ্রয় হয়। তৎপরে ভজনক্রিয়া বা সাধনক্রিয়া আরম্ভ হয়। সাধনক্রিয়ার ফলে অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে নিষ্ঠা-ভক্তি বা নৈষ্ঠিকী-ভক্তি হয়। অনন্তর রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতি এবং তৎপরে প্রেম হয়। বুদ্ধিপূর্ব্বক ভজনে সতত রত থাকার নামই নিষ্ঠা। কিন্তু আসক্তিতে নিরন্তর স্বাভাবিকভাবে ভজনে অভিনিবেশ হয়। নিষ্ঠার সহিত আসক্তির ইহাই বৈশিষ্ট্য।

শাস্ত্র বলেন—"সা ভক্তিঃ সাধনভক্তির্ভাবভক্তিঃ প্রেমভক্তিরিতি ত্রিবিধা।" সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ভেদে ভগবদ্ভক্তি ত্রিবিধা। সাধনভক্তি ও সাধনক্রিয়া এক নহে। সদ্গুরুচরণাশ্রিত হইয়া অনর্থ-যুক্ত অবস্থায় যে ভক্ত্যঙ্গ যাজন করা হয়, তাহাই সাধন-ক্রিয়া। আর ভজন করিতে করিতে সাধু-গুরু-কৃপায় অনর্থনিবৃত্তির পর যে নিষ্ঠাভক্তি, নৈষ্ঠিকী-ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি, তাহাই সাধনভক্তি। সাধনভক্তির অপর নাম শুদ্ধাভক্তি, নির্ম্মলা ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, অপ্রতিহতা-ভক্তি, নিরন্তরা ভক্তি, নিষ্কামা ভক্তি।

গুর্ব্বানুগত্যে সাধনক্রিয়া করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি হয়। অনর্থনিবৃত্তি হইলে সাধনভক্তির প্রকাশ হয়। সাধনভক্তি যে হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তিনি সাধক হইলেও মুক্ত, শুদ্ধ, নির্ম্মল ও শান্ত। নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি—এই পর্য্যন্ত সাধনভক্তি; তৎপরে ভাব-ভক্তি, তৎপরে প্রেমভক্তি। সিদ্ধ প্রেমিকভক্ত মায়া-মুক্ত; আর সাধকভক্ত অনর্থমুক্ত। শাস্ত্র বলেন—

"আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব্ববন্ধনাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥"
'প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়।'

সাধনভক্তিতে দিব্যজ্ঞান, সম্বন্ধজ্ঞান বা সেবক-অভিমান প্রবল থাকায় শুদ্ধভক্তের জড়-অহঙ্কার বা জড়-অভিমান থাকে না। কিন্তু সাধনক্রিয়ায় জড়াভিমান বা অনর্থ থাকে, কখন নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমানও হয়।

সাধনভক্তিটী উত্তমা ভক্তি; কিন্তু সাধনক্রিয়া তাহা

নহে। সাধনক্রিয়ায় অন্যাভিলাষ থাকে। তবে সাধক তাহা গর্হণ করিতে করিতে গুর্ব্বানুগত্যে ভক্ত্যঙ্গ যাজন করেন এবং অনর্থনিবৃত্তির জন্য গুরুকৃষ্ণের কৃপা ভিক্ষা করিয়া থাকেন।

সাধনভক্তি আত্মধর্ম্ম; তাহা দেহমনোধর্ম্ম নহে। এই শুদ্ধভক্তি বা সাধনভক্তি হইতেই প্রেম হয়। শাস্ত্র বলেন—

"শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।"
"নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।"
"সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥"

সাধনভক্তি ও সাধনক্রিয়াতে অনেক পার্থক্য আছে। তাই মদীয় ইষ্টদেব পরমহংসশিরোমণি শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"নশ্বর সাধনক্রিয়া কিছু শুদ্ধ আত্মার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না। পরিণামময়ী সাধনক্রিয়া চিদাভাসের (মনের) ভূমিকায়ই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কালাধীন হরিবৈমুখ্যনাশিনী সাধনক্রিয়া ও নিত্যভক্তিতে কিছু প্রকার-ভেদ আছে। যে-সকল ভক্ত্যঙ্গের যাজন-দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাই সাধনক্রিয়া। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে,—যেমন একটী দর্পণ বহুকালের সঞ্চিত ধূলিরাশি-দ্বারা আবৃত রহিয়াছে; তজ্জন্য ঐ দর্পণে আর মুখ দেখা যাইতেছে না সত্য, কিন্তু ঐ দর্পণটির মুখমণ্ডলকে প্রতিবিম্বিত করার যোগ্যতাও কিছু নষ্ট হইয়া যায় নাই, মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব-গ্রহণ-যোগ্যতা উহাতে পূর্ব্বের ন্যায়ই পূর্ণমাত্রায় ঠিক আছে। ঐ দর্পণের উপর হইতে ধূলিরাশি ঝাড়িয়া পুঁছিয়া ফেলিয়া দিলেই যেরূপ উহাতে মুখমণ্ডল পুনরায় দেখা যাইতে পারে, তদ্রূপ জীবাত্মার উপরে যে চিদাভাসের আবরণ রহিয়াছে এবং চিদাভাসে আত্মবুদ্ধি করিয়া যে বিবর্ত্তজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া ফেলিলেই জীবাত্ম-স্বরূপের শুদ্ধ হরিভজন-ক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকিবে। এই 'ঝাড়িয়া পুঁছিয়া ফেলিয়া দেওয়া' কার্য্যটিই সাধনক্রিয়া। যেমন সঞ্চিত শক্তিবিশিষ্ট একটী ইঞ্জিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া তৎকালে ইঞ্জিনের ক্রিয়াশক্তি কিছু নষ্ট হইয়া যায় না, তদ্রূপ জীবাত্ম-স্বরূপেও নিত্য-হরি-সেবাবৃত্তি স্বতঃই বিরাজিত। সাধনক্রিয়া শুদ্ধ মুক্ত আত্মার উপর কার্য্যকরী নহে; কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্য ক্রিয়াবতী। সাধনভক্তির পরিপক্কাবস্থা ক্রমে ভাব-ভক্তি ও প্রেমভক্তির প্রকাশ। যেমন একটী আম্র-ফলের কাঁচা, ডাঁসা ও পাকা অবস্থা; তন্মধ্যে পক্কফলটী কৃষ্ণসেবা-রসের সম্পূর্ণ উপযোগী। সাধনক্রিয়া সে-জাতীয় পক্কাবস্থা নহে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়,—যেমন একটী কাঁচের শিশিতে নির্ম্মল মধু রহিয়াছে; হঠাৎ সেই শিশির গায়ে খানিকটা কাদা লাগিয়া গেল; ঐ কাদা শিশির গায়ে লাগিয়াছে বটে; কিন্তু উহা মধুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। শিশির গায়ে কাদা লাগিয়াছে বলিয়া শিশির অভ্যন্তরস্থিত মধুকেও জল-দ্বারা ধুইয়া ফেলিতে হয় না। পরন্তু কেবলমাত্র মধুর আবরণ পাত্র কাচের শিশিটির কাদা ধোয়াই আবশ্যক। তদ্রূপ শুদ্ধ মুক্ত আত্মার উপর কোনও সাধনক্রিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না,—বিকারযোগ্য চিদাভাস মনের উপরই সাধন-ক্রিয়াদি প্রযুক্ত হয়। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"সর্ব্বে মনোনিগ্রহ-লক্ষণান্তাঃ"। সাধনাদি যাহা কিছু, সকলই মনকে নিগ্রহ করিবার জন্য বিহিত হইয়াছে। মনোধর্ম্ম নিগৃহীত হইলেই শুদ্ধা আত্মবৃত্তি বিকাশ লাভ করে। আত্ম-বৃত্তিতে সাধনভক্তি প্রকাশিত হইলে জীব ক্রমে ভাব ও প্রেমভক্তিতে আরূঢ় হন। 'সাধনভক্তি' ও 'সাধন-ক্রিয়া'র পরস্পর সম্বন্ধ ও ভেদ সম্যক্ বুঝিতে না পারায় সর্ব্বত্র নানাপ্রকার মতবাদ ও মনগড়া সাধনপ্রণালী সৃষ্ট হইয়াছে। ঐগুলি জীবের অনর্থ-বৃদ্ধির হেতু।"

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বকৃত 'মাধুর্য্য কাদম্বিনী' গ্রন্থে ভজনক্রিয়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ভজনক্রিয়া দ্বিবিধা—অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা। **অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া**—ঘনতরলা, ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয়-সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গরঙ্গিণী ভেদে **ছয় প্রকার**।

নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়াকেই সাধনভক্তি বা শুদ্ধভক্তি বলা হয়।

অনিষ্ঠিতা সাধনক্রিয়া প্রথমে উৎসাহময়ী হয়। বালক যখন প্রথমে অধ্যয়ন আরম্ভ করে, তখন তাহার পাঠে যেমন উদ্যম বা উৎসাহ দেখা যায়, তদ্রূপ ভক্তি-মার্গে প্রথমে প্রবেশ করিবামাত্র সাধকভক্তেরও ভক্তি-পথে উৎসাহময়ী চেষ্টা দৃষ্ট হয়। এইজন্যই এই অবস্থাকে **'উৎসাহময়ী'** বলা হইয়া থাকে।

আবার কিছুদিন শাস্ত্রাভ্যাস করিতে করিতে বালকের যেমন কখনও উৎসাহ গাঢ় হয়, কখনও বা শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায় উহা কিঞ্চিৎ শিথিল হয়, সাধকেরও এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। ইহাকে **'ঘন-তরলা'** বলে।

"ব্যূঢ়বিকল্পাবস্থায়"—সাধকের মনে নানাপ্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প আসিয়া উপস্থিত হয়—আমি স্ত্রী-পুত্রদিগকে বৈষ্ণব করিয়া সপরিবারে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিব, অথবা সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বা মঠে গিয়া ভজনে আত্মনিয়োগ করিব? যদি ত্যাগ করি—তবে কিছুকাল ভোগের পর করিব, কিম্বা এখনই করিব? অতৃপ্তাবস্থায় ত্যাগ করিলে আবার যদি ভোগের বাঞ্ছা হয়, তবে নরক গমন করিতে হইবে—ইত্যাদি চিন্তা মনে উদিত হইয়া থাকে।

"বিষয়-সঙ্গরা-অবস্থায়"—বিষয় ভোগ ভক্তিবাধক জানিয়া সাধকের তাহা ত্যাগ করিবার প্রবল ইচ্ছা হয়। কিন্তু ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেও দুর্ব্বলতাবশতঃ সম্যক্‌ভাবে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। সাধক কখন বিষয় হইতে উদাসীন থাকিয়া ভজনে তৎপর হয়, আবার কখন ইচ্ছা না থাকিলেও দুর্ব্বলতাক্রমে 'নিন্দামি চ পিবামি চ' ন্যায়ে ভোগ করিয়া ফেলে। বিষয় কখন তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে, আবার কখন সে বিষয় ভোগকে অগ্রাহ্য করিয়া চলে। এইরূপ বিষয়ের সহিত জয়-পরাজয়রূপ যুদ্ধ হয় বলিয়া তাহাকে 'বিষয়সঙ্গরা' বলে।

"নিয়মাক্ষমা"—এ অবস্থায় সাধক নিয়ম করিয়া ভজন করিবার সঙ্কল্প করিলেও তাহাতে অক্ষম হয়। যেমন, আমি আজ থেকে প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ, এক অধ্যায় ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ এবং দশটী করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিব—ইত্যাদি নিয়ম করিল। কিন্তু কার্য্য-কালে সে নিয়ম রক্ষা করিতে পারিল না। 'বিষয়-সঙ্গরায়' বিষয় ত্যাগে অক্ষমতা, আর নিয়মাক্ষমায়' নিয়ম পালনে অক্ষমতা দেখা যায়।

"তরঙ্গরঙ্গিণী"—সাধক ভক্ত যখন ভজনে তৎপর হয়, তখন শ্রদ্ধালু জনগণ তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া সেই ভক্তকে নানাভাবে শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া থাকে। জনানুরাগই সম্পদের কারণ। তাই ভজন করিতে করিতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় সাধকের চিত্তে কতরকম চাঞ্চল্য ও উল্লাস আসিয়া থাকে। ইহাকেই 'তরঙ্গরঙ্গিণী' বলে।

ভজনক্রিয়া আরম্ভ হইলে কিছুদিন ভজন করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হয়; তখন প্রকৃত ভজন আরম্ভ হইয়া থাকে। এই **অনর্থ চারি প্রকার**—দুষ্কৃতোত্থ, সুকৃতোত্থ, অপরাধোত্থ ও ভক্ত্যুত্থ। দুরভিনিবেশ, রাগ-দ্বেষাদি **দুষ্কৃতোত্থ**, ভোগের প্রতি অভিনিবেশ **সুকৃতোত্থ**। **অপরাধোত্থ** অনর্থ হইল দশ-নামাপরাধ। **ভক্ত্যুত্থ**-অনর্থসকল ভক্তিদ্বারা ধনাদিলাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া সাধকের চিত্তকে তত্তদ্বিষয়ে আকৃষ্ট করে। ইহারা মূলশাখাতে উপশাখার ন্যায় উত্থিত হইয়া ভক্তিলতাকে বাড়িতে দেয় না। সেজন্য যাহাতে উপশাখা না বাড়িতে পারে, এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অকপটে গুরুসেবা ও নামসেবা করিলে উহারা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

এই সব অনর্থের নিবৃত্তিও পঞ্চপ্রকার যথা,—একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্য-ন্তিকী। ভজনক্রিয়া আরম্ভের পর অপরাধজাত অনর্থ-সমূহের নিবৃত্তি 'একদেশবর্ত্তিনী', ভজনক্রিয়ার পরিপাকে

নিষ্ঠার উৎপত্তি হইলে ঐ অনর্থনিবৃত্তি 'বহুদেশবর্ত্তিনী', ভগবানে রতি বা ভাবের উদয় হইলে উহা 'প্রায়িকী', প্রেম হইলে 'পূর্ণা' এবং ভগবৎপ্রাপ্তি হইলে উহা 'আত্যন্তিকী'। দুষ্কৃতোত্থ অনর্থসমূহের নিবৃত্তি ভজনক্রিয়ার পর প্রায়িকী, নিষ্ঠার উৎপত্তি হইলে পূর্ণা, আর শ্রীভগবানে আসক্তি জন্মিলে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে। ভক্তি হইতে জাত প্রতিষ্ঠাদি অনর্থসমূহের নিবৃত্তিও ভজনক্রিয়া আরম্ভের পর একদেশবর্ত্তিনী, নিষ্ঠা হইলে পূর্ণা এবং রুচির উদয় হইলে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে।

অনর্থনিবৃত্তির পর নিষ্ঠিতা-ভজনক্রিয়া অর্থাৎ নৈষ্ঠিকী-ভক্তি, সাধন-ভক্তি বা শুদ্ধা-ভক্তি প্রকাশিত হয়। নিষ্ঠিতা ভক্তির অপর নাম নিশ্চলা ভক্তি বা স্থিরতরা ভক্তি। প্রত্যহ চেষ্টা করিলেও অনর্থদশাতে লয়, বিক্ষেপ, অপ্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদ এই পাঁচটী অন্তরায় সহসা যাইতে চাহে না। অনর্থনিবৃত্তির পর সব বাধা প্রায়ই থাকে না। তখন হইতেই নৈষ্ঠিকী ভক্তি প্রকাশিত হয়। কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণের কালে কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রবণে ও শ্রবণ অপেক্ষা স্মরণে উত্তরোত্তর নিদ্রার উদয়ের নাম **'লয়'**। কীর্ত্তন-শ্রবণাদির সময় ব্যবহারিক বিষয়ের আলোচনা বা চিন্তাকে **'বিক্ষেপ'** বলে। কদাচিৎ লয়-বিক্ষেপ না থাকিলেও কীর্ত্তনাদিতে অসামর্থ্যকে **'অপ্রতিপত্তি'** কহে। ক্রোধ-লোভ-গর্ব্বাদির সংস্কারের নাম **'কষায়'**। আর বিষয়-সুখোদয় কালে কীর্ত্তনাদিতে অনভিনিবেশের নাম **'রসাস্বাদ'**।

সাধনক্রিয়া ও সাধনভক্তির পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া এই দুইটীকে এক মনে করিলে ভক্তি-পথে উন্নতির সম্ভাবনা নাই। সাধক ভক্ত গুরুদেবতাত্মা হইয়া তন্নির্দ্দেশে দৃঢ়তার সহিত ভজন করিতে করিতে অনায়াসে অনর্থমুক্ত হইয়া শুদ্ধভজনের সৌভাগ্য পান। গুরুনিষ্ঠ ভক্তই গুরুকৃপায় শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।২৫

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-এ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৬৩ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকারণ-কারণ—গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ নিরূপণ

(সাংখ্য মতবাদ নিরসন)

নিরীশ্বর সাংখ্যমতবাদে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই, প্রকৃতিকে স্বয়ম্ভূ ও স্বতন্ত্রতত্ত্ব এবং পুরুষকেও (অনন্ত জীব সমূহ) একটী স্বতন্ত্রতত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অদ্বিতীয় অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই মূলতত্ত্ব বলিয়াছেন। তাঁহার সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ কিরূপ উহা শ্রুতি, স্মৃতি, গীতা ও ভাগবতের আলোকে যেরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশানুযায়ী শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ পূর্ব্বাচার্য্যগণের অপূর্ণ, অসংলগ্ন মতবাদ বিচার-পূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া যে সর্ব্বমতবাদ-সমন্বয়কারী অপূর্ব্ব ও অখণ্ডনীয় মতবাদ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ—

অদ্বিতীয় অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই মূলতত্ত্ব। জীব-জগৎ, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত চিন্ময় ভগবদ্ধামসমূহ-স্থিত সমস্ত বস্তু এবং শ্রীভগবানের লীলা-পরিকরাদি সমস্তই তাঁহার শক্তি। তিনিই সর্ব্ব-বস্তুতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও সর্ব্ববস্তু হইতে পৃথক্ এবং তাহাদিগের নিয়ন্তারূপে অবস্থিতি করেন। তাঁহার অনন্তশক্তি—"পরাস্য

শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ" (শ্বেতাশ্বতর)। এই অনন্তশক্তি মূলতঃ তাঁহার তিনটী শক্তির অনন্ত বৈচিত্রী। এই তিনটী শক্তিকে—স্বরূপশক্তি (চিচ্ছক্তি বা পরাশক্তি), জীবশক্তি (ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি) ও বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি বলা হয়।

সাংখ্যমতে অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র—এই ষোড়শ পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই ষোড়শ পদার্থের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। কিন্তু গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যের এই প্রকৃতিকে তাঁহারই অপরা প্রকৃতি বা বহিরঙ্গা (মায়া) শক্তি বলিতেছেন—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"—গীঃ ৭।৪

—ইহাতে ভূমি, জল প্রভৃতির সমষ্টিভূত এই জগৎকে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার পরিণাম বলা হইয়াছে। এই বহিরঙ্গা শক্তি জড়া ও ভোগ্যা বলিয়া উহাকে 'অপরা' বা নিকৃষ্টা বলা হইয়াছে।

এই বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্ পঞ্চভূতাত্মক স্থাবরজঙ্গম—নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ"। তিনিই তাঁহার চিৎনামক বিজ্ঞান-শক্তিকে স্ফুরিত করিয়া প্রকৃতির গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্ট বস্তুতে অধিষ্ঠিত থাকেন। এজন্য তাঁহাকে প্রকৃতির গুণত্রয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ও তাহাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন এইরূপ বোধ হয়, বস্তুতঃ তিনি প্রকৃতির গুণাতীত। অগ্নির তেজ নানা বস্তুতে অবস্থান করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তেজ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বস্তুতঃ একই অগ্নির সত্তা সর্ব্ব বস্তুতে অবস্থান করে।

(ভাঃ ১।২।৩১-৩২)

শ্রীমদ্ ভাগবতের অন্যত্র শ্রীভগবানের অবতার সকলের কথা বলার পর পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, কেবল অবতার সকলেই যে ভগবান্ স্বীয় রূপ প্রকটন করিয়াছেন তাহা নহে—এই বিশ্বও তাঁহার রূপ। মায়ার গুণত্রয় দ্বারা মহত্তত্ত্বাদি উপকরণে বিশ্বের সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়া মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির দ্বারা পূর্ণ বিরাট্ রূপকে গ্রহণ করিয়াছিলেন—"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ'—অর্থাৎ প্রলয়কালে যে রূপ তাঁহার স্বরূপে লীন ছিল, উহাকে প্রকটিত করিয়া স্বয়ং তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সৃষ্ট সপ্তলোক এই বিরাট্ রূপ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করে এবং তাঁহার বিশুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় সত্তা সপ্তলোকের সমষ্টি এই বিশ্বে পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত আছেন।

সাংখ্যে যে অনন্তপুরুষের কথা উক্ত হইয়াছে, ঐ অনন্তপুরুষ বা জীবাত্মা পরব্রহ্মেরই জীবশক্তির পরিণাম—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" গী ৭।৫

—পূর্ব্বোক্ত বহিরঙ্গাশক্তি জড়া ও ভোগ্যা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ উহাকে তাঁহার 'অপরা' বা নিকৃষ্টা শক্তি হইতে পৃথক্ তাঁহার জীবস্বরূপা আর একটী 'পরা' (শ্রেষ্ঠা, উৎকৃষ্টা) শক্তির কথা বলিতেছেন। তাঁহার এই জীবভূতা প্রকৃতিটী চেতন ও ভোক্তা বলিয়া উহাকে 'পরা' বা উৎকৃষ্টা প্রকৃতি বলিলেন। এই উৎকৃষ্টা প্রকৃতিই (জীবশক্তির অংশরূপ জীবই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগের জন্য বহিরঙ্গাশক্তিভূত) এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে এই জীবভূতা শক্তিকে 'তটস্থাশক্তি' আখ্যা দেওয়ায় উহার উৎকর্ষ আরও স্পষ্ট হইয়াছে। নদীর জল ও ভূমি উভয়ের মধ্যে তট— তট ভূমিও বটে, জলও বটে অর্থাৎ উভয়স্থ। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিভূত চিজ্জগৎ ও মায়াশক্তি-প্রকটিত মায়িকজগৎ—এই দুই এর মধ্যবর্ত্তী সীমায় স্থিত বলিয়া জীবের চিন্ময় ও জড় উভয় জগতের সহিত সম্বন্ধ।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি, ভেদাভেদ প্রকাশ॥"

শ্রীভগবান্ প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়

দ্বারা মহত্তত্ত্বাদি উপকরণ সৃষ্টি করার পর ঐ সকল উপকরণ দ্বারা বিশ্বের সকল বস্তুর এবং সকল জীবের স্থূলরূপ সৃষ্টি করিয়া ঐ সকল স্থূলরূপে স্বীয় চিৎ ও আনন্দ সত্তাকে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। যে গুণত্রয়ের বিকারবশতঃ ঐ সকল স্থূলরূপ সৃষ্ট হইয়াছে, উহা শ্রীভগবানেরই বহিরঙ্গা-প্রকৃতির অংশ অর্থাৎ শ্রীভগবানেরই অংশ। সুতরাং মহত্তত্ত্বাদি এবং উহা হইতে উৎপন্ন ঐ সকল স্থূলরূপ শ্রীভগবানের রূপ-ভেদমাত্র। কিন্তু তাহা হইলেও শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীভগবান্ ও জীব প্রকৃতির গুণত্রয়ের সংমিশ্রণে জাত বিশ্ব হইতে পৃথক্ এবং তাঁহারা দ্রষ্টা ও ভোক্তা-ভাবে ঐ সকল স্থূলদেহে অধিষ্ঠান করিতেছেন। কিন্তু মোহবশতঃ জীব মনে করে যে তাহাদের স্থূল দেহই তাহাদের স্বরূপ। এই ভ্রমের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভাগবত বলিতেছেন যে—মেঘ সকল আকাশে অবস্থান করে কিংবা ধূলিকণা সমূহ বায়ুর সহিত মিশিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে আকাশ মেঘ হইতে এবং বায়ু ধূলিকণা হইতে পৃথক্-ভাবেই থাকে। অজ্ঞানিগণ মেঘের বর্ণ আকাশে আরোপ করিয়া আকাশকে কৃষ্ণবর্ণ এবং ধূলিকণার ধূসরবর্ণ বায়ুতে আরোপ করিয়া বায়ুকে ধূসরবর্ণ বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ আকাশের বা বায়ুর ঐ সকল বর্ণ নাই। সেইরূপ জীব তাহার স্থূলদেহের উপর আত্ম-জ্ঞান করায় দেহের কার্য্যকে তাহার নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করে। অজ্ঞতাহেতু জীব জানে না যে, স্বরূপতঃ সে পরব্রহ্মেরই অংশ এবং তাঁহারই ন্যায় নিষ্ক্রিয়—(ভাঃ ১।৩।৩০-৩১)। পরবর্ত্তী শ্লোকে এই ভ্রম সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—জীবের স্থূলদেহ হইতে পৃথক্ যে সূক্ষ্মশরীর যাহা গুণত্রয় ও কর্ম্মের আধার স্থূলদেহকে পরিচালিত করিতেছে এবং যাহা কি উপাদানে গঠিত কেহ দেখে নাই বা যাহার কথা কেহ শুনে নাই সুতরাং যাহা অব্যক্ত ("অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স অব্যক্তং") অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে [স্থূলদেহ যেরূপ গুণত্রয় দ্বারা রচিত (বৃংহিত) জীবের সূক্ষ্মদেহও সেইরূপভাবে রচিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গুণ-সকল অব্যূঢ় —অপ্রকাশিত (undeveloped) অবস্থায় আছে অর্থাৎ করচরণাদিরূপে প্রকাশিত হয় নাই (স্বামিপাদ)]। কিন্তু স্থূলশরীরে স্থূল ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে ভোগসুখ অনুভব করা যায়, সেই অনুভবশক্তি বা ভোগলালসা জীবের সূক্ষ্ম দেহেই থাকে। শাস্ত্র বলেন যে—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব দ্বারা জীবের সূক্ষ্মশরীর গঠিত হইয়াছে। অজ্ঞানী জীব এই সূক্ষ্ম দেহকে তাহার স্বরূপ মনে করে। এই ভ্রমবশতঃ জীব 'পুনর্ভব' অর্থাৎ পুনঃপুনঃ ভোগলোকে জন্মগ্রহণ করে। কারণ সূক্ষ্ম-শরীরকে 'অহং' মনে করায় দেহাত্মভাব আসিয়া যায় এবং তজ্জন্য 'অহংভাব' ও আসক্তি উৎপন্ন হওয়ায় 'প্রারব্ধ' বা 'কর্ম্ম' নামক বস্তুটী সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হয় এবং এই কর্ম্মক্ষয়ের জন্য জীব পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করে।

জীবের অবিদ্যা দূরীভূত হইলে তখন তাহার আর 'সৎ' অর্থাৎ স্থূলদেহের উপর অহংভাব থাকে না কিংবা 'অসৎ' অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহকেও সে নিজস্বরূপ মনে করে না। তখন জীব 'স্বসম্বিৎ' হন অর্থাৎ তিনি যে শ্রীভগবানের পরাশক্তির অংশ তাহা বুঝিতে পারেন এবং এই আত্মস্বরূপ অনুভূতির সহিত ব্রহ্ম-স্বরূপের অনুভূতি হয়—(ভাঃ ১।৩।৩৩)। তখন যাহাকে আমরা মায়া বা 'অবিদ্যা' বলি, উহাকে 'দেবী মতিঃ' অর্থাৎ শ্রীভগবানের অংশভূতা দ্যোতনাত্মিকা বিদ্যা বলিয়া মনে হয়। ঐ অবস্থায় জীব 'সম্পন্ন'—দরিদ্র নহে, কারণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ব্রহ্ম তাঁহাতে গমন করিয়াছেন। (সং=শ্রেষ্ঠবস্তু+পদ=গমন করা)। তখন জীব 'স্বে মহিম্নি মহীয়তে'—অর্থাৎ আত্মস্বরূপের মহত্ত্ব (আমি শ্রীভগবানের পরম প্রেমাস্পদ) এইরূপ অনুভব করিতে পারে—(ভাঃ ১।৩।৩৪)।

জীব ও জগৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তির পরিণাম এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ঐ শক্তির শক্তিমান্। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের সহিত যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান, জীব-জগৎ

এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি পাদের ভাষায় অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বিদ্যমান্। যেমন সূর্য্য হইতে সূর্য্যের কিরণ সমূহকে পৃথক্ কল্পনা করা কঠিন, তদ্রূপ শক্তিমান্ পরব্রহ্ম হইতে তাঁহার প্রকৃতি বা শক্তি জীব-জগৎকে পৃথক্ করা যায় না। উভয়ে মিলিয়া একটী বস্তু—শক্তি তাঁহার বিশেষণ মাত্র। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আনন্দস্বরূপ—"আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যাজানাৎ" (শ্রুতি) অর্থাৎ ব্রহ্মকে আনন্দ বলিয়াই জানিতে হইবে। তাঁহার অনন্ত শক্তি হইল তাঁহার বিশেষণ, সুতরাং পরব্রহ্ম বলিতে 'শক্তিমান্ আনন্দ' ইহাই বুঝিতে হইবে। উহাতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার শক্তি জীব-জগতের অভেদ সম্বন্ধই বুঝাইতেছে। আবার শক্তিসমূহের সহিত পরব্রহ্মের ভেদ সম্বন্ধও স্বীকার করিতে হইবে। তিনি শক্তি-সমূহের সমবায়মাত্র নহেন। কারণ ও কার্য্য, আশ্রয় ও আশ্রিত, সেব্য ও সেবক ইত্যাদিরূপে তিনি নিত্য পৃথক্। তদ্ভিন্ন শক্তিকে 'বস্তু' বলা যায় না, 'বস্তুনঃ শক্তিঃ'—বস্তুরই শক্তি। শক্তির মধ্যেই তিনি নিঃশেষিত হন নাই, তাঁহার সত্তা শক্তিসমূহের অতীত। সেজন্য ভেদ-সম্বন্ধও স্বীকার করিতে হইবে। সূর্য্য-বিরহিত কিরণ ও কিরণ-বিরহিত সূর্য্যের অস্তিত্ব যেমন কল্পনা করা যায় না, সেইরূপ শ্রীভগবান্‌কে বাদ দিয়া তাঁহার শক্তির কল্পনা কিংবা তাঁহার শক্তিকে বাদ দিয়া তাঁহাকে কল্পনা করাও যায় না। সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীব-জগতের যুগপৎ ভেদাভেদ-সম্বন্ধই স্থিরীকৃত হইয়াছে। চিন্তা-ভাবনা-যুক্তিতর্ক দ্বারা এই সম্বন্ধের হেতু নির্ণয় করা যায় না, সেজন্য এই সম্বন্ধ **অচিন্ত্য**। শ্রীভগবান্ সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্ব-কারণ-কারণ তত্ত্ব—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" (গীঃ (৭।৭) হইলেও বুঝিতে হইবে যে তিনি ও তাঁহার শক্তি পরস্পর একই সময়ে ভিন্নও নহেন অভিন্নও নহেন। এরূপ বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম শ্রীভগবানেই সম্ভব সেজন্যই তিনি ভগবান্—সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বশক্তিমান্। গীতার ৯।৪-৫ শ্লোকেও এই তত্ত্বের কথাই বলিয়াছেন—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥"

গীতার ঐ শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বর্ণিত হইয়াছে—

"আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত' গীতার অর্থ কৈল পরচার॥"

—চৈঃ, চঃ, আঃ ৫।৮৯-৯০

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও (১।১১।৩৮) অনুরূপ উক্তি—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈ র্ন যুজ্যতে" অর্থাৎ ইহাই ঈশ্বরের ঈশিতা যে, তিনি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও প্রকৃতির গুণে লিপ্ত হয়েন না—এইরূপ অঘটন ঘটনাই তাঁহার ঐশ্বরিক যোগ। তিনি ভূতগণের ধারক ও পালক হইলেও তাঁহার স্বরূপ ভূতস্থ নহে—উহাও তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি বশতঃ সম্ভবপর হয়।

শ্রুতি ও পুরাণে শ্রীভগবানের সহিত জীবের এই সম্বন্ধ অগ্নিকুণ্ড ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উপমা দ্বারা বিবৃত হইয়াছে—

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥"

(মুণ্ডক)

অর্থাৎ যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি হইতে অগ্নিসদৃশ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গকণা বিনির্গত হয়, সেইরূপ হে সৌম্য, অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে।

অগ্নিকুণ্ডে যেমন আলোক, স্ফুলিঙ্গ ও ধূম তিনটী বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবান্ তাঁহার অনন্তশক্তিকে বিবিধরূপে প্রকাশ করিয়াও উহাদের কারণরূপে নিজে

স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেন। তাঁহার স্বরূপশক্তি অগ্নির প্রভাস্থানীয়, জীবশক্তি স্ফুলিঙ্গ-স্থানীয় এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি অগ্নির ধূমস্থানীয়। জীবকে স্ফুলিঙ্গস্থানীয় বলা হইয়াছে—অগ্নির আলোক, উত্তাপাদি স্ফুলিঙ্গেও বর্ত্তমান, সেইরূপ সচ্চিদানন্দতত্ত্ব শ্রীভগবানের সৎ, চিৎ ও আনন্দ জীবেও নিহিত আছে। কিন্তু অগ্নিতে যেরূপ তাহার প্রভা, উত্তাপাদি গুণ পূর্ণরূপে বর্ত্তমান্ থাকে, স্ফুলিঙ্গে সেরূপ থাকে না, অংশতঃ থাকে, ঠিক সেইরূপ সৎ, চিৎ, আনন্দাদি গুণসমূহ শ্রীভগবানে পূর্ণতমরূপে এবং কেশাগ্র হইতেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিৎকণ জীবে অণুপরিমাণে নিহিত। এই পার্থক্যহেতু শ্রীভগবান্ মায়াধীশ ও স্বতন্ত্র এবং জীব মায়াধীন ও পরতন্ত্র। বহিরঙ্গা জড়া মায়াশক্তিকে অগ্নির ধূমস্থানীয় বলা হইয়াছে। ধূম স্ফুলিঙ্গকে সাময়িকভাবে আবৃত করিতে পারে। সেইরূপ মায়াশক্তি অবিদ্যাগ্রস্ত চিৎকণ জীবকে তাহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির দ্বারা আবৃত ও বিমোহিত করিয়া থাকে, সেজন্য জীব তাহার জড়ীয় দেহকেই 'আমি' এবং দেহ সম্বন্ধীয় জড়বিষয়কে 'আমার' বলিয়া বোধ করে। আবার ধূম ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গকে আবৃত করিতে পারে কিংবা ধূমনির্ম্মিত অন্ধকাররাশি ক্ষুদ্র খদ্যোতকে আচ্ছন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু অগ্নিকুণ্ডকে কোনরূপে পরাভূত করিতে পারে না। ঠিক সেইরূপ জড়া মায়াশক্তি চিৎকণ জীবকে পরাভূত করিতে পারে বটে, কিন্তু বিভুচৈতন্য শ্রীভগবানের সমীপে বিলজ্জমানা অপাশ্রিতভাবে বর্ত্তমান থাকে। জীবের এই মায়াধীনতার কারণ তাহার স্বরূপ-বিস্মৃতিবশতঃ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥" (চৈঃ চঃ)

জীবের 'আমি' ও 'আমার' এই ভ্রান্তবুদ্ধির জন্য জড়সঙ্গ ও জড়ীয় কর্ম্মদ্বারা তাহার নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ ভোগ করিতে হয় এবং কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবেশবশতঃ সর্ব্বদা ভীত হইয়া থাকিতে হয় "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ"—(ভাঃ ১১।২।৩৭)।

উপরিউক্ত আলোচনায় বুঝা গেল—জীব-জগৎ শ্রীভগবানের শক্তির পরিণাম এবং এই পরিণামে শ্রীভগবান্ নিজে নিঃশেষ হইয়া যান নাই। তিনি জীবজগতের অতীত থাকেন—তিনি জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, জীবসমূহকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন। অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিযোগ দিতেছেন এবং সংসারী জীবকে সৎকর্ম্মের জন্য পুরস্কৃত করিতেছেন এবং অসৎ কর্ম্মের জন্য মায়াকর্তৃক তাহার শাস্তি বিধান করিয়া তাহাকে বিশোধিত করিতেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যাদিগের এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের সহিত শ্রীব্যাসদেবের বেদান্তসূত্রের বা স্মৃতিশাস্ত্রাদির কোন বিরোধ নাই।

সাংখ্যে যে 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষের' ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সে অর্থে উহা ব্যবহার করেন নাই। 'পুরুষ' বলিতে সাংখ্য অনন্ত জীবকে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু পুরুষের প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। ধাতুগত অর্থানুসারে পুরে যিনি বসতি করেন কিংবা শয়ন করিয়া আছেন তিনিই পুরুষ। পুর অর্থে দেহ, মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে বুঝায়। সুতরাং যিনি ঐ সকল বস্তুতে বাস করেন বা শয়ান আছেন, তিনিই পুরুষ। 'প্রকৃতি' অর্থে প্রকৃষ্টরূপে কার্য্যকারিণী শক্তি। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় সবই প্রকৃতি এবং যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, সুখ-দুঃখের ভোক্তা নহেন অথচ স্থাবর জঙ্গমাদির অন্তর্যামী রূপে শয়ান আছেন, তিনিই একমাত্র পুরুষ। 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি'—এজন্য শ্রীভগবান্ই এক অদ্বিতীয় পুরুষ এবং প্রকৃতি বহু—আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সবই প্রকৃতি। অনাদিকাল হইতে সংস্কার বশতঃ 'স্ত্রী' শব্দবাচ্য যাহা কিছু, তাহাকে প্রকৃতি বলা হয় এবং 'পুরুষ' শব্দবাচ্য সকল বস্তুকে পুরুষ বলা হইয়া থাকে। বাংলাদেশে পিতাকে 'বাবা' এবং পিতামহকে 'ঠাকুরদাদা' বলা হয়। আবার কোন কোন দেশে পিতাকে দাদা এবং পিতামহকে বাবা বলা হয়

উড়িষ্যা প্রদেশে মাকে বৌ, বাংলাদেশে পুত্রবধূকে বৌ বলা হয়। দেশকালের সংস্কার বশতঃই ঐরূপ বলা হইয়া থাকে। পারমার্থিক অর্থে পুরুষ বিষয়, প্রকৃতি আশ্রয়। লৌকিক সংসারেও যাহারা আশ্রিত, তাহারা প্রকৃতি এবং যিনি আশ্রয়দাতা তিনিই পুরুষ। সেইরূপে পিতার পিতা, তাঁহার পিতা, তাঁহার পিতা এইরূপ বিচারে শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র পিতা। সেইরূপ পুরুষের পুরুষ, তাহার পুরুষ (পরম পুরুষ) এই বিচারে শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র পুরুষ— "অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্"। শুনিতেপাওয়া যায়—প্রেমবতী মীরাবাই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপগোস্বামীর দর্শন প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীরূপ নাকি বলিয়াছিলেন যে—তিনি প্রকৃতির মুখ দেখেন না। মীরাবাই তদুত্তরে জানাইয়াছিলেন যে—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোন পুরুষ নাই। উহা শুনিয়া শ্রীরূপপাদ আনন্দিত হইয়া ভক্ত মীরাবাইকে দর্শন দিয়াছিলেন।

সুতরাং বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ এবং জীবমাত্রই প্রকৃতি। পুরুষ অভিমানে গোপী-অনুগা হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায় না—তাই ঠাকুর শ্রীনরোত্তম বলিয়াছেন—"ছাড়িয়া পুরুষদেহ, কবে প্রকৃতি হব"।

শ্রুতিও বলিতেছেন—"আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ পুরুষ-বিধঃ"; এবং এক অদ্বিতীয় আত্মা আনন্দ আস্বাদনের জন্য পতি ও পত্নী হইলেন—"স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রী পুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ।" সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই পরমপুরুষ এবং শ্রীরাধিকা পরমা প্রকৃতি।

জীবের সহিত শ্রীভগবানের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা সংক্ষেপতঃ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

পরব্রহ্ম—		জীব—
১। বিভূচিৎ—সর্ব্বব্যাপী ও তদতিরিক্ত।	....	চিৎকণ (মমৈবাংশোজীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ)
২। একমেবাদ্বিতীয়ম্	....	বহু (সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ)
৩। অংশী—পূর্ণতত্ত্ব	....	অংশ, সুতরাং অপূর্ণ ও ক্ষুদ্র—অগ্নিস্ফুলিঙ্গতুল্য। স্ফুলিঙ্গে অগ্নির ধর্ম্ম আছে, কিন্তু অগ্নি নহে।
৪। মায়াধীশ "দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্'	....	মায়ার অধীন। মায়াধীশ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিনিয়ত জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি চাহেন যে, জীব তাঁহার শরণাগত হইয়া মায়াদত্ত ত্রিতাপজ্বালা হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু জীব মায়াধীন হওয়ায় নিজস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বিষয় ভোগে মত্ত।
৫। নিত্য	....	নিত্য কিন্তু তটস্থাশক্তি হওয়ায় ভগবদুন্মুখী বা বিমুখী হইতে পারে।
৬। সাধ্যবস্তু	....	সাধক সুতরাং নিত্য কৃষ্ণদাস।

দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থ-পরিক্রমা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৬৬ পৃষ্ঠার পর)

২৫।১১।১৯৬২ পণ্ঢরপুর—আমরা ভোর ৪ টায় উঠিয়াই কুর্দ্দুওয়াদী ষ্টেসন হইতে Narrow gauge এর ছোটগাড়ীতে ৩৩ মাইল দূরবর্ত্তী পণ্ঢরপুর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পণ্ঢরপুর সোলাপুর জেলান্তর্গত। ইহাকে পাণ্ডুপুরও বলে। ট্রেণখানি বোম্বে-মেলের ডাক ও প্যাসেঞ্জার লইয়া ছাড়ে। প্রাতে ৬-২৫ মিঃ এ ছাড়িবার কথা, কিন্তু বোম্বে মেল লেট থাকায় সকাল ৮-৫ মিঃ এ ট্রেণ ছাড়িল। কুর্দ্দুওয়াদী হইতে পণ্ঢরপুর পৌঁছিতে দুই ঘণ্টা লাগে। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ, আমি ও শ্রীপাদ নারায়ণ প্রভু (মুখার্জ্জী) 2nd class এ উঠি, 1st class নাই। এই গাড়ীখানিতে তীর্থযাত্রিগণের ভয়ঙ্কর ভিড় হয়। গাড়ীগুলি দেখিতে ভাল, লম্বা লম্বা। পণ্ঢারপুর মহারাষ্ট্রের একটী প্রধান তীর্থ, মহারাষ্ট্র সন্তগণের আরাধ্য পণ্ঢরীনাথ। শয়ন ও উত্থান একাদশী তিথিতে বার-করী সম্প্রদায়ের লোক এখানে তীর্থ করিতে আসেন। সেই যাত্রাকে 'বারী দেনা' বলে। সেই সময়ে অত্যধিক ভিড় হয়। পণ্ঢরপুর বহু ভক্তের স্থান। ভক্ত পুণ্ডরীক এই ধামের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছাড়া সন্ত তুকারামজী, নামদেব, বাঁকাবাঁকা, নরহরিজী প্রমুখ বহু সাধুর নিবাস স্থান এখানে আছে। পণ্ঢরপুর 'ভীমা' নাম্নী নদীতটে বিরাজিত। এই ভীমা নদী ভীমরথী, চন্দ্রভাগা ইত্যাদি নামেও কথিত হইয়া থাকে। ইহা পরম পবিত্র নদী—সাক্ষাৎ গঙ্গা বলিয়া ভক্তগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

আমরা পণ্ঢরপুর ষ্টেসনে নামিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহ প্রথমে দেড়মাইল দূরবর্ত্তী ভীমা নদীতে স্নান করি। স্নানান্তে সন্ত তুকারাম দাসের সমাধি-প্রাঙ্গণে বসিয়া তিলকাহ্নিকাদি সম্পাদন পূর্ব্বক নদী তীরস্থ মন্দিরাদি দর্শন করি। প্রথমে ভক্ত শ্রীপুণ্ডরীকের সমাধি-মন্দির দর্শন করি। অতঃপর তাঁহার মাতা পিতা—শ্রীসত্যবতী ও জানুশর্ম্মার সমাধি-মন্দির দর্শন করি। ইঁহাদের মন্দিরের চারিদিকে দেওয়ালের গায়ে ১১শ রুদ্র মূর্ত্তি খোদিত দর্শন করিলাম। মূর্ত্তি-গুলি সকলই হনুমদাকৃতি। পুণ্ডরীকের সমাধি-মন্দির-সমক্ষে ভক্ত শ্রীনামদেবের একটি মূর্ত্তি স্থাপিত। কথিত হয়, এখানে বসিয়া নামদেব ভজন করিয়াছেন। ভক্ত শ্রীপুণ্ডরীক মন্দিরে শ্রীপুণ্ডরীককে একটি শিবলিঙ্গাকারে প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। ঐ মন্দিরের একস্থানে একটি তীর্থ-কলস সংরক্ষিত। উহা হইতে যাত্রিগণকে তীর্থম্ দেওয়া হয়। কথিত আছে—ভক্ত পুণ্ডরীক মাতাপিতার একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। একদিন মাতাপিতার সেবায় নিযুক্ত আছেন, এই সময়ে স্বয়ং শ্রীভগবান্ তাঁহাকে দর্শন দিতে আসিয়াছেন। পুণ্ডরীক শ্রীভগবান্‌কে একটু অপেক্ষা করিবার জন্য একখানি ইট সরাইয়া বসিতে দিয়াছিলেন। কিন্তু মাতাপিতার সেবা ছাড়িয়া উঠেন নাই। কেননা, তিনি জানিতেন—মাতাপিতার সেবাতেই শ্রীভগবান্ তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শনদানার্থ পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার মাতাপিতৃসেবানিষ্ঠা দর্শনে শ্রীভগবান্ আরও প্রসন্ন হইলেন। মাতাপিতার আরব্ধ সেবা সম্পাদন করিয়া শ্রীভগবানের সমীপে আসিয়া পৌঁছিলে শ্রীভগবান্ প্রসন্নচিত্তে পুণ্ডরীককে বরদানেচ্ছু হইয়া একটি বর প্রার্থনা করিতে বলেন। পুণ্ডরীক ভক্তিগদ্গদচিত্তে শ্রীভগবান্‌কে বলিলেন—হে বরদর্ষভ, তুমি যে রূপে এখানে আসিয়া দর্শন দিলে, সেইরূপেই এখানে চিরবিরাজমান হও, তোমার সেই মনঃপ্রাণহর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া মাদৃশ জীবসকলের নিত্যকল্যাণ লাভ হউক। তদবধি শ্রীভগবান্ পণ্ঢরপুরে শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকট রহিলেন। ইঁহাকে শ্রীবিঠ্ঠল দেবও বলা হয়।

কথিত হইয়া থাকে—'বিট্' অর্থাৎ ইট যাঁহার বসিবার 'থল' অর্থাৎ 'স্থল' হইয়াছিল, তিনিই ভক্তবৎসল শ্রীবিঠ্ঠলদেব। তিনি তাঁহার কটিদেশের দক্ষিণে ও বামে দক্ষিণ ও বাম হস্ত সংলগ্ন করিয়া যেভাবে তাঁহার ভক্তকে দর্শন দিয়াছিলেন, সেই ভাবমুদ্রাই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিতে প্রকটিত। শুনা যায়, যে ইষ্টক তাঁহার বসিবার স্থলরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেই ইষ্টকটির উপরই শ্রীবিঠ্ঠলদেব বিরাজমান আছেন। ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে দর্শন ও তাঁহার ভক্তবাৎসল্যকথা শ্রবণ মাত্রেই ভক্তমাত্রেরই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

অতঃপর আমরা সাধু তুকারাম (এই পণ্ঢরপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভু তুকারামাচার্য্যকে হরিনাম দিয়া কৃপা করিয়াছিলেন, ইহা তুকারামকৃত অভঙ্গে তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন। তুকারাম হইতে সে দেশে মৃদঙ্গাদি বাদ্যের সহিত কীর্ত্তনের প্রচার হইয়াছে। পঞ্চদশ শক শতাব্দীতে সাধু তুকারামের আবির্ভাব শ্রুত হয়), শ্রীজনাবাই (ইঁহার ভক্তিতে বশীভূত হইয়া শ্রীভগবান্ ইঁহার চাক্কী স্বহস্তে ঘুরাইয়াছিলেন। পণ্ঢরপুর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে এক গ্রামে জনাবাইএর ঐ চাক্কী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে) ও শ্রীভানুদাস প্রভৃতি ভক্তের সমাধিমন্দির দর্শন করিয়া নদীর ঘাটে নামিবার পথে দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত (ঘাট হইতে উঠিবার পথে বামপার্শ্বে) শ্রীদ্বারকাধীশের একটি নূতন মন্দির দর্শন করিলাম। তথা হইতে আমরা সংকীর্ত্তন সহ শ্রীবিঠ্ঠল নাথের শ্রীমন্দিরে গমন করিলাম। ইনি শ্রীবিঠ্ঠলনাথ, বিঠোবা, পণ্ঢরীনাথ, পাণ্ডুরঙ্গ ইত্যাদি বহু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ডাকোরের শ্রীরণছোড়রায়জী যেমন ভক্তপ্রেমাকৃষ্ট, ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীবিঠ্ঠলনাথও তদ্রূপ ভক্তপ্রেমাকৃষ্ট হইয়া শ্রীবিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ঢরনাথে ভক্তের—সাধুসন্তের আদর দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবান্‌কে কি ভক্ত কৃপা ব্যতীত পাওয়া যায়? শ্রীবিঠ্ঠলনাথের শ্রীমন্দির শুধু পণ্ঢরপুরের কেন, সমগ্র মহারাষ্ট্র প্রদেশেরই মুখ্যমন্দির। কত লক্ষ লক্ষ যাত্রী প্রত্যহ তাহাদের প্রাণকোটিসর্ব্বস্ব বিঠ্ঠলনাথকে দেখিবার জন্য কত আর্ত্তিভরেই না সমবেত হন, তাহা যুগপৎ এক মহা হর্ষ ও বিস্ময়জনক দৃশ্যই বটে! শ্রীবিঠ্ঠলনাথ সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত ভক্তগণকে দর্শন দিয়া থাকেন। শুনিলাম রাত্রি ১১ টায় তাঁহার শ্রীমন্দিরের দরজা বন্ধ হয়। তাঁহার ভোগরাগাদি কখন কি নিয়মে হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ পাই নাই। বিঠ্ঠলনাথ কোমরে দুই হস্ত দিয়া নৃত্যভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। সকল ভক্তই তাঁহার চরণে মস্তক স্পর্শ করাইবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীরামানুজ বা শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের মত এখানে শ্রীমূর্ত্তিস্পর্শ-বিষয়ে কোন নিষেধ নাই। শ্রীমন্দিরের ঘেরার মধ্যে শ্রীরঘুমাই বা শ্রীরুক্মিণীদেবীর মন্দির আছে। ইহা ব্যতীত শ্রীবলরাম, সত্যভামা, জাম্ববতী ও শ্রীরাধারাণীর মন্দিরও আছে। গর্ভমন্দিরের দ্বারের শীর্ষদেশে শ্রীগণেশ মূর্ত্তি। ঐ গর্ভমন্দিরে প্রবেশপথের দক্ষিণদিকে একস্থানে শ্রীতুকারামের চরণচিহ্ন (পাদুকা ব'লে) দেখান' হয়। তৎপার্শ্বে শ্রীসত্যনারায়ণ (ইঁহাকে পূজারীরা 'সত্যনারায়ণ' বলে, কিন্তু মনে হয় ইনি দ্বারপাল বিজয়। যেহেতু দ্বারে প্রবেশের বামপার্শ্বে 'জয়' মূর্ত্তি রহিয়াছেন। যাহাহউক তথাকথিত শ্রীসত্যনারায়ণ বা শ্রীবিজয়ের পার্শ্বে শ্রীব্যাসমুনির মূর্ত্তি আছেন। ইহা ছাড়া সন্ত শ্রীকান্হোপাত্র, শ্রীবালাজী (চতুর্ভুজ), শ্রীদত্তাত্রেয়, শ্রীমহালক্ষ্মী, শ্রীঅন্নপূর্ণা, শ্রীগণপতি, নবগ্রহ প্রভৃতি বহু মূর্ত্তি আছেন। পৃথক্ পৃথক্ মন্দিরে শ্রীরাধা, শ্রীসত্যভামা ও শ্রীরুক্মিণীদেবী, শ্রীবিশ্বনাথ (কাশী বিশ্বনাথ—শিবলিঙ্গ), শ্রীসীতারাম (শ্রীরামচন্দ্র বামে সীতাদেবী), শ্রীপার্ব্বতী পরমেশ্বর (শ্রীরামেশ্বর শিবলিঙ্গ), শ্রীদত্তাত্রেয়, একটি দেবী মূর্ত্তি, শ্রীহনুমান্‌জী, একটি প্রাচীন বটবৃক্ষতলে তেত্রিশকোটি দেবতার মন্দির প্রভৃতিও দর্শন করিলাম। এখানকার প্রায় নাট-মন্দিরের মেজে (floor এ) কূর্ম্মপীঠ অর্থাৎ একটি কূর্ম্মাকৃতি খোদিত। নাটমন্দিরের

স্তম্ভগুলি নানা কারুকার্য্য খচিত। শ্রীবিঠ্ঠল মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় দ্বারের সম্মুখে চোখামেলার সমাধি। প্রথম সিঁড়ির উপর শ্রীনামদেবজীর সমাধি এবং দ্বারের এক পার্শ্বে অখাভক্তের মূর্ত্তি আছে। ভীমা বা চন্দ্রভাগা-তীরে চন্দ্রভাগাতীর্থ, সোমতীর্থাদি বহুস্থান ও তথায় বহু মন্দির আছে। এই স্থানকে শ্রীনারদরেতী বলা হয়। শ্রীনারদজীর একটি মন্দির আছে। একস্থানে দশটি শিবলিঙ্গ আছেন। একস্থানে শ্রীভগবানের চরণ-চিহ্ন আছে। উহাকে বিষ্ণুপদ চিহ্ন বলে। এখানে গোপালজী, জনাবাই, একনাথ, নামদেব, জ্ঞানেশ্বর তথা তুকারামের মন্দির আছে।

পণ্ঢরপুরে শ্রীকোদণ্ডরাম ও শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণজীর মন্দির আছেন। ভীমানদীর অপর পারে শ্রীবল্লভা-চার্য্যের একটি বৈঠক আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবিশ্বরূপ (যাঁহার তত্ত্ব শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—

> বলদেব-প্রকাশ—পরব্যোমে 'সঙ্কর্ষণ'।
> তিঁহ বিশ্বের উপাদান-নিমিত্ত-কারণ॥
> তাঁহা বই বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর।
> অতএব 'বিশ্বরূপ' নাম যে তাঁহার॥
>
> —চৈ চঃ আদি ১৩।৭৫-৭৬)

—যিনি পরব্যোমস্থ মহাসঙ্কর্ষণের অবতার, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ 'শঙ্করারণ্য স্বামী' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেশভ্রমণ করিতে করিতে এই পণ্ঢরপুর তীর্থে আসিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ চিন্ময়-ধামে প্রবেশ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই পণ্ঢরপুরে আসিয়া শ্রীবিঠ্ঠল দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিয়া প্রেমাবেশে বহু নর্ত্তন কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহাকে পরম আদরে ভিক্ষা গ্রহণ করাইলেন। তথায় শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নামক এক প্রেমিক পুরুষের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তিনি একসময়ে তাঁহার শ্রীজগন্নাথমিশ্র গৃহে শ্রীশচীমাতার হস্তপাচিত অপূর্ব্ব অন্নব্যঞ্জনাদি ভিক্ষা লাভের কথা জানাইয়া প্রসঙ্গক্রমে শ্রীবিশ্বরূপের পণ্ঢর-পুরে নিত্য চিন্ময়স্বরূপ-সিদ্ধিপ্রাপ্তির কথা জ্ঞাপন করেন। আমরা অনেকেরই নিকট শ্রীবিশ্বরূপকথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কেহ তাঁহার কোন সঠিক নির্দ্দেশ দিতে পারিলেন না।

যাহা হউক স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদভিন্ন-প্রকাশ শ্রীমূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ প্রভু ও তদ-ভিন্ন প্রকাশ মহাসঙ্কর্ষণ স্বরূপ শ্রীল বিশ্বরূপ এবং শ্রীমন্মহা-প্রভুর নিজজন শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কপূত স্থান পণ্ঢার-পুরে আসিয়া এবং ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ বিঠ্ঠলদেবকে দর্শন করিয়া আমরা সকলেই পরমানন্দ লাভ করিলাম। আমাদের পরিক্রমার প্রথম—রেমুণায় ভক্তবৎসল ভগ-বান্ শ্রীগোপীনাথ দর্শন এবং মধুরেণ সমাপয়েৎ ন্যায়ে পরিক্রমার শেষভাগেও ভক্তবৎসল ভগবদ্দর্শন লাভে সকলেরই হৃদয়ে এক অপার্থিব আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ পূজ্যপাদ মহারাজ খুবই ভাববিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীবিঠ্ঠলনাথের চরণে তাঁহার সেবকেরা সকল যাত্রীরই মস্তক স্পর্শ করাইতেছেন, শ্রীমন্মহারাজের মস্তক স্পর্শ করাইতে বলিলে মহারাজ হিন্দীভাষায় অত্যন্ত দৈন্যভরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—আমার এই অপবিত্র মস্তক কি তাঁহার শ্রীচরণ-স্পর্শযোগ্য হইতে পারে? মহারাজের এই শিক্ষা সকলেরই মর্ম্মে মর্ম্মে বাজিয়া উঠিল। শ্রীভগবান্ গোলোক-বৈকুণ্ঠপতি—তিনি কোথায়, আর আমার ন্যায় কাম ক্রোধের কুক্কুর মহা-পাপিষ্ঠের পাপকলুষিত অঙ্গ—মস্তক বা হস্তাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় কোথায়? স্পর্শ করিলেই কি স্পর্শ হইয়া যায়? তদ্গতপ্রাণ প্রেমবিনম্র মস্তক প্রীতিমাখা হস্তই ত' ঐ শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিয়া ধন্য হইতে পারে! অধোক্ষজ ভগবান্ নিষ্কপট সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের নিকটই ধরা দিয়া থাকেন। তাহারই স্পর্শযোগ্য হন। শ্রীবিঠ্ঠলনাথের পূজারী পাণ্ডারা অত্যন্ত অর্থগৃধ্নু হইলেও তাহারাও পর্য্যন্ত

মহারাজের কথায় স্তব্ধীভূত হইয়া পড়িল! যাহা হউক এখানকার পূজারী পাণ্ডাদের অর্থলালসা অত্যধিক—কেবল 'চঢ়াও' 'চঢ়াও' রব। মহারাজ নিজে স্বহস্তে ৫৲ টাকা এবং সঙ্গের যাত্রীরা সকলেই ২।৲ টাকা করিয়া দিলেও তাহাদের অর্থলালসা যেন কিছুতেই থামে না। যাহা হউক মহারাজ নাটমন্দিরে শ্রীবিঠ্‌ঠল-নাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মর্ম্মস্পর্শী করুণ-সুরে জয় গান, হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে, মহামন্ত্র ইত্যাদি কীর্ত্তন করিলে শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী মহারাজের ইচ্ছানুসারে যশোদানন্দন কৃষ্ণ, জয় শ্রীরাধে জয় নন্দ নন্দন ইত্যাদি কীর্ত্তন করেন। মন্দিরের দ্বারদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্র তুলসীর ছড়া-ছড়ি, পদবিক্ষেপেও ভয় হয়। কিন্তু অন্য দর্শনার্থীর তাহাতে কোন ভ্রূক্ষেপ দেখিলাম না। শ্রীবিঠ্‌ঠলদেবকে তুলসী সহিত পুষ্পমাল্য দেওয়া হয়। আমরা শ্রীমন্দির-দ্বারদেশের দোকান হইতে কিছু প্যাঁড়া লইয়া শ্রীভগবান্ বিঠ্‌ঠলদেবকে ভোগ দিয়া প্রসাদ লইলাম। সন্ত শ্রীজ্ঞানেশ্বর কীর্ত্তিমন্দির বলিয়া একটি ধর্ম্মশালায় আমাদের কৃসরান্ন (খিচুড়ী) পাক করিয়া ভোগ দিয়া প্রসাদ পাওয়া হইল। শ্রীসঙ্কর্ষণ দাস শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবার্থ অনেক প্যাঁড়া দান করিলেন। প্রসাদ পাইতে আমাদের প্রায় ৩॥ টা বাজিয়াছিল। বিশ্রাম স্থান প্রদান, রন্ধন পাত্রাদি ও রন্ধনের ব্যবস্থা প্রভৃতি করিয়া দেওয়ার জন্য ধর্ম্মশালা কর্ত্তৃপক্ষকে মাত্র ১০৲ টাকা দিতে হইয়াছিল। আমরা ৭৮ মূর্ত্তি প্রসাদ পাইয়া ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

শ্রীমন্দির হইতে ষ্টেসন পর্য্যন্ত টাঙ্গা ৮ আনা ও ১৲ টাঃ টাঙ্গা ষ্ট্যাণ্ড হইতে লইলে ৮৹ আনা, একটু দূর হইতে লইলে ১৲ টাকা লয়। আমাদের পণ্ঢরপুরের পাণ্ডার নাম—শ্রীগোপাল বিষ্ণু দেশ পাণ্ডে, হাউস্ নং ২৮২১, ক্ষেত্র—পণ্ঢারপুর, জেঃ সোলাপুর, মহারাষ্ট্রপ্রদেশ। পাণ্ডার ভ্রাতার নাম—শ্রীবালকৃষ্ণ। ইহাদের ব্যবহার মন্দ নহে। আমাদের গাড়ী সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় ছিল। দৈবক্রমে কুর্দ্দুওয়াদী ষ্টেসনে পৌছিতে ৮।১০ মিনিটের রাস্তা বাকী আছে এমন সময় আমাদের ট্রেনের ইঞ্জিন খারাপ হওয়ায় অনেক বিলম্ব করিতে হইয়াছিল। কুর্দ্দুওয়াদী হইতে আর একখানি ইঞ্জিন আসিয়া আমাদিগকে লইয়া গেল। তাহাতে ২ ঘণ্টা লেট হইয়া গেল। পণ্ঢরপুরে বেশ পাত্‌লা চিড়া পাওয়া গিয়াছিল, প্যাঁড়াও ভাল।

২৬।১১—কুর্দ্দুওয়াদীষ্টেসন—আমরা অদ্য কুর্দ্দুওয়াদী ষ্টেসনেই অপেক্ষা করিতেছি। কেননা গতকল্য ৬ মূর্ত্তি পণ্ঢরপুর দর্শনার্থ যাইতে পারেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে ৪ মূর্ত্তি অদ্য সকালের ট্রেণে পাণ্ঢারপুর গেলেন। অদ্য মধ্যাহ্নে আমাদের সঙ্গের যাত্রী মহিলাবৃন্দ উৎসব দিলেন। পুষ্পান্ন পরমান্নাদি বহু বিচিত্র ভোগ শ্রীভগ-বান্‌কে নিবেদন করা হইয়াছিল। সকলেই বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে মহানন্দে প্রসাদ সম্মান করিলেন। আমরা রাত্রি ১২॥ টায় কুর্দ্দুওয়াদী ষ্টেসন হইতে নাগ-পুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। হায়দরাবাদ-মঠরক্ষক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী একাকীই কুর্দ্দুওয়াদী হইতে হায়দরাবাদ রওনা হইলেন। তাঁহার সঙ্গী শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী কলিকাতা চলিলেন।

২৭।১১—গত রাত্রি ১২॥৹ টায় কুর্দ্দুওয়াদী হইতে রওনা হইয়া অদ্য ভোরে ঢোণ্ড্‌ষ্টেসনে (Dhond station), তথা হইতে বেলা প্রায় ১২ টায় মন্‌মাদ (Manmad) ষ্টেসনে পৌছাই। এখানে রন্ধনাদির ব্যবস্থা হয়। সন্ধ্যা ৭-৫মিঃ এ মন্‌মাদ হইতে নাগপুর যাত্রা করি। শুনিলাম, মন্‌মাদ বাজারে অন্যস্থান হইতে জিনিষ পত্র বেশ সস্তা।

২৮।১১—অদ্য সকাল প্রায় ৭॥৹ টায় নাগপুর ষ্টেসনে পৌছিয়া স্নানাহ্নিকাদি সম্পাদন করিলাম, ভুসাবল হইয়া নাগপুর আসিতে হইল। এখানেই মাধ্যাহ্নিক ভোগের ব্যবস্থা হইল। আমরা প্রসাদ পাইয়া এখান হইতে বেলা ১-৩০ ঘটিকায় হাওড়া অভিমুখে রওনা হইলাম। রাত্রিতে বিলাইনগর কারখানা হইয়া চলি-

লাম। উভয়পার্শ্বের কএক মাইলব্যাপী আলোক-মালার দৃশ্য বড়ই আনন্দদায়ক হইয়াছিল। নাগপুর ষ্টেসনে আমরা অনেকেই টাকায় ২২-২৫টা কমলালেবু লইলাম বটে, কিন্তু দার্জ্জিলিংএর লেবুর মত মিষ্টি নহে।

২৯।১১--হাওড়া—বেলা ৪-৪০মিঃ এ হাওড়ায় পৌছিবার কথা। মনে হয় ৪০ মিনিট লেট হইয়া আমরা সকালে রাউলকেল্লা (উড়িষ্যার মধ্যে) এবং বেলা প্রায় ১০ টায় টাটানগর (বর্ত্তমানে বিহার মধ্যে) পৌছাই। উভয় স্থলেই বড় লোহার কারখানা। টাটানগর কারখানা এক বিরাট ব্যাপার। টাটানগর ষ্টেসনে আমাদের যাত্রীদের কএকজন নামিয়া গেলেন। এখানে আমাদের পুরী প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হইল। অতঃপর আমরা প্রায় সন্ধ্যায় হাওড়াষ্টেসনে পৌছিলাম। ডাঃ এস্, এন, ঘোষ এম্-এ, শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ্ ঠাকুর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অনেকেই প্রসাদী পুষ্পমাল্য চন্দনাদি সহ সগোষ্ঠী শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে প্লাটফর্ম্মে অবতরণ পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণ প্রদত্ত প্রসাদী নির্ম্মাল্য প্রাপ্ত হইয়া আমরা তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য প্রত্যাভিবাদন ও প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলাম। শ্রীরামনারায়ণ ভোজনগরওয়ালা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল-ব্যাঙ্কের য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট জেনারেল ম্যানেজার শ্রীসীতারামজী মহীন্দ্র ও ডাঃ এস্, এন, ঘোষ তাঁহাদের স্ব স্ব মোটরগাড়ী ষ্টেসনে পাঠান। ডাঃ ঘোষ মোটরগাড়ী সহ স্বয়ংই ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতাবাসী গৃহস্থ যাত্রীদের আত্মীয় স্বজন ষ্টেসনে আসিয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব গৃহে লইয়া চলিলেন। আসামদেশীয় ও কলিকাতার দূরবর্ত্তী স্থানের কতিপয় যাত্রী আমাদের সহিত মঠেই চলিলেন। আমাদের মালপত্র ট্রাক্ বোঝাই করিয়া মঠে প্রেরিত হইল। বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সগোষ্ঠী স্বামিজী মহারাজ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উপনীত হইলেন। শ্রীযুক্ত সুধাংশু শেখর মুখার্জ্জি মহাশয় সগোষ্ঠী শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমন উপলক্ষে রাত্রিতে মঠে একটি মহোৎসবের ব্যবস্থা করেন। সমাগত ভক্তবৃন্দের সহিত তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচনা করতঃ শ্রীল মহারাজ প্রস্তুত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে বসিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ মাসাধিককাল পরে শ্রীমন্মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ৩০।১১ তারিখ মধ্যাহ্নেও শ্রীসুধাংশু বাবু শ্রীমঠে উৎসবের ব্যবস্থা করেন। ২।১২ তারিখে আসাম তেজপুরের S. D. O. শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর বাবুর মাতাঠাকুরাণী ও ভগিনী শ্রীমঠে উৎসবের আয়োজন করেন। ইঁহারা দক্ষিণ ভারতে তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে

জালন্ধরে বিরাট ধর্ম্ম-সম্মেলন

জালন্ধর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে বিগত ২৬ চৈত্র, ৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ২৯ চৈত্র, ১২ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত মাই হিরা গেটস্থিত স্থানীয় শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরের সুবিশাল সভামণ্ডপে দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন ও সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ হইতে ১৫ চৈত্র, ২৯ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত নয় দিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ পার্ষদবৃন্দসহ ব্যাপৃত থাকায় জাল-

ন্ধর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার সভ্যবৃন্দ তাহাদের ধর্ম্মসম্মেলনের তারিখ পরিবর্তন করিয়া উক্ত সম্মেলনে পৌরোহিত্যের জন্য শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা জানাইলে শ্রীল আচার্য্যদেব পাঞ্জাব-দেশবাসী গৌরভক্তগণের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করেন। তদনুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে তিনি ২৩ চৈত্র, ৬ এপ্রিল সোমবার কলিকাতা হইতে হাওড়া অমৃতসর মেলে রওনা হইয়া ২৫ চৈত্র, ৮ এপ্রিল বুধবার প্রাতে জালন্ধর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করেন। ষ্টেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় নাগরিকগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তনসহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। অতঃপর দুইটী মোটরযানে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সমাগত নরনারীগণ বিক্রমপুরা পল্লীস্থিত নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান শ্রীচিন্তাপূর্ণী শ্রীমন্দির পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনসহযোগে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করেন। শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী কৃতি-রত্ন (কাপুর) উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য তথায় পূর্ব্বদিবস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। জালন্ধরের পথে লুধিয়ানা ষ্টেশনে বহু বিশিষ্ট নাগরিকগণ শ্রীল আচার্য্যদেবকে দর্শন করিতে আসেন এবং প্রচুর পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

২৬ চৈত্র, ৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সায়ংকালে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে নবচূড়াবিশিষ্ট সুসজ্জিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ-গণ যথাবিহিত সম্পূজিত হইলে মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেব মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, কাঁসর ধ্বনি সহযোগে ভাবভরে সুমধুর নৃত্য ও কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সমুপস্থিত নরনারীগণ এক অনির্ব্বচনীয় বিমলানন্দে আপ্লুত হইয়া নিষ্পলক নয়নে দর্শন করিতে থাকেন। অতঃপর স্থানীয় ভক্তগণ সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া নৃত্য-কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। সমস্ত রাত্র-ব্যাপী শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন পরদিবস প্রাতে শ্রীল আচার্য্য-দেবের শুভ উপস্থিতিতে উদ্‌যাপিত হয়। দিল্লী, অমৃতসর, লুধিয়ানা, ফিরোজপুর, খান্না, হোসিয়ারপুর, কারটারপুর, গুরুদাসপুর, নূরপুর, উনাও, তালওয়ারা প্রভৃতি পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে অগণিত নরনারী ও সংকীর্ত্তনমণ্ডলী তথায় সম্মেলনে যোগদানের জন্য সমুপস্থিত হইলে উহা এক বিরাট নিখিল পাঞ্জাব ধর্ম্মসম্মেলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

২৭ চৈত্র, ১০ এপ্রিল শুক্রবার হইতে ২৯ চৈত্র, ১২ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৮টা হইতে ১২॥ টা পর্য্যন্ত, ২৮ চৈত্র ও ২৯ চৈত্র প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত, এবং ২৯ চৈত্র অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সাধারণ ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত ২৭ চৈত্র ও ২৮ চৈত্র প্রত্যহ অপরাহ্ণ ২ টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে এবং ২৯ চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণে 'শ্রীনাম সংকীর্ত্তন মহিমা', 'শুদ্ধা ভক্তি', 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূত চরিত্র ও শিক্ষাবৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের অতীব সুযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ অথচ রসদ অপূর্ব্ব ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও স্থানীয় ডি-এ-ভি কলেজের অধ্যাপক শ্রীহরবংশ লাল ওবয়ায় রবিবার অন্তিম ধর্ম্ম-সম্মেলনে ভাষণ প্রদান করেন। প্রত্যহ রাত্রিতে ধর্ম্ম-সম্মেলনে সহস্রাধিক নরনারীর সমাগম হয়।

২৯ চৈত্র, ১২এপ্রিল রবিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় মাই হিরা গেটস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দির হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া আড্ডা হোসিয়ারপুর, খেংরা গেট, পঞ্জপীর চৌক, আটারী বাজার, সৈদাঁ গেট, রেণক বাজার, শেখাঁ বাজার, কালাঁ বাজার, ভেরোঁ বাজার প্রভৃতি প্রধান প্রধান মহল্লা পরিভ্রমণ করিয়া উক্ত শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে পূর্ব্বাহ্ণ ১০॥ ঘটিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের জয়গান করতঃ দুই বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক "হা নিতাই গৌরাঙ্গ" ধ্বনি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ করিলে তদানুগত্যে ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনবৃন্দ এক অনির্ব্বচনীয়

দিব্যানন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া বাহ্যাপেক্ষাশূন্য হইয়া নৃত্য কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজের বিরামহীন উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন এবং শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল, শ্রীরামভজন পাণ্ডে প্রভৃতির মৃদঙ্গবাদ্যসেবা সংকীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দের প্রচুর উল্লাস বর্দ্ধন করিয়াছেন।

যে সকল সংকীর্ত্তনমণ্ডলী ধর্ম্মসম্মেলনে ও নগরসংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(১) কারটারপুরের গোপাল সংকীর্ত্তন মণ্ডল, (২) গুরুদাসপুরের শ্রীরামনাথজীর কীর্ত্তনপার্টি, (৩) নূরপুরের শ্রীচক্রধরজীর পার্টি, (৪) হোসিয়ারপুরের শ্রীগোপাল কৃষ্ণ সেবক, শ্রীথুসীরামজী ও শ্রীগঙ্গারামজীর কীর্ত্তনপার্টি, (৫) জালন্ধরের শ্রীগণেশ দাসজীর বিষ্ণুপ্রচারক সংকীর্ত্তন মণ্ডল, শ্রীরামলালজীর প্রভাত সংকীর্ত্তন মণ্ডল, মাষ্টার হরবংশলালজীর কীর্ত্তনপার্টি ও শ্রীনানকচাঁদজীর পার্টি, (৬) লুধিয়ানার শ্রীলালচাঁদজী, (৭) উনাওর শ্রীমেহেরচাঁদজী, (৮) দিল্লীর শ্রীতুলসীদাসজী (৯) তলওয়ার টাউনসিপের শ্রীচিমনলালজীর পার্টি।

উপরি উক্ত ধর্ম্মসম্মেলন সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন করিতে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারীর (শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়ালার) অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত জালন্ধর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার নিম্নলিখিত সভ্যবৃন্দের সেবাচেষ্টাও প্রশংসনীয়—পণ্ডিত শ্রীচাঁদলালজী, পণ্ডিত শ্রীরামভজন পাণ্ডে, শ্রীযশপালজী, শ্রীওমপ্রকাশজী, শ্রীজওহরলালজী, শ্রীরাজারামজী, শ্রীরামজীদাস, শ্রীবালকৃষ্ণ, শ্রীবুলুকরাজ, শ্রীকৃপারামজী, শ্রীরমেশচন্দ্র, শ্রীআত্মপ্রকাশ, শ্রীগোবিন্দরাম, শ্রীখেরাইতিলাল, শ্রীভকতরামজী, শ্রীবিলাইতিরাম, শ্রীরাজকুমার, শ্রীপরীক্ষিৎ কুমার, ও শ্রীলালচাঁদজী। লুধিয়ানার মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীনরেন্দ্র কাপুরের শ্রীগুরুমনোঽভীষ্ট সেবার জন্য আন্তরিক প্রযত্নও এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৩০ চৈত্র, ১৩ এপ্রিল সোমবার স্থানীয় জালন্ধর মডেল টাউন (Model Town) স্থিত শ্রীসনাতনধর্ম্ম সভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীগীতামন্দিরে আয়োজিত বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীবিগ্রহসেবা-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও কিছু কথা বলেন। এতদ্ব্যতীত লাডোয়ালি রোডস্থিত আশ্রমের পরিচালক সর্দ্দার শ্রীভগবন্ত সিং কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে এক দিবস উক্ত আশ্রমে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীভগবন্ত সিং আশ্রমস্থ সভ্যবৃন্দসহ ব্যাণ্ডপার্টি সহযোগে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীসর্দ্দারজী সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেবকে তোরণদ্বার হইতে বৃহৎ সভামণ্ডপে লইয়া গেলে সভামঞ্চে ভাষণরত বৃন্দাবনস্থ স্বনামধন্য শ্রীমৎ হরিবাবাজী মঞ্চ হইতে অবতরণ করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবকে স্বাগত অভিনন্দন জানান। তৎপর শ্রীমৎ হরিবাবা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সমবেত বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে 'প্রেমভক্তি ও গোপীকৈঙ্কর্য্যের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব অভিভাষণ প্রদান করেন। ১লা বৈশাখ, ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার শ্রীরাধে গোপাল মন্দিরের পরিচালকবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব তথায়ও শুভপদার্পণ করতঃ উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রীহরিকথা উপদেশ করেন।

আসামে প্রচার :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্-সি মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে গত ২৩ বৈশাখ, ৬মে বুধবার গৌহাটী হইতে লামডিং এ পৌছিয়া ২ জ্যৈষ্ঠ শনিবার পর্য্যন্ত স্থানীয় কালীবাড়ীতে অবস্থান করতঃ সহরের বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দেন। তৎপর গৌহাটী সহরে Theosophical Lodge এর সেক্রেটারী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া নবীন বড়দলৈ হলে ৩ জ্যৈষ্ঠ রবিবার 'life after death' সম্বন্ধে তিনি ভাষণ প্রদান করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট অসমীয়া শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের নির্য্যাণ

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৭১), ২৬শে মে (১৯৬৪) মঙ্গলবার কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথিতে রাত্রি ১ টার সময় বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদের বিশ্বে শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট প্রচারের সর্ব্বপ্রধান স্তম্ভগণের অন্যতম, শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি, গুরুসেবার অনাড়ম্বর আদর্শ-বিগ্রহ, বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ স্বীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীগৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরমনোঽভীষ্ট প্রচারকবরের সুশীতল শ্রীচরণকমলে নিত্যাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি জগতে শ্রীগুরু-সেবার যে নির্ব্যলীক আদর্শ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহার একবিন্দুও যদি আমরা অনুসরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, তবে আমাদের জীবন ধন্যাতিধন্য হইবে। তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল—শ্রীঅতুল চন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়। বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত পাত্রসায়ের গ্রামে ইং ১৮৮৮ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণ-ষষ্ঠী তিথিতে তিনি আবির্ভূত হন। যৌবনের প্রথম অবস্থায়ই ধানবাদে ই, আই রেলওয়েতে কর্ম্মরত থাকা-কালে তিনি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর গৌরাব্দ ৪৩৪, ইং ১৯২১ মার্চ্চ, বাঙ্গালা ১৩২৭ সালের চৈত্রমাসে শ্রীগৌর-জন্মোৎসবান্তে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ পাঞ্চ-রাত্রিক দীক্ষা ও সংস্কার লাভ করেন এবং তদবধি গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে তিনি শ্রীমৎ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী নামে পরিচিত হন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করার পর হইতেই তাঁহার হৃদয়ে সংসার-পরিত্যাগের কল্পনা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল। অত্যল্প-কাল মধ্যেই তিনি তাঁহার কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করতঃ একান্তভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সহ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ গমন করেন। গঞ্জাম জেলায় খালিকোটের রাজার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সুবৃহৎ মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশসমূহ কীর্ত্তনের ফলে শ্রীমন্দিরের মহান্ত, রাজবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি বহু ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীগুরুসেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৩৩২ সালের ফাল্গুন মাসে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার পর শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার দ্বাত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে গৌরাশীর্ব্বাদ স্বরূপ প্রৌঢ়-সেবাধিকার প্রদান করেন।

তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ভারতের নানাস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে নিযুক্ত থাকাবস্থায় বাঙ্গালা ১৩৪৩ সাল ইং ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে গৌড়ীয় মিশনের পক্ষ হইতে "Missionary in Charge of Europe and America" এই পদবীতে বিভূষিত করিয়া লণ্ডনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথায় সমগ্র ইউরোপে শুশ্রূষু জনসাধারণের মধ্যে এবং মার্কিণদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী অনুকীর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরিপূর্ণ কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হন।

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটের (১৯৩৭, ১লা জানুয়ারী) পর তিনি লণ্ডন হইতে ভারতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষিত ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর

স্বামিপাদ হইতে বৈদিক ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণান্তর সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ নামে পরিচয় লাভ করেন এবং "গৌড়ীয় সঙ্ঘ" নামে একটি সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতঃ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাহার শাখা স্থাপন এবং বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় পারমার্থিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মসেবায় আকর্ষণ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি নদীয়া জেলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থিত শ্রীগৌরহরির মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল ঈশোদ্যানে শ্রীনন্দন-আচার্য্যভবন স্থাপন ও তথায় একটি সুরম্য শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ইহাকে 'গৌড়ীয় সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠানের মূল মঠ (Head office) এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য শাখা মঠসমূহকে উক্ত সঙ্ঘের অধীনস্থ শাখারূপে নির্দ্দেশ করতঃ উহা রেজেষ্ট্রীকৃত একটি সমিতিরূপে গঠন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীগৌরকরুণাশক্তির গৌরমনোঽভীষ্ট পূরণের প্রধান সহায়করূপে যে আড়ম্বরহীন অকৃত্রিম আদর্শচরিত্র শ্রীগুরুসেবক গৌরসুন্দরের ইচ্ছায় জগতের বন্ধুরূপে আগমন করিয়াছিলেন, আজ তিনি তাঁহার সুমহান সেব-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া জড়জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, হইল সঙ্গ-ভঙ্গ॥"

বিরহসংবাদ [১]

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহাশয়ের কৃপাপ্রাপ্ত আসাম প্রদেশস্থ কামরূপ জেলান্তর্গত মহারাণী গ্রামের শ্রীমাণিক চন্দ্র কলিতা (দাসাধিকারী) মহাশয় বিগত ২০ ফাল্গুন, ১৩৭০, ৪ মার্চ্চ, ১৯৬৪ বুধবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় স্বগ্রামে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বিঘা জমী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যদেবের নামে কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে দানপত্র করিয়া দিয়াছিলেন এবং কতক বৎসর যাবৎ কখনও শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং কখনও সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করতঃ শ্রীমঠের বিবিধ সেবা করিয়াছেন। তাঁহার সুস্নিগ্ধ স্বভাব, শ্রীগুরুবৈষ্ণবে নিষ্ঠা এবং সেবাচেষ্টার জন্য আমাদের মঠসমূহের অধ্যক্ষ শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে বিশেষ প্রীতি করিতেন। তিনি মঠবাসের পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রদ্বয়কে ভূসম্পত্তি আদি যথাযোগ্যরূপে বিভাগ করিয়া দিয়া শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে স্থায়ী স্মৃতিমূলক কোনও সেবা করিবার অভিপ্রায়ে নিজ নামে কএক বিঘা জমী রাখিয়াছিলেন, কিন্তু জমীর যথোপযুক্ত মূল্য না পাওয়ায় শেষপর্য্যন্ত তিনি নিজ মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় পিতার স্মৃতিতে পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তির দ্বারা শ্রীধাম মায়াপুরে কোনও স্থায়ী সেবা সম্পাদন করিলে সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের এবং তাহাদের পিতার পরলোকগত আত্মার সুখের বিষয় হইবে। শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমে তাঁহার ন্যায় নিষ্কপট প্রাচীন সেবককে আমাদের মধ্য হইতে তাঁহার প্রাপ্যধামে শ্রীগৌরসুন্দর লইয়া যাওয়ায় আমরা অত্যন্ত বিরহ-সন্তপ্ত।

[২]

কামরূপ জেলান্তর্গত সরভোগনিবাসী অসম দামোদর পন্থীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য স্বধামগত ঘনকান্ত গোস্বামী মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী বিগত ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৯ মে মঙ্গলবার বেলা ১০ ঘটিকায় নিজ বাস ভবনে পরলোক গমন করেন। তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকমলাকান্ত গোস্বামী প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে যৌবনের প্রারম্ভে বিষয় ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের শ্রীচরণাশ্রয় করেন এবং দীর্ঘকাল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করতঃ মেদিনীপুর সহরস্থ শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীমায়াপুরে শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠ, মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীবাস অঙ্গনাদির দীর্ঘকাল সেবা করিয়া আচার্য্যদেবের নিকটে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ বর্ত্তমানে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ নামে সুপরিচিত হইয়া শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক-রূপে সেবা করিতেছেন। এবম্প্রকার বৈষ্ণব যতির জননীর ভাগ্যের সীমা নাই। তাঁহার লোকান্তরিত হওয়ার সংবাদে সজ্জনমাত্রেই ব্যথিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার শ্রীভগবৎ করুণালাভের সুনিশ্চিত আশা পোষণ করি।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা

২৮ ত্রিবিক্রম, ৪৭৮ গৌরাব্দ; ৯ আষাঢ়, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ; ২৩ জুন, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ মঙ্গলবার হইতে ৩০ ত্রিবিক্রম, ১১ আষাঢ়, ২৫ জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত নদীয়া জেলার চাকদহের অন্তর্গত যশড়ায় শ্রীগৌর-পার্ষদপ্রবর শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে **শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে দিবসত্রয়ব্যাপী মেলা** এবং শ্রীমন্দিরে শ্রীহরি-কীর্ত্তন-মহোৎসব। সজ্জন সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

আষাঢ়—১৩৭১

৪র্থ বর্ষ] বামন, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ [৫ম সংখ্যা

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও ভক্তাবাস

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

উপদেষ্টা :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।

৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড; কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৪র্থ বর্ষ { শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৭১।
৪ বামন, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, সোমবার, ২৯ জুন, ১৯৬৪। { ৫ম সংখ্যা

কেহই আমার অমঙ্গল করিতে পারে না

[পত্রে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ]

...পঞ্চে অবস্থানকালে আপাত সুখের মায়া-মরীচিকায় ধাবিত হই, তজ্জন্য আমাকে আশীর্ব্বাদ ... তদ্রূপ উদ্দাম-প্রবৃত্তি-চালিত হইয়া কষ্টের মধ্যে না পড়ি। জন্মে জন্মে আমরা হরিবৈমুখ্য লাভ করিয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাদি যথাযথ আচরণ পূর্ব্বক নিজ মঙ্গল সাধন করিতে পারি নাই। ইহজন্মে ভগবদ্ভক্তগণের অলৌকিক সঙ্গ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াও উদ্দাম-ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যে ব্যস্ত হইলাম! সুতরাং আমাদের ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে! প্রপঞ্চে ত্রিতাপ-তপ্ত জীবসমূহের উচ্ছৃঙ্খলতাকে বহুমানন করিয়া ধনপরিত্যাগকারী নির্ব্বোধ আমি কতই না প্রতিষ্ঠাশাপরায়ণ হইলাম! সুতরাং আপনাদের কৃপালাভের আশায় ধাবিত হইয়াও আপনাদের সেবা করিতে সমর্থ হইলাম না! পুরীষের কীট হইতে লঘিষ্ঠ, জগাই-মাধাই হইতেও গুরুতর পাপিষ্ঠ আমার দুর্গতি দেখিয়া আমার নিত্যবান্ধবগণ কতই না যত্ন করিয়াছেন; কিন্তু আমি প্রবল-চাঞ্চল্য-স্রোতে ভাসিয়া গিয়া তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করি নাই।

আপনি সাংসারিক সুখশান্তি লাভের জন্য যে পিতৃমাতৃভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন ও করিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহাতে আমার অনুমোদনের যোগ্যতা নাই। যেহেতু আমাদের চিত্ত আপনাদের ন্যায় সুনীতি পরায়ণ নহে। যখন আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা করিতে পারিলাম না, তখন আর তদ্ব্যতীত অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিবার আমাদের সময় নাই। তজ্জন্য জাগতিক শুভানুধ্যায়িগণের চরণে দূর হইতে দণ্ডবৎ।

আর একটী বিষয়ে আপনার সহিত আমার মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি কতিপয় ব্যক্তির প্রাকৃত-

দোষ ও প্রাকৃত-দুর্ব্বলতা দেখিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহ-ন্যায়াবলম্বনে ভাসিয়া যাইতে চাহেন, আমি কিন্তু সেই প্রতিকূল বিষয়গুলিকে বহুমানন করিতে প্রস্তুত নহি। আমি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ের ভিক্ষুনীতি পাঠকালে আশ্বস্ত হইয়াছি যে, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা গুণসম্পন্ন হইয়া সকল ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিব, তাহাতে চঞ্চল আপনি বলেন,—যাঁহাদিগকে আপনি আদর্শ জানিয়াছেন, তাঁহাদের ছিদ্র ও দোষ আপনাকে বিপথগামী করিয়াছে। আমি বলি,—আমাদের মনোনিগ্রহ করিলেই সকল প্রতিকূল বিষয়ের তীব্রবেগ আমরা সহ্য করিতে পারিব। সকলই—আমারই মনের দোষ, জগতে কেহই আমার অমঙ্গল করিতে পারে না।"

জ্ঞানবিচার

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যায় ৭৯ পৃষ্ঠার পর)

স্বানুভবই শুদ্ধজ্ঞানের দ্বিতীয় প্রকরণ। জীবের স্বস্বরূপবোধকেই স্বানুভব বলে। জীবের স্বরূপ কি? ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বশীভূত ব্যক্তিগণ এই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়া থাকেন। নীতিবিরুদ্ধ বা অন্ত্যজ জীবনে যাহারা অবস্থিত, তাহারা বলে যে, প্রাকৃত বস্তুর ভাগমত সংযোগদ্বারা মানবকলেবর ও সেই কলেবরস্থিত যন্ত্রসমূহ উৎপন্ন হইলে সেই সকল যন্ত্র চালনা দ্বারা যে একটী জ্ঞান-পর্ব্ব উদিত হয়, সেই জ্ঞানগুণবিশিষ্ট যন্ত্রসমন্বিত নৃদেহই জীব। নৃদেহের বিচ্ছেদে জীব থাকে না। পশুদিগকে জীব বলা যায় না। যাঁহারা নৈতিক জীবনে অবস্থিত, তাঁহারা পূর্ব্ববৎ বাক্য দ্বারা উত্তর প্রদান করে, কেবল অধিক এই মাত্র বলে যে, জীব নীতি-পরায়ণ। নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য ও নীতিদ্বারা পশু ও মানবের পার্থক্য হয়। কল্পিত সেশ্বরবাদী নৈতিকেরা তদ্রূপই উত্তর প্রদান করে, আর বলে যে, জীবের সামাজিক মঙ্গলের জন্য একটী কল্পিত ঈশ্বর বিশ্বাস করতঃ তাহার অধীন থাকা উচিত। বাস্তব সেশ্বরবাদী নৈতিক বলেন যে, ঈশ্বর মাতৃগর্ভে জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। কর্ত্তব্য পালন দ্বারা স্বর্গাদি ভোগ করিতে জীবের যোগ্যতা আছে। অসৎ কার্য্যের দ্বারা নরক গমন হয়। মাতৃগর্ভের পূর্ব্ব সংবাদ যেমত তাঁহারা অবগত নন; তদ্রূপ পরলোকতত্ত্বও তাঁহাদের নিকট স্পষ্টীভূত হয় না। অতএব জীবের ও জড়ের কি সম্বন্ধ, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, জীব বাস্তবিক ব্রহ্ম, অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধ হইয়াছেন। অবিদ্যাবন্ধন দূর হইলে জীব ব্রহ্মই থাকিবেন। এই সমস্ত অস্ফুট, অসম্পূর্ণ ও সদোষ সিদ্ধান্ত দ্বারা ঐ সকল মতস্থ ব্যক্তিগণ স্বস্বরূপ বোধ করিতে পারে না। বিশুদ্ধ জ্ঞান অবলম্বন করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, জীব এই কষ্টময় সংসারের নিত্য নিবাসী নন। জীবের যে বর্ত্তমান দেহ, তাহাও তাঁহার নিত্য দেহ নয়, জীব চিত্তত্ত্ব। ভগবান্ বিভুচৈতন্য, জীব তাঁহার অনুচৈতন্য। ভগবান্ সূর্য্যস্থানীয়, জীব কিরণস্থানীয়। ভগবান্ পূর্ণ সচ্চিদানন্দ এবং জীব চিদানন্দ-কণ-বিশেষ। জড় জগৎ ও জড়, ভগবানের তত নিকট তত্ত্ব নয়, যেহেতু তাহাতে চিদ্বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু জীব স্বয়ং চিদ্বস্তু বলিয়া ভগবানের অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধতত্ত্ব। ভগবানের যেমত একটী স্বরূপ বিগ্রহ আছে, জীবের তদ্রূপ চিদ্দেহ নিত্যরূপে আছে। সেই চিদ্দেহ বৈকুণ্ঠধামে প্রকাশিত থাকে। জড় জগতে বদ্ধ হইয়া তাহা দুইটী আবরণে লুক্কায়িত আছে। সর্ব্বপ্রথম আবরণটীর নাম লিঙ্গাবরণ। অহঙ্কার, মন ও বুদ্ধি ইহারা লিঙ্গজগতের তত্ত্ববিশেষ। জড়াপেক্ষা লিঙ্গজগৎ সূক্ষ্ম, অতএব লিঙ্গাবরণও সূক্ষ্ম। স্থূল জগতে যে আত্মবুদ্ধি ও স্থূল সম্বন্ধে যে আমি বলিয়া অভিমান, তাহাকেই অহঙ্কার বলে। জীবের যে জড়সঙ্গের পূর্ব্বে চিদ্দেহ ছিল, তাহাতে যে আত্মাভিমান, তাহা ন্যায্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু জড়সঙ্গ

ক্রমে জড় বস্তুতে যে আত্মাভিমান তাহা ঔপাধিক ও অন্যায্য। ইহারই অন্য নাম অবিদ্যা। এই অহঙ্কারই জড় ও জীবের মধ্যবর্ত্তিবন্ধনসূত্র। জড়ে অবস্থিত হইয়া জীব জড়ে অভিনিবেশ করেন, তখন ঐ অহঙ্কার স্থূল হইয়া চিত্ত হয়। যখন জড়ে বিচারবৃত্তির চালনা করেন, তখন ঐ তত্ত্ব কিঞ্চিৎ স্থূলরূপে বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়। পরে ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা যখন সাক্ষাৎ জড়কে আলোচনা করেন, তখন ঐ তত্ত্বকে মন বলা যায়। অহঙ্কার হইতে মন পর্য্যন্ত যে তত্ত্ব তাহা শুদ্ধজীবনিষ্ঠ নয় এবং জড়ও নয়। এতন্নিবন্ধন তাহাকে লিঙ্গ বলা যায়। জীবের শুদ্ধাবস্থায় যে চিদ্দেহ, চিৎকার্য্য ও চিদনুশীলন, তাহার কিয়ৎপরিমাণ লক্ষণ লিঙ্গদেহে লক্ষিত হওয়ায় মধ্যবর্ত্তী তত্ত্বকে লিঙ্গ বলে। লিঙ্গবদ্ধ জীবের চিদ্দেহে যে আমিত্ব ও মমত্ব ছিল, তাহা জড়সঙ্গে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া লিঙ্গদেহে আবির্ভূত হইলে, চিদ্দেহ-গত উক্ত পরিচয় লুপ্তপ্রায় ও বিস্মৃত হইতে লাগিল। আপাততঃ লিঙ্গদেহে আমিত্ব উদিত হইলে ঐ দেহ যে জড়দেহের সম্বন্ধে থাকে, আহাতেই আমিত্ব আরোপিত হয়। চিদ্দেহ-গত জীবের যে কৃষ্ণদাস বলিয়া আপনাকে অভিমান ছিল, তাহা রূপান্তরিত হইয়া বিষয়দাসরূপ অভিমান উদিত হয়। এই অবস্থাক্রমে জীবের মায়াবদ্ধতা সিদ্ধ হয়। জীবের চিদ্দেহের প্রথমাবরণ লিঙ্গদেহ এবং দ্বিতীয়াবরণ স্থূলদেহ। স্থূল দেহ যে সকল কর্ম্ম করে, তাহার ফলকে সঙ্গে করিয়া লিঙ্গদেহ দেহান্তর লাভ করে। স্থূললিঙ্গগত জীবের কর্ম্মচক্র ও তুচ্ছ জ্ঞানোর্ম্মি আর নিবৃত্ত হইতে চাহে না। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা কর্ম্মকে অনাদি ও অন্তবিশিষ্ট তত্ত্ব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যে কর্ম্ম জড় জগৎ ব্যতীত অন্যত্র নাই, তাহা জীবের মুক্তি সহকারে বিনাশ লাভ করিবে, ইহা সমস্ত তত্ত্ববাদীর মত। কিন্তু কর্ম্ম যে কিরূপে অনাদি হইল, তাহা অনেকে স্পষ্ট বুঝিতে পারেন না। জড়ীয়কাল চিৎকালের জড়প্রতিফলনরূপে কর্ম্মের ব্যবহারোপযোগী জড়দ্রব্য-বিশেষ। জীব বৈকুণ্ঠে চিৎকাল অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাহাতে ভূত ও ভবিষ্যদ্রূপ অবস্থাদ্বয় নাই। কেবল বর্ত্তমান আছে। জড়বদ্ধ হইলে জীব জড়ীয়কালে প্রবেশ করিয়া ভূত-ভবিষ্যদ্-বর্ত্তমানরূপ ত্রিকালসেবক হইয়া সুখদুঃখের আশ্রয় হন। জড়কাল চিৎকাল হইতে নিঃসৃত হওয়ায় চিৎকালের অনাদিত্বপ্রযুক্ত জীবের জড়ীয় কর্ম্মের আদি যে ভগবদ্বৈমুখ্য, তাহা জড়কালের পূর্ব্ব হইতে আসিতেছে। অতএব জড়কালের সম্বন্ধে তটস্থবিচারে কর্ম্মের মূল জড়কালের পূর্ব্বস্থ বলিয়া কর্ম্মকে অনাদি বলা হইয়াছে। স্পষ্টতঃ এই বলা যাইতে পারে যে, কর্ম্ম জড়কালের সম্বন্ধে অনাদি, কিন্তু জড়কালের মধ্যেই ইহার অন্ত লক্ষিত হওয়ায় কর্ম্মকে বিনাশী বলা যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। জড়কালের মধ্যে কর্ম্মের আদি নাই, কিন্তু অন্ত আছে।

উক্ত বিচারক্রমে সিদ্ধান্তিত হইল যে, জীব দুই প্রকার, মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্তজীব ঐশ্বর্য্যময় ও মাধুর্য্যময় স্বভাব-ভেদে দ্বিবিধ। বদ্ধজীব পঞ্চপ্রকার, পূর্ণবিকচিতচেতন, বিকচিতচেতন, মুকুলিতচেতদ, সঙ্কুচিতচেতন ও আচ্ছাদিত-চেতন। (ক্রমশঃ)

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

(৩ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৭২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপনের জন্য উঠিয়া যাওয়ার পর শ্রীল রঘুনাথ ভক্তগণের সহিত আসিয়া মিলিত হইলে তাঁহারা রঘুনাথের সহিত আলাপে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলেন। তাঁহারা রঘুনাথের শ্রীমন্মহাপ্রভুতে অনুরাগ ও তাঁহার প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপরিসীম স্নেহ দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহার ভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতঃপর রঘুনাথ ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া সমুদ্রে স্নান

করিতে গেলেন। সমুদ্রের পবিত্র জলরাশিতে অবগাহন করিয়া তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করতঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ তাঁহাকে প্রদান করিলে তিনি সানন্দে উহা গ্রহণ করিলেন। এই ভাবে শ্রীল স্বরূপ দামোদরের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক রঘুনাথ পাঁচ দিন মহাপ্রসাদ গ্রহণের পর ষষ্ঠদিবস হইতে তিনি প্রসাদ সেবার জন্য আর গোবিন্দের নিকট আসিলেন না, রাত্রিকালে শ্রীজগন্নাথদেবের পুষ্পাঞ্জলি-সেবা দর্শন করিয়া সিংহদ্বারে ভিক্ষার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ত্যক্তাশ্রমী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ নিরন্তর শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া দিনাতিপাত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছত্রে মাগিয়া খান, কেহ বা রাত্রিতে সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। শ্রীজগন্নাথের গৃহস্থ সেবকগণ প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীজগন্নাথের সেবা সমাপন করিয়া যাইবারকালে সিংহদ্বারে প্রার্থী নিষ্কিঞ্চন সাধুগণকে অন্ন দান করিয়া থাকেন—এইরূপ প্রথাই তথায় চলিয়া আসিয়াছে।

বৈরাগ্যের প্রাধান্য গৌর-ভক্তগণের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—যাহা দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্তোষ লাভ করিতেন। বৈরাগ্যের দুইটী দিক আছে—অন্বয় ও ব্যতিরেক। পরমপুরুষে রাগ অর্থাৎ শ্রীভগবানে রতি বৈরাগ্যের অন্বয় দিক এবং শ্রীভগবদিতর বিষয়ে বিরক্তি ব্যতিরেক দিক। অন্বয় ও ব্যতিরেকের মধ্যে অন্বয়েরই প্রাধান্য। বস্তুতঃ শ্রীভগবদ্রতির আনুষঙ্গিক ফলরূপে শ্রীভগবদিতর বস্তুতে বিরক্তির উদয় হইয়া থাকে। যাঁহাদের ভগবদ্রতি নাই, তাহাদের বৈরাগ্য—ফল্গু বৈরাগ্য, সেই বৈরাগ্যের স্থায়িত্ব বা গাম্ভীর্য্য নাই। শ্রেষ্ঠ রস আস্বাদন ফলে যে নিকৃষ্টের প্রতি বিরক্তি তাহাই যথার্থ বৈরাগ্য বা যুক্তবৈরাগ্য। অতএব প্রেমিক ভক্তগণেই যথার্থ বৈরাগ্য বিদ্যমান। তথাকথিত নির্ব্বিশেষচিন্তাপর ত্যাগিগণের বাহ্যবৈরাগ্যে নিরাপত্তার অভাব রহিয়াছে।

"মহাপ্রভুর ভক্তগণকে, অভক্ত বিষয়িগণ ও শুদ্ধভক্তগণ, উভয়েই ভাল করিয়া নিরপেক্ষভাবে দেখিলে, বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা প্রাকৃত ভোগ-তাৎপর্য্যপর না হইয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণ ও সুখভোগাদিলাভ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবার্থে কৃষ্ণেতর-বিষয়মাত্রেই উদাসীন। তাঁহাদের বিষয়ত্যাগপূর্ব্বক অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা অলৌকিকী কৃষ্ণসেবা—সাধারণ লৌকিকী দৃষ্টির বোধগম্য নহে; ভগবান্ গৌরসুন্দর কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বিরক্ত ব্যক্তির শুদ্ধ ভজনচতুরতা সন্দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করেন।" —শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবিন্দকে রঘুনাথের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে গোবিন্দ সিংহদ্বারে রঘুনাথের ভিক্ষাবৃত্তির কথা জানাইলেন। উহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্তুষ্ট চিত্তে বলিলেন—রঘুনাথ ঠিক বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন। বৈরাগীর ধর্ম্ম ও আচরণ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

"বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফলমূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।২২৩-২২৭

[ত্রিদণ্ডি-শ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু শ্রীধর স্বামিচরণ ভাবার্থদীপিকায় পঞ্চবিধ ভিক্ষা-সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন,—

"মাধুকরমসংক্লিপ্তং প্রাক্প্রণীতমযাচিতম্।
তাৎকালিকোপপন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যং পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥"

ভিক্ষা পঞ্চবিধ—(১) মাধুকরী-ভিক্ষা, (২) অসংক্লিপ্ত-

ভিক্ষা, (৩) অযাচিত-ভিক্ষা, (৪) প্রাক্প্রণীত-ভিক্ষা এবং (৫) তাৎকালিক-প্রাপ্ত-ভিক্ষা।

ভৈক্ষ্যপঞ্চক মধ্যে বৈরাগীর পক্ষে নিজ জীবন-ধারণের জন্য মাধুকরী ভিক্ষাই প্রশস্ত। একত্র ভিক্ষা (একই ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা) গ্রহণ বৈরাগীর কৃত্য নহে। উহাতে নিরপেক্ষতার বিশেষ হানি হয়, নিরপেক্ষতা-হানি হইলে ধর্ম্ম রক্ষা করা যায় না।

'মধুকর বিভিন্ন স্থান হইতে যে পুষ্পসার (মধু) সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহার অধিকাংশই পরার্থে নিয়োজিত হয়; তদ্রূপ বৈষ্ণব বিভিন্ন স্থান হইতে যে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া থাকেন তাহা যদি **শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায়** নিয়োজিত হয় তাহা হইলেই তাহাকে 'মাধুকরী ভিক্ষা' বলা যায়। বহুস্থান হইতে সংগৃহীত হওয়ায় তাহাতে কোনও একটি বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের দোষ স্পর্শ হয় না। ত্যক্তগৃহ বৈরাগীর আচরণ সম্বন্ধে কাশীবাস-কালে গৌর-পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শিক্ষা,—

"সনাতন, তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবা।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবা॥
সনাতন,—কহে আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব ?"

—চৈ চঃ মধ্য ২০।৮০-৮১

সন্ন্যাসী, বনচারী ও ব্রহ্মচারীর আশ্রম কৃত্য সম্বন্ধে সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে ভিক্ষা-গ্রহণবিধি অন্যতম। শিল্প, বাণিজ্য, চাকুরী ইত্যাদি অন্য কোনও বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণের ব্যবস্থা তাঁহাদের জন্য শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। বর্ত্তমানযুগে দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদাসংরক্ষক অস্মদীয় পরম গুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তজ্জন্য উপরি উক্ত তিন আশ্রমীকে ভিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বিশিষ্ট ধনাঢ্য ভক্তগণ তাঁহাকে মঠের সেবাখরচ নির্ব্বাহের জন্য কখনও কখনও প্রচুর সম্পত্তি দিতে চাহিলেও তিনি উহা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, কারণ তাঁহার ধারণায় সম্পত্তি ও অর্থাদির প্রাচুর্য্য থাকিলে ত্যক্তাশ্রমিগণের সাধনাবস্থায় আলস্য ও প্রায়শঃই পারমার্থিক অকল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। ভিক্ষাতে স্বাভাবিক দৈন্য, শ্রীভগবানে নিষ্কপট শরণাপত্তি, বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভক্ত ও ভগবানের মহিমাকথন, নিজ সর্ব্বেন্দ্রিয়—কায় মনো-বুদ্ধি-বাক্য ভক্ত ও ভগবানের সেবায় নিয়োজন ইত্যাদি বহুবিধ মঙ্গলকর ব্যাপার নিহিত হওয়ায় উহা ভিক্ষা-গ্রহীতা ত্যক্তাশ্রমী ও ভিক্ষা-দাতা গৃহস্থ উভয়ের পক্ষেই বিশেষ শুভদায়ক হয়। অবশ্য ঈশ্বরারাধনা, শাস্ত্রাধ্যয়ন, ধর্ম্মাচরণমুখে প্রচারকৃত্য বিষয়ে অবহিত না হইয়া কেবলমাত্র নিজ উদরপূর্ত্তির জন্য ভিক্ষা করা হইলে উহা নিঃসন্দেহে গর্হণযোগ্য। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে স্থিত অবস্থায় প্রবৃত্তিমার্গে অধিকতর রুচি দেখা গেলে, শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাক্রমে স্ববর্ণে বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশের ব্যবস্থা আছে, পরে পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ হইলে বানপ্রস্থ আশ্রম এবং ক্রমশঃ সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকারের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। আবার নিবৃত্তিমার্গে রুচি-বিশিষ্ট হইলে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে বৃহদ্ব্রতী অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হওয়া যায় অথবা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা যায়। আচার্য্যসেবার জন্য ত্রিসন্ধ্যা ভিক্ষা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি।
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা॥
আশ্রমাপসদা হেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বনাঃ।
দেবমায়াবিমূঢ়াংস্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়া॥

(ভাঃ ৭।১৫।৩৮-৩৯)

গৃহস্থ ব্যক্তির স্ববর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া-ত্যাগ, ব্রহ্মচারীর গুরুকুলবাসাদি ব্রতত্যাগ, বানপ্রস্থের পুনরায় গ্রামে বাস এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়-লালসা এই সকল আশ্রমবিড়ম্বনা মাত্র। অতএব আশ্রম-কলঙ্ক-বিমোহিত দেব-মায়ায় ঐ সকল ব্যক্তিকে অনুকম্পাপূর্ব্বক উপেক্ষা করিবে অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গ বা দ্বেষ করিবে না।

গুরুগৃহে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে গুরুসেবার দ্বারা বিদ্যার্থিগণের শিক্ষার ব্যবস্থা ভারতবর্ষে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল—এই শিক্ষাপদ্ধতিতে পার্থিব বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্থীকে তাঁহার মনুষ্যত্ব বিকাশসাধনকল্পে চরিত্র গঠন ও ঈশ্বরোপাসনাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। নতুবা ধর্ম্ম ও নীতিরহিত মনুষ্য পশুতুল্য হইয়া দাঁড়ায়। অধুনা শিক্ষা হইতে চরিত্র গঠন ও নীতির মূল ভিত্তি ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঈশ্বরোপাসনা সম্পূর্ণরূপে বিদায় লাভ করিতেছে, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়সৌখ্য লাভের জন্য পার্থিব বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা প্রসারিত হইতেছে। এই নাস্তিক্য শিক্ষার বিষময় ফল আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। ভারতবর্ষে আর্য্যঋষিগণের ব্যবস্থাপিত প্রাচীনপন্থায় কেবলমাত্র বাহ্যানুষ্ঠানিক দিক্‌টা লক্ষ্য করিয়া ভারতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা অধুনা প্রবর্ত্তিত হউক ইহা আমাদের বক্তব্য নহে, কিন্তু তাহাদের শিক্ষার তাৎপর্য্য ও ভাবধারা অনুসরণ করিয়া সেইভাবে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির মৌলিক সংস্কার সাধিত হউক, ইহাই অভিপ্রেত।

বৈরাগীর পক্ষে জিহ্বালাম্পট্য তাঁহার পারমার্থিক জীবনের প্রবল অন্তরায়। উত্তম উত্তম ভোজ্যদ্রব্য আস্বাদনের লোভ হইলে কৃষ্ণেতর বিষয়-রসেতে অভিনিবেশ আসিয়া পড়িবে, তখন শ্রীকৃষ্ণভজন সম্ভব হইবে না। 'তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্। ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥'—(ভা ১১। ৮।২১)—যে কাল পর্য্যন্ত রসনেন্দ্রিয়কে জয় না করিতে পারা যায়, সে কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করিয়াও পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। রস জয় হইলেই সকল জয় হয়। অনাহারের দ্বারা জিহ্বালাম্পট্য প্রশমিত হয় না, উহাকে প্রশমন করিবার একমাত্র উপায় শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন। 'কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়, স্বপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই,। সেই অন্নামৃত খাও, রাধাকৃষ্ণগুণ গাও, প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই॥' 'মহাপ্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চজয়।'

বস্তুতঃ শ্রীহরিনামরসে নিমগ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের ইতর প্রবৃত্তিসমূহ সম্যকপ্রকারে বিদূরিত হয় না। অপরাধফলে শ্রীনামভজনে রুচি হয় না। সুতরাং নিরপরাধে সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনে প্রযত্ন করা বৈরাগীর কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

কে যুগধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন ?

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পাই—

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
'কৃষ্ণ'—এক প্রেমদাতা, শাস্ত্র প্রমাণে॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৭।১১,১৪)

কৃষ্ণশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণই ধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ। শ্রীনামাচার্য্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণশক্তির অবতার স্বরূপ-শক্তি। কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ইচ্ছা বা কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত কেহই মনোধর্ম্ম বলে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়া লোকের প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিতে পারে না। জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে বলিয়াছেন—

বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃন্ন সংস্পৃশেৎ॥
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

ধর্ম্মবক্তাদ্বিবিধ—(১) সরাগ ও (২) নীরাগ। সরাগ বক্তা লোভী ও কামী, তাঁহার কথা হৃদয় স্পর্শ করে না। তিনি কেবল উপদেশই প্রদান করেন, নিজের জীবনে

কখনও উপদিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা করেন না অর্থাৎ স্বয়ং আচরণ করিয়া উপদিষ্ট-বিষয়ের সত্যতা ও ফল প্রত্যক্ষ করেন না। এজন্য তাঁহার কথাগুলি প্রাণহীন উক্তি মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। তোতাপাখীর ন্যায় কেবল মুখস্থ বুলির দ্বারা নিজের ও পরের মঙ্গল করা যায় না। পরীক্ষা না করিয়া—আচরণ না করিয়া উপদেশ প্রদান করিলে তাহা লোকনাশার্থ ই হইয়া থাকে।

বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিই সরাগ। কৃষ্ণানুরাগী ব্যক্তিই নীরাগ। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তই নীরাগ; আর সকাম ভক্ত বা অভক্তগণই সরাগ বা বিষয়ানুরক্ত। নীরাগ—নিষ্কাম, আর সরাগ হ'লো সকাম। পক্ষপাতিত্বই অনুরাগের লক্ষণ। জগৎ-পক্ষপাতী বা বিষয়-পক্ষপাতী ব্যক্তিই সরাগ, আর কৃষ্ণপক্ষপাতী ও গুরুপক্ষপাতী ভক্তই নীরাগ। বিষয়াশক্তই সরাগ, আর কৃষ্ণাশক্তই নীরাগ। বিষয়ের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই সরাগ। সরাগ ব্যক্তি প্রজল্পানুরাগী, আর নীরাগভক্ত কৃষ্ণকথানুরাগী, গুরুনিষ্ঠ ও কৃষ্ণনামনিষ্ঠ। সরাগ-ব্যক্তির বিষয়ের প্রতি রুচি আছে—ভোগেচ্ছা আছে। কিন্তু নীরাগ বিষয়বিরক্ত ও কৃষ্ণসেবায় রুচি-পরায়ণ। কৃষ্ণকথাই যাঁহার জীবন, তিনিই নীরাগ। নীরাগব্যক্তি কৃষ্ণসুখের জন্য কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনরত। আর সরাগ-ব্যক্তির কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনের অভিনয়াদি সবই নিজের সুখের জন্য—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার্থ। সরাগব্যক্তি স্ব-পর সুখান্বেষী, আর নীরাগ ভক্ত সকল কার্য্যে সতত গুরু-কৃষ্ণসুখবিধানরত। সরাগ—বিষয়রাগবিশিষ্ট, আর নীরাগ কৃষ্ণরাগযুক্ত। সরাগ বা নীরাগ উভয়েই পক্ষপাতিত্ব ধর্ম্মযুক্ত। ইঁহারা কেহই নিরপেক্ষ নহেন। সরাগের বিষয়াপেক্ষা আছে, আর নীরাগের কৃষ্ণাপেক্ষা আছে—ইহাই বৈশিষ্ট্য। নীরাগ সজ্জন ও নিষ্কাম বলিয়া শুদ্ধভক্ত বা মুক্ত। আর সরাগ-বক্তা সকাম বলিয়া মায়াবদ্ধ। নীরাগ বিষয়রাগহীন ও কৃষ্ণানুরক্ত। আর সরাগ বিষয়রাগযুক্ত স্বসুখকামী। সরাগ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রার্থী, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী কিন্তু নীরাগ অন্যাভিলাষ শূন্য ও একমাত্র ভক্তিকামী, অনুক্ষণ কৃষ্ণসুখবিধানরত। নীরাগ ভক্তের বক্তা-অভিমান নাই, তিনি সেবক-অভিমান কিন্তু সরাগ ব্যক্তির বক্তা, প্রচারক, লেখক, পাঠক প্রভৃতি জড় অভিমান থাকে।

নীরাগ ভক্ত ভগবানের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব অনুভব করেন বলিয়া তাঁহার নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। অতএব তজ্জনিত তাঁহার অহঙ্কারও নাই। তাই নীরাগ ভক্তের উক্তি বা বিচার এইরূপ—

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
সেই লিখি, মদনগোপাল মোরে যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥
(চৈঃ চঃ আদি ৮।৭৮-৭৯)

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু মোরে বোলান যে বাণী।
তাহা কহি, ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
(শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

মোর মুখে কথা কহেন আপনে গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৭৩)

শ্রীল রায়রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাতেও বলিয়াছেন—

রায় কহে আমি নট, তুমি সূত্রধার।
যেইমত নাচাও, সেইমত চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারি॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৩১-১৩২)

নীরাগ বা আচারবান্ ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলেন—

কুলং শীলমআচারমবিচার্য্য গুরুং গুরুম্।
ভজেত শ্রবণাদ্যর্থী সরসং সারসাগরম্॥
কামক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্।
শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমো গুরুঃ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

কুল, শীল, আচার প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার না করিয়া

শ্রবণাদি বিষয়ে অভিলাষী পুরুষ সরস ও সারসাগর প্রেমিক ও শাস্ত্রাভিজ্ঞ গুরুর ভজন করিবেন। কাম-ক্রোধাদিযুক্ত, কৃপণ এবং বিষণ্ণচিত্ত পুরুষও যাঁহার উপদেশ শ্রবণে উৎফুল্ল হয়, সেই বক্তাই সদ্‌গুরু বা নীরাগ ভক্ত।

(ভক্তিসন্দর্ভ ২০৩ অনুচ্ছেদ)

গুরুকৃষ্ণসুখার্থ শুদ্ধ হরি ভজনই আচার। আচারবান্ ব্যক্তিই প্রকৃত ভক্ত বা আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং তিনিই নিজের ও পরের মঙ্গলের জন্য যত্নশীল। আগে আচার, পরে প্রচার। এইজন্য আচার্য্যই প্রচারক। বিদ্বানই বিদ্যা দান করিতে সমর্থ। আচারবান্‌ই প্রচারের অধিকারী। আচারবান্‌ই জীবন্ত, আর আচারহীন ব্যক্তি শব-সদৃশ। আচারই প্রচারের প্রাণ। আচরণের মধ্যে গুরুকৃপাশক্তি বা চিদ্‌বল আছে। দুঃখীকে সুখী করিবার, ভীতকে নির্ভীক করিবার, দুশ্চিন্তাগ্রস্তকে নিশ্চিন্ত করিবার এবং বিমুখকে উন্মুখ করিবার শক্তি আচার-বানেরই আছে। আচারবান্ ভজনশীল ব্যক্তি চিদ্‌বলে বলীয়ান্। আর আচারহীন ব্যক্তি দুর্ব্বল। নির্ধন যেরূপ কাহাকেও ধনদিতে পারে না, মূর্খ যেমন কাহাকেও বিদ্যা দান করিতে পারে না, সেইরূপ আচারহীন বা ভজনহীন ব্যক্তি কাহাকেও ভজনবল বা সেবা প্রাণতা দিতে পারে না। যিনি আচারবান্ সাধু, তাঁহার নিকট শ্রদ্ধার সহিত বসিয়া থাকিলেও সেই সাধুর হৃদয় হইতে ভক্তিশক্তি সেই নিষ্কপট শ্রদ্ধালুর হৃদয়ে স্বতঃই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। আচারবানের আচরণই জীবকে ভক্তি-পথে লইয়া যায়। তিনি অধিক কথা না বলিলেও তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য ভজনময় ব্যক্তিত্বই নিষ্কপট সরল আত্ম-মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণকে ভগবৎ পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। আর তিনি যদি দয়া করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন তাহা হইলে ত কথাই নাই। যে ব্যক্তি আচরণ-শীল নহেন, তিনি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, কুলীন, ধনী, মানী, রূপবান্, লেখক, বক্তা বা প্রচারক হইলেও পারমার্থিকগণের চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। নিষ্কপট মঙ্গলেচ্ছু সজ্জনগণ আচারবান্ ভক্তের আচারে ও প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া ভগবদ্ভজনে তৎপর হন। আচরণের শক্তি বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতগামিনী, তেজস্বিনী, চিত্তাকর্ষিণী, অন্ধকার নাশিনী ও আলোকদায়িনী। যাঁহার আচরণ আছে তাঁহার হৃদয় শ্রীগুরুদেবের বলে বলীয়ান্—শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপায় নিত্য উদ্ভাসিত। আচরণশীলের হৃদয়ে দম্ভ নাই, তাঁহার হৃদয় গুরুকৃপাভিষিক্ত ও দৈন্য-ভূষিত। আচারবান্ ভক্ত শরণাগত, কৃপাভিখারী ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ কৃষ্ণদাস্যাভিমানে প্রতিষ্ঠিত।

আচারবান্ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণে দৃঢ়চিত্ত। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা হইলেই আচারবান্ হইয়া প্রচার করিবার সৌভাগ্য হয়। নতুবা আচারহীন প্রচারক বা বক্তা সাজিয়া কেবল তুচ্ছ প্রতিষ্ঠাই লভি হয় মাত্র। জগতে প্রচারক, গায়ক, লেখক বা বক্তার অভাব নাই। কিন্তু আচারবান্ ব্যক্তি সুদুর্লভ। আচারহীন সরাগ বক্তা গায়ক, লেখক, সাহিত্যিক, প্রচারক ও কবি প্রভৃতি রূপে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দ্বারা জীবের প্রকৃত কল্যাণ হয় না। আচারবান্ নীরাগ বক্তা স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক প্রচার করেন বলিয়া তিনি স্ব-পরমঙ্গল বিধান করিতে সমর্থ।

মদীশ্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"**আচারই ন প্রচার কর্ম্মাঙ্গের অন্তর্গত।** আচারময় প্রচারই ভক্তি। গুরুসেবার পরিমাণ অনুসারেই কৃষ্ণভক্তির তারতম্য।

"যাঁদের ভগবদনুভূতি আছে, যাঁরা ভগবানের দেখা পান, তাঁরাই মূল প্রচারক হ'বেন। অসংখ্য প্রচারক তাঁদের অনুগত হয়ে প্রচার করতে পারেন। শ্রীব্যাসদেব পূর্ণ পুরুষের সাক্ষাৎকারের পরে শান্তমনা হয়ে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করেছিলেন। আত্মারাম শুকদেব, নবযোগেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই পরিব্রাজকরূপে আত্মধর্ম্মের কথা প্রচার করেছেন। পরম মুক্ত পুরুষগণই হরিকথা প্রচার ক'রে বেড়ান। শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাঁর পার্ষদগণ সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার ক'রেছিলেন।

"হাজার হাজার প্রশ্ন জাগ্‌বে, এক হরিকথা ভাল ক'রে শুন্‌লেই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যা'বে। অধীর হ'লে চল্‌বে না।"

আচারহীন প্রচার দাম্ভিকতা বা প্রতারণা মাত্র। আচারবান্ হইয়া প্রচারই প্রকৃত প্রচার। প্রচারে কৃষ্ণ-সুখে তাৎপর্য্যং, ন তু স্বসুখে। তাই শাস্ত্র বলেন—

সেই শুদ্ধভক্ত, যে তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগ ভাগী॥ (চৈঃ চঃ)

কে প্রচার করিতে পারেন এ প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র আরও বলেন—

আচার করয়ে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ, না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১০২-১০৩)

আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৩।২০-২১)

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমা

(৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৭৮ পৃষ্ঠার পর)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীকপিল-দেবহূতি-সংবাদ

ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্ব্বত্র সমচেতসা।
ভগবদ্‌ভক্তিযোগেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ॥
—ভাঃ ৩।২৪।৪৭

তত্ত্বসমূহের সংখ্যাকর্ত্তা বা সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক কপিলদেব স্বয়ং জন্মরহিত হইয়াও জীবগণকে আত্মতত্ত্বজ্ঞাপনার্থ স্বীয় যোগমায়া—চিচ্ছক্তিপ্রভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন—

কপিলস্তত্ত্বসংখ্যাতা ভগবানাত্মমায়য়া।
জাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাদাত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম্॥
—ভাঃ ৩।২৫।১

পিতার প্রব্রজ্যা অবলম্বনের পর মাতার মঙ্গল সাধনেচ্ছায় ভগবান্ শ্রীকপিলদেব মহর্ষি কর্দ্দমের আশ্রম—বিন্দুসরোবর তীরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা মাতা দেবহূতির জগদ্‌গুরু ব্রহ্মার "হে মনুপুত্রি, কৈটভমর্দ্দন শ্রীভগবান্ তোমার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন" এই বাক্য স্মৃতিপথে জাগরূক হওয়ায় তিনি নিজ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া স্বদৈন্যজ্ঞাপনমুখে সংসারান্ধতমঃ হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তিপ্রভাবে জীবের যে অনিত্য দেহাদিতে অহংমমাভিমান উপস্থিত হইয়াছে, যাহা যাবতীয় আর্ত্তিমূল, সেই দেহাত্মবোধজন্য সম্মোহ দূর করিবার উপায় কি? প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব কি? ভক্তিতত্ত্ব কি? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরক্রমে শ্রীভগবান্ অসৎসঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে শুদ্ধভক্তিযোগানুশীলনের কথাই বিশেষভাবে বলেন এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকরূপে সেশ্বর সাংখ্য উপদেশ করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ২১শ অধ্যায় হইতে ৩৩শ অধ্যায় পর্য্যন্ত কপিলদেবহূতি-সংবাদ, তন্মধ্যে ২৫শ অধ্যায় হইতেই মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া তত্ত্বোপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ কহিলেন—

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥

—ভাঃ ৩।২৬।৩

অর্থাৎ অনাদি (নিত্য) পরমাত্মাই পুরুষ, তিনি প্রকৃতি হইতে পৃথক্—অসঙ্গ বলিয়া প্রাকৃতগুণরহিত, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগম্য, কারণার্ণবধামপতি—স্বপ্রকাশ বস্তু। এই বিশ্ব তাঁহারই ঈক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত।

স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥

—ভাঃ ৩।২৬।৪

"সেই পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ স্বতন্ত্র পুরুষ শ্রীভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার কর্ম্মবন্ধ জগৎসিসৃক্ষাকালে তাঁহার অব্যক্তা দৈবী গুণময়ী প্রকৃতিকে যদৃচ্ছাক্রমে সমীপস্থা দেখিয়া তাঁহাকে বহিরঙ্গরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক দূর হইতে তাঁহাতে ঈক্ষণদ্বারা অর্থাৎ জীবশক্তিরূপ বীর্য্য আধান করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।"

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার ভাবার্থদীপিকায় লিখিতেছেন—

"তত্র চাবরণবিক্ষেপশক্তিভেদেন প্রকৃতির্দ্বিধা। তত্রাবরণশক্ত্যা সৈব জীবোপাধিরবিদ্যা, বিক্ষেপশক্ত্যা সৈব মায়া পারমেশ্বরী। পুরুষশ্চ জীবেশ্বর রূপেণ দ্বিবিধঃ। তত্র যঃ প্রকৃত্যাবিবেকন সংসরতি স জীবঃ, যস্তু প্রকৃতিং বশীকৃত্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করোতি স পরমেশ্বরঃ।"

অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিভেদে প্রকৃতি দ্বিবিধা। আবরণশক্তিস্বরূপে সেই প্রকৃতি স্থূল ও সূক্ষ্ম বদ্ধ জীবোপাধি এবং সেই উপাধিতে আত্মবুদ্ধিরূপ অবিদ্যারূপে প্রকটিতা আর বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিরূপে সেই পারমেশ্বরী মায়াশক্তি জীবের চিত্তকে নিত্যকৃষ্ণসেবাবৃত্তি হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। পুরুষও জীব ও ঈশ্বরভেদে দ্বিবিধ। প্রকৃত্যাবিবেকবশতঃ যিনি সংসার লাভ করেন, তিনিই জীব, আর যিনি প্রকৃতিকে স্ববশে আনয়ন করিয়া বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে সমর্থ, তিনিই পরমেশ্বর। "মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ। হেন জীবে ঈশ্বর সহ কহ ত অভেদ॥"

যৎ তৎ ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ॥

—ভাঃ ৩।২৬।১০

"স্বয়ং অবিশেষ হইয়াও যাহা ত্রিগুণাত্মক, অব্যক্ত, বিশেষণসমূহের আশ্রয়, নিত্য কার্য্যকারণস্বরূপ, তাঁহাকে সূরিগণ প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উহার টীকায় লিখিয়াছেন—ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণত্রয়সমাহার অর্থাৎ মিলনই অব্যক্ত, প্রধান ও প্রকৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। গুণত্রয়-সাম্যরূপত্ব-হেতু অবিশেষ বা অনভিব্যক্ত-বিশেষ বলিয়া 'অব্যক্ত' বলা হয়। বিশেষবৎ অর্থাৎ স্বাংশকার্য্যস্বরূপ মহদাদি বিশেষগণের আশ্রয়রূপত্বহেতু তাহাদের সকল হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া 'প্রধান'। সদসদাত্মক অর্থাৎ কার্য্য-কারণরূপ মহদাদির মধ্যে কারণরূপে যাহার আত্মা বা স্বরূপ অনুগত, তাহাই 'প্রকৃতি'। প্রলয়েও কারণমাত্র-স্বরূপে অবস্থিতত্ব হেতু তাহা নিত্য। সৎ—কার্য্য, অসৎ—কারণ। সেই কার্য্যকারণাত্মক হইয়াও তাহা নিত্য।

শ্রীভগবান্ স্বীয় অংশে কলনক্রিয়া হইতে কাল নামে উপলক্ষিত। শ্রীভগবানের সিসৃক্ষাসময়ে সেই কাল-দ্বারাই সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ নির্ব্বিশেস প্রকৃতির ক্ষোভচেষ্টা উদিত হয়। তিনি নিখিল জীবের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে এবং বাহিরে কালরূপে বিরাজিত। তিনিই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাধীশ পুরুষাবতার ভগবান্। কেহ কেহ কালকে ঈশ্বরের বিক্রমস্বরূপ বলিয়া থাকেন।

মুখ্য নিমিত্তকারণ ভগবদিক্ষণ হইতে তাঁহার বহিরঙ্গা-শক্তির পরিণামস্বরূপ মহদাদি তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীভগবান্ কপিলদেব পঞ্চ, পঞ্চ, চারি এবং দশ—এইরূপ তত্ত্ব সংখ্যানির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—পঞ্চ মহাভূত (ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ), পঞ্চতন্মাত্র (রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ), এক অন্তঃকরণ চারিভাগে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত রূপে, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ

বাক্‌পাণিপাদপায়ু উপস্থ ও চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্—এই দশেন্দ্রিয়রূপে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব। কাল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, তাহা প্রকৃতির অবস্থা বিশেষ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই কালকে 'পৌরুষ প্রভাব' বা পুরুষের বিক্রম বলা হইয়াছে অথবা পুরুষই সেই কালস্বরূপ। সুতরাং তত্ত্বসংখ্যা পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাধীশ ভগবান্ সহ ষড়্‌বিংশতি। এই কাল হইতেই প্রকৃতিপ্রাপ্ত দেহাদিতে, 'আমি ও আমার' এই অহঙ্কারবিমূঢ় জীবের, ভয় জন্মে।

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥

—ভাঃ ৩।২৬।১৯

অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টবশতঃ ('দৈবাৎ') ক্ষোভধর্ম্মপ্রবণ প্রকৃতির অভিব্যক্তিস্থানে (যোনৌ) পরম পুরুষ জীবাখ্য চিদ্রূপশক্তি আধান করেন, তাহাতে সেই প্রকৃতি প্রকাশবহুল ('হিরণ্ময়') মহত্তত্ত্ব প্রসব করিয়া থাকে।

যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্।
যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্॥

—ভাঃ ৩।২৬।২১

অর্থাৎ যে চিত্ত সত্ত্বগুণসমন্বিত, বিশদ, রাগাদিবিরহিত, ভগবদুপলব্ধিস্থানভূত, পণ্ডিতগণ যাহাকে 'বাসুদেব' নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই চিত্তই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ।

চিত্তই মহত্তত্ত্বাত্মক, মহত্তত্ত্বই দেহে চিত্তরূপে অবস্থান করে। চিত্তের উপাস্য বাসুদেব, অহঙ্কারের উপাস্য সঙ্কর্ষণ, বুদ্ধির উপাস্য প্রদ্যুম্ন এবং মনের উপাস্য দেবতা অনিরুদ্ধ। বিষ্ণু রুদ্র ব্রহ্মা ও চন্দ্র যথাক্রমে চিত্ত অহঙ্কার বুদ্ধি ও মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (ভাঃ ৩।২৬।২১ চক্রবর্ত্তী 'টীকা' দ্রষ্টব্য)। জীবের চিত্তাদি যখন সেই সেই উপাস্য-নিষ্ঠ হয়, তখনই তাহা শুদ্ধ থাকে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য লিখিয়াছেন (ভাঃ ৩।২৬।২১)—"যদ্ বাসুদেবাখ্যং ভগবদ্রূপং ততো মহদাত্মকং চিত্তং জায়তে" অর্থাৎ বাসুদেবাখ্য ভগবদ্রূপ হইতেই মহদাত্মক চিত্তের উদ্ভব। চিত্তের অন্বেষণাত্মিকা বৃত্তি সুতরাং বাসুদেবান্বেষণ প্রবৃত্তিরহিত হইলেই চিত্ত অশুদ্ধ অশান্ত নিরানন্দপূর্ণ হইয়া থাকে।

"মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্‌বীর্য্যসম্ভবাৎ।
ক্রিয়াশক্তিরহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সমপদ্যত॥
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ।
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভূতানাং মহতামপি॥
সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্ যমনন্তং প্রচক্ষতে।
সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম্॥"

—ভাঃ ৩।২৬।২৩-২৫

অর্থাৎ "ভগবানের বীর্য্য অর্থাৎ চিচ্ছক্তিসম্ভূত পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে উহা হইতে ক্রিয়া শক্তি সম্পন্ন ত্রিবিধ অহঙ্কার তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। উক্ত বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজসিক ও তামস—এই ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে যথাক্রমে মন, ইন্দ্রিয় ও ভূতগণের উৎপত্তি হয়। সঙ্কর্ষণ নামক যে পুরুষের সহস্র মস্তক এবং তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহাকে অনন্তদেব বলিয়া থাকেন, সেই পুরুষ মন, ইন্দ্রিয় ও ভূতগণের কারণ।"

বৈকারিক অহঙ্কার সৃষ্টিবিষয়ে প্রবণ হইলে তাহা হইতে মনস্তত্ত্বের উদ্ভব হয়, সেই মনেরই সঙ্কল্পবিকল্প (সামান্যতঃ ও বিশেষতঃ বিষয় চিন্তন) বৃত্তিদ্বয় দ্বারা কামের (মনোরথের) উৎপত্তি হয়। মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর এবং 'অনিরুদ্ধ' নামে খ্যাত। অনিরুদ্ধদেব শারদীয় নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামল বর্ণ। যোগিগণ ধীরে ধীরে তাঁহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন।

তৈজস বা রাজস অহঙ্কার হইতে বুদ্ধিতত্ত্বের উদয় হয়। ইন্দ্রিয় সকলের দ্রব্যের স্ফুরণরূপ যে বিজ্ঞান, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্বের স্বরূপ, বুদ্ধিতত্ত্বই ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রাহক বা প্রকাশক বা প্রবর্ত্তক। সংশয় (এক বিষয়ে অনেক প্রকার জ্ঞান), বিপর্য্যাস (মিথ্যাজ্ঞান), নিশ্চয় (যথার্থ প্রমাণজ্ঞান), স্মৃতি (স্মরণ) ও নিদ্রা—পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তিভেদে বুদ্ধিতত্ত্বের এই কএকটি লক্ষণ কথিত হয়। 'বুদ্ধিশ্চিত্তজৈব স্থিরা স্মৃতিঃ' অর্থাৎ চিত্তজা স্থিরা স্মৃতিকে বুদ্ধি বলা হয়।

ঐ তৈজসাহাঙ্কার হইতেই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্‌পাণিপাদপায়ুউপস্থ ও চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এই দশেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

তামস অহঙ্কার শ্রীভগবদ্‌বিক্রমস্বরূপ কাল প্রভাবদ্বারা চালিত হইয়া বিকৃত হইলে তাহা হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্রের উদয় হয়। তন্মাত্র—পঞ্চমহাভুতের সূক্ষ্মাবস্থা।

শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ এবং শব্দগ্রহণকারী শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের উদ্ভব হইল। আকাশের বৃত্তি ও লক্ষণ —ছিদ্রদাতৃত্ব, বাহ্যাভ্যন্তরে ব্যবহারাস্পদত্ব এবং প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের আশ্রয়ত্ব। নাড়ীপ্রভৃতির ছিদ্ররূপে আশ্রয়ত্ব লক্ষিত হয়।

শব্দতন্মাত্র রূপ আকাশ কালগতিক্রমে বিকার প্রাপ্ত হইলে উহা হইতে স্পর্শ তন্মাত্রের উদয় হয়, তাহা হইতে আবার বায়ু ও স্পর্শেন্দ্রিয় ত্বকের উদ্ভব হয়। ত্বক্ হইতেই স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। মৃদুত্ব, কঠিনত্ব, শৈত্য ও উষ্ণত্ব —ইহাই স্পর্শের স্বরূপলক্ষণ, ঐ স্পর্শত্বকেই বায়ু তন্মাত্র বলে। চালন অর্থাৎ বৃক্ষাদি শাখাসঞ্চালন, ব্যূহন অর্থাৎ তৃণাদির সম্মেলন, প্রাপ্তি অর্থাৎ বস্তুমাত্রের সহিত সংযোগ, নেতৃত্ব অর্থাৎ গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যের ঘ্রাণপ্রতি, শৈত্যাদির ত্বক্‌প্রতি, শব্দের শ্রোত্রপ্রতি নেতৃত্ব (লইয়া যাওয়া বা সংযোগকরা) এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আত্মত্ব বা সংজীবকত্ব বা সঞ্চালকত্ব বায়ুর কার্য্য। চালন-ব্যূহন-নেতৃত্বাদি সংযোগ বিশেষ বলিয়া জানিতে হইবে।

স্পর্শতন্মাত্ররূপ বায়ু কাল প্রেরিত হইলে তাহা হইতে রূপের উৎপত্তি হইল। এই রূপ হইতেই তেজ এবং সেই রূপ-গ্রাহক চক্ষুরিন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল। দ্রব্যাকৃতিত্ব অর্থাৎ দ্রব্যকে আকার প্রদান, গুণতা অর্থাৎ অন্যের অপেক্ষাযুক্ত দ্রব্যের জ্ঞান বা দ্রব্যের প্রকাশকত্ব, ব্যক্তিসংস্থাত্ব অর্থাৎ ব্যক্তি বা দ্রব্যের পরিমাণত্ব প্রতীতি—এই সকল রূপ-তন্মাত্রের বিশেষ লক্ষণ। সংস্থা অর্থে সন্নিবেশ। দ্যোতন (প্রকাশ করা), পচন (তণ্ডুলাদি পাক), ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, তদ্দ্বারা পান ভোজন, শৈত্যনাশন ও শোষণ—এই সকল তেজের বৃত্তি।

রূপতন্মাত্র তেজ দৈব অর্থাৎ কালাদিদ্বারা প্রেরিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে রসতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। রসতন্মাত্র হইতে আবার জল ও রসগ্রাহক রসনেন্দ্রিয় বা জিহ্বা উদ্ভূত হয়। সেই রস এক হইলেও সংসর্গিদ্রব্য-সকলের বিকারবশতঃ কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল ও লবণ ইত্যাদি বহু প্রকারে বিভিন্ন হইতে দেখা যায়। ঐ জলের বৃত্তি অনেক প্রকার—আর্দ্রীকরণ, মৃত্তিকাদির পিণ্ডীকরণ, তৃপ্তিদান, জীবন, তৃষ্ণাদিজনিত বৈক্লব্য নিবারণ, মৃদুকরণ, তাপনিবারণ এবং কূপাদি হইতে উদ্ধৃত হইলেও পুনঃ পুনরুদ্গত হওয়া।

রসতন্মাত্র-রূপ জল কালপ্রেরিত হইয়া বিকৃত হইলে তাহা হইতে গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। ঐ গন্ধ তন্মাত্র হইতে ভূমি ও গন্ধগ্রাহক ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা নাসিকার উদ্ভব হয়। গন্ধ এক হইয়াও সংসর্গিদ্রব্যভেদপ্রযুক্ত মিশ্র গন্ধ, দুর্গন্ধ, কর্পূরাদি সুগন্ধ, পদ্মাদির শান্ত গন্ধ এবং লশুন ও হিঙ্গু প্রভৃতির উৎকট গন্ধ—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়।

ব্রহ্মের অর্থাৎ পরমেশ্বরের 'ভাবন' অর্থাৎ প্রতিমা-নির্ম্মাণকারণত্ব, 'স্থান' অর্থাৎ জলাদি নৈরপেক্ষ্যে স্থিতি, 'ধারণ' অর্থাৎ জলাদির আধারত্ব, 'সদ্বিশেষণ' অর্থাৎ (সতামাকাশাদীনাং বিশেষণং বিশেষণহেতুঃ মলিনমাকাশং ধূসরোঽনিলঃ ইত্যাদি প্রতীতির্যত ইত্যর্থঃ) আকাশাদির অবচ্ছেদক হওয়া (মলিনাকাশ ধূসর অনিল ইত্যাদি প্রতীতি যাহা হইতে) এবং সর্ব্বসত্ত্বগুণোদ্ভেদ অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রাণী ও তাহাদের গুণের (পুংস্ত্বাদির) প্রকটীকরণ—এই সকল পৃথিবীর বৃত্তি।

আকাশাদি স্থূল পঞ্চমহাভূতের সূক্ষ্ম গুণবিশেষ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এই পঞ্চ তন্মাত্র জীবের কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়।

ঐ সকল তত্ত্ব শ্রীভগবানের কালশক্তিপ্রেরণাবশতঃ সম্মিলিত হয় এবং তদধিষ্ঠান-হেতু কর্ম্ম ও গুণানুযায়ী বিবিধ যোনি ও স্বভাববিশিষ্ট হইয়া আত্মপ্রকাশ করতঃ শ্রীভগবানের লোকসিসৃক্ষা লীলার পুষ্টি বিধান করে।

প্রধানের কার্য্য স্বরূপ—পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয়, (একই অন্তঃকরণ আবার ভিন্ন বৃত্তি বা লক্ষণানুসারে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই) চারি= মোট চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব, তাহাতে কাল ও জীব—এই দুই, প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুই=মিলিত হইয়া অষ্টাবিংশতি তত্ত্বও হয়। যথা—

"তদেবং প্রাধানিকোগণশ্চতুর্বিংশতিসংখ্যঃ কালো জীবশ্চেতি দ্বৌ প্রকৃতিপুরুষৌ চ দ্বৌ মিলিত্বা অষ্টাবিংশতিস্তত্ত্বানি ভবন্তি।"

(ভাঃ ৩।২৬।১৮ চক্রবর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য)

জীবের সংসারবন্ধনরূপ মোহ-সম্বন্ধে শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন—

গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং স্বরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া॥

—ভাঃ ৩।২৬।৫

অর্থাৎ [প্রকৃতি হইতে পৃথক্ নির্গুণ—প্রাকৃতগুণরহিত পুরুষরূপী পরমাত্মার (মহাবিষ্ণুর) কর্ম্মবন্ধজগৎসিসৃক্ষা সময়ে দূর হইতে গুণময়ী প্রকৃতিতে ঈক্ষণপ্রভাবে ক্রিয়াবতী] প্রকৃতিকে স্বীয় সত্ত্বাদি গুণত্রয়দ্বারা স্বসমানরূপ দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিরূপ বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করিতে দর্শন করিয়া মহাবিষ্ণুর চিচ্ছক্তির অণুপ্রকাশস্থলীয় জীবাখ্য পুরুষ প্রকৃতিতে স্থিত হইয়া প্রকৃতিসংসর্গসময়ে (তাঁহার জ্ঞানের আবরণস্বরূপ) প্রকৃতির অবিদ্যাখ্য অজ্ঞানাবরণদ্বারা মোহপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যান। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও (চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম মন্ত্রে) কথিত হইয়াছে—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজা জনয়ন্তীং সরূপাঃ অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥"

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায়ও লিখিত আছে—
"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" (গীঃ ৫।১৪) শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত উহার তাৎপর্য্য এইরূপ—

"জীব—স্বাভাবিক জ্ঞানস্বরূপ ; অবিদ্যাশক্তিকর্ত্তৃক সেই স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীবের বদ্ধদশা-প্রযুক্তই জীব দেহাত্মাভিমানরূপ মোহ লাভ করত আপনাকে কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে।"

উহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের তাৎপর্য্যেও ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই বলিলে এমত মনে করিও না যে, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সমস্ত কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতেছে ; লোকের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম পরমেশ্বরকর্ত্তৃক বলিলে তাঁহার বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য স্বীকার করিতে হয়। কর্ম্মফল সংযোগও তৎকর্ত্তৃক নয়। জীবের অনাদি অবিদ্যারূপ স্বভাব হইতেই এ সকল হয়।"

এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥

—ভাঃ ৩।২৬।৬

—এই প্রকারে প্রকৃতিতে অধ্যাস [পরাভিধ্যানেন—"প্রকৃত্যধ্যাসেন"—('অধ্যাস' বা 'অধ্যারোপ' অর্থে এক বস্তুতে অন্যবস্তুর কল্পনা—যেমন রজ্জুতে সর্পত্ব জ্ঞান) সা চ প্রকৃতির্দেহ এবেতি দেহ এবাহমিতি মননেন অর্থাৎ সেই প্রকৃতিই দেহ, এই দেহই আমি এইরূপ মিথ্যাভিমান] হওয়াতে ঐ জীব পুরুষ প্রকৃতির গুণসঞ্জাত কার্য্যসমূহে কর্ত্তৃত্বাভিমান করিয়া থাকেন।

"তদস্য সংসৃতিবর্দ্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ॥"

—ভাঃ ৩।২৬।৭

—বস্তুতঃ জীব কেবল সাক্ষিমাত্র, তিনি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন, তিনি ঈশ শব্দবাচ্য ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি ("প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাম্"—গীতা ৭।৫ দ্রষ্টব্য) ও স্বয়ং সুখস্বরূপ ; কিন্তু তাঁহার ঐরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতেই জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসার, তাহা হইতেই বন্ধন এবং সেই বন্ধন হইতেই আবার পরাধীনতা আসিয়া উপস্থিত হয়। [এই শ্লোকে 'ঈশস্য' বলিতে ঈশশব্দবাচ্যস্য ঈশ্বরশক্তিরূপস্য জীবস্য, যেমন রাজকীয় পুরুষও 'রাজা' নামে কথিত হয়, তদ্রূপ এস্থানে ঈশশব্দবাচ্য

ঈশ্বরের পরাশক্তি শুদ্ধজীব ঈশ্বর শব্দে উক্ত হইয়াছে (চক্রবর্ত্তী)]। মায়াধীন হইয়াই জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু জীবের সেই কর্ম্মফলদাতা পরমেশ্বর, জীবের কর্ম্মফল-ভোক্তৃত্বও ঈশ্বরাধীন। যেমন—ব্রহ্মা শ্রীভগবানের নিকট হইতেই সৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, রুদ্রও সেই ভগবানের নিকট সংহারিকা শক্তি লাভ করিয়া সংহার কর্ত্তা হন। সুতরাং জীবের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃ বা ভোক্তৃসত্তা নাই। মায়ামোহমুগ্ধ জীব অহংমমাভিমান-বশতঃ যে সংসার-বন্ধন লাভ করেন, সেই সংসৃতি উপরতির উপায়—যাঁহার পাদপদ্ম ভুলিয়া জীব এই সংসার লাভ করেন, তাঁহার পাদপদ্ম স্মৃতিই আবার সেই সংসার নিবৃত্তির পরমোপায় ভবরোগের একমাত্র মহৌষধ, শ্রীভগবান্ কপিলদেব তাই মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥—ভাঃ ৩।২৫।২৫

অর্থাৎ "সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে সকল শুদ্ধ হৃদয়কর্ণের প্রীতি উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্য্যন্ত সাধনভক্তি), রতি (ভাবভক্তি) ও অবশেষে ভক্তি (প্রেমভক্তি) উদিত হইবে।"

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
অবিকারাদকর্ত্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ॥
—ভাঃ ৩।২৭।১

"শ্রীভগবান্ কপিলদেব কহিলেন—মাতঃ জলমধ্যস্থ সূর্য্য-মণ্ডলকিরণ যেরূপ জলের সহিত লিপ্ত হয় না, শুদ্ধ-জীবাত্মাও সেইরূপ দেহগত হইয়াও অধিকারত্ব, অকর্ত্তৃত্ব ও নির্গুণত্বহেতু প্রাকৃতগুণের সহিত অসম্পৃক্ত ভাবে থাকিতে পারেন।"

কিন্তু সেই জীব যখন প্রাকৃত সত্ত্ব রজস্তমোগুণে আসক্ত হইয়া পড়ে, তখন সে অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা হইয়া আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এইরূপ মিথ্যাভিমানে মত্ত হইয়া প্রকৃতির সংসর্গকৃত কর্ম্মদোষে উচ্চাবচ নানাযোনিতে ভ্রমণ করে এবং অবস্তুতে বস্তু অসত্যে সত্য ভ্রমবশতঃ ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করে।

অতএব চিত্ত জড় বিষয় পথে ধাবিত হইলে তীব্র ভক্তি-যোগ ও বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমশঃ তাহাকে বশীভূত করা উচিত। সাধুসঙ্গে ভাগবৎকথাপ্রসঙ্গে মন শুদ্ধ হইলে ত্বং পদার্থ জীবও শুদ্ধ হইবেন। মনই মনুষ্যের বন্ধ-মোক্ষের কারণ। তাই শাস্ত্র বলেন—সর্ব্বে মনোনিগ্রহ লক্ষণান্তাঃ। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। অভ্যাস ও বৈরাগ্যযোগ দ্বারেই এই চিত্তচাঞ্চল্য বা মালিন্যাদি দোষ দূরীভূত হইতে পারে। "অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নি-রোধঃ"—ইহাই পাতঞ্জলযোগসূত্র। গীতায় শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ —গীঃ ৬।৩৫

'অভ্যাসেন' 'বৈরাগ্যেণ' চ গৃহ্যতে—এই ভগবদ্‌বাক্যের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ জানাইয়াছেন—"অভ্যাসেন—সদ্‌গুরূপদিষ্টপ্রকারেণ পরমেশ্বরধ্যানযোগস্য মুহুরনু-শীলনেন, বৈরাগ্যেণ—বিষয়েষ্বনাসঙ্গেন গৃহ্যতে স্বহস্ত-বশীকর্ত্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ সদ্‌গুরূপদিষ্ট প্রকারে পরমেশ্বরধ্যানযোগের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন এবং জড়বিষয়ে অনাসক্তিদ্বারাই চঞ্চল মন ক্রমে ক্রমে নিগৃহীত হইতে পারে। সাধুসঙ্গ ব্যতীত উহা সম্ভব না হওয়ায় শ্রীভগবান্ কপিলদেব ৩য় স্কন্ধে ২৫শ অধ্যায়ে সাধু সঙ্গের কথা বিশেষ ভাবে উপদেশ করিয়াছেন। সাধুসঙ্গে পরানুশীলনে প্রবৃত্ত না হইলে ইতরানুশীলন স্পৃহা কখনই কমিতে বা দূরীভূত হইতে পারে না—পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে, ইহাই শ্রীমুখবাক্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্‌ভাগবতরহস্য

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ এম্‌-এ]

পরতত্ত্ব বিষয়ের আলোচনায় কোন কোন জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি বেদান্ত শ্রুতিকে ও গীতাকে প্রমাণ শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে চাহেন না। এজন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত প্রেমময় সচ্চিদানন্দরস-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দরস আস্বাদনের জন্য তাঁহার পরিকরদিগের সহিত লীলা-কাহিনী তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন ঐ সকল কাহিনী শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিজস্ব কল্পনার বস্তু মাত্র, বেদান্ত বা শ্রুতির সহিত উহাদের কোন সংশ্রব নাই। ঐরূপ মতবাদ পোষণের কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে চাহেন না কেন?

(ক) ভক্তিরসবর্জ্জিত হওয়ায় তাঁহারা শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন না। বহু ব্যক্তি জাগতিক বিষয়ের তত্ত্বনির্দ্ধারণে ধীশক্তিসম্পন্ন হইলেও ভক্তিরসে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। চিত্তে কোনরূপ ভক্তির সঞ্চার হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহারা ভগবত্তত্ত্ব গ্রহণে প্রবৃত্ত হন। পরতত্ত্ব মায়াতীত বস্তু। সাধারণ জীবের চিত্ত মায়ামলিন, সুতরাং প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাকৃত পরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় শাস্ত্রবাক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। চিত্তে ভক্তিসঞ্চারের পূর্ব্বে ঐ সকল তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে মনে অহঙ্কারের প্রাবল্য বশতঃ তার্কিক (Rationalist) সম্প্রদায়ের অনেক সময় মতিভ্রম হয়। তাঁহারা স্ব স্ব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করায় অনেক সময় বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। শ্রীভগবৎসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানের অভাব বশতঃ বিভিন্ন শাস্ত্রবাক্যের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া আংশিক তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন কিংবা উহাদিগের সম্পূর্ণ কদর্থ প্রকাশ করেনা। শ্রুতির বাক্যে পরব্রহ্ম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বস্তু, তাঁহাকে 'অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা' ও বলা হইয়াছে—তিনি প্রাকৃত হস্তপদবিহীন অথচ গ্রহণগমনাদি সমর্থ। স্বীয় অপূর্ণ ধীশক্তিদ্বারা উহার সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া ঐ সকল ব্যক্তি অগত্যা পরতত্ত্বকে কোন এক অনির্দ্দেশ্য অনুভূতিস্বরূপ মনে করেন, তাঁহার কোন ব্যক্তিত্ব (Personality) স্বীকার করিতে চাহেন না। ঐরূপ 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' প্রভৃতি শাস্ত্র বাক্যেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। পরব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তিতে বিশ্বাস না থাকিলে ঐ সকল শ্রুতিবাক্যের সামঞ্জস্য করা যায় না। জগতে দেখা যায়—যে বস্তু বড় তাহা বড়ই—কখনও ছোট নয়, যাহা ক্ষুদ্র তাহা কখনও বৃহৎ নয়। সুতরাং ঐ সকল ব্যক্তি ক্ষুদ্রতা ও বৃহত্তার সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া উপাধিগত ভেদ স্বীকার করিয়া বৃহত্তাকেই সত্য এবং ক্ষুদ্রতাকে প্রাতীতিক, ঔপাধিক, কাল্পনিকরূপে বর্ণনা করেন। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতির বালকত্ব তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। বেদার্থ-তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ পরব্রহ্মকে একমাত্র মূলতত্ত্ব বলিয়া জানেন—তিনিই ত্রিবিধ পুরুষরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃজনপালনাদি করেন—প্রথম পুরুষাবতাররূপে প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করিয়া মহত্তত্ত্ব সৃজন করেন; দ্বিতীয় পুরুষাবতাররূপে প্রকৃতিসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি সম্পাদন করেন ['তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ']; তৃতীয় পুরুষাবতাররূপে জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগের সর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তি পরিচালনা করেন ('ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি')। ঐ সকল বিষয় তত্ত্বাভিমানী তার্কিক ব্যক্তির বোধগম্য হয় না।

ঐরূপ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' শ্রুতিবাক্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ তত্ত্বাভিমানী ব্যক্তি মনে করেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই—আকাশ, বাতাস, পাহাড়, সমুদ্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, মনুষ্যাদি যখন ব্রহ্মস্বরূপ—তখন আর মন্দিরে যাইয়া পরব্রহ্মের উপাসনার দরকার কি? তিনি ত

জগৎরূপে আমাদের সম্মুখেই রহিয়াছেন। আমাদের স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজন, বিষয় বৈভব, দেহ গেহাদি সবই যখন তিনি, তখন তাঁহার আর পৃথক সেবার আবশ্যকতা কি? স্ত্রীপুত্রাদির সেবা, দেহগেহের সংরক্ষণ করিলেই ত সব হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল বহির্ম্মুখ ব্যক্তি ব্রহ্মকে দেখেন না—আত্মস্বার্থসিদ্ধিই তাঁহাদের কাম্য, সুতরাং উহারই অনুকূলভাবে তাঁহারা জগৎ দেখেন।

(খ) বহির্ম্মুখ ব্যক্তির জ্ঞানান্ধতা—জ্ঞানাভিমানী বহির্ম্মুখ ব্যক্তি নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান্ করিলেও তাঁহারা নিজের অন্ধতা বুঝিতে পারেন না। সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ শ্রীভগবান্ জীবের অন্তর্য্যামী থাকায় জীবের মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি মায়িক বস্তু সকলকে জানিবার শক্তি লাভ হয়। উপনিষদে বর্ণিত আছে শ্রীভগবান্ বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়শক্তি বাহিরের দিকেই রাখেন, তাহাতে ঐ শক্তি অন্তরের সংবাদ রাখিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত তাঁহাদিগকে কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহাদের বহির্দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্তর্দৃষ্টিশক্তি প্রদান করেন। কুরুক্ষেত্ররণাঙ্গনে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন 'ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্' ॥—অর্জ্জুন, তোমার ঐ চক্ষুদ্বারা আমাকে তুমি দেখিতে পারিবে না। আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, তদ্দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বরিক শক্তি দর্শন কর। অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ এই শিক্ষা দিলেন যে স্থূল জড় চক্ষুদ্বারা তাঁহার ঐশ্বরিকরূপ দেখা যায় না। তাঁহার কৃপালাভ হইলেই দিব্যদৃষ্টি লাভ করা যায়, যাহাতে তাঁহার অপ্রাকৃত রূপ ও অপ্রাকৃত তত্ত্বের উপলব্ধি হয়। "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবংবিধোর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥" (গী ১১।৫৪)—একমাত্র অনন্যভক্তির দ্বারাই এইরূপ বিশিষ্ট আমাকে দর্শন করিতে, জানিতে এবং আমার লীলায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। ভাগবতেও পাওয়া যায় "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্" (১১।১৪।২১)। শ্রীভগবান্ সর্ব্বস্বরূপ হইলেও মায়ান্ধ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পায় না। অন্ধকারের স্বভাবই এই যে—বাস্তব বস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়া কল্পিত বস্তুতে প্রতীতি জন্মায়। কোন অন্ধকার পূর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে সেখানে অবস্থিত বস্তুত দেখাই যায় না, পরন্তু ওখানে 'চোর দাঁড়াইয়া আছে', ওখানে 'সাপ' এইরূপ মনে হয়।

শ্রীভগবান্ তাঁহার মায়াশক্তিকে পরিণত করিয়া জগৎ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য তাঁহার লীলাবিগ্রহকে প্রাকৃতের অনুকরণে জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি গীতায় বলিতেছেন—

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥" (৭।২৫)

সূর্য্য নিত্য বিরাজিত থাকিলেও যেমন পৃথিবীতে কখনও তাহার প্রকাশ এবং কখনও তাহার অপ্রকাশ সেইরূপ শ্রীভগবান্ নিত্য বিলাসপারায়ণ থাকিলেও সকলের নিকট সব সময় তিনি প্রকাশিত হন না। তাঁহার পার্ষদগণ সর্ব্বদাই তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন—যেমন শ্রীবৃন্দাবনের পথে শ্রীবিল্বমঙ্গলের লীলাস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল।

(গ) শ্রীভগবানের লীলাশক্তির নিকট সমস্ত শক্তিই পরাভূত—সাধারণ জীব চক্ষু ইন্দ্রিয়দ্বারা সন্নিকটস্থ বস্তু ছাড়া আর কিছু দেখিতে পায় না। যোগিগণ সমাধিস্থ হইয়া অতি দূরস্থ, নিকটস্থ, অন্ধকারস্থ, অতীত, অনাগত সবই দেখিতে পান। আবার যাঁহারা যুক্তযোগী (ব্রহ্মা, রুদ্র, নারদ, চতুঃসনাদি) তাঁহারা ধ্যানস্থ না হইয়াই সব কিছু দেখিতে পান। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলা-শক্তির নিকট সকলশক্তিই পরাভূত। তাই গোপবালক ও গোবৎস হরণ লীলায় যুক্তযোগী ব্রহ্মা সমাধিস্থ হইয়াও কোন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সুতরাং সাধারণ জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানশক্তি, যোগীদিগের ধ্যান-লব্ধশক্তি, তার্কিকের যুক্তিশক্তি শ্রীভগবানের লীলাশক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারে না। খদ্যোত (জোনাকীপোকা)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকে আলোকিত করিতে পারে, কিন্তু মধ্যাহ্ন সূর্য্যালোকে নিষ্প্রভ হইয়া যায়। সুতরাং ভক্তিসম্বন্ধহীন শাস্ত্রজ্ঞান বা নীরস যুক্তিদ্বারা ভগবত্তত্ত্ব জানা অসম্ভব। একমাত্র ভক্তিবিভাবিত চিত্তে তাঁহার শরণাগত হইলে তিনিই কৃপাপূর্ব্বক নিজেকে ভক্তের নিকট প্রকাশিত করেন। তাই কঠোপনিষদ বলিতেছেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"—একমাত্র যাঁহাকে তিনি কৃপা করেন তিনিই তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন, তাঁহার নিকটই তিনি নিজের তনুকে প্রকাশিত করেন। কৃপার অপেক্ষা না করিয়া যিনি আত্মশক্তিতে তাঁহার তত্ত্ব জানিতে চাহেন তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া শ্রুতিই বলিতেছেন—'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ'—অরে মূর্খ, যিনি বিজ্ঞাতা (সর্ব্ববিৎ) তাঁকে তুমি কিরূপে জানিবে ? অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিরাট বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে, কিন্তু অগ্নিকে কখনও দগ্ধ করিতে পারে না। অগ্নিতপ্ত লৌহ অন্যবস্তুকে তাপিত করিতে পারে, কিন্তু অগ্নিকে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীভগবানের লীলাকাহিনী—

শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' প্রভৃতি বাক্য দ্বারা তিনি শুধু অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং তিনি নির্ব্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নিস্পৃহ প্রভৃতি বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতির অন্য বাক্যের সহিত উহার সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া বহির্ম্মুখ জ্ঞানাভিমানী তার্কিকগণ শ্রীভগবানের করুণার প্রস্রবা লীলাকাহিনীকে রূপক কিংবা উহাকে অন্য প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া নিজেরাই বঞ্চিত হন। শ্রীভগবান্ আনন্দস্বরূপ—স্বরূপানন্দ আস্বাদন ও বিতরণেই তাঁহার সুখ। যদি বলা হয় তিনি নির্ব্বিশেষ পরমানন্দস্বরূপ, সেজন্য তাঁহার ত কোন প্রয়োজন থাকিতে পারেনা। কিন্তু পরব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকার সংকল্প বা প্রবৃত্তির কথা শ্রুতিতেই উক্ত আছে। 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়ম্'—তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করিলেন এবং সৃষ্টির জন্য বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ।'—পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামীরূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। শুধু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ইচ্ছা ও কল্পনা নহে। তিনি গীতাতে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"—আমি সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতগণের বিনাশ করার জন্য এবং সনাতন ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। সুতরাং শ্রুতির কোন কোন বাক্যে তাঁহাকে নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরঞ্জন, নিরবদ্য প্রভৃতি বলা হইলেও অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানের জীবের ন্যায় তুচ্ছ প্রবৃত্তি না থাকিলেও বিশেষ প্রয়োজন জন্য তাঁহারও কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখা যাইবে। সাধারণ জীব তাহার অভাব পূরণের জন্যই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু স্বতঃপূর্ণ, নিত্যতৃপ্ত শ্রীভগবানের কোন অভাব পূরণের প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহার স্বভাবের বিশেষত্বই এই যে অপূর্ণ জীবকে স্বরূপানন্দ বিতরণ জন্য বিবিধ সৃষ্টি লীলাদি করিয়া থাকেন। স্বরূপানন্দ বিতরণের দ্বারাও তাঁহার আনন্দ আস্বাদন। সাধারণ জীবের আনন্দ আস্বাদনের উদ্দেশ্য দুঃখ নিবৃত্তি এবং শ্রীভগবানের আনন্দ আস্বাদনের উদ্দেশ্য তাঁহার লীলা। তিনি সর্ব্বত্রই তাঁহার স্বরূপানন্দ বিতরণ করিতেছেন, উহারই কণিকামাত্র সকল জীব উপভোগ করিয়া থাকে। "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" (বৃ—আঃ)। সূর্য্য যেমন সর্ব্বত্রই তাহার কিরণ বিতরণ করিতেছে কিন্তু সকলস্থানে উহা সমানভাবে প্রকাশিত হয় না; তদ্রূপ শ্রীভগবানও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার স্বরূপানন্দ বিতরণ করিতেছেন কিন্তু সকল ব্যক্তি উহা সমভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন না। সূর্য্য সর্ব্বত্র সমানভাবে তাহার কিরণমালা বিতরণ করিলেও সূর্য্যকান্তমণি যেরূপভাবে উহা গ্রহণে সমর্থ হইয়া উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় অন্য কোন দ্রব্য সেরূপ পায় না। সেইরূপ প্রেমময় শ্রীভগবান সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার স্বরূপানন্দ বিতরণ করিলেও একমাত্র তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত প্রেমিক ভক্তগণই উহা গ্রহণে

সমর্থ হইয়া সেবারস আস্বাদন করতঃ যথার্থ আনন্দী হন। অনাসক্ত জীব উহা গ্রহণ করিয়া দুঃখ নিবৃত্তি ও আত্মারামতা লাভ করেন এবং বিষয়াসক্ত জীব কিঞ্চিৎ বিষয়ানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। স্বরূপানন্দ বিতরণে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব না থাকিলেও প্রেমবান্ ভক্তগণ, অনাসক্ত মুক্তিকামী জীব এবং বিষয়াসক্ত জীবের উহা গ্রহণের তারতম্য অনুসারে আনন্দ লাভের তারতম্য থাকে। তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

ভক্তিই একমাত্র বস্তু যদ্দ্বারা শ্রীভগবানের তত্ত্ব নিরূপণ কিছুটা সম্ভব—শ্রুতি বলিতেছেন—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"—ভক্তিই শরণাগত জীবকে তাঁহার নিকট লইয়া যায়, তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটাইয়া দেয়। শ্রীভগবান্ ভক্তিদ্বারা বশীভূত, সুতরাং ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। অন্যপক্ষে ভক্তিসম্বন্ধবর্জ্জিত কর্ম্মের দ্বারা বা জ্ঞান লাভের দ্বারা মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই আনয়ন করে। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥" (ঈশ)

—যাহারা অবিদ্যার (অজ্ঞানের) উপাসনা করে অর্থাৎ ভক্তিবর্জ্জিত কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত থাকে, তাহারা ঘোর তামসলোক প্রাপ্ত হয়; যাহারা (ভক্তিবর্জ্জিত) জ্ঞানানুষ্ঠানে রত, তাহারা তদপেক্ষা ঘোরতর তামসলোকে গমন করে। শ্রীমদ্ভাগবতেও ব্রহ্মা বলিতেছেন—

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৪)

—অর্থাৎ হে বিভো, আপনার প্রতি ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ করে, তাহাদের কিছুই লাভ হয় না। ধান্যের সারবিহীন স্থূল-তুষকে ঢেঁকীতে আঘাত করিলে যেমন ক্লেশমাত্রই লাভ হয়, ঠিক তদ্রূপ ঐ সকল ব্যক্তির শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্যাদির কোন আস্বাদন লাভ হয় না, শুধু ব্রহ্মস্বরূপের সত্তাজ্ঞানই লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বোপনিষৎসার গীতাতেও শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া এই ভক্তিই (বা ভাগবতধর্ম্ম) যে সমস্ত উপদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরমবাক্য উহা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিয়াছেন—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
(গীতা ১৮।৬৪-৬৬)

—হে অর্জ্জুন, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় অতএব তোমাকে হিতোপদেশ করিতেছি। তুমি আমার সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় গোপনীয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার সেবাপরায়ণ হও ও মৎযজনশীল হও এবং আমাতে নমস্কার-পরায়ণ হও। তাহাতে আমাকেই পাইবে। ইহা তোমার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাতে শরণগ্রহণ কর, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত 'লীলা'র তাৎপর্য্য—

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দ আস্বাদন ও অপূর্ণ জীবকে উহার বিতরণই তাঁহার লীলা। কিন্তু এই ব্যাপারে আচার্য্যদিগের মনে যে সমস্যার উদয় হয় তাহা এই—বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন আছে, কিন্তু প্রয়োজনটী কি তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। কারণ যাঁহার কোন প্রয়োজন থাকে তাঁহাকে নিত্যতৃপ্ত আপ্তকাম বলা যায় না। বিভিন্ন আচার্য্যগণ

বিভিন্ন ভাবে এই লীলার তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ মনে করেন যে কোন উন্মত্ত লোক যেমন কোন প্রয়োজন না থাকিলেও নানাকার্য্য করিয়া থাকে শ্রীভগবান্‌ও তদ্রূপ বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন। কিন্তু শ্রুতিতে যাঁহাকে 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ' বলিয়াছেন তিনি কখনও উন্মত্ত বা অজ্ঞ হইতে পারেন না।

বেদান্ত সূত্রের 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' এর ভাষ্যে কেহ বলেন যেমন কোন রাজা বা রাজ-অমাত্য কোন প্রয়োজন না থাকিলেও নানাপ্রকার ক্রীড়াবিহারাদি করিয়া থাকেন, ঠিক তদ্রূপ শ্রীভগবানের জগৎসৃষ্ট্যাদি কার্য্যে তাঁহার বাহ্য প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি স্বভাবতই ঐরূপ করিয়া থাকেন। উহাই তাঁহার লীলা। কিন্তু উহাতেও উপমাটী ঠিক হইল না, কারণ রাজা বা রাজ-অমাত্য ঐরূপ উদ্দেশ্যহীন ক্রীড়াবিহারাদি করিলেও ঐরূপ ক্রীড়া মধ্যে তাঁহাদের নিজেদের সুখলাভের চেষ্টাই দেখা যায়। সুতরাং ঐরূপ ক্রীড়ায় তাঁহাদের সুখাপেক্ষা আছে তাহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শ্রীভগবান্ আপ্তকাম বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। তাঁহাতে আত্ম-সুখাপেক্ষা আরোপ করা সঙ্গত হয় না।

যাহা হউক সকল আচার্য্যগণই শ্রীভগবানের বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদি কার্য্যকে তাঁহার 'লীলা' বলিয়া স্বীকার করেন। নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের কেবলমাত্র আনন্দোচ্ছ্বাসবশতঃ তাঁহার লীলা। 'আনন্দ ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' এই শ্রুতিবাক্যে জানা যায় আনন্দ পরব্রহ্মের স্বরূপভূত, নিত্য, সত্য ও অপরিসীম। সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য, অগাধত্ব, তরঙ্গ, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি যেমন নিত্য ও সত্য সেইরূপ আনন্দ বারিধি শ্রীভগবানের বিবিধ লীলার তরঙ্গ, স্বরূপানন্দের উচ্ছ্বাস প্রভৃতি সত্য, স্বাভাবিক ও অপরিসীম। তাঁহার অফুরন্ত আনন্দোচ্ছ্বাস-বশতঃই তাঁহার লীলা। এই আনন্দতরঙ্গেই তিনি নিত্য নিমজ্জিত এবং আনন্দপিপাসু জীবগণও এই আনন্দে ডুবিয়া থাকিয়া জীবন সার্থক করেন। তাই ব্রহ্মাদি দেবগণ কংসকারাগারস্থিত দেবকীগর্ভজাত শ্রীভগবানের স্তুতিতে বলিতেছেন—

"ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে"

—হে ভগবন্, আপনি জন্মরহিত হইয়াও যে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, উহা আপনার আনন্দ আস্বাদন (লীলা) ব্যতীত আর কিছু নহে।

(ক্রমশঃ)

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাসংগ্রামের অন্যতম উজ্জ্বল তারকা এবং স্বাধীনতা লাভের পর ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিগত ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ২৭ মে অপরাহ্ণ ২ টায় তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসিগণকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাসংগ্রামে তিনি যে অসীম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তজ্জন্য দেশবাসিগণ তাঁহাকে স্বাধীন ভারতের কর্ণধাররূপে দীর্ঘ ১৭ বৎসরকাল বরণ করিয়া তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা ও আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার অসামান্য উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তিনি পৃথিবীর সকল জাতির ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছেন এবং বিশ্বের সর্ব্বত্র এমন কি শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিগণ ও রাষ্ট্রের নিকটেও একজন শ্রেষ্ঠ মানবদরদী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যে জন্য তাঁহার জীবনাবসনে পৃথিবীময় শোকের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইল। তিনি বিরুদ্ধ দলীয় ব্যক্তিগণের বাক্যবাণের দ্বারা আক্রান্ত ও অত্যন্ত কঠোর সমালোচনার দ্বারা নিপীড়িত হইয়াও কখনও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি অমার্জ্জিত ভাষা ব্যবহার করেন নাই —ইহা তাঁহার নেতৃত্বপদের যোগ্যতা প্রমাণ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে যে অসংখ্য শোকবার্ত্তা আসিয়াছে

তন্মধ্যে গ্রেটবৃটেনের তরফ হইতে প্রদত্ত শোকবার্তায় নেহরুর অনন্যসাধারণ মহানুভবতার কথা মুক্তহৃদয়ে স্বীকার করা হইয়াছে—পণ্ডিত নেহরু ইংরাজগণের দ্বারা নিপীড়িত হইয়াও স্বাধীনতা লাভের পর তাঁহাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সহ অবস্থানের প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ আচরণ করেন নাই। পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ে ভারপ্রাপ্ত তিনি উহা অতীব যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া স্বাধীনতা লাভের পর অত্যল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর মধ্যে ভারতকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমন্ধবিষয়ে অধিক মনোনিবেশের জন্য তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির প্রতি যথোপযুক্ত অভিনিবেশ দিবার সুযোগ পান নাই। দেশের সাধারণ প্রজাগণের দুঃখদৈন্য বিদূরণরূপ তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের ভার এখন তাঁহার যোগ্য অধস্তনগণের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে।

তিনি ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন এবং পৃথিবীর কোনও জাতির পররাজ্যলিপ্সারূপ অন্যায়ের প্রশ্রয় কোনও দিন দেন নাই বরং তীব্র ভাষায় উহার নিন্দা করিয়াছেন। এজন্য পৃথিবীর ন্যায়বিচারপ্রত্যাশী ছোট বড় পরাধীন ও স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ ভারতকে তাঁহাদের পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন। নেহরু সর্ব্বদাই শান্তিকামী ছিলেন, যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা যে কোনও স্থায়ী সমাধান হয় না, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার এই যুদ্ধের প্রতি বিরাগকে অনেকে দুর্ব্বলতা বলিয়া ভুল বুঝিয়াছেন। কোনও কোনও অজ্ঞ সঙ্কীর্ণচেতা রাষ্ট্রনেতাগণ এইরূপ উদারচেতা ব্যক্তির মহানুভবতার গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সেই মহানুভবতার সুযোগ লইয়া নিজ দুষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে জন্য পণ্ডিত নেহরুকে অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ দুষ্ট ব্যক্তিগণের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে গিয়া অপদস্থ হইতে হইয়াছে। তথাপি শেষ জীবন পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার উদার স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই ভগবান্ শ্রীশ্রীবলদেব একদা দুর্য্যোধনের নিকট শান্তির প্রস্তাব লইয়া গমন করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তাহার অতিশয় দুর্বিনীত স্বভাব লক্ষ্য করিয়া দণ্ডবিধানের দ্বারা তাঁহার চৈতন্য উৎপাদনে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই জন্য অনেক সময় দেখা যায় পশুশ্রেণীর ব্যক্তি মিষ্ট কথায় সংশোধিত হয় না। তাহাদের অন্যায়াচরণ হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য লগুড়ের প্রয়োজন হয়॥ 'পশূনাং লগুড়ো যথা।' প্রাচীন ভারতীয় শাসনপদ্ধতিতে বীর্য্যবান্ নির্ভীক ক্ষত্রিয়গণের উপর শাসনভার অর্পণের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেখিতে পাই—কারণ তাঁহারা কঠোর হস্তে দুষ্টগণকে দমন করিতে পারিতেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সুষ্ঠুরূপে না হইলে রাজ্যে দুর্ব্বৃত্তগণের অত্যাচার বৃদ্ধি পায় এবং তদ্দ্বারা দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ব্যাহত হইতে বাধ্য। পশুশ্রেণীর দুরাত্মাগণ মিষ্ট কথায় কখনও দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় না, বরং উহাকে তাহারা শাসকগোষ্ঠীর দুর্ব্বলতা মনে করিয়া দুষ্কার্য্য প্রবৃত্তির মাত্রা বৃদ্ধি করিতে থাকে। নেহরুজী শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করায় স্বভাবতঃ উদার স্বভাববিশিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, তজ্জন্য ক্ষত্রিয়োচিত শাসনকার্যে অনেক সময়ে তিনি রুচি লাভ করিতে পারেন নাই।

তিনি ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা বা গোড়ামীর দিক্‌টা কোনও দিনই সমর্থন করেন নাই। ধর্ম্মের নামে গোড়ামী এবং উক্ত গোড়ামীর দ্বারা প্রচালিত হইয়া এক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর উপর নিজ ইতর কাম পূরণোদ্দেশ্যে হিংস্র আচরণ কখনই ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে উহা পশুধর্ম্ম ছাড়া কিছুই নহে। কিন্তু তাই বলিয়া সদ্ধর্ম্মে নিষ্ঠা, নিজ ইষ্টদেবে নিষ্ঠা, পবিত্রভাবে ভগবদুপাসনার নিষ্ঠাকে ধর্ম্মান্ধতার সঙ্গে যেন আমরা একাকার করিয়া না ফেলি। সতী স্ত্রীর পতিনিষ্ঠা তাঁহার সর্ব্বোত্তম গুণ, উহাকে গোড়ামী বলে না। বেশ্যার যে বাহ্য উদারতা দেখা যায় উহা কাম ছাড়া কিছুই নহে, বাস্তবিকপক্ষে বেশ্যা কোনও পুরুষের জন্য নহে, নিজ কাম

পূরণের জন্য সে প্রত্যেক পুরুষকে নিজ সর্ব্বস্ব বলিয়া বলে, কিন্তু কেহই তাহার সর্ব্বস্ব নহে। পক্ষান্তরে সতী স্ত্রীর সর্ব্বস্ব সৎপতি, পতির জন্য সতী স্ত্রীর অকরণীয় কিছুই নাই। বেশ্যার কোনও ত্যাগ নাই, কিন্তু সতী স্ত্রীর যথার্থ ত্যাগ আছে—পতির জন্য তিনি সমস্ত প্রকার সুখবাঞ্ছা পরিত্যাগ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। অতএব প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণকে ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিগণের সঙ্গে যেন একাকার করিয়া আমরা তাঁহাদিগকে একই পর্য্যায়ভুক্ত না করি। ঐ প্রকার মারাত্মক ভুল করিলে সমস্ত মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। কারণ মানবসভ্যতার প্রকৃত মেরুদণ্ড সদ্ধর্ম্ম এবং উহার অনুশীলনকারী মহাত্মাগণ। পণ্ডিত নেহরুর প্রথম জীবনে তাঁহার বক্তৃতাদিতে ধর্ম্মানুশীলনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব সম্বন্ধে কোনও কথা আমরা অধিক লক্ষ্য না করিলেও শেষ জীবনে তাঁহার অনেক বক্তৃতায় ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। শুনিতে পাই তিনি নিজেও নাকি প্রত্যহ গীতা পাঠ করিতেন। ধর্ম্ম ও নীতি মনুষ্য সভ্যতার বা জাতির মেরুদণ্ড, উহা নষ্ট হইলে কোনও পরিকল্পনা সাফল্যের সহিত কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় না। যাঁহারা তত্ত্বতঃ জনহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকিবেন। পণ্ডিত নেহরু দেশের বর্ত্তমান দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য লক্ষ্য করিয়া বোধহয় তজ্জন্য একজন স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক ও নীতিপরায়ণ অথচ বিচক্ষণ অধস্তনের উপর তাঁহার দায়িত্ব অর্পণের অনুমোদন করিয়া গিয়া থাকিবেন—ইনি আমাদের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী।

পণ্ডিত নেহরুর শেষকৃত্য দর্শনের জন্য দেশ বিদেশ হইতে যে অগণিত নরনারীর সমাগম হইয়াছিল তাহাও অভূতপূর্ব্ব। এই প্রকার পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সচরাচর শোনা যায় না। অনুরাগী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নেহরুর দেহাবশেষ দেশের সর্ব্বত্র নীত হইয়াছে এবং পবিত্রস্থানে রক্ষিত বা প্রয়াগাদি তীর্থজলে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। জনগণ পূত সলীলাদিতে তাঁহার চিতাভস্ম নিক্ষেপের দ্বারা তাহাদের শেষ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন, ইহা খুবই সমীচীন হইয়াছে। কিন্তু কোনও কোনও অনুরাগী ব্যক্তি তাঁহার চিতাভস্ম ভারতের সর্ব্বত্র নিক্ষিপ্ত হওয়ার ব্যবস্থায় উল্লাস বোধ করিতে পারেন নাই। ভাবাবেগে যাঁহারা ঐ প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বোধহয় উহার অন্য দিকটা তলাইয়া দেখিবার অবসর পান নাই। পূজ্য ব্যক্তির সম্বন্ধযুক্ত সমস্ত বস্তুমাত্রই পূজ্য, উহার সহিত তদনুচিত ব্যবহারই বিহিত। পণ্ডিত নেহরুতে পূজ্য বুদ্ধি থাকিলে তাঁহার দেহাবশেষের উপরও পূজ্য বুদ্ধি থাকা উচিত। পূজ্য বস্তুকে পবিত্রস্থানে, মস্তকে কিংবা দেহের ঊর্দ্ধদেশে রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু পূজ্য ব্যক্তির সম্বন্ধযুক্ত বস্তুকে নিম্নাঙ্গ পদাদির দ্বারা বিমর্দ্দিত হইতে দেখিলে পূজ্য ব্যক্তির সেবকগণের কখনও উল্লাস হইতে পারে না। পণ্ডিত নেহরু দেশপ্রেমের আতিশয্যবশতঃ দৈন্য সহকারে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন—তাঁহার মৃত্যুর পর যেন তাঁহার দেহাবশেষ ভারতের সর্ব্বত্র ধূলিকণায় মিশাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তাই বলিয়া তদনুরাগী ব্যক্তিগণের উচিত কি তাঁহার পূজ্য দেহাবশেষ ভূমিতে ছড়াইয়া পশু পক্ষী মনুষ্যের দ্বারা মর্দ্দিত হইতে দেওয়া?

পণ্ডিত নেহরুর সহিত যাঁহার যতই মতভেদ থাকুক না কেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাঁহার উদার ব্যক্তিত্বের এবং বিশ্বের সকল মানবের কল্যাণের জন্য তাঁহার নিজ বিচারাবলম্বনে অক্লান্ত প্রচেষ্টার আন্তরিকতা সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমরা তাঁহার ন্যায় একজন বিশ্বমানবদরদী উদারচেতা শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রয়াণে নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিতেছি, তাঁহার অভাব সহসা পূরণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী মহোদয়কে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। তিনি যোগ্য অধস্তন ও কর্ণধাররূপে ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালনা করতঃ জনগণের সর্ব্বাঙ্গীন—শারীর, মানস ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে শক্তিলাভ করুন, ইহাই করুণাময় শ্রীগৌরহরির চরণে আমাদের সকাতর প্রার্থনা।

—সম্পাদক

শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল

[মধ্যে উপবিষ্ট উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথ দাস ও তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ।]

"নদীয়া শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৭ই চৈত্র হইতে ১৫ই চৈত্র পর্য্যন্ত নয় দিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ৮ই চৈত্র হইতে ১২ই চৈত্র পর্য্যন্ত প্রত্যহ অন্যূন সহস্র নরনারী নামসংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাভূমি পরিক্রমা ও দর্শন করেন।

উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথ দাস গত ১৩ই চৈত্র সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করিলে শ্রীমঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ মাধব মহারাজ শ্রীমঠের সম্পাদক ও ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীমন্দির, শ্রীগৌরবিগ্রহ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শনান্তে সভামণ্ডপে আসন গ্রহণ করিলে শ্রীমঠের সম্পাদক অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

১৪ই চৈত্র দোলপূর্ণিমাবাসরে সমস্ত দিবসব্যাপী উপবাসব্রত, সংকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ, পূজা, মহাভিষেক, ভোগরাগ ও আরতি সহযোগে শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিকৃত্য সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণ ৪-৩০টায় শ্রীমঠের

ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীমৎ গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ মাধব মহারাজ শ্রীগৌরমহিমা ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। পরদিবস শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীকে পূর্ব্বাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।"
—যুগান্তর ২০ শে চৈত্র, ১৩৭০, ৩ এপ্রিল, ১৯৬৪ শুক্রবার।

"শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে নদীয়া শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে নয়দিবস-ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ অন্যূন সহস্র নরনারী নগর সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাভূমি পরিক্রমা ও দর্শন করেন।

উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথ দাস গত ১৩ চৈত্র সন্ধ্যায় শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আগমন করিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়।"—আনন্দবাজার ১১ ই বৈশাখ, ১৩৭১, ২৪ এপ্রিল ১৯৬৪ শুক্রবার।

প্রচার-প্রসঙ্গ

জলন্ধরে নগর-সংকীর্ত্তন

বিগত ২৯ চৈত্র, ১২ এপ্রিল রবিবার জলন্ধর মাইহিরাঁ গেটস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দির হইতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়

মঠাধ্যক্ষের অনুগমনে পাঞ্জাবদেশবাসী ভক্তবৃন্দ নগর সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইতেছেন। মধ্যে মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, তাঁহার উভয় পার্শ্বে লুধিয়ানা, জলন্ধর, হোসিয়ারপুর প্রভৃতি পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত সঙ্কীর্ত্তনপার্টিসমূহের কতিপয় উদ্যোক্তাগণ। [বিস্তৃত সংবাদ ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ৯২-৯৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।]

শ্রীনবীন বড়দলৈ হল, গৌহাটীঃ—বিগত ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৭ মে রবিবার শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্ সি, বিদ্যারত্ন মহোদয় গৌহাটীস্থ শ্রীনবীন বড়দলৈ হলে যে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে অবসর প্রাপ্ত ডি. পি. আই. শ্রীদিবাকর গোস্বামী, অধ্যাপক শ্রীপদ্মেশ্বর গগই, শ্রীখনিন্দু বড়া, আই-এ-এস্, আসাম প্রদেশ সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারী শ্রীউমা শর্ম্মা, ডিরেক্টর শ্রীবসন্ত দাস, লেখক শ্রীদৈব চন্দ্র তালুকদার, শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বেজারবড়ুয়া, শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীঅম্বিকা নাথ বড়া, শ্রীমুরারি চরণ দাস এম্-এ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রোতারূপে উপস্থিত ছিলেন।

নিমন্ত্রণ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

১০ আষাঢ়, ১৩৭১ ; ২৪ জুন, ১৯৬৪।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ **শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথ জীউর শুভ প্রাকট্য** বাসরে **বার্ষিক উৎসব** উপলক্ষে আগামী ২৫ আষাঢ়, ৯ জুলাই বৃহস্পতিবার হইতে ২৭ আষাঢ়, ১১ জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত নিম্ন পঞ্জী অনুযায়ী দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। শ্রীমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ টা হইতে রাত্রি ৯-৩০ টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও বিশিষ্ট বক্তৃমহোদয়গণ বক্তৃতা করিবেন।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক উপরি উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী

শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, মঠরক্ষক

অনুষ্ঠান-পঞ্জী

২৫ আষাঢ় বৃহস্পতিবার—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথিবাসরে উৎসবের অধিবাস কীর্ত্তন।

২৬ আষাঢ় শুক্রবার—শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন। **শ্রীবিগ্রহগণের বার্ষিক শুভ প্রাকট্য উপলক্ষে সাধারণ মহোৎসব।**

২৭ আষাঢ় শনিবার—শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা তিথি বাসরে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় **শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করিবেন।**

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

কলিকাতা মঠে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

'যে বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।' —ভবিষ্যপুরাণ

"নিয়ম বা ব্রত অথবা জপ ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিলে জীবিতাবস্থাতেও সেই মূর্খকে মৃততুল্য জানিবে।" চাতুর্ম্মাস্যে রুচিকর খাদ্য বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন কর্ত্তব্য। ন্যূনকল্পে পটোল, সীম, বেগুন, লাউ, বরবটি, কলমীশাক, পুঁইশাক, মাষকলাই চারিমাসের জন্যই বর্জ্জনীয়। এতদ্ব্যতীত শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জনীয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আগামী ২৫ বামন, ৪ শ্রাবণ, ২০ জুলাই সোমবার শ্রীশয়নৈকাদশী তিথিবরা হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইবে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের বিস্তৃত নিয়মাবলী শ্রীচৈতন্যবাণী ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৪২ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

শ্রাবণ—১৩৭১

৪র্থ বর্ষ] শ্রীধর, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও ভক্তাবাস

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

উপদেষ্টা ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড; কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৪র্থ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৭১। ৭ শ্রীধর, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ শ্রাবণ, শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ১৯৬৪। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কৃষ্ণই পরমপুরুষ, কৃষ্ণই পরমসত্য

(শ্রীজন্মাষ্টমীর অধিবাসবাসরে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ)

মনোধর্ম্মে চালিত, রূপরসে আচ্ছন্ন থাকাকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়তর্পণপর জনের সত্যবস্তু-কৃষ্ণের উপলব্ধি হয় না। তাঁর নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্ত্তিত হ'লেও আমরা সে-সকল উপলব্ধি ক'রতে পারি না। কখনও অন্যমনস্ক থাকি, কখনও বা উহাদিগকে আমাদের ইন্দ্রিয়তোষণ বা ভোগের বস্তু মনে ক'রে আর এক প্রকারে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ি।

আগামী কল্য জীবের শুদ্ধ-আত্ম-সত্তায় শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব হবে। কৃষ্ণ যাঁকে দয়া করবেন, তিনিই তাঁর আবির্ভাব উপলব্ধি করতে পারবেন। দয়া দুইপ্রকার—(১) সাধনাভিনিবেশজ, (২) কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণপ্রসাদজ। ভক্তের নিজের সম্পত্তিই কৃষ্ণ। ভক্তই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। কৃষ্ণ সেবোন্মুখ ব্যক্তির আত্মবৃত্তিতেই উদিত হন—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'।

কৃষ্ণের ভক্ত কৃষ্ণকে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করেন—তাঁরা এত বড় বদান্য! কৃপণ লোক যেমন দুর্গোৎসব করে না, পাড়ার লোক জোর করে বাড়ীতে প্রতিমা ফেলে যায়, তখন বাধ্য হয়ে তার প্রতিমার পূজা করতে হয়, আমরাও সেরূপ কৃষ্ণভজনোৎসবে রুচিবিশিষ্ট না হ'লেও কৃষ্ণভক্তগণ সকল-লোকের দ্বারে-দ্বারে গিয়ে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ "শ্রীনাম" বিতরণ করেন। ঠাকুর-পূজার জন্য কোন বাড়ীতে ঠাকুর ফেলে যাওয়ার ন্যায় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বচেতন বস্তুর মৃগ্য বাস্তববস্তু শ্রীনাম সকলের দ্বারে দ্বারে বিলিয়েছেন। তৃণ হ'তেও সুনীচ না হ'লে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা যায় না। 'নাম-সঙ্কীর্ত্তন' মানে—কৃষ্ণপ্রাপ্তি—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ছেড়ে দেওয়া—নারদের "ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ"—বিদেহমুক্তি—জীবদ্দশায় মুক্তি—স্বরূপের সিদ্ধি। কৃষ্ণ যখন বিদেহমুক্তি প্রদান করেন, তখনই তিনি বিশেষরূপে আকর্ষণ করছেন, জান্‌তে পারা যায়। অচিৎ এর

ভোগে ব্যস্ত থাক্‌লে তাঁহার আকর্ষণ উপলব্ধির বিষয় হয় না। দেহে আত্মবুদ্ধিই বিবর্ত্তের স্থান। দেহে আত্মবুদ্ধি লইয়া আমরা মায়িকতত্ত্বকে কৃষ্ণতত্ত্ব মনে করি। কৃষ্ণ—মানুষ, কৃষ্ণ—লম্পট, কৃষ্ণ—রাজনীতিজ্ঞ, কৃষ্ণ—ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কৃষ্ণ আমাদের ভোগবুদ্ধিজাত ধারণায় স্বার্থপরতাযুক্ত,—এই সকল বিচার কৃষ্ণবিষয়ে অভিজ্ঞানের অভাব ও ভাগ্যহীনতার পরিচায়ক। কৃষ্ণই পরমপুরুষ, কৃষ্ণই পরমসত্য, কৃষ্ণই বাস্তববস্তু, কৃষ্ণই নিখিলবেদপ্রতিপাদ্য বিষয়, কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা।

জ্ঞানবিচার

[পূর্ব্ব প্রকাশিতাংশের পর]

"আদৌ মুক্তজীবের বিচার সমাপ্ত হউক। নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত এই দুই প্রকার মুক্তজীব। যে সকল জীব কখনও জড়বদ্ধ হন নাই, নিরন্তর বৈকুণ্ঠবাস করিতেছেন, তাঁহারা নিত্যমুক্ত। নিরন্তর অকপট, নিঃস্বার্থ ভগবৎসেবাই তাঁহাদের স্বভাব ও ক্রিয়া। তাঁহারা ভগবানের অনন্ত লীলার সহকারী। ভগবান্ যখন নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রপঞ্চে বিজয় করেন, তখন অনেক মুক্তজীব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রপঞ্চে আসিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা কখনও জড়বদ্ধ হন না। ভগবানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা শুদ্ধ ধামে গমন করেন। সেই সব জীব নিত্য-সিদ্ধ ও ভগবানের নিত্যপরিকর। তাঁহারাও অনন্ত। বদ্ধমুক্ত জীবগণের সর্ব্বতোভাবে নিত্যসিদ্ধগণের ন্যায় আচরণ। তাঁহারা বদ্ধভাব হইতে মুক্ত হওয়ায় জড় জগতের সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। সময়ে সময়ে জড়জগতে আসিয়া উপযুক্ত জীবগণের প্রতি কৃপা পূর্ব্বক ভগবন্নির্দ্দেশ বিজ্ঞাপিত করেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় সিদ্ধদেহে বিচরণ করেন এবং পুনরায় শুদ্ধ ধামে গমন করেন। তাহাতেও তাঁহারা আর বদ্ধ হন না। মুক্তজীবদিগের চিন্ময় আশ্রয়, চিন্ময় অহঙ্কার, চিন্ময় চিত্ত, চিন্ময় মন, চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও চিন্ময় শরীর। তাঁহাদের অন্য সঙ্গ-পিপাসা নাই। ভগবৎসেবা-পিপাসাই তাঁহাদের প্রবল। সান্নিধ্যবশতঃ স্বীয় স্বীয় বিশেষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধগত বিচিত্র সেবায় সর্ব্বদা রত। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যভাববিশিষ্ট, তাঁহারা দাস্য পর্য্যন্ত লাভ করেন। যাঁহারা মাধুর্য্যরত, তাঁহারা সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার সেবা লাভ করিয়াছেন। জীবসকল নিজ নিজ ভাবানুসারী স্বভাব স্বীকার করতঃ কেহ কেহ স্ত্রীত্ব, কেহ কেহ পুরুষত্বভাবে অবস্থিত হন। তথায় জড়দেহের ন্যায় স্ত্রীব্যবহার, সন্তানোৎপত্তি ও শারীরিক মলাদি বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা নাই। ভগবৎপ্রসাদরূপ চিৎ-সামগ্রী সেবন-দ্বারা প্রীতিধর্ম্মের পুষ্টি হয়। ভগবৎ-সেবাজন্য পরস্পর সখা সঙ্গী সঙ্গ নিরন্তর থাকে। তথায় শোক নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই। কোন প্রকার অভাব নাই। তথায় যে কাল আছে, তাহা চিন্ময় অর্থাৎ সেই কালে ভূত ও ভবিষ্যৎ নাই, কেবল বর্ত্তমান কাল সমস্ত ব্যাপার সম্পাদন করে। স্মৃতির প্রয়োজন নাই, যেহেতু সিদ্ধজ্ঞানগত স্মৃতিকার্য্য অনায়াসে বর্ত্তমান কালে হইয়া থাকে। আমি নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া আপনাকে জ্ঞাত হওয়ার নাম শুদ্ধ অহঙ্কার। আনন্দ অহরহঃ নিত্যনূতন ও অধিকতর ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পায়। তৃপ্তি বলিয়া একটী ব্যাপার তথায় নাই। লোভ ও আনন্দ অব্যবহিতভাবে প্রচুররূপে পরিলক্ষিত হয়। ভগবৎ-সেবোপযোগী রসানুসারে অপূর্ব্ব অনন্ত প্রকোষ্ঠ নিত্য বর্ত্তমান। রসসমূহের মধ্যে শৃঙ্গাররসের সর্ব্বপ্রাধান্য, তন্মধ্যে সম্বন্ধরূপ শৃঙ্গার অপেক্ষা কামরূপ শৃঙ্গার বলবান্। সেই রসের পীঠস্বরূপ নিত্যবৃন্দাবন তথায় সর্ব্বোপরি বিরাজমান। সকল রসেই ভগবান্ স্বয়ং সেব্য হইয়া একভাগ ও সেবকরূপে অন্য ভাগ গ্রহণ করিয়া সেই অন্য

ভাগগত স্বরূপকে তত্তদ্রসসেবীদিগের আদর্শস্থল করিয়া অচিন্ত্যলীলা বিস্তার করিয়াছেন। শৃঙ্গারে শ্রীমতী রাধিকা, বাৎসল্যে শ্রীমন্নন্দযশোদা, সখ্যে সুবল ও দাস্যে রক্তক। ইহারা তত্তদ্রসগত ভগবানের সেবকভাববিশেষ। ইহার মধ্যে এইটুকু ভেদ আছে যে, শৃঙ্গারে শ্রীমতী যেরূপ সাক্ষাৎ ভগবদ্বিভাগবিশেষ, অন্যান্য রসে শ্রীবলদেবই একমাত্র সাক্ষাদ্বিভাগ। তাঁহার অঙ্গব্যূহস্বরূপ শ্রীমন্নন্দ-যশোদা, সুবল ও রক্তককে জানিতে হইবে। প্রকট-সময়ে অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রপঞ্চমধ্যে সপীঠ সানুচর ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বিহার করেন। সেই সমস্ত বিহারকার্য্যে ভগবান্ তাঁহার অনুচরসমূহ, তাঁহার রসোপকরণ সমস্ত এবং রসপীঠ যে প্রাপঞ্চিক চক্ষুর্গোচর হয়, তাহা প্রপঞ্চগত কোনও বিধির অধীন নয়, কিন্তু ভগবদচিন্ত্যশক্তির স্বাধীন কার্য্যবিশেষ। কথিত হইয়াছে যে, বদ্ধজীব পঞ্চপ্রকার ; যথা ;— ১। পূর্ণবিকচিতচেতন ২। বিকচিত-চেতন ৩। মুকুলিতচেতন ৪। সঙ্কুচিতচেতন ৫। আচ্ছাদিতচেতন।

এতন্মধ্যে পূর্ণবিকচিতচেতন, বিকচিতচেতন ও মুকুলিত-চেতন বদ্ধজীবগণ নরদেহপ্রাপ্ত। সঙ্কুচিতচেতন বদ্ধজীবগণ পশু-পক্ষি সরীসৃপ-দেহগত। আচ্ছাদিতচেতন বৃক্ষ ও প্রস্তরগতিপ্রাপ্ত বদ্ধজীব। কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হওয়ায় জীবের অবিদ্যা-বন্ধন। ঐ বিস্মৃতি যত গাঢ় হয়, ততই চেতন-বিশিষ্ট জীবের জড়দুঃখাবস্থাপ্রাপ্তি গাঢ় হইয়া পড়ে। চেতনধর্ম্ম যেখানে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, সে অবস্থা অত্যন্ত বহির্মুখ অবস্থা। কেবল সাধুসংস্পর্শ ও তৎ-পদরজঃপ্রাপ্তিদ্বারাই সেই অবস্থা হইতে মোচন হয়। অহল্যা, যমলার্জ্জুন ও সপ্ততাল-বিষয়ে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেই ইহা প্রতীত হইবে। প্রদত্ত উদাহরণ-ত্রয়ে ভগবৎসংস্পর্শই সাধুসংস্পর্শ। পূর্ণপ্রেমপ্রাপ্ত জীব অথবা ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারও সংস্পর্শে সে অবস্থার মোচন হয় না। চেতনধর্ম্ম যেখানে সঙ্কুচিত, সেস্থলেও (নৃগরাজার কৃকলাসত্ব-মোচনে) কেবল ভগবৎসংস্পর্শই একমাত্র কারণ। প্রাপ্তপ্রেম পুরুষগণ অর্থাৎ নারদাদি ভক্ত ও সিদ্ধ জীবগণ কৃপা করিলেও সঙ্কুচিতচেতন জীবের উদ্ধার হয়।

নৃদেহে যে মুকুলিতচেতন, বিকচিতচেতন ও পূর্ণ-বিকচিতচেতন জীবত্রয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার উদাহরণ অত্যন্ত সহজ। নরজীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে দেখা যাইবে। নরজীবন পঞ্চপ্রকার যথা ঃ—১। নীতিশূন্য জীবন ২। কেবলনৈতিক জীবন। ৩। সেশ্বর নৈতিক জীবন। ৪। সাধনভক্ত-জীবন। ৫। ভাবভক্ত জীবন।

নীতিশূন্য জীবনে ও কেবল নৈতিক জীবনে ঈশ্বরচিন্তা নাই। সেশ্বরনৈতিক জীবন দুইপ্রকার, অর্থাৎ কল্পিত-সেশ্বরনৈতিক জীবন এবং বাস্তবসেশ্বরনৈতিক জীবন। নীতিশূন্য জীবন, কেবল নৈতিক জীবন ও কল্পিত সেশ্বর-নৈতিক জীবনে মুকুলিতচেতন জীবকে লক্ষিত করা যায়। যুক্তি পর্য্যন্ত মনোবৃত্তি তাহাতে পরিলক্ষিত হয়। তাহা অপেক্ষা উচ্চবৃত্তির পরিচয় নাই। অতএব নরচেতন যতদূর সমৃদ্ধিযোগ্য, তাহার সহিত তুলনা করিতে গেলে সেই অবস্থাত্রয়ে চেতন কেবল মুকুলিত হইয়াছে, প্রস্ফুটিত হয় নাই, ইহাই সিদ্ধান্তিত হইবে। বাস্তবসেশ্বরনৈতিক জীবনে চেতন পুষ্পের প্রস্ফুটিত হইবার উন্মুখতা লক্ষিত হয়, যেহেতু তাহাতে এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে, সকলের কর্ত্তা, পাতা ও নিয়ন্তা একজন পরম পুরুষ অবশ্য আছেন। তখনও ঐ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় নাই। সাধনভক্তিময় জীবনে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিরূপ পাপড়ীগুলি প্রসারিত হইতে থাকে। পূর্ণরূপে প্রসারিত হইলেই ভাবভক্তের জীবন আরম্ভ হয়। অতএব বাস্তবিক সেশ্বরনৈতিক জীবনে সাধনভক্তিময় জীবনেই বিকচিতচেতন জীব পরিলক্ষিত হন। ভাব-ভক্তিময় জীবনে পূর্ণ বিকচিত-চেতন জীবকে লক্ষ্য করা যায়। ভাবভক্তি পূর্ণ হইলেই প্রেমভক্তি হয়। ভাবভক্তি বলিলেই প্রেমভক্তিকে এস্থলে বুঝিতে হইবে। প্রেমভক্তের জীবনান্তে জড় সম্বন্ধ থাকে না। জীব তখন বদ্ধমুক্ত হইয়া শুদ্ধধামে অবস্থিতি করেন।"

(ক্রমশঃ)

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

গার্হস্থ্য ধর্ম্ম

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ]

প্রথমতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করা আবশ্যক। ধর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধৃধাতু মন্ করিয়া ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন। ধারণাৎ ধর্ম্ম উচ্যতে। যাহা নিত্য ধারণ করিয়া থাকে তাহাই ধর্ম্ম। বস্তুর স্বভাবই তাহার ধর্ম্ম। যেমন জলের ধর্ম্ম তরলতা, অগ্নির দাহিকাশক্তি, এই প্রকার জীবমাত্রের একটি ধর্ম্ম আছে। সেই ধর্ম্মকে বিশেষভাবে জানাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধ ১৫শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—

বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবত্ত্যজেৎ॥
ধর্ম্মবাধো বিধর্ম্মঃ স্যাৎ পরধর্ম্মোঽন্যচোদিতঃ।
উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ॥
যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্।

যস্মিন্ ক্রিয়মাণে স্বধর্ম্মবাধা স্যাৎ তদেব বিধর্ম্মঃ অর্থাৎ যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে স্বধর্ম্মের বাধা হয়, তাহাই বিধর্ম্ম। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার জননীর নিকট কপিলভাবে উপদেশ-প্রদানপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

যে পুত্র করিলাম পোষণ অশেষ বিধর্ম্মে।
কোথা বা সে সব গেল মোর নিজ কর্ম্মে।

চৈঃ ভাঃ মঃ ১ম

অর্থাৎ শ্রীহরিভজন পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্তিবশতঃ যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বিধর্ম্ম। অন্যের চোদিত অর্থাৎ কথিত, উপদিষ্ট ধর্ম্ম পরধর্ম্ম, সাধারণতঃ হিন্দু যদি যবন খৃষ্টানের ধর্ম্ম গ্রহণ করে, উহাকে পরধর্ম্ম বলে। গীতাতে পরধর্ম্ম-বিষয়ে কথিত হইয়াছে—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

দেহ ও আত্মার বিচারে আত্মধর্ম্মই স্বধর্ম্ম আর দেহের ধর্ম্মটী পরধর্ম্ম। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ দেহের ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া ভুল করিয়া থাকি।

উপধর্ম্ম—পাষণ্ড বা দম্ভযুক্ত ধর্ম্ম। যাহারা সর্ব্বেশ্বর নারায়ণসহ অন্য দেবতার সাম্য বুদ্ধি করে, তাহারা পাষণ্ড। আর দম্ভসহকারে কৃত ধর্ম্মকেও উপধর্ম্ম বলে।

শব্দের ভিন্নতা বিচার করিলে তাহা ছল ধর্ম্ম। যথা "তৎ ত্বমসি" এই শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য আচার্য্য শঙ্করের বিচারে তৎ অর্থে তাহা—তুমিই সেই বস্তু, কিন্তু শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের বিচার তস্য ত্বম্ অসি অর্থাৎ তুমি তাঁহার (দাস)। জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না, জীব ব্রহ্মের দাস।

যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গা-
স্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।
ভবেত্তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধি-
স্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদভবিতাসি জীব॥

(মায়াবাদশতদূষণী)

সমুদ্রের বহু তরঙ্গ মধ্যে কেবল একটি তরঙ্গ যেরূপ সমুদ্র হইতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত জীবসকলও অণুত্বধর্ম্মবশতঃ বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মের সমান হইতে পারে না।

ছল ধর্ম্মের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—'দশাবরান্ বিপ্রান্ ভোজয়েৎ' এই স্মৃতিবাক্যের প্রকৃত অর্থ কমপক্ষে দশজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করান কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ দশাবরান্ শব্দকে ধরিয়া অন্য অর্থও করা যায়। দশ অবরঃ যস্মাৎ ও দশেভ্যো অবরান্ এই দুইটী সমাসের মধ্যে দশ যাহা হইতে অবর অর্থাৎ নিকৃষ্টই প্রকৃত অর্থ, কিন্তু দশ হইতে কম এই অর্থ করিলে ৯ হইতে ১ সংখ্যা পর্য্যন্ত অর্থ করা যায়, ইহাই ছলযুক্ত অর্থ। এই প্রকার বিচারে শাস্ত্রের অর্থগুলিকে অন্য প্রকার ধারণা করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহা ছল ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয়। এই প্রকার বিচার বহু ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। সাধারণবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রতারকের হাতে পড়িয়া তাহাদের বাক্যজালে মুগ্ধ হইয়া পড়ে।

আভাস ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—যাহা স্বেচ্ছাকৃত ধর্ম্ম তাহাই আভাস ধর্ম্ম। অনেকেই বলেন যাহা মনে

চায় যাহা আমার বিবেকে বলে তাহাই আমার ধর্ম্ম। কিন্তু বদ্ধ জীবের বিবেক কোথায়? বিশেষ বিবেচনা শক্তির নাম বিবেক। তাহা হইতে আমরা প্রায় সকলেই ভিন্ন পথে চলি। সেজন্য প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর আশ্রয়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রবণ করা প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদপুরাণ॥
শাস্ত্র গুরু অন্তর্য্যামিরূপে আপনারে জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥"

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি—

"ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
আর্ষ বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥"

ভ্রম জীবমাত্রেই আছে। সুতরাং বদ্ধজীব যাহা কিছু বলে বা করে তাহা ভ্রমযুক্ত। 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' জগতের জীব নিজ নিজ স্বার্থসাধনোদ্দেশে অনেক সময় জীবগণকে ভ্রান্ত মত উপদেশ করিয়া অসৎ পথে পরিচালিত করে। এই জন্য মনুষ্যের রচিত গ্রন্থাদিকে অগ্রাহ্য করিয়া ভগবানের অবতার শ্রীমদ্ বেদব্যাস প্রকাশিত শাস্ত্র অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রের মর্ম্ম বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেই আমাদের প্রকৃত স্বধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। মনুষ্য মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। গীতাতেও বলিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া গমন করিলে তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানের উপদেশ করেন। এখন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করা যাউক। গৃহস্থের ধর্ম্মকে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বলে। ইহা আমাদের আশ্রম-মধ্যে দ্বিতীয় আশ্রম। ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করিয়া গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে সংসারে প্রবেশ করিয়া বিবাহ করিলে গৃহস্থ হইবে। তখন তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলিই গার্হস্থ্যধর্ম্ম হইবে, কিন্তু ইহা নিত্য নহে। গৃহস্থ যখন সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন তখন তাহাও ত্যাগ হইয়া যায়। মনু গৃহস্থদের সম্বন্ধে পঞ্চযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন—

"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী।
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি॥"

আমরা দিবারাত্র যে সমস্ত কর্ম্ম করি তাহার মধ্যে অনেক সময় জীবহিংসা হইয়া থাকে, তাহা গণনার মধ্যে আনা যায় না, এজন্য মনুসংহিতায় এই পাঁচ প্রকারে জীব-হিংসা অবশ্যই ঘটিয়া থাকে বলিয়া ঢেঁকি বা উদূখল, শিলনোড়া, চুল্লী অর্থাৎ অগ্নির স্থান, উদকুম্ভী জলপাত্র আর সম্মার্জনী—ঝাঁটা এই সমস্ত ব্যবহার সময়ে জীব নাশ করা হয়। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে পঞ্চ যজ্ঞের বিধান করা হইয়াছে—দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। দেবতাদের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দেবযজ্ঞ, ঋষিগণের প্রচারিত ধর্ম্মানুষ্ঠান ঋষিযজ্ঞ, পিতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ, নিজ আত্মীয় স্বজন বা অপর ব্যক্তির সেবা নৃযজ্ঞ এবং পশুপক্ষী প্রভৃতির সেবাকে ভূতযজ্ঞ বলে। মনুষ্য যদি সংসারে থাকিয়া এই সকল কর্ম্ম না করে তাহা হইলে তাহার পাপ কেবল বৃদ্ধি হইয়া যায়, আর এ সকল যথাযোগ্য অনুষ্ঠিত হইলে কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত হয় বটে, কিন্তু পাপের মূল অবিদ্যার নাশ হয় না। সুতরাং তাহা নাশ না হইলে পুনরায় সঞ্চিত পাপ হইতে অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ পাপ সকল ভোগ করার জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ ও মৃত্যুর বশে চলিতে হয়। আর এ সকল ধর্ম্মের যদি অনুষ্ঠান নাও হয় কিন্তু শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তাহার ফলে জীবের পাপ, পাপবীজও অবিদ্যাদি সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥"

যাঁহারা কায়মনোবাক্যে শরণ্য অর্থাৎ শরণযোগ্য শ্রীভগবান্ মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারা আর কাহারো ঋণী থাকেন না। শ্রীমদ্ ভগবানের সেবায়ই সকল ঋণ মুক্ত হওয়া যায়।

"যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎ স্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে শাখা পল্লবাদিরও তৃপ্তি হয়, উদরে আহার দিলে ইন্দ্রিয় সকলের পুষ্টি হয় তদ্রূপ শ্রীঅচ্যুতের সেবায়ই সকল দেবতার, সকল প্রাণীর সেবা হইয়া যায়। সুতরাং অচ্যুতসেবকগণের আর কোন ব্যক্তির নিকট কোন দায় থাকে না। তাঁহারা চিরতরে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের নিকট বৈকুণ্ঠধামে নিত্য আশ্রয় প্রাপ্ত হন। আর তাহা না করিয়া কেবল অন্যান্য কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে পুনঃ পুনঃ সংসার প্রাপ্তি হইতে নিষ্কৃতি হয় না।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—শ্রীনাম যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তাহা কখন বুঝিতে পারিব?

উত্তর—নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুচিয়া গেলে উহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই আপনারা স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে, নাম হইতেই সকল সিদ্ধি হয়।

শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিম ভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না। যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজের অস্মিতায় স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের ব্যাবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধ রূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধ স্বরূপ উদিত হইয়া নাম উচ্চারিত হইতে হইতেই কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃত দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করান।

নামসেবা বলিলে নামোচ্চারণকারীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদিও তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট।

শ্রীনাম করিতে করিতে শ্রীনামের কৃপাতেই সব হইবে। শাস্ত্র শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলন দ্বারা শ্রীনামের স্বরূপ উদিত হন।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কি করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে?

উত্তর—ভগবানে মতি রাখিয়া ভগবানকে ডাকিলেই সকল মঙ্গল হয়, আমি ইহাই জানি। আপনারা তাহাই করিবেন, ইহাই আমার নিবেদন।

সাংসারিক উন্নতি, সুবিধা, অসুবিধা দিবার ভগবানই একমাত্র মালিক আমরা তাঁহার প্রতিপাল্য ও শরণাগত। আমাদের প্রতি তাঁহার যে ব্যবস্থা তাহাই নতশিরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—মথুরায় কংসকারাগারে প্রকটিত বসুদেবনন্দন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এবং গোকুলে আবির্ভূত স্বয়ং ভগবান্ লীলাপুরুষোত্তম নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কি একই বস্তু?

উত্তর—গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শিরোমণি শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু স্বকৃত শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে যামল-বচন উদ্ধৃত করিয়া জানাইয়াছেন—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি॥

দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা॥
(শ্রীলঘুভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ড ২৬৭ সংখ্যাধৃত যামল-বচন)

বসুদেবনন্দন বাসুদেব নন্দনন্দন কৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও তিনি স্বয়ং রূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নহেন। ভগবৎতত্ত্বে কোন ভেদ নাই, তবে রসের উৎকর্ষ বা মাধুর্য্যের আধিক্যে ভগবৎ-তত্ত্বের মধ্যে মধুর বৈশিষ্ট্য আছে। নন্দনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কখনও অন্যত্র যান না। তিনি নিত্যকাল দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নহেন। তিনি মুখ্যা গোপী শ্রীরাধা ও তাঁহার কায়ব্যূহ অন্যান্য গোপীগণের সহিত নিত্যকাল বৃন্দাবনে বিহার করিয়া থাকেন।

বসুদেবনন্দন বাসুদেব নন্দনন্দন কৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ। বাসুদেব কংসকারাগারে দেবকীর হৃদয় হইতে চতুর্ভুজরূপে প্রকাশিত হন, আর স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোকুল মহাবনে যশোদার গর্ভ হইতে দ্বিভুজ রূপে আবির্ভূত। দেবকীনন্দন কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ; কিন্তু যশোদানন্দন নিত্যকাল দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নহেন। বাসুদেব যখন দ্বিভুজ, তখন তাঁহাকে নন্দনন্দন কৃষ্ণের 'বৈভবপ্রকাশ', আর যখন চতুর্ভুজ, তখন তাঁহাকে 'প্রাভববিলাস' বলা হয়। নন্দনন্দনের গোপবেশ ও গোপ-অভিমান, আর বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ ও নিজেকে ক্ষত্রিয় জ্ঞান।

প্রশ্ন—নন্দনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না সত্য, কিন্তু প্রকট লীলায় একই কৃষ্ণকে বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় গমনাগমন করিতে দেখা যায়। ইহার মীমাংসা কি?

উত্তর—এ সম্বন্ধে শ্রীল রূপপ্রভু বলিয়াছেন—

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্।
যো বাসুদেবো দ্বিভুজস্তথা ভাতি চতুর্ভুজঃ॥
(ঐ পূর্ব্বখণ্ড ২৬৮ সংখ্যা)

শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় নন্দনন্দনত্ব আচ্ছাদন ও স্বীয় বাসুদেবত্ব প্রকাশ করতঃ মথুরাপুরীতে গমন করেন। বাসুদেব কখনও দ্বিভুজ এবং কখনও চতুর্ভুজরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

প্রশ্ন—মথুরা গিয়া শ্রীকৃষ্ণ কি পুনরায় ব্রজে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন?

উত্তর—জগদ্গুরু শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু বলিয়াছেন—

ব্রজে প্রকট-লীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহোঽমুনা।
তত্রাপ্যজনি বিস্ফূর্ত্তিঃ প্রাদুর্ভাবোপমা হরেঃ॥
ত্রিমাস্যাঃ পরতস্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতি।
আবির্ভাবাগতিভ্যাং সা দ্বিপ্রাকারাস্ত সম্ভবেৎ॥
(শ্রীলঘুভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ড ২৬৯)

ব্রজে প্রকট লীলায় ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বিরহ তিন মাস হইয়াছিল। কিন্তু সেই বিরহেও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইত। তিন মাস পর তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ মিলন হইয়াছিল। সেই মিলন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আবির্ভাব ও আগমন ভেদে দ্বিবিধ।

জগদ্গুরু শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আবির্ভাব ও আগমন সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে (পূর্ব্বখণ্ড ২৭০ ২৭৩ সংখ্যায়) বলিয়াছেন—

আবির্ভাব যথা—

বিরহজনিত ক্লান্তির উদ্রেক বশতঃ প্রিয়ভক্তসকলের চিত্ত যখন বিবশ হইয়া পড়ে, তখনই শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্র হইয়া সহসা (অতর্কিতভাবে) তাঁহাদের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ ব্রজবাসিগণ উদ্ধবের নিকট তাঁহার সংবাদ শ্রবণের পর হইতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রাদুর্ভাব হয়। দ্বারকাস্থ শ্রীকৃষ্ণের যে ব্রজে প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহা বৃহদ্বিষ্ণু-পুরাণাদি গ্রন্থে বহু প্রকারে বারংবার বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে আবির্ভূত হইয়া বিহার করেন তখন শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন ব্রজবাসিগণের নিকট স্বপ্নরূপে অনুভূত হয়।

আগমন যথা—

'স্বজনবর্গের প্রতি প্রেম এবং উগ্রসেনাদি সুহৃদ্বর্গের সুখবিধান করিয়া আমি শীঘ্রই ব্রজে আগমন করিব'

ইত্যাদি নিজ সান্ত্বনা বাক্যের সত্যতা রক্ষার নিমিত্ত রথে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় নিজপ্রিয় ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় বাক্য দশমে (ভাঃ ১০।৩৯।৩৫) যথা—"শ্রীকৃষ্ণ মথুরাগমন-কালে ব্রজাঙ্গনা-দিগকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া 'আমি শীঘ্রই আসিব'—এইরূপ প্রেমযুক্ত পূত-বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়াছিলেন।" তিনি স্বীয় পিতা নন্দমহারাজকে বলিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৪৫।২৩)—"হে পিতঃ! আপনারা ব্রজে গমন করুন, আমরা অত্রস্থ সুহৃদ্‌বর্গের সুখবিধান করিয়া আপনাদিগকে ও অন্যান্য গোপবৃন্দকে দেখিবার নিমিত্ত ব্রজে প্রত্যাগমন করিব।"

শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ পূর্ব্বক মথুরায় গমন করিয়া দন্তবক্র ও তদ্‌ভ্রাতা বিদূরথকে বিনাশ করিয়া ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন,—এইরূপ ঘটনা পদ্মপুরাণে সুস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। যথা—"শ্রীকৃষ্ণ বিদূরথের সহিত দন্তবক্রকে বিনাশ পূর্ব্বক যমুনা নদীতে স্নান করিয়া নন্দব্রজে গমন করতঃ স্বীয় দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত মাতা যশোদা ও পিতা নন্দকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিলে পর তাঁহারা স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ গোপগণকে প্রণাম ও আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বহুবিধ রত্ন, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সকলের পরিতৃপ্তি বিধান করিয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পুণ্য বৃক্ষপরিবৃত রমণীয় কালিন্দী পুলিনে গোপীগণের সহিত অহর্নিশ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইভাবে গোপবেশধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রম্য কেলিসুখ ও বিবিধ প্রেমরসে বিভোর হইয়া বৃন্দাবনে মাসদ্বয় ব্যাপিয়া প্রকট লীলা করিয়াছিলেন। তৎপরে বৃন্দাবন লীলা অপ্রকট করেন।"

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৭৮।১৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্রাদিকে বধ করিয়া ব্রজে আগমন পূর্ব্বক ব্রজবাসী ভক্তগণের সহিত দুই মাস লীলা করেন। অনন্তর নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসী ভক্তসকলকে সশরীরে সঙ্গে লইয়া নিত্যধামে শুভবিজয় করেন। পুনশ্চ বাসুদেব মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ সারথি দারুক কর্ত্তৃক পরিচালিত রথে আরোহণ করিয়া দ্বারকায় ফিরিয়া আসেন এবং তথায় কিছুকাল লীলা করতঃ সপার্ষদ অন্তর্হিত হন। শ্রীকৃষ্ণ এক শত পঁচিশ বৎসর জগতে প্রকটিত ছিলেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুও স্বকৃত শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে পুনরাগমনের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

প্রশ্ন—ভগবান্ কি স্নেহই চান?

উত্তর—শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'স্বাধীন প্রণয়ী ভব।' কারণ সম্ভ্রম, ভয় বা সঙ্কোচ ভগবানের প্রিয় নহে। শঙ্কাহীন অসঙ্কোচ প্রীতিই ভগবান্ পছন্দ করেন। ভগবান্ সদা মুক্ত হইলেও স্নেহরজ্জুতে বদ্ধ। শ্রীনৃসিংহদেব বলিয়াছেন—যিনি আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্নেহ এবং ধনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে স্নেহ করেন, আমি একমাত্র তাঁহারই। সেই স্নেহশীল ভক্ত ব্যতীত আমার বন্ধু আর কেহ নাই। (বৃহদ্ভাগবতামৃত ১।৪।৫ টীকা)।

প্রশ্ন—ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কি ভক্তের জন্য ক্রন্দনও করেন?

উত্তর—দ্বারকায় থাকাকালে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসী ভক্তগণের জন্য দিবারাত্র সকল সময়েই ক্রন্দন করিতেন এবং স্বপ্নেও তাঁহাদের কথা বলিতেন। (বৃঃ ভাঃ ১।৬।৩৯, ৪১ ও ৫০ শ্লোক ও টীকা)।

প্রশ্ন—ভক্তি কি সর্ব্বার্থ প্রদান করেন?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—ভক্তি নিখিলার্থ-বর্গজননী—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রেমপ্রদায়িনী। ভক্তি ব্রহ্মানন্দাপেক্ষা অধিক সুখ প্রদান করে। ভক্তি স্ত্রীসঙ্গাদি বিষয়জ সুখ অপেক্ষা অত্যধিক আনন্দপ্রদ বলিয়া দুঃখকর ক্ষণিক বিষয়সুখ স্পৃহা ভুলাইয়া দেয়—তাহা হইতে নিষ্কৃতি দান করে। (বৃহদ্ভাগবতামৃত ১ শ্লোকের টীকা)।

প্রশ্ন—গুরুকৃপাই কি ভগবৎকৃপা লাভের উপায়?

উত্তর—জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে (১।১। দ্বিতীয় শ্লোকের টীকায়) বলিয়াছেন—

'ভগবৎকৃপাপ্রাপ্তিস্তু ভগবৎপ্রিয়তমজনানাং প্রসাদাদেব ভবতি।' ভগবৎকৃপা ভগবৎপ্রিয়তম শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই লাভ হয়।

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও বলিয়াছেন—

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের মঙ্গল লাভের কোন উপায় নাই—আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তিসমূহ কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।

শাস্ত্র আরও বলেন—

গুরৌ প্রসন্নে প্রসীদতি ভগবান্ হরিঃ স্বয়ম্।
(কল্কিপুরাণ)

শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলে ভগবান্ শ্রীহরি স্বতঃই প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

প্রীণয়েত গুরুং যত্নাদ্ বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ।
আচার্য্যে তোষিতে বিষ্ণুস্তোষিতঃ স্যান্ন সংশয়ঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৮বিঃ ধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবাক্য)

প্রীতির সহিত বসন-ভূষণাদি বিবিধ দ্রব্যদ্বারা শ্রীগুরুদেবের সন্তোষবিধান করিবে। শ্রীগুরুদেব প্রীত হইলে শ্রীহরি অবশ্যই প্রীত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গুরৌ তুষ্টে হরিস্তুষ্টো যস্মিংস্তুষ্টে চ দেবতাঃ।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

শ্রীগুরুদেব সন্তুষ্ট হইলে শ্রীহরি ও সমস্ত দেবতা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু স্বকৃত ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে বলিয়াছেন—

হরৌরুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌরুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥

শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে রক্ষা করেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে ভগবান্ বা বৈষ্ণব কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতাবিধান করিবে।

শাস্ত্র আরও বলেন—

"শ্রীহরির প্রিয় ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভগবৎসেবা লাভ হয় না। গুরুর কৃপা ব্যতীত কৃত সেবাও ফলপ্রদ হয় না অর্থাৎ তাহা প্রেম দান করিতে পারে না। কারণ শ্রীভগবান্ ভক্তের অধীন। ভগবতঃ প্রিয়জনাধীনত্বাৎ।

"ভগবান্ ভক্তের প্রীতিতে বশীভূত হইয়া ভক্তের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করেন। শ্রীহরি ভক্তজনপ্রিয় অর্থাৎ ভক্তের প্রীতিবিধানই তাঁহার কার্য্য। ভক্তাধীন গোবিন্দ। 'স্বাতন্ত্র্যাভাবাৎ ভক্তানাং ইচ্ছানুরূপমেব ব্যবহরতি।" (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ৪।৬৩ ও ৬০ শ্লোকের টীকা)।

এইজন্যই সদ্গুরুচরণাশ্রয়, গুরুসঙ্গ ও গুরুসেবা বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা ভগবৎপ্রাপ্তি অসম্ভব।

প্রশ্ন—সেবা, বন্ধুত্ব ও প্রীতি কি এক সঙ্গেই থাকে?

উত্তর—সেবা, বন্ধুত্ব ও প্রীতি—এই তিনটী এক সঙ্গেই প্রকাশ পায়। সেবা ব্যতীত বন্ধুত্ব ও প্রীতি, বন্ধুত্ব ও প্রীতি ব্যতীত সেবা, প্রীতি ও সেবা ব্যতীত বন্ধুত্ব সম্ভব হয় না। উহা কপটতা মাত্র।

যেখানে সেবা সেখানে আপনজ্ঞান (মমতা) ও প্রীতি থাকিবে, যেখানে বন্ধুত্ব ও প্রীতি সেখানে সেবা থাকিবেই, যেখানে বন্ধুত্ব ও সেবা সেখানে প্রীতি আছেই, যেখানে প্রীতি ও সেবা সেখানে আপনজ্ঞান বা বন্ধুত্ব (আমার বুদ্ধি) স্বাভাবিক। অন্যথা কাপট্যপর্য্যবসানাৎ। এই তিনটী প্রবৃত্তি ভক্ত ও ভগবান্ উভয়ের মধ্যেই থাকে। (বৃঃ ভাঃ ১।৪।৫২ টীকা)।

প্রশ্ন—ভক্তের দুঃখ ও বিপদ কি ভগবৎপ্রদত্ত?

উত্তর—ভক্তের বিপদ ও দুঃখ ভগবৎপ্রদত্ত। তাহা কর্ম্মফলজনিত নহে। যেমন পাণ্ডবদের বিপদ—ভক্তি-মহিমা প্রচারার্থ ভগবৎপ্রেরিত।

পাণ্ডবদের বিপদ শ্রেষ্ঠ সাধুতুল্য। কারণ বিপদেই তাঁহাদের ভগবচ্চিন্তা প্রবল হইয়াছে এবং তখনই ভগবান্ তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়াছেন।

সাধুর সঙ্গ ও সেবা করিলে তাঁহারা যেমন শীঘ্রই ভগবান্ প্রাপ্ত করান, পাণ্ডবদের বিপদও তদ্রূপ কার্যকরী হইয়াছে। ভগবৎস্মৃতি আনয়নকারী বা ভগবানের জন্য উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনকারী বিপদ্ সম্পদ বা সাধু বা মঙ্গল নহে কি ? (বৃঃ ভাঃ ১।৪।৫০ ও ৫৬ টীকা)। তাই আমার শ্রীগুরুদেব বলিতেন—অনর্থগুলি অর্থলাভের প্রাগবস্থা বা পূর্ব্বাবস্থা।

জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন

"জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন" বলিতে আমরা কি বুঝি তাহার একটা পরিষ্কার ধারণা আমাদের থাকা চাই, নতুবা লক্ষ্য স্থির না থাকিলে সেই পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। এলোমেলো ভাবে কোন পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সূতিকাগৃহ হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী কালকে জীবন যাত্রা বলা হয় এবং উন্নত মান বলিতে আমরা রুচিকর খাদ্য, রুচিকর পোষাক-পরিচ্ছদ এবং উন্নত ধরণের বাসগৃহ ইত্যাদি বুঝি। যিনি ঐ সকল বস্তু সংগ্রহ করিবার যত ভাল কৌশল অবলম্বন করিতে পারেন, তিনিই আজকাল সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া থাকেন।

কিন্তু দেখা যায় যাঁহারা উক্ত সম্পদ প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও একটা তীব্র অভাব বোধ করিয়া থাকেন। তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে তাঁহারাও সুখী হইতে পারেন নাই। এই ভৌতিক সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই অভাব বোধ আমাদের প্রবল আকার ধারণ করিবে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা পরাধীন ছিলাম, তখন দেশের পার্থিব সম্পদ যাহা ছিল বর্ত্তমানে তাহা হইতে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি আমাদের অভাব বোধ প্রশমিত হইয়াছে, না ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছে ? প্রশ্ন হইতে পারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, জনসংখ্যাও তো দেশের একটা বিশেষ সম্পদ। ভোগোপকরণ যত বৃদ্ধি পাইবে, ভোগের আকাঙ্ক্ষাও ততই বৃদ্ধি পাইবে। কামের দ্বারা কামের নিবৃত্তি হয় না এবং নিজাপেক্ষা হীন বস্তু না হইলে তাহা ভোগ করা যায় না, কাজেই ভোগ করিতে গেলেই নিকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গ করিতে হয়। চিত্তের নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আসক্তি ফলে সবদিক হইতেই আমাদের চরিত্রের অধঃপতন ঘটে।

> আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
> কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥
>
> (গীতা ৩।৩৯)

অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ভোগকালে কাম অতিশয় সুখের হেতু বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ উঁহা জীবের নিত্য বৈরী। বিষয় সকলের দ্বারা পরিপূর্ণ হইলেও কাম দুষ্পূরণীয় হওয়ায় শোক ও সন্তাপের হেতু হইয়া থাকে।

কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মধ্যবিত্ত, সকলেই একটা তীব্র অভাবের তাড়নায় অহরহঃ উদ্বেগপূর্ণ অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। যাঁহাদের সহায়-সম্বল কিছুই নাই, তাঁহারা উহার অভাবে দুঃখ ভোগ করিতেছেন। যাঁহারা পরিশ্রম এবং কৌশলের দ্বারা কিছু পার্থিব সম্পদ সংগ্রহ করিলেন, তাঁহারাও তাহা রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা আতঙ্কগ্রস্ত এবং কালের করাল কবলে উহা নষ্ট হইলে শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। "যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই, অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর"। কাল এমনই নিষ্ঠুর যে, আমাদের শত কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও তাহার পাষাণ হৃদয়ে একটুও দয়ার সঞ্চার হয় না। কাজেই দেখা যাইতেছে জগতের পার্থিব সুখের পরিণতি তিনটী—দুঃখ, ভয় এবং শোক।

মানব জীবন—"সাধক জীবন", ইতর ভোগ পিপাসা চরিতার্থের জন্য নহে। অন্যান্য অবর জীবনেও ইন্দ্রিয়-ভোগলাভ হইতে পারে। প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, কাজেই তাহাকে শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভের জন্য যত্নবান্ হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে আমরা যে যে-স্তরে আছি সেই স্তর

হইতে উন্নত স্তরে পৌছানই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং সেই লক্ষ্যে পৌছাইতে হইলে চাই শাস্ত্র বাক্যে, গুরু-বাক্যে এবং মহাজনগণের-বাক্যে বিশ্বাস। "ধর্ম্ম" আমাদিগকে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাকে ত্যাগ করিলেই উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মানব-সভ্যতা পাশবিকতায় পরিণত হয়।

ভারতের আর্য্য ঋষিগণ, সনাতন সত্যকে উপলব্ধি করিয়া যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মহান্ প্রথা ভারতে প্রচলিত করিয়াছিলেন আজ আমরা তাহাকে ভুলিয়া পাশ্চাত্যের আপাতঃ মধুর চাক্‌চিক্যময় সমাজ ব্যবস্থা যাহা আমাদিগকে জড়ভোগসাগরে নিমজ্জিত করিয়া পরিণামে দুঃখের দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহাতে মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ হইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতেছি, একটু ভাবিয়া দেখিবার অবসর নাই আমাদের পূর্ব্ব মহাজনগণ কি পথের সন্ধান দিয়াছেন।

ভারতের যে সনাতন আদর্শ একমাত্র তাহার দ্বারাই ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারে। সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী ভারত গড়িয়া তুলিতে হইলে পাশ্চাত্যের আপাতঃ মধুর ভাবধারায় মুগ্ধ না হইয়া ভারতের সনাতন পদ্ধতিতে অগ্রসর হইতে হইবে। পার্থিব সম্পদের উন্নতি প্রয়োজন, তবে সেই সম্পদগুলি অপস্বার্থপর হইয়া কেবল নিজেদের ভোগোপকরণ রূপে ব্যবহার না করিয়া সমস্ত বস্তুর মালিক পরমেশ্বরের সেবাসম্বন্ধযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিলে প্রকৃত সমস্যার সম্যক্ সমাধান হইতে পারে। সেবা অর্থ—"সেব্যের প্রীতি বিধান"—তাহা শ্রেষ্ঠ বস্তুর প্রতিই প্রযোজ্য হইতে পারে, কাজেই সেবা করিতে করিতে আমরা শ্রেষ্ঠ বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব এবং তদ্দ্বারা শ্রেষ্ঠের সঙ্গ লাভ করিয়া জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সক্ষম হইব।

ভগবৎপ্রেম ব্যতীত দেশ প্রেম বা জীব-প্রেম আসিতে পারে না, কেন না শ্রীভগবান্ পূর্ণ হওয়ায় পূর্ণ বস্তুকে ভালবাসিতে পারিলে খণ্ড বস্তুর প্রতি প্রীতি স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্ণ বস্তুর প্রতি প্রীতিই বিশুদ্ধ প্রীতি। পূর্ণকে বাদ দিয়া খণ্ডের প্রতি যে প্রীতি তাহাতে ব্যভিচার দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা শুদ্ধ প্রীতি নয়, তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা থাকে। "আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥" শ্রীভগবান সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপক ও পূর্ণ জ্ঞান হওয়ায় চেতন অচেতন সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অস্তিত্বেই অস্তিত্ববান। জীব শ্রীভগবানের শক্ত্যংশ, কাজেই শ্রীভগবৎ-প্রেমিক কাহাকেও হিংসা করিতে পারেন না বা কোন বস্তু ভোগও করিতে পারেন না। সন্তানের প্রতি প্রীতি থাকায় তাহার ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রীর প্রতিও প্রীতি যেমন স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবানে প্রীতি হইলে তৎসম্বন্ধযুক্ত বস্তুমাত্রেতেই প্রীতি স্বাভাবিকরূপে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

জীব স্বরূপতঃ "কৃষ্ণদাস", ভোগাকাঙ্ক্ষা বা কর্তৃত্ব অভিমানবশতঃ গুণত্রয়ের আবর্ত্তে পড়িয়া সে স্বরূপ বিস্মৃত অবস্থায় আত্মকল্যাণের পথ খুজিয়া পাইতেছে না। একমাত্র দৃঢ়ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের দ্বারাই উক্ত জীব নিত্য কল্যাণের পথে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে অগ্রসর হইতে পারে। রজঃ ও তম গুণের দ্বারা পরিচালিত হইলে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না, দুঃখ ও অজ্ঞানতাই উহার পরিণতি। সদাচার ও পবিত্রতার দ্বারাই সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু একমাত্র বিশুদ্ধ সত্ত্বেই বাস্তব সত্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বাস্তব-সত্য মঙ্গলময় শ্রীহরির আবির্ভাব জীবহৃদয়ে যে উপায়ে হয় উক্ত নিশ্চিত মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারিলে এবং জীবনের সমস্ত কার্য্য তদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইলে প্রকৃত জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব।

—শ্রীরামকৃষ্ণ চাবরী।

শ্রীকৃষ্ণের দাবাগ্নিপান

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ]

একদা ক্রীড়ায় মত্ত গোপশিশুগণ।
ক্রমে ক্রমে দূরে চলি গেল ধেনুগণ॥
চরিতে চরিতে ক্রমে তৃণলোভবশে।
প্রবেশ করিল এক গুহামাঝে শেষে॥
মহা দাবানল উঠে বনের মাঝারে।
ধেনুবৎসগণ প্রবেশিল বনান্তরে॥
দাবানল তাপে হ'য়ে তাপিত শরীর।
প্রবেশে ঈষিকা বনে হইয়া অধীর॥
সেই কালে কৃষ্ণ আর বলদেব আদি।
পশুগণে নানাস্থানে খুঁজে নিরবধি॥
অনুতাপ হ'ল মনে যবে না পাইল।
কোথায় চলিল তারা কিছু না জানিল॥
জীবিকা উপায় হয় সেই পশুগণ।
তাদের বিনাশে সবে বিচলিত মন॥
তাহাদের খুর চিহ্ন ছিন্নতৃণ দেখি।
পথ অনুসরে তারা পশু না নিরখি॥
অনন্তর গোপগণ মুঞ্জাবন মাঝে।
পথভ্রষ্ট ধেনুগণ হেরিলা বিরাজে॥
পথশ্রমে যদি শ্রান্ত ছিল গোপগণ।
পাইয়া গোধনে তারা হরষিত মন॥
তথা হ'তে ফিরাইয়া আনে ধেনুগণে।
নাম ধরি ধেনুগণে আনে নিজ স্থানে॥
শুনিয়া নিজের নাম কৃষ্ণমুখ হ'তে।
প্রতিশব্দ দেয় ধেনু পুলকিত চিতে॥
হেন কালে সেই স্থানে দাবাগ্নি ভীষণ।
বন-বৃক্ষ-প্রাণিগণে করিল দহন॥
সারথী পবনদ্বারা হইয়া চালিত।
তীব্র শিখাসহ ক্রমে হ'ল প্রচলিত॥
বেড়িল বনানী তাহা চারিদিক হ'তে।
লাগিল সমূহ দ্রব্য দহন করিতে॥

মৃত্যুভয়ে জনগণ যথা শ্রীহরির।
শরণ গ্রহণ করে হইয়া অস্থির॥
সেই মত ধেনু আর ব্রজবাসী সবে।
রামকৃষ্ণ কৃপা চায় ভীত হ'য়ে তবে॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ, মহাবাহু! পরাক্রান্ত রাম।
দাবানলে দগ্ধ মোরা, কর পরিত্রাণ॥
আশ্রিত আমরা সবে তোমা দোঁহাকার।
তোমা বই রক্ষা কর্ত্তা কেহ নাই আর॥
ওহে কৃষ্ণ! মোরা সবে তোমার বান্ধব।
দাবানল করিয়াছে সবে পরাভব॥
তোমারেই জানি মোরা আমাদের প্রভু।
বিনাশের যোগ্য এবে নহি মোরা কভু॥
পরম আশ্রয় তুমি, তুমি সব জান।
কৃপা করি এবে তুমি রাখহ পরাণ॥'
শুনিয়া তাদের কথা কৃষ্ণ দয়াময়।
বলিল অভয়বাণী হইয়া সদয়॥
'ওহে গোপগণ! কভু না করিহ ভয়।
নয়ন মুদ্রিত করি সবে হেথা রও॥'
সেইমত গোপগণ করে অনুষ্ঠান।
রহিল হইয়া সবে মুদ্রিত নয়ান॥
যোগমায়াধীশ কৃষ্ণ মহৈশ্বর্য্যশালী।
মুখদ্বারা পান করে দাবানল বলী॥
করিয়া সঙ্কট হ'তে গোপগণে ত্রাণ।
ভাণ্ডীর বটের মূলে করে আনয়ন॥
আসিয়া সেথায় সবে খুলিল নয়ন।
নিজ নিজ ধেনুগণে করে নিরীক্ষণ॥
দাবানল হ'তে সবে বিমুক্ত দেখিয়া।
বিস্ময়ে পূরিত হ'ল সকলের হিয়া॥
কৃষ্ণের প্রভাব এবে হেরি গোপগণ।
তাঁহারে দেবতা বলি মানিল তখন॥

অতঃপর সন্ধ্যাকালে বলদেবসনে।
বেণুরব সহ ফিরাইল ধেনুগণে॥
প্রবেশ করিল গোঠে করি বেণুরব।
চারিদিকে গোপগণ করে তাঁর স্তব॥
যাঁহারে না হেরি কাছে গোপগোপীগণ।
ক্ষণকাল, সাত্যুগ করেন মনন॥
সেই সে গোবিন্দে তারা করি দরশন।
পাইল পরমাপ্রীতি আনন্দে মগন॥

শ্রীমদ্ভাগবতরহস্য

(৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১১৫ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ]

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকথাই মুখ্যভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে —তাঁহার পরিকরাদির সহিত লীলা, তৎসম্বন্ধীয় ভক্তির কথাই মুখ্য এবং আনুষঙ্গিকভাবে সৃষ্ট্যাদি অপরাপর বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে। ঐ সকল লীলার নায়ক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ভাগবতের নিজস্ব কল্পনার বস্তু নহেন। বেদে, উপনিষদে, গীতায় এবং বিভিন্ন পুরাণে তাঁহারই কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে বেদ পরব্রহ্মের নিঃশ্বসিত বাণী অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টির প্রারম্ভে উহা পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ অবলীলাক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, এজন্য বেদকে 'অপৌরুষেয়' বলা হয় অর্থাৎ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ বা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা উহা কৃত নহে। তাহাতে ঐ সকল বেদবাণী অনেক সময় অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য ভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল। উহার সার মানুষের বোধোপযোগী ভাষায় বিস্তৃতভাবে গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাগণ ও ঋষিগণ শিষ্যপরম্পরায় উহা জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে "পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ম্" (ভাঃ১১।৩।৪৪) "পরোক্ষবাদো ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্" (ভাঃ ১১।২১।৩৫)। ইহাতে বুঝা যায় শ্রীভগবান্ নিজেই পরোক্ষপ্রিয় এবং সেজন্য ঋষিগণ তাঁহারই প্রেরণায় পরোক্ষভাবে অর্থাৎ মুখ্যার্থ সোজাসুজিভাবে না বলিয়া অন্য প্রকার ভাবে বেদবাণী প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন কোন জহুরী বহুমূল্য রত্নকে সাধারণ ক্রেতার নিকট সহজে বাহির করিতে চাহে না সেইরূপ ঋষিগণ পরমেশ্বরের প্রেরণাতেই অনধিকারী বহির্ম্মুখ ও উদাসীন ব্যক্তির নিকট শ্রীভগবানের পরম দুর্ল্লভ ব্রহ্মস্বরূপ বা তাঁহার নিত্যসিদ্ধনামরূপগুণপরিকর-লীলাদিসমন্বিত রসময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও তদনুরূপ আরাধনাদি সাক্ষাদ্ভাবে প্রকাশ না করিয়া অনেক সময় বেদের ভোগপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিংবা তাঁহার নামরূপাদির উল্লেখ না করিয়া অস্পষ্টভাবে তাঁহার স্বরূপলক্ষণ মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং কোন কোন শ্লোকে তাঁহার তটস্থ লক্ষণেও অর্থাৎ তাঁহার কার্য্যদ্বারা তাঁহার সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে—

তাঁহার স্বরূপলক্ষণে তাঁহাকে নির্দ্দেশ—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ (শ্বেতাশ্বঃ)

(ব্যাখ্যা সরল)

তাঁহার তটস্থলক্ষণে তাঁহাকে নির্দ্দেশ—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥ (শ্বেতাশ্বঃ)

অর্থাৎ যিনি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং

তাঁহাকে বেদসকল উপদেশ করেন, সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক দেবকে মুক্তিকামী আমি আশ্রয় করি। এরূপ পরোক্ষবাদ শ্রীভগবানেরই প্রিয়। এইরূপ আত্ম-গোপন করা শ্রীভগবানের একটি বৈশিষ্ট্য—"আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে" (চৈঃ চঃ আদি-৩য় পঃ), যাহাতে বহির্মুখ লোকের নিকট তাঁহার নিত্যস্বরূপকে আবৃত রাখিবার জন্য রুদ্রদেবকেও মোহশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তাঁহার স্বরূপপ্রকাশের বিরোধী যুক্তিজাল বিস্তার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—'মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স ন ভক্তিযোগম্' (ভাঃ ৫।৬।১৮)। শ্রীভগবানের এই আত্মগোপনের চেষ্টা সত্ত্বেও ভক্ত তাঁহাকে জানিতে পারেন— "তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে"। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের নির্দ্দেশ্যবস্তু পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ ও তৎসম্বন্ধীয় ধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্মই উহার মুখ্য তাৎপর্য্য, কিন্তু ঋষিগণ পরোক্ষবাদী হইয়া উহার মুখ্যার্থ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করেন নাই। বেদোক্ত দেবতাগণেরও আশ্রয়বস্তু ঋগাদি চতুর্ব্বেদপ্রতিপাদ্য পরব্যোমাধীশ অচ্যুতবস্তু বা পরমেশ্বর, উহাও শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে, কিন্তু শ্রুতিসকল এই অচ্যুতবস্তু পরতত্ত্বের নামরূপাদির উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে ঐ পরমদেবতাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বেদের ঐ তাৎপর্য্য সুস্পষ্টভাবে বিস্তার করিয়া আমাদিগকে জানাইতেছেন যে সেই পরমদেবতাই স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণই। তিনিই লোকসৃষ্টির ইচ্ছায় নিজেকে ত্রিবিধ পুরুষাবতাররূপে প্রকট করিয়াছিলেন—'জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্......(ভাঃ ১।৩।১)—তিনিই কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষরূপে প্রকৃতিতে ঈক্ষণপ্রভাবে মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি করেন। তিনিই দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ীরূপে তাঁহার নাভি-কমল হইতে স্থূলবিশ্বের স্রষ্টা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার মহিমা অর্থাৎ লীলাদিব্যঞ্জক পরমজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন—উহাই ভাগবত বলিয়া কীর্ত্তিত। তিনিই ব্রহ্মাকে বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে আমরা পাই। তিনি উদ্ধবকে বলিতেছেন—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
(ভাঃ ১১।১৪।৩)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে বেদবাক্যে মদাত্মকধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তিধর্ম্ম বর্ণিত। প্রলয়ে কালপ্রভাবে তাহা অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে এই বেদসংজ্ঞিতবাণী উপদেশ করিয়াছিলাম।

গোপালতাপনীতে জানা যায় তিনি ব্রহ্মাকে গোপালবিদ্যাত্মক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলাত্মক বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন।

আবার ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন—ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্ (ভাঃ ২।৭।৫১)—অর্থাৎ হে নারদ! তোমাকে যাহা উপদেশ করিলাম উহার নাম ভাগবত। ইহাই পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ আমাকে বলিয়াছিলেন।

সুতরাং ভাগবত ও বেদ অভিন্ন—পার্থক্য এই যে বেদ ভগবানের নিঃশ্বাসের ন্যায় অস্পষ্ট ও আবৃত এবং ভাগবতে ঐ অস্পষ্ট বাণী সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত।

ব্রহ্মা এই ভাগবতধর্ম্ম দেবর্ষি নারদকে এবং নারদ শ্রীব্যাসদেবকে উপদেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মার স্রষ্টা এবং বেদোক্ত পরমদেবতা এক শ্রীকৃষ্ণই।

শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসের রচনা হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা স্বয়ং ভগবান্ দ্বারা রচিত হইয়াছে, কারণ উহার সারতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের আকারে ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্যাসদেব যখন নারদের নিকট হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া সমাধিস্থ হন, তখন পূর্ণপুরুষ দর্শন করার সময়ে ব্যাসের চিত্তে স্বয়ং ভগবান্ই নিজের লীলাসমূহের স্ফুরণ করিয়াছিলেন।

বেদের জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মস্বরূপের অনুভূতির ও মোক্ষলাভের কথা আছে। এই জ্ঞানকাণ্ড বিষয়েও শ্রীমদ্ভাগবত অপর শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ ভাগবতে

'বাস্তব', 'শিবদ', 'তাপত্রয়োন্মূলন' রূপ পরমধর্ম্মের কথা আছে। যে বস্তু বাস্তব অর্থাৎ আদিতে, মধ্যে ও অন্তে নির্ব্বিকার পরমব্রহ্ম ও যাঁহার দর্শন বা অনুভূতি লাভ করিলে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিতাপের যাতনা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয় এবং পরম মঙ্গল লাভ হয়, এই শ্রীমদ্ভাগবতে সেই পরমেশ্বরের দর্শন লাভ হয় অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মস্বরূপের অনুভূতি হয়। জ্ঞানকাণ্ডসম্বন্ধীয় অপর দর্শন শাস্ত্রের এবং ভাগবতের মধ্যে পার্থক্য এই যে সাধকের মতি স্বভাবতঃই বহির্ম্মুখী, সেইজন্য দর্শনশাস্ত্রাদি আলোচনাদ্বারা মতিকে পরব্রহ্মে আবদ্ধ রাখা কঠিন, কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত শ্রীভাগবত শ্রবণের জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হইয়াছে ('শুশ্রূষু'), তাঁহারা সুকৃতিমান্ এবং এই আগ্রহের উদয় হওয়া মাত্র শ্রীভগবান্ তাঁহারই শক্তিপ্রভাবে তাঁহাদের মতিকে নিজের উপর আবদ্ধ করেন, তাহাতে ক্রমশঃ ভক্তির সহিত জ্ঞান ও বৈরাগ্যের স্ফুরণ হওয়ায় ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়।

দেবর্ষি নারদের নিকট লব্ধ মন্ত্রের অনুসরণ করিয়া শ্রীব্যাসদেব সরস্বতীর পশ্চিমতটস্থ শম্যাপ্রাশ নামক আশ্রমে সমাধিস্থ হইলেন—তাহাতে ব্যাসের নির্ম্মল চিত্তে ভক্তির উদয় হওয়ায় শ্রীভগবান্ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপে তাঁহার চিত্তে প্রতিভাত হইলেন। এই ভক্তি হইতেছে শ্রীভগবানের হ্লাদিনী ও সংবিচ্ছক্তির সার সমবেত বস্তু—যে হ্লাদিনী শ্রীভগবান্‌কে পর্য্যন্ত বশীভূত করে এবং যে সংবিৎবলে শ্রীভগবান্ নিজে সব জানিতে পারেন এবং অপরকেও জানিবার সামর্থ্য দান করেন, ঐ দুই বৃত্তির সমবায়ে ভক্তিশক্তি উদ্ভূত। সুতরাং ব্যাসদেবের চিত্তে ঐ ভক্তিশক্তি সুস্পষ্টরূপে উদিত হওয়ায় তিনি পূর্ণপুরুষকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন। 'পূর্ণ'পদদ্বারা অংশসমূহের অংশী বুঝায়। ব্যাসদেব এতকাল নির্গুণ ও নিরুপাধিক ব্রহ্মের সাধনায় রত ছিলেন। এখন তিনি ভক্তিশক্তিবলে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কার্য্য ও মাধুর্য্যাদিও অর্থাৎ তাঁহার সগুণ স্বরূপেরও অনুভব করিলেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বলব্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের সম্প্রসারণ হওয়ায় ব্রহ্মদর্শনের পূর্ণতা প্রাপ্তি হইল। পূর্ণ পুরুষের দর্শন লাভের সময় সেই পুরুষের অংশাবতার, অংশাংশাবতার ও গুণাবতার সকলের এবং লীলাসকলের গভীর রহস্যও তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছিল। পূর্ণ পুরুষের অংশ অর্থাৎ রুদ্রদেবকে এবং ঐ পুরুষের গুণাবতার ব্রহ্মাকেও দেখিলেন অর্থাৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার লীলার গূঢ়তত্ত্ব অনুভব করিলেন। পালনলীলা উপলক্ষে শ্রীভগবানের বিভিন্ন অবতার, ঐ সকল অবতারে প্রকটিত অংশাংশ ও গুণাবতারসকলদ্বারা ভগবান যে সকল কার্য্য করেন, উহাই তাঁহার লীলা। ব্যাসের চিত্তে এই অবতারসকল স্ফুরিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন অবতারে যে সকল লীলা সম্পাদন করিয়াছেন ঐ লীলাসকলের রহস্যও তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা গেল যে শ্রীমদ্ভাগবতে যে সকল লীলা বর্ণিত হইয়াছে, উহা ব্যাসদেবের কল্পনাপ্রসূত নহে, উহা বাস্তব সত্য। এই লীলাসকল অবগত হওয়ার সময় ব্যাসদেব তাহাদের কীর্ত্তন করিবার সামর্থ্যও লাভ করিয়াছিলেন—এই জন্য ভাগবতের ১ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন যে শ্রীমদ্ভাগবত বস্তুতঃ শ্রীভগবানের দ্বারাই রচিত অর্থাৎ এই শাস্ত্রের ভাব ও ভাষা উভয়ই তিনি শ্রীভগবানের নিকট হইতে প্রভাবিত (inspired) হইয়াই লাভ করিয়াছিলেন। এই ভাবে সামর্থ্য লাভ করিয়া ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি উহা স্বীয় পুত্র শুকদেবকে পাঠ করাইয়াছিলেন—যে শুকদেব নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। তিনি ঐ ভাগবতপাঠে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যাদি গুণে আকৃষ্ট হইয়া অতি আদরের সহিত উহা পাঠ করিতেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শ্রুতিতে অধিকাংশস্থলে শ্রীভগবান্‌কে পরোক্ষবাদের আচ্ছাদনে সুস্পষ্টভাবে তাঁহার নামরূপাদির উল্লেখ না করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। তথাপি কোন কোন স্থলে এবং শ্রুতিবিশেষে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ করিয়া উক্তি রহিয়াছে।

তাই সনাতনধর্ম্মের আদি প্রাচীনতম ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তু তে"

('বিষ্ণু' অর্থে—বিষ্ণাতি যঃ সঃ—অর্থাৎ তিনি সর্ব্বব্যাপী। বাসুদেব অর্থে—তিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্ব্ববস্তুতে বাস করেন)।

অপর ঋক্ পরিশিষ্টেও উক্ত আছে—

"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে"। এখানে সুস্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত্তিস্বরূপা শ্রীরাধিকার সহিত আলিঙ্গিত থাকিয়াই কৃষ্ণ (মাধব) দীপ্তিমান্ থাকেন এবং মাধবের (কৃষ্ণের) আশ্রয়েই শ্রীরাধিকার বর্ত্তমানতার সার্থকতা।

গোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত আছে—

"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ। তং ধ্যায়েৎ, তং রসেৎ, তং ভজেৎ, তং যজেৎ ইতি"—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা, তাঁহাকে ধ্যান করিবে, তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিবে, তাঁহাকে ভজন করিবে, তাঁহার অর্চ্চনা করিবে।

তাঁহার সবিশেষ আকার সম্বন্ধেও গোপালতাপনী শ্রুতি বলিতেছেন—"সৎপুণ্ডরীক নয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্।"

পদ্মপুরাণেও বলা হইয়াছে—'নরাকৃতিং পরং ব্রহ্ম'—পরব্রহ্ম নরাকৃতি। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাও বলিয়াছেন যে পরব্রহ্মের এই রূপটী তাঁহার চিচ্ছক্তির পরিণতি এবং তাঁহর মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী এবং তাঁহার সৌন্দর্য্যাদি এত বেশী যে অন্য সকলে ত মোহিত হয়ই স্বয়ং পরব্রহ্ম পর্য্যন্ত এইরূপ দেখিয়া বিস্মিত হন—"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ বিস্মাপনং স্বস্য চ···" (ভাঃ ৩।২।১২)।

পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি আরও বলেন 'কৃষ্ণ বৈ পরমদৈবতম্' (গো-তা)।

কৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম পরমদেবতা। দিব্ ধাতুর অর্থ দ্যুতি বা ক্রীড়া দুইই হয়, সুতরাং ইহাতে বলা হইল যে যাঁহার জ্যোতিঃ সর্ব্বাপেক্ষা দীপ্তিশালী অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক ও প্রকাশক এবং যিনি ক্রীড়ায় (লীলায়) সর্ব্বোত্তম সেই পরমদেবতা কৃষ্ণ। বেদান্তসূত্রেও পরব্রহ্মের লীলার কথা আছে—'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'। তাঁহার লীলার জন্য তাঁহার পরিকর প্রয়োজন, উহাও শ্রুতিতে রহিয়াছে —'স একাকী ন রমতে'। তিনি এক হইয়াও অনাদিকাল হইতে তাঁহার চিচ্ছক্তির প্রভাবে মাতা, পিতা, দাস, সখা ও কান্তাদিরূপে তাঁহার কায়ব্যূহ প্রকট করিয়াছেন— এইজন্য শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন 'একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি' (গো-তাঃ)। ব্রহ্মসংহিতায়ও তিনি যে সুরভি পালন করেন এবং সহস্র লক্ষ্মীগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন তাহা বলা হইয়াছে—"চিন্তামণি-প্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলতাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্। লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" এইজন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—'অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন'।

আমাদের আচমনীয় মন্ত্রে ঋগ্বেদেরই মন্ত্র রহিয়াছে—

'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্'—

—আকাশে (দিবি) অবাধে সূর্য্যালোক লাভ করিয়া চক্ষু যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে পারে (চক্ষুরাততম্), জ্ঞানিগণ তেমনি স্বপ্রকাশ পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর পদের কথা উল্লেখ করায় তিনি যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ তাহাও বলা হইতেছে। [বিষ্ণুকে "ত্রিবিক্রম" বলা হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহার তিন পদক্ষেপের কথাই বুঝা যায়। বামনাবতারে বলিকে ছলনা করিবার জন্য যে পদবিস্তার উক্ত বৈদিক মন্ত্রে সে পদক্ষেপের কথা বলা যায় না, কারণ বৈদিক মন্ত্র প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরে পৌরাণিক কাহিনীর সৃষ্টি। শ্রীঅরবিন্দ ঐ পদক্ষেপের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'আনন্দ লোক'। তিনি বলেন মানুষ সাধনার পথে প্রথমে যে পার্থিব চিন্তার মধ্যে থাকে—উহা বিষ্ণুর এক পদক্ষেপ—মর্ত্ত্যলোক। সাধনে অগ্রসর হইতে থাকিলে যে মানস-লোকে উন্নীত

হয়, উহা আর এক পদক্ষেপ—স্বর্গলোক। এবং সর্ব্বশেষে সাধনের উন্নততম অবস্থায় যে স্তরে উঠিয়া থাকে, উহা আর এক পদক্ষেপ—'আনন্দ লোক' ('God is delight, the last of Vishnu's three strides. ...... There is that high place—Source of the honeywine of existence of which the three strides of Vishnu are full. There the souls that seek godhead live in the utter ecstasy of that wine of sweetness.' সুতরাং তাঁহার মতে বিষ্ণুর পরমপদ বলিতে ত্রিবিক্রমের তৃতীয় পদক্ষেপ স্থান—আনন্দ লোক, যেখানে অনির্ব্বচনীয় অসীম পূর্ণজ্ঞান ও ভক্তির পরিপূর্ণ অনুভূতি।

ঐ বেদমন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইলে তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হয়। শ্রৌত-পরম্পরায় ঐ সকল মন্ত্র নারদ, ব্যাসদেব, শুকদেব ও পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ জানিতে পারেন।

উপনিষৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ উপনিষদের মর্ম্মবাণী 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম'। উপনিষদের শিক্ষার পরতত্ত্ব সৎ, চিৎ, আনন্দ। সৎ অর্থে সন্ধিনী, তাহাতে তিনি বিশ্বব্যাপী ও তদতিরিক্ত। চিৎ (সম্বিৎ) অর্থে তিনি জ্ঞানময় এবং আনন্দাংশে তিনি আনন্দময়।

বেদে যাঁহাকে বিষ্ণু ও বাসুদেব বলিয়াছেন, তিনি লোকলোচনের অগোচর হওয়ায় উপনিষৎ তাঁহাকে অব্যক্ত ব্রহ্ম বলিয়াছেন [কিন্তু ব্রহ্ম শব্দে তিনি যে শুধু বড় (বৃংহতি) তাহা নহে, তিনি বৃংহয়তি—অন্যকে বড় করেন—তাঁহার শক্তির কথাও রহিয়াছে। এই সব আলোচনা পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় করা হইয়াছে, সুতরাং পুনরুক্তি করা হইল না]

শ্রীমদ্ভাগবতে ঐ বেদোক্ত বিষ্ণু—বাসুদেব এবং উপনিষদুক্ত পরব্রহ্মকে 'ব্রহ্মগোপালবেশং', 'যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম'' 'যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণব্রহ্ম সনাতনম্'' ইত্যাদি ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাতে বুঝা গেল বেদের যিনি বিষ্ণু, তিনিই উপনিষদের সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তিনিই ভাগবতের ব্রহ্মগোপাল—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, হৃষীকেশ ইত্যাদি নামে খ্যাত। গীতাতেও তিনিই অর্জ্জুনের সারথি বেশে প্রথমে কর্ম্মযোগের উপদেশ, জ্ঞান ও যোগের উপদেশ এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বগুহ্যতম ভক্তির উপদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রুতিতে তাঁহাকে বহুস্থলে অব্যক্ত, নিঃশক্তিক বলিয়া উল্লেখ করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ''। ইহাতে তাঁহার অনন্তশক্তির কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহার জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি প্রধান। যখন এই সকল শক্তির পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি তাঁহার মধ্যে দৃষ্ট হয় তখন তিনি—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

শ্রুতি তাঁহাকে শুধু আনন্দস্বরূপ বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি "**রসো বৈ সঃ।** রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি''। কোন বস্তুর প্রতি তজ্জাতীয় প্রীতি বা ভালবাসা থাকিলে সেই বস্তু হইতে আনন্দ অনুভব করা যায়। অবশ্য সেই বস্তুর প্রতি যে জাতীয়ভাব পোষণ করা যায় সেই জাতীয় আনন্দই অনুভূত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্‌কে যাঁহারা নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মস্বরূপে উপলব্ধি করিতে চান, তাঁহারাও ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকেন যেহেতু 'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্' (শ্রুতি), কিন্তু এই ব্রহ্মের সবিশেষভাব বা ব্রহ্মের আশ্রয় যিনি ('ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্')—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সমূর্ত্ত ঘনীভূতস্বরূপ সেই সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি (অনন্যাপেক্ষী) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রুতিবর্ণিত 'রসো বৈ সঃ'—তিনিই ভাবভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান-রূপে প্রকাশিত হন। সেই জন্যই তাঁহাকে 'রসরাজ' বা মহারসময় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনিই মূল বিশুদ্ধ রসসিন্ধু। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আনন্দের অনুভূতি হয়। যখন মায়াশক্তি মিশ্রিত হইয়া অবিশুদ্ধ রসরূপে প্রকাশিত হয় তখন তাহাকে প্রাকৃত বিষয় রস বলা হয়—উহা হইতে বহির্ম্মুখ জীবের দুঃখসঙ্কুল বিষয়ানন্দ ভোগ হইয়া থাকে।

'রসো বৈ সঃ' উক্তির অন্য তাৎপর্য্যও রহিয়াছে। 'রস' শব্দের দুই প্রকার অর্থ উহাতে নিহিত আছে—'রস্যতে অসৌ ইতি রসঃ' এবং 'রসয়তি ইতি রসঃ'—অর্থাৎ তিনি আস্বাদ্য রসবস্তু (যেমন মধু) এবং আস্বাদক রসপায়ী (যেমন ভ্রমর)—উভয়রূপেই তিনি রস। যে ব্রহ্মে স্বরূপশক্তির প্রকাশই নাই, সেই অব্যক্ত শক্তিকতত্ত্ব আস্বাদ্য ও আস্বাদক হইতে পারেন না, সুতরাং সর্ব্ববিধ রসের আধার বা মূলকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণই। ভক্তের দর্শনে তিনি আস্বাদ্য—ভক্তের হৃদয়ে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের উদয় হইলে তাঁহাকে এই রসস্বরূপে গ্রহণ করিয়া জীবগণ আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। তিনি আস্বাদকরূপে তাঁহার স্বরূপানন্দ আস্বাদন করেন। স্বরূপানন্দ আস্বাদনের জন্য তিনি আপনাকে রাধাকৃষ্ণযুগল মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ করিয়া লীলা আরম্ভ করেন। তিনিই ভাগবতের বর্ণনানুসারে গোকুলে নানাবিধ রসক্রীড়া করিয়াছিলেন, দাস্যরসে রক্তক, পত্রক ও চিত্রককে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, সখ্যরসে শ্রীদাম, সুদাম মধুমঙ্গলাদি সখাগণকে আপ্লুত করিয়াছিলেন, বাৎসল্যরসে নন্দমহারাজ, উপানন্দ, মা যশোদা, রোহিণীদেবী প্রভৃতিকে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং মধুররসে শ্রীরাধিকা ও শতকোটি প্রেমবতী ব্রজাঙ্গণাগণকে প্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছি'লন এবং দ্বাপরের প্রকটলীলায় ঐ প্রেমঋণ শোধ করিতে না পারিয়া কলিতে শ্রীমায়াপুরে গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমবিতরণদ্বারা ঐ ঋণ শোধ করিয়াছিলেন।

আস্বাদ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বসৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন এবং জীবের অন্তর্য্যামীরূপে বিরাজমান থাকেন। তাহাতে জীব আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণকে নিত্যপ্রিয় স্বরূপে ভজন দ্বারা আনন্দলাভ করিতে পারে। নিজে নিত্যতৃপ্ত স্বতঃপূর্ণ হইয়াও অপূর্ণ অভাবগ্রস্ত জীবকে তাঁহার নানাভাবে আনন্দ দান। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত তাঁহার গোপীগণের সহিত লীলাও এই আনন্দদানলীলা। আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্ তাঁহার হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা গোপীদিগের সহিত তাঁহার আনন্দমিলন। অনাদিকাল হইতেই তিনি তাঁহাদিগের সহিত নিত্য আলিঙ্গিত। অভাবগ্রস্ত জীবকেও নিজ স্বরূপানন্দ বিতরণজন্য করুণাময় শ্রীভগবান্ তাহাদিগের নিকট হইতে তৎপ্রীতিবাঞ্ছাময়ী সেবা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে আনন্দ দান করেন। 'এষহ্যেবানন্দয়তি' (শ্রুতি), ইহাতে জানা যায় পরব্রহ্ম সর্ব্বজীবকে আনন্দ দান করেন। সাধারণ জীব তাঁহার এই স্বরূপানন্দ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিষয়ানন্দে মত্ত থাকে, কিন্তু ভাগ্যবান্ জীব বিষয়ানন্দ উপভোগে বিরত হন এবং আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে সেবা দ্বারা আস্বাদনের জন্য লালায়িত হন।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতায় শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কলিকাতা সহরে ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীমঠের প্রস্তাবিত সুরম্য শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবহোম সহযোগে গত ৩১ আষাঢ়, ১৫ জুলাই বুধবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় সংস্থাপন করেন। পূজা, যজ্ঞাদি শাস্ত্রবিহিত বিবিধ অনুষ্ঠান প্রাতঃ ৬-৩০ ঘটিকা হইতে বেলা ১০-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ এবং তৎপশ্চাৎ অন্যান্য ত্রিদণ্ডী যতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ খনিত্রের সাহায্যে

ভিত্তির মৃত্তিকা উত্তোলন-সেবা সম্পাদন করেন। ভিত্তি-খননকালে-ভক্তগণের উচ্চসংকীর্ত্তন ও মহিলাগণের মুহুর্মুহুঃ জয়কার ধ্বনিতে নভোমণ্ডল সমুত্থারিত হইয়া উঠে। ভিত্তিসংস্থাপন ক্রিয়া দর্শনের জন্য শ্রীমঠে প্রচুর লোকসংঘট্ট হয়। উপস্থিত নরনারীগণ উল্লাসভরে শ্রীমন্দিরের সেবকের ভাগ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও তাঁহার জয়ধ্বনি প্রদান করেন। যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে উপস্থিত দর্শনার্থী সকলকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

ভিত্তি খননসময়ে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহরাজ, শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপ্রমেয় ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীললিতকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরণজিৎ দাস ও শ্রীনিখিল দাস প্রভৃতি মঠবাসী সন্ন্যাসী, বনচারী ও ব্রহ্মচারী সেবকগণ এবং শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ দুর্দ্দৈবমোচন দাসাধিকারী, ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ, শ্রীমণিকণ্ঠ মুখার্জ্জি, শ্রীজানকী নাথ বেনার্জ্জি, শ্রীপূর্ণ চন্দ্র মুখার্জ্জি, শ্রীসুদেব চন্দ্র দত্ত, শ্রীনিতাই গোপাল দত্ত, অবসর প্রাপ্ত আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমহিতোষ স ও তাঁহার সহকর্ম্মী রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার মিঃ শীল, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীগোপাল চন্দ্র দে, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বেনার্জ্জি, শ্রীসুধাংশু শেখর বেনার্জ্জি, শ্রীপ্রসাদ চন্দ্র রায়, শ্রীহরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীকালীচরণ চ্যাটার্জ্জি, শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ ও বিশিষ্ট শুভানুধ্যায়িগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণনগর মঠে বার্ষিক অনুষ্ঠান

দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসভা ও রথযাত্রা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীমঠের অন্যতম শাখা নদীয়া জেলাসদর কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিগত ২৫ আষাঢ়, ৯ জুলাই বৃহস্পতিবার হইতে ২৭ আষাঢ়, ১১ জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। ক্রমাগত বারিবর্ষণ সত্ত্বেও স্থানীয় নরনারীগণ বিপুলসংখ্যায় প্রাত্যহিক সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় যোগদান করেন এবং গৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধা-গোপীনাথের মনোরম শ্রীবিগ্রহগণ দর্শনের জন্য দর্শনার্থীরও ভীড় হয়। প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের বহুপ্রকার সংশয় দূরীভূত হয় এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বোত্তমতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন,—বস্তুর মহিমা বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তৎপ্রতি মনুষ্যের রুচি ও আগ্রহ জাগ্রত বা যথোচিত ব্যবহার সম্ভব হয় না। সহস্র টাকার কিংবা শত টাকার নোটের মহিমাবোধহীন শিশুর তৎপ্রতি যথোচিত রুচি, আগ্রহ বা ব্যবহার দৃষ্ট হয় না, তাহাতে বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করা কিংবা উহা ছিড়িয়া ফেলা তাহারপক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু উক্ত শিশুরই বয়োবৃদ্ধিক্রমে যখন অর্থের মহিমা ক্রমশঃ উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন তাহার তৎপ্রতি আগ্রহ, রুচি ও মর্য্যাদাবোধ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, একটি পয়সাকেও সে তখন অতি যত্নের সহিত রক্ষা করে। তদ্রূপ শ্রীভগবত্তত্ত্ব ও মহিমা উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের শ্রীভগবদ্ভজনে রুচি ও আগ্রহ দেখা যায় না বা শ্রীভগবানের প্রতি যথোচিত ব্যবহারও তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। মূঢ়তাবশতঃ সে ভগবান্‌কে

অনাদর করে, অনেক সময় তাঁহার বিদ্বেষও আচরণ করে। কিন্তু ভগবদ্ভজনপরায়ণ প্রকৃত সাধুর সঙ্গক্রমে যখন সে ভগবানের ও শ্রীভগবদ্ভজনের মহিমা উপলব্ধি করিতে থাকে, তখন সে ক্রমশঃ তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করে, এমন কি দেখা যায় যে সমস্ত সাংসারিক কার্য্য ও বস্তুগুলিকে সে প্রথম জীবনে বহুমানন করিয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক ভাবে শ্রীহরিভজনে জীবন উৎসর্গ করিতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। সুতরাং বস্তুর মহিমাবোধের উপর মানুষের তজ্জন্য আগ্রহ ও রুচি নির্ভর করে। মানুষের যাবতীয় প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য দুঃখনিবৃত্তি ও সুখলাভ। কিন্তু সুখের ন্যায় প্রতীত অথচ সুখের অভাবময় সত্তার অনুশীলনের দ্বারা কখনও বাস্তবসুখোৎপত্তি হইতে পারে না। যেমন জলের মন্থনরূপ অনুশীলনের দ্বারা কখনও নবনী পাওয়া যায় না কারণ নবনীর সত্তা জলে নাই। তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের অভাবময় প্রতীতি ত্রিগুণাত্মক মায়ার অনুশীলনের দ্বারা কখনও বাস্তব নিত্যত্ব, বাস্তব জ্ঞান বা আনন্দ লাভ হইতে পারে না। অভাবের অনুশীলনের দ্বারা অভাবই লাভ হয়। সুতরাং ভগবদ্বিমুখ মানুষ প্রয়োজনের বিপরীত বস্তু নিয়ত অনুশীলন করায় তাহার সমস্যার সমাধান কোন দিনই হইবে না। অন্ধকারের অনুশীলনের দ্বারা, অন্ধকারকে প্রহারের দ্বারা, অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া বিবিধ প্রচেষ্টার দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয় না, আলোর আবির্ভাবে অন্ধকার আনায় সে সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়, তখন অন্ধকারজনিত সমস্ত অসুবিধা বা সমস্যাদিরও অবসান হইয়া যায়। ঠিক তদ্রূপ ত্রিগুণাত্মক অজ্ঞানে হাতরাইতে থাকিলে, তাহার অনুশীলন করিতে থাকিলে, অজ্ঞান কোনদিনই দূর হইবে না, কিন্তু অখণ্ড জ্ঞানময় তত্ত্ব শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইলে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অজ্ঞান অন্তর্হিত হইবে এবং অজ্ঞানজনিত কোন সমস্যাই আর তখন থাকিবে না। অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় তত্ত্ব শ্রীহরির আবির্ভাব জীব হৃদয়ে না হওয়ায় অসংখ্য সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। যখন জীব তাহার এই অসুবিধার কারণ সম্যক প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখন সে শ্রীভগবদ্সান্নিধ্য লাভের জন্য, হৃদয়ে তাহার আবির্ভাব অনুভবের জন্য যথোচিত প্রচেষ্টা করিবে। সেই স্বতঃসিদ্ধ আনন্দময় ভগবত্তত্ত্বের আবির্ভাব শরণাগতের হৃদয়েই হইয়া থাকে। তখনই গীতায় শ্রীকৃষ্ণের চরমোপদেশ মনুষ্যের উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন সে কর্ম্ম, জ্ঞান যোগাদি যাবতীয় প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হয়। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।' শরণাগতিতে গীতার শিক্ষার পরিসমাপ্তি। শরণাগত হওয়ার পর শরণ্য শ্রীভগবানের প্রীত্যনুশীলন প্রচেষ্টাকে ভক্তি বলে। ভক্তির উন্নত, উন্নততর উন্নততম চরমোৎকর্ষতার কথা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস্ মুনি শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন। গীতার যেখানে শেষ শ্রীমদ্ভাগবতের সেখানে আরম্ভ। শরণাগতির চরম আদর্শ শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগণের চরিত্রে লক্ষিত হয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির জন্য তাঁহাদের অকরণীয় কিছুই নাই।

শ্রীভগবদ্ভজনের মহিমা উপলব্ধির জন্য শুদ্ধভক্তসঙ্গ ও শুদ্ধভক্তমুখে ভক্তিশাস্ত্র শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। নিত্য শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা চিত্ত মার্জ্জিত হয়। কেহ সাক্ষাৎভাবে কাহারও দোষ ত্রুটী দেখাইয়া দিলে অনেক সময় আমাদের অভিমানে আঘাত লাগে, চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু শাস্ত্র কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ না করায় অভিমানী ব্যক্তিগণ তাহা শ্রবণ করিয়া নিজেদের দুষ্প্রবৃত্তিগুলি দর্শনের সুযোগ লাভ করিতে এবং ঐগুলি পরিত্যাগ করিতে যত্নবান্ হইতে পারেন। এইজন্য মঠে প্রত্যহ দুইবেলা, কোথায়ও কোথায়ও তিনবেলা নিত্য শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অন্য অবান্তর মতলব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ কীর্ত্তনের ন্যায় দ্রুত মঙ্গললাভের শ্রেষ্ঠ সাধন আর কিছুই হইতে পারে না।"

শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা করেন। 'শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পূত চরিত্র ও শিক্ষা,' 'শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন রহস্য' ও 'শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বোৎকর্ষতা' সম্বন্ধে সভায় যথাক্রমে আলোচনা হয়। ২৬ আষাঢ় শুক্রবার নদীয়া জেলাধীশ শ্রীঅমিয় কুমার সেন মহাশয়ের উপস্থিতিতে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভারম্ভের পূর্ব্বে জেলাধীশের সহিত শ্রীমঠাধ্যক্ষের দুর্নীতি দমন ও সমাজোন্নয়ন কল্পে মঠের বিবিধ সেবাকার্য্য সম্বন্ধে দীর্ঘ সময়ব্যাপী কথোপকথন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট আলোচনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিয়া জেলাধীশ সন্তোষ প্রকাশ করেন। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে বার্ষিক সাধারণ মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। ২৭ আষাঢ় শনিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথ শ্রী-বিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। রথাকর্ষণে নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে এক প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারীর উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন ভক্তগণের সংকীর্ত্তনোল্লাস বর্দ্ধন করে।

মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানটী যাহাতে সুসম্পন্ন হয় তজ্জন্য স্থানীয় গৃহস্থ সজ্জনগণের মধ্যে এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রচেষ্টা লক্ষ্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সন্তুষ্ট হন। যাঁহারা উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীপাদ পরমানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ, মঠরক্ষক শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীপুলিন-বিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক, শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী, শ্রীভুপেন্দ্র চিত্র, মোক্তার শ্রীবিজয় রায় প্রভৃতির নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। রথনির্ম্মাণে শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী ও শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, ঢাকা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপা নির্দ্দেশক্রমে পূর্ব্ব পাকিস্তানে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটীস্থ শ্রীমঠের পরিচালনাধীন অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিগত ২৮ বৈশাখ, ১১ মে সোমবার হইতে ৩১ বৈশাখ, ১৪ মে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত চারিদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২৯ বৈশাখ গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শুভাবির্ভাব তিথিবাসরে শ্রীমঠে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র বসু রায় চৌধুরী, এম্-এ (ডবল) সভাপতিরূপে বৃত হন। শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী কাব্য-তীর্থ ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দসুন্দর দাসাধিকারী ও শ্রীঠাকুর প্রসাদ ব্রহ্মচারীর সুমধুর ভজনকীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের সেবোন্মুখ কর্ণের তৃপ্তিবিধায়ক হয়। ৩০ বৈশাখ বুধবার শ্রীমঠ হইতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বালিয়াটী অঞ্চলের সকল মহল্লা পরিভ্রমণ করে। চৌদ্দ মাদলসহ প্রায় দুই সহস্র নরনারীর এইরূপ বিরাট নগরকীর্ত্তন উক্ত অঞ্চলে অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব। শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনে সকলের মধ্যে এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ৩১ বৈশাখ সাধারণ মহোৎসবে শত শত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মেলা ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে ১০ আষাঢ়, ২৪ জুন বুধবার নদীয়া জেলায় চাকদহ মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত শ্রীপাট যশড়াস্থিত শ্রীমঠের অন্যতম শাখা শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীজগন্নাথ, শ্রীগৌরগোপাল ও শ্রীরাধাবল্লভের পূজা সম্পন্ন করিলে শ্রীজগন্নাথবিগ্রহ মূল মন্দির হইতে ভক্তগণকে বহনের সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করিয়া শ্রীমঠ গৃহের বহির্দেশে সম্মুখস্থ সুবিস্তৃত চত্বরে অবস্থিত স্নানবেদীতে শুভবিজয় করেন। তৎকালে মৃদঙ্গ, কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খ, করতালাদি মাঙ্গলিক ধ্বনি ও স্ত্রীগণের জয়কারধ্বনি সমুত্থিত হয়, ভক্তগণ 'জয় জগন্নাথ, 'জয় জগন্নাথ' উচ্চ সংকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। সমাগত দর্শনার্থী অগণিত নরনারীগণ শ্রীজগন্নাথের অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি ও মহাভিষেক দর্শন করিয়া চমৎকৃত হন। মহাভিষেক ও আরতি অন্তে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণসহ শ্রীস্নানবেদী পরিক্রমা এবং শ্রীজগন্নাথবিগ্রহের সম্মুখে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করেন। ১০ই আষাঢ় হইতে ১২ই আষাঢ় পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীমঠে রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সমুপস্থিত নরনারীগণকে শ্রীহরিকথা উপদেশ করেন।

এই বৎসর স্নানযাত্রা তিথিতে বৃষ্টি না হওয়ায় মেলায় অসংখ্য নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। দীর্ঘ সুবৃহৎ খোলা ময়দানে বহু ফল, মিঠাই, মণিহারী, খেলনা ও নিত্য ব্যবহার্য্য বিবিধ দ্রব্যের দোকান পাট বসিয়া স্থানটীকে জমকালো করিয়া তুলিয়াছিল। তিন দিন যাবৎ এই মেলা চলিতে থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর প্রেমে বশীভূত হইয়া পুরীধাম হইতে শ্রীজগন্নাথবিগ্রহ তথায় শুভবিজয় করায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শুভ পদার্পণ করায় ও নিকটে গঙ্গা প্রবাহিত থাকায় উক্ত স্থানটী মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। অদ্যাপীও বহু দূর দূর স্থান হইতে দর্শনার্থীগণ শ্রীজগন্নাথকে দর্শনের জন্য তথায় আগমন করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান বৎসরে এই প্রাচীন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ও ভোগশালাদির সংস্কারের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন।

বিরহ-সংবাদ

গত ৪ঠা শ্রাবণ, ২০শে জুলাই শ্রীশয়নৈকাদশী তিথিবাসরে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাসাধিকারী প্রভু (শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার সরকার) তাঁহার কলিকাতাস্থ নিজালয়ে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকালের অধিকাংশ সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করতঃ ভজন করিতেন। মঠের গৃহনির্ম্মাণ ও শ্রীমন্দির নির্ম্মাণাদি কার্য্যে যখনই তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করা হইত তখনই তিনি পরমোৎসাহের সহিত আসিয়া পরামর্শ দিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে তিনি তাঁহার গৃহে শ্রীল প্রভুপাদের এবং তাঁহার নিজজনগণের প্রচুর সেবা করিয়াছিলেন। অত্যন্ত পরিপাটির সহিত নিখুঁতভাবে তিনি বৈষ্ণব সেবা করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, যে জন্য সকলে তাহাকে ঘনিষ্ঠ আপনবুদ্ধিতে 'অমূল্য দা' বলিতেন। তিনি নিজ সতীর্থগণের আশ্রিত শিষ্যগণের প্রতিও অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ সকলেই অত্যন্ত বিরহসন্তপ্ত।

শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘ

গত ৭ শ্রাবণ, ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীনন্দন আচার্য্য ভবনে শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ সার মহারাজ উক্ত সঙ্ঘের বর্ত্তমান সভাপতি ও আচার্য্যপদে বৃত হইয়াছেন।

নিমন্ত্রণ

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের
সংকীর্ত্তন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

পোঃ বৃন্দাবন, জিঃ মথুরা, উত্তর প্রদেশ।

২৫ বামন, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ ;

৪ শ্রাবণ, ১৩৭১ ; ২০ জুলাই ১৯৬৪।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২১ শ্রীধর, ২৯ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট শুক্রবার প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠ-সমূহের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ** পঞ্চরাত্র ও ভাগবতবিধানমতে যথাক্রমে বৈষ্ণবহোম ও সংকীর্ত্তনযজ্ঞ সহযোগে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত **সংকীর্ত্তন মন্দিরের** দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানে ভারতের নানাস্থান হইতে বহু ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ সজ্জনগণ যোগদান করিবেন।

২৫ শ্রীধর, ২ ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ৩০ শ্রীধর, ৭ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা মহোৎসব** হইবে। এতদুপলক্ষে উক্ত সংকীর্ত্তন মন্দিরে **শ্রীশ্রীভগবল্লীলা উদ্দীপক বিচিত্র সজ্জার** ব্যবস্থা থাকিবে। প্রত্যহ অপরাহ্ণে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে।

মহাশয়, সবান্ধব আপনি উক্ত মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিলে আমরা পরমানন্দিত হইব।

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক

শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য—উপরিউক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানেচ্ছু সজ্জনগণ পূর্ব্বে শ্রীধাম বৃন্দাবন মঠের ঠিকানায় জানাইলে তথায় তাহাদের জন্য বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা হইতে পারিবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিছানাপত্রাদি সঙ্গে লইবেন।

শ্রীজন্মাষ্টমী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান ও লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং গৌহাটী, তেজপুর, সরভোগ, মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর, বৃন্দাবন, হায়দরাবাদ, বালিয়াটী (ঢাকা), শ্রীপাট যশড়া (নদীয়া) প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও পূর্ব্ব পাকিস্তানে শ্রীমঠের শাখা বা প্রচারকেন্দ্রসমূহে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে আগামী ১৪ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট রবিবার ও তৎপরদিবস বিশেষ ধর্ম্মসভা ও উৎসবানুষ্ঠান হইবে। ২ ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট হইতে ৭ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট পর্য্যন্ত শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হইবে।

নিমন্ত্রণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীঝুলনযাত্রা, শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬
ফোন নং ৪৬-৫৯০০

২৯ বামন, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ;
৮ শ্রাবণ, ১৩৭১; ২৪ জুলাই, ১৯৬৪।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের **অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী** প্রভৃতি বিবিধ **উৎসবানুষ্ঠান** উপলক্ষে ২৫ শ্রীধর, ২ ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ২৯ হৃষীকেশ, ৫ আশ্বিন, ২১ সেপ্টেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যারাত্রিকান্তে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি প্রাত্যহিক কৃত্য সহিত মাসাধিকব্যাপী বিশেষ শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডী যতিগণ ও সাধু-সজ্জনগণ এই উৎসবে যোগদান করিবেন।

২ ভাদ্র ১৮ আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ৭ ভাদ্র ২৩ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা।

১৩ ভাদ্র, ২৯ আগষ্ট শনিবার—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন।

১৪ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট রবিবার—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ব্রতোপবাস।

১৫ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট সোমবার—শ্রীনন্দোৎসব।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ১৩ ভাদ্র হইতে ১৭ ভাদ্র পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠে বিশেষ ধর্ম্মসভা।

২৯ ভাদ্র, ১৪ সেপ্টেম্বর সোমবার—শ্রীরাধাষ্টমী।

৩ আশ্বিন, ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার—শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ,
সম্পাদক।

দ্রষ্টব্যঃ—উৎসবোপলক্ষে কেহ ইচ্ছা করিলে সেবোপকরণ বা প্রণামী আদি উপরি উক্ত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে পারেন।

নিয়মাবলী

"শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষান্মাসিক ২.৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

কলিকাতা মঠে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

'যে বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা
চাতুর্ম্মাস্য নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।' —ভবিষ্যপুরাণ

"নিয়ম বা ব্রত অথবা জপ ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিলে জীবিতাবস্থাতেও সেই মূর্খকে মৃততুল্য জানিবে।" চাতুর্ম্মাস্যে রুচিকর খাদ্য বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন কর্ত্তব্য। ন্যূনকল্পে পটোল, সীম, বেগুন, লাউ, বরবটি, কলমীশাক, পুঁইশাক, মাষকলাই চারিমাসের জন্যই বর্জ্জনীয়। এতদ্ব্যতীত শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জনীয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আগামী ২৫ বামন, ৪ শ্রাবণ, ২০ জুলাই সোমবার শ্রীশয়নৈকাদশী তিথিবরা হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইবে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের বিস্তৃত নিয়মাবলী শ্রীচৈতন্যবাণী ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৪২ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

ভাদ্র—১৩৭১

৪র্থ বর্ষ   হৃষীকেশ, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ   [৭ম সংখ্যা

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও ভক্তাবাস

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

উপদেষ্টা :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড; কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৪র্থ বর্ষ { শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৭১।
৮ হৃষীকেশ, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, সোমবার, ৩১ আগষ্ট, ১৯৬৪। } ৭ম সংখ্যা

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী

(শ্রীরাধাজন্মোৎসবোপলক্ষে)

গোলোকে অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'বিষয়' ও অনন্তকোটি জীবাত্মাই তাঁহার 'আশ্রয়'। আশ্রয়গণ কিছু 'বিষয়' হইতে পৃথক্ বা দ্বিতীয় বস্তু নহেন ; তাঁহারা—অদ্বয়জ্ঞান বিষয়েরই 'আশ্রয়'। বস্তুত্বে 'এক' ও শক্তিতে 'বহু,'—ইহাই বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। অক্ষজ-ধারণাকারী সাহজিকগণ এই বিষয় ও আশ্রয়ের কথা বুঝিতে অসমর্থ। নির্ব্বিশেষবাদিগণের নিকট বিষয় ও আশ্রয়গণের স্থান নাই। শ্রীল নরহরিতীর্থের পূর্ব্বাশ্রমের অধস্তন বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্য-দর্পণ'-নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা এতদূর সুষ্ঠুভাবে বলিতে পারেন নাই ; এমন কি, 'কাব্য-প্রকাশ'-কার বা ভরত-মুনিও তাহা বলিতে অসমর্থ হইয়াছেন। শ্রীল রূপপাদের লেখনীতে অপ্রাকৃত বিষয় ও আশ্রয়ের কথা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান বিষয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনে অনন্তকোটি জীবাত্মা আশ্রয়রূপে বিরাজমান থাকিলেও মূল আশ্রয়তত্ত্ব (বিগ্রহ)—পাঁচটী ; মধুর-রসে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, বাৎসল্য-রসে নন্দ-যশোদা, সখ্যরসে সুবলাদি, দাস্য-রসে রক্তকাদি এবং শান্তরসে গো, বেত্র ও বেণু প্রভৃতি। শান্তরসে সঙ্কুচিতচেতন চিন্ময় গো, বেত্র, বেণু, কদম্ববৃক্ষ এবং যামুনসৈকত প্রভৃতি অজ্ঞানভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর সেবা করিতেছেন।

যাঁহাদের বহির্জ্জগতের কথায় সময় নষ্ট করিবার অবসর আর নাই, তাঁহারাই এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। শ্রীল রূপপাদ ইহা দেখাইবার জন্যই বিষয় ত্যাগের অভিনয় করিয়া শুষ্ক রুটী ও চানা চিবাইয়া এক-এক বৃক্ষতলে এক-এক রাত্রি বাস করিয়া 'কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগে'র আদর্শ দেখাইয়া এই সকল কথা বুঝিবার অধিকার ও যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন। আমরা যে-স্থানে ও যে-ভূমিকায় অবস্থান করিতেছি, তাহাতে কৃষ্ণপ্রণয়মূর্ত্তি

শ্রীরাধার তত্ত্বকথা আমাদের স্থূল জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে না। বৃষভানুনন্দিনী—আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবস্তু। যে-রাজ্যে স্থূলজগৎ, সূক্ষ্মজগৎ বা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রের অনুভূতি নাই, যে-অপ্রাকৃতধামে চিদ্বিলাস-চমৎকারিতা পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান, শ্রীরাধিকা তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান। তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণবক্ষে আরোহণ করেন, তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণকে তাড়ন ও ভর্ৎসন পর্য্যন্ত করেন। এই সকল কথা সামান্য মানব-বুদ্ধির উন্নতস্তরে অধিরোহণ করিবার কথা নয়, নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্মাত্র-পর্য্যন্ত কথা নয়; পরন্তু যাঁহার কৃষ্ণসেবার জন্য লৌল্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই কেবল আত্মবৃত্তিতে এই সকল কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীমতী রাধিকা—স্বয়ংরূপ-শ্রীকামদেবের স্বয়ংরূপা কামিনী। স্বয়ং শ্রীরূপ গোস্বামী—যাঁহার অনুগত, সেই বৃষভানুনন্দিনী—যাবতীয় অপ্রাকৃত নারীকুলের মূল আকর-বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অংশী, শ্রীমতীও তদ্রূপ অংশিনী; শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর স্বরূপ-বর্ণনে পাই (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)—"কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-সখী আশ পাশ"। সহস্র-সহস্র গোপীর যূথেশ্বরীগণ, মূল অষ্টসখীর সহস্র-সহস্র পরিচারিকা-বৃন্দ বৃষভানুনন্দিনীর সর্ব্বক্ষণ সেবা করিতেছেন। মনোবৃত্তিরূপা সখীগণ আট প্রকার—(১) অভিসারিকা, (২) বাসকসজ্জা, (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) খণ্ডিতা, (৫) বিপ্রলব্ধা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিতভর্ত্তৃকা এবং (৮) স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

বৃষভানুনন্দিনী বিভিন্ন সেবিকাগণের দ্বারা সেব্যের বিপ্রলম্ভ সমৃদ্ধ করিয়া চিদ্বিলাস-চমৎকারিতা উৎপাদন করেন। বৃষভানুনন্দিনীর আটদিকে আটটী সখী। বার্ষভানবী—যুগপৎ অষ্টসখীর অষ্টভাবে পরিপূর্ণা। কৃষ্ণ যে-ভাবের ভাবুক, যে-রসের রসিক, যে-রতির বিষয়, কৃষ্ণ যখন যাহা যাহা চা'ন, সেই-সকল ভাবের পরিপূর্ণ উপকরণ-রূপে কৃষ্ণেচ্ছাপূর্ত্তিময়ী হইয়া অনন্ত-কাল শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবারসে নিমগ্না।

শ্রীমতীর পাল্যদাসীর উন্নত-পদবী-সন্দর্শন মানবজ্ঞানের অন্তর্গত নহে। বার্ষভানবীর নিত্যকাল অন্তরঙ্গ-সেবা-নিরত নিজ-জন ব্যতীত এ-সকল কথা কেহ কখনও কোনক্রমেই জানিতে পারেন না। যে-দিন আপনাদের কোনরূপ বাহ্যজগতের অনুভূতি থাকিবে না, তুচ্ছনীতি, তপঃ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির চেষ্টা থুৎকারের বস্তু বলিয়া মনে হইবে, ঐশ্বর্য্য প্রধান শ্রীনারায়ণের কথাও ততদূর রুচিকর বোধ হইবে না, রাসস্থলীর নৃত্যও তত বড় কথা বলিয়া বোধ হইবে না, সেইদিনই আপনারা এই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার কথা এদেশের ভাষায় বলা যায় না। 'স্বকীয়া,' 'পারকীয়া' শব্দগুলি বলিলে আমরা উহা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ধারণার সহিত মিশাইয়া ফেলি। এইজন্যই শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলা-কথা বলিবার, শুনিবার ও বুঝিবার অধিকারী বড়ই বিরল,—জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেন—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥"

জ্ঞানিযোগিগণের মৃগ্য কৈবল্যসুখ—শুদ্ধভক্তের নিকট নরকতুল্য; কর্ম্মীর লোভনীয় ইন্দ্রপুরীর সুখ—তাঁহার নিকট আকাশকুসুমের ন্যায় অবাস্তব। যাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরে প্রেম উদিত হইয়াছে, বিশ্বামিত্রপ্রমুখ তাপস-কুলের ন্যায় তাঁহার পতনাশঙ্কা নাই; শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষের এইরূপই প্রভাব! সুতরাং সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়তর। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ-মধ্যে আবার প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের অধিকতর প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তের

মধ্যে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের আরও অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা আবার কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা—তাঁহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আর প্রিয়তম কেহ নাই। যেরূপ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়তমা, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা। সেই শ্রীরাধার দাস্যই আমাদের পরম লোভনীয় বিষয়।

এমন দিন কবে হইবে,—যেদিন আমরা অন্য অভিলাষ, স্মৃত্যুক্ত তুচ্ছ কর্ম্ম, অকিঞ্চিৎকর নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, তপ ও যোগাদি—সমস্ত কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার দাস্যে নিযুক্ত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য পরম-চমৎকার-মাধুর্য্যময়ী সেবার অধিকার পাইব! অনর্থযুক্ত অবস্থায় শ্রীরাধার দাস্য-সৌভাগ্য-লাভ ঘটে না। যাহারা অনর্থযুক্ত অনধিকার অবস্থায় পরম-শ্রেষ্ঠসেবিকা শ্রীরাধার অপ্রাকৃত লীলার আলোচনায় তৎপর হন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়ারামী, প্রচ্ছন্ন ভোগী, প্রাকৃত সহজিয়া। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা শ্রীগোবিন্দের এইরূপ স্তব করিয়াছেন,—

> প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
> যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

প্রেমবিভাবিত সমাধিচক্ষেই সেই অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্রীশ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির দর্শন-লাভ হয়। অনর্থমুক্ত প্রেমিক ভক্তগণ সেই শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং যে-সকল পরম সুকৃতিবিশিষ্ট অনর্থমুক্ত পুরুষ শ্রীরাধার দাস্যে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহারাই শ্রীরাধাকুণ্ডে অবগাহন করিতে পারেন,—তাঁহারাই অষ্টকাল শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহারাই ধন্য—ধন্যাতিধন্য।

—শ্রীল প্রভুপাদ

জ্ঞানবিচার

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১২৩ পৃষ্ঠার পর)

স্বধর্ম্মানুভবই শুদ্ধজ্ঞানের তৃতীয় প্রকরণ। স্বধর্ম্ম কাহাকে বলা যায়? উত্তর—স্বীয় ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম। বস্তু মাত্রেরই একটী একটি ধর্ম্ম আছে। বস্তু-ধর্ম্ম বস্তু হইতে পৃথক্ নয়। জীবরূপ বস্তুর স্বধর্ম্মই প্রীতি। ধর্ম্মেরই অন্যান্য নাম শক্তি, গুণ-প্রকৃতি ও বৃত্তি। ধর্ম্মই তদধিষ্ঠিত বস্তুর একমাত্র পরিচয়। অগ্নি যে কি বস্তু, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। অগ্নির ধর্ম্ম যে দগ্ধ করা, উত্তাপ দেওয়া ও প্রকাশ করা, তাহা দ্বারাই অগ্নিরূপ বস্তু পরিচয় হয়। যদি বলা যায় যে, ধর্ম্ম বা গুণ বই বস্তু নাই, তাহাতে দোষ এই যে, দুই তিনটি ধর্ম্ম একটি সাধারণ আধার ব্যতীত সর্ব্বত্র একত্র মিলিত হইত না। যখন সেরূপ লক্ষিত হইতেছে, তখন বস্তু না মানিলে বিজ্ঞান বা সহজজ্ঞান কোন ক্রমেই সন্তোষ লাভ করে না। বস্তু ধর্ম্মের তিনটী অবস্থা যথা—

১। সুপ্তাবস্থা। ২। জাগ্রদবস্থা। ৩। বিকৃতাবস্থা।

দেশালাই বা চকমকী ঘর্ষণে অগ্নি প্রকাশিত হয়। অগ্নির জ্যোতিঃ, উত্তাপ ও দহন—এই শক্তিত্রয়ের প্রকাশ হয়। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিরূপ বস্তুরও উপলব্ধি হয়। প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে ঐ ধর্ম্মসকল সুপ্তাবস্থায় থাকে, পরে জাগরিত হয়। জাগরিত হইলে বিষয়ভেদে স্বাস্থ্য বা বিকৃতি লাভ করে। কাষ্ঠ পাইলে অগ্নির ধর্ম্ম সকল স্বাস্থ্য লাভ করিয়া কার্য্য করিতে থাকে। কোন অনুপযুক্ত বস্তুতে সংলগ্ন হইয়া দগ্ধ করিতে থাকে, আলোক দেয় না বা আলোক দেয়, কিন্তু দগ্ধ করে না। সেস্থলে আলোক-প্রদান ধর্ম্মটী বিকৃত হইয়া থাকে। বস্তুতে একটী একটী মূল ধর্ম্ম থাকে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিদ্বারা ক্রিয়া হয়। মূল ধর্ম্ম কোন এক বিশেষ বৃত্তিকে অবলম্বন করতঃ বিকৃত অবস্থায় অন্য সমুদয় বৃত্তির বিকৃত চালনা করিয়া থাকে। ইহাকেই ধর্ম্ম বিকৃতি বলি। বিষয়াভাবকালে ধর্ম্মের সুপ্তি। যোগ্য বিষয় প্রাপ্তি হইলে

ধর্ম্মের জাগ্রদবস্থা। অযোগ্য বিষয় প্রাপ্তি হইলে ধর্ম্মের বিকৃতাবস্থা। ধর্ম্মের যাথার্থ্য সম্পন্ন করিতে হইলে তিনটি বিষয়ের যোগ্যতার প্রয়োজন। যে বস্তুকে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাকে আশ্রয় বলি। ধর্ম্ম স্বয়ংবৃত্তিরূপ, যাহাতে ঐ বৃত্তি নিযুক্তা হয়, তাহাকে বিষয় বলে। আশ্রয়-যোগ্যতা, বৃত্তিযোগ্যতা ও বিষয়যোগ্যতা—এবম্বিধ ত্রিবিধ যোগ্যতা মিলিত না হইলে কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সুষ্ঠু হয় না। যে স্থলে যোগ্যতাত্রয়ের কোন অংশে কোন অভাব বা ত্রুটী থাকে, সেস্থলে কার্য্য ততদূর সদোষ হয়। বিষয়, আশ্রয় ও বৃত্তির পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ, পরস্পরের পবিত্রতাক্রমে পরস্পর উন্নত হয়। বৃত্তির বিশুদ্ধ আলোচনা দ্বারা আশ্রয়ের শুদ্ধি ও উন্নতি বিধান করে। আশ্রয় বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তির বিশুদ্ধতা স্বাভাবিক। বিষয় বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তির শুদ্ধালোচনাক্রমে আশ্রয়ের পুষ্টি ও তুষ্টি হইয়া থাকে। অতএব বিষয়, আশ্রয় ও বৃত্তি বা ধর্ম্ম—ইহারা অন্যোন্যাপেক্ষী।

বস্তু দুই প্রকার, চিদ্বস্তু ও জড়বস্তু। জড়বস্তু সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। এই জড়জগতে জীব ব্যতীত আর চিদ্বস্তু নাই। চিজ্জগতে ভগবান্, জীব ও পীঠাদি সমস্ত উপকরণই চিন্ময়। এ জগতে জীব এক শ্রেণীর বস্তু ও জড় অন্য শ্রেণীর বস্তু। জড় বদ্ধ হইয়া জীবের একপ্রকার নূতন দশা হইয়াছে। তন্মধ্যেও জীব এক বস্তু।

বস্তু স্বরূপ জীবের ধর্ম্ম কি? সমস্ত জড়জগৎ অন্বেষণ করতঃ কোনস্থলে যাহা লক্ষিত না হয় এবং জীবেই কেবল তাহা লক্ষিত হয়, তাহাই জীবের ধর্ম্ম। উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আনন্দকেই জীবের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সমস্ত জীব যদি জড়জগৎ হইতে অন্যত্র নীত হয়, তাহা হইলে এই জগৎ নিরানন্দময় হইয়া যায়। জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও পৃথিবী কোন স্থানেই আনন্দ আর লক্ষিত হইবে না। জীবই জগতের আনন্দধাম। পূর্ব্বেই স্থির করা হইয়াছে যে, জীব চিদ্বস্তু, এক্ষণে দেখা গেল যে, জীব আনন্দ ধর্ম্ম বিশিষ্ট। জীবের চিদ্দেহ যেরূপ জড়সঙ্গক্রমে লিঙ্গ ও স্থূল দেহদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহার আনন্দরূপ ধর্ম্মও তদ্রূপ লিঙ্গ ও স্থূলগত হইয়া দুঃখরূপে পরিণত হইয়াছে। যেখানে সেই দুঃখের নিবৃত্তি কিয়ৎ-পরিমাণ লক্ষিত হয়, সেই স্থলে একটি ক্ষণিকতত্ত্বরূপ সুখ উপলব্ধ হয়। বস্তুতঃ সুখ ও দুঃখ উভয়ই আনন্দের বিকার বিশেষ।

জীব চিদানন্দ। শুদ্ধধামে সেই স্বরূপ ও সেই ধর্ম্ম নিত্য বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত আছে। জড়জগতে সেই স্বরূপ ও সেই ধর্ম্ম বিকৃতরূপে অবস্থিতি করে। চিৎ যে কি বস্তু, তাহা যুক্তি দ্বারা বা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয় না। চিৎই চিৎকে অবগত হইতে পারে। চিৎ জ্ঞপ্তিলক্ষণ সামগ্রী-বিশেষ। সেই সামগ্রী দ্বারা জীবের সিদ্ধদেহ, বৈকুণ্ঠধাম, ভগবন্নিলয়, ভগবদ্বিগ্রহ গঠিত, সেই চিদ্দেহে ইচ্ছাশক্তি যুক্ত হইলেই সেই চিৎপদার্থের ধর্ম্মরূপ আনন্দ পরিচালিত হয়। সন্ধিনী হইতে চিদ্দেহ, সম্বিৎ হইতে ইচ্ছা ও হ্লাদিনী হইতে আনন্দ আসিয়া একত্রিত হইলে জীব প্রকাশিত হয়। জীবের দেহ চিৎপরমাণুস্বরূপ, জীবের ইচ্ছা সম্বিৎকণবিশেষ, জীবের আনন্দ হ্লাদিনীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ। ইহাই জীবের স্বরূপ, ইহাই জীবের ধর্ম্ম। হ্লাদিনী হইতে উল্লাসরূপ জ্ঞপ্তি-লক্ষণ জীবে প্রকাশিত হইলে জীবের রতিধর্ম্মের উদয় হয়।

আনন্দ, প্রীতি, রতি এই সমুদয়-পদবাচ্য যে জৈবধর্ম্ম, তাহাই জীবের স্বধর্ম্ম। মুক্ত অবস্থায় তাহা অকুণ্ঠ, বিমল ও অপ্রতিহত। জড়বদ্ধাবস্থায় সেই ধর্ম্ম বিকৃত। অতএব বদ্ধ জীবের স্বধর্ম্ম স্বরূপ-গত নয়, সম্বন্ধগত। নীতিশূন্য জীবনে ও নিরীশ্বর নৈতিকজীবনে বা কল্পিত সেশ্বর নৈতিক জীবনে সেই স্বধর্ম্ম বিষয়রাগরূপে বিকৃত। উক্ত ত্রিবিধ জীবনে বিকৃতির কিয়ৎ পরিমাণ তারতম্য আছে। তথায় বিপরীত বিষয়গত হওয়ায় স্বধর্ম্ম নিতান্ত বিপরীত আকার লাভ করে। উত্তমবুদ্ধি লোকেরা উহাকে স্বধর্ম্ম না বলিয়া বৈধর্ম্ম্যই বলেন। নীতিশূন্য জীবনে আহার, নিদ্রা, স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি পাশবকার্য্যেই জীবের একমাত্র রাগ। নৈতিকেরাও তাহাকে বৈধর্ম্ম্য বলেন। নৈতিকদিগের পক্ষে ঐ সমস্ত বিষয়ে রাগ

চালিত হয়, কেবল কিয়ৎপরিমাণ নিয়মকে দৃষ্টি পথে রাখে। বলিতে গেলে নীতিশূন্য জনের চরিত্র অপকৃষ্ট পশুচরিত্র। নীতিযুক্ত নিরীশ্বরদিগের চরিত্র উৎকৃষ্ট পশুচরিত্র। যেহেতু তদুভয় চরিত্রেই জীবের স্বধর্ম্ম নিতান্ত বিকৃত। বাস্তবিক ঈশ্বর বিশ্বাস সহকারে যাঁহারা নৈতিক জীবন স্বীকার করেন, তাঁহাদের বিষয়-রাগ ঈশ্বর-চিন্তাধীন হওয়ায় জীবের স্বধর্ম্ম ঐস্থলে বিকৃতি-ত্যাগোন্মুখ হইয়া উঠে। বৈধভক্ত-জীবনেই স্বধর্ম্ম অনেকটা প্রকাশ হয়। ভাবভক্ত-জীবনে তাহা পূর্ণ হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে ও বৈধভক্ত জীবনে যে সকল অধিকার বিভাগ আছে, সেই সেই অধিকার-গত নিষ্ঠার সহিত যে পরেশ-ভক্তি, তাহাকেই স্বধর্ম্ম বলিয়া বদ্ধ জীব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুনের যুদ্ধ, উদ্ধবের বৈরাগ্যরূপ বাণিক কর্ম্মত্যাগ—এই সকল স্বধর্ম্মের উদাহরণ। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে শুদ্ধ জীবের প্রীতিই স্বধর্ম্ম এবং বদ্ধজীবের ভক্তিই মুখ্য স্বধর্ম্ম। কর্ম্মাদি সমস্তই গৌণ স্বধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তির অধীন থাকিলে অধিকারভেদে স্বধর্ম্ম ও ভক্তির বিপরীত আচরণ করিলে বৈধর্ম্ম্যরূপে পরিত্যাজ্য। জড়বদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত জীবের স্বধর্ম্ম শুদ্ধ হয় না। প্রীতি সম্পন্ন ব্যক্তিও স্বধর্ম্মকে পরিশুদ্ধরূপে আলোচনা করিতে সমর্থ হন না। জড়মুক্ত হইবামাত্র সেই আলোচনা বিশুদ্ধ হইয়া পড়ে। স্বধর্ম্মানুশীলনদ্বারা জীবের চিৎস্বরূপ ও স্বধর্ম্মরূপা প্রীতি উভয়েই ক্রমশঃ বিশুদ্ধতা লাভ করে।

(ক্রমশঃ)

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—গুরুসেবা ব্যতীত কি মঙ্গলের কোন আশা নাই?

উত্তর—না, যিনি মঙ্গল দান করতে এলেন, যিনি মঙ্গলমূর্ত্তি, মঙ্গলদাতা ও জীবের একমাত্র আশ্রয়, সেই মঙ্গলকে বাদ দিয়া মঙ্গল কি ক'রে হ'বে? শ্রীগুরুদেব ত বৈকুণ্ঠাগত মহাজন—ভগবৎ প্রেরিত মহাপুরুষ, তাঁর আশ্রয় ও সেবা ছেড়ে—তাঁর সঙ্গ বাদ দিয়ে আমরা কি ক'রে বৈকুণ্ঠে যাব? গুরুকৃপাই ত সকল মঙ্গলের মূল। সেই কৃপা লাভের জন্য কি যত্ন করলাম যে কৃপা পাব? আমি তাই আমার অহঙ্কার পরিত্যাগ ক'রে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে নমস্কার বিধান করছি। 'আমি দ্রষ্টা, আমি ভোক্তা'—এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করার নাম নমস্কার। এইজন্যই মন্ত্রে নমঃ শব্দ আছে। 'আমি কর্ত্তা'—এই দুর্বুদ্ধি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই দূর হয়। 'আমি ভগবৎ সেবক'—এই অভিমান শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই জাগে। জাগতিক অভিমান, অহঙ্কার, অবিচার, কুবিচার প্রভৃতি তাঁর কৃপাতেই—তাঁর সেবা-প্রভাবেই অপসারিত হয়। আমি বর্ষে বর্ষে গুরুপাদপদ্ম পূজা করবার বুদ্ধিবিশিষ্ট ছিলাম না, গুরুপাদপদ্ম-সেবাই যে আমার একমাত্র কৃত্য—আমার অস্মিতার কার্য্য, ইহা গুরুপাদপদ্মের কৃপা দ্বারাই জানতে পারলাম। অন্ধের অনুগমন না ক'রে চক্ষুষ্মান্ গুরুপাদপদ্মের অনুগমন—গুরুপাদপদ্মের পূজা করাই কর্ত্তব্য। গুরুই আমার একমাত্র বন্ধু, আত্মীয় ও রক্ষক, ইহা আমি তাঁর কৃপাতেই জানবার সৌভাগ্য পেলাম। গুরুপাদপদ্ম দর্শন করার পর আমার গুরুপাদপদ্ম-সেবা ছাড়া অন্য কোন কৃত্য আছে—এ বুদ্ধি আর নাই। ভগবানের প্রিয়তম সেবক, প্রেষ্ঠনিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে অহঙ্কারের হস্ত হ'তে পরিত্রাণ করবার জন্য দয়াপরবশ হ'য়ে যখন নন্দনন্দনের সেবা জানালেন, তখনই জানতে পারলাম যে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত জীবের স্বরূপের অন্য কোন কৃত্য নাই—জীবের অন্য কোন মঙ্গল নাই। নন্দনন্দনই জীবের একমাত্র সাধন ও সাধ্য—জীবের জীবন, ভূষণ ও সর্ব্বস্ব।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই নন্দনন্দনের অত্যন্ত প্রিয়তম।

সেই গুরুপাদপদ্মের সেবা আমার ন্যায় অনিপুণ ব্যক্তি কায়, মন বা বাক্য কোন প্রকার উপকরণ দ্বারাই কর্‌তে পারে না। কিন্তু তথাপি দয়ারসাগর, স্নেহের সমুদ্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজগুণে আমাতে শক্তি সঞ্চার করেন, আমাকে প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন। এত তাঁর দয়া! আমি যদি তাঁর প্রসাদ লাভ কর্‌তে পারি, তিনি ছাড়া এ জগতে আমার আপন বল্‌তে কেহ নাই, এ সুবুদ্ধি যদি আমার হয়, তা'হলে তাঁর অহৈতুকী হার্দ্দী দয়ার দ্বারাই তাঁর সেবা কর্‌বার যোগ্যতা লাভ করতে পার্‌বো। স্নেহ সেবার দ্বারাই তিনি সন্তুষ্ট হ'বেন। যে দিন তাঁর হার্দ্দী কৃপা হ'বে—যেদিন তিনি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হ'বেন, সেই দিনই আমি পরমমঙ্গলের কথা ঠিক্ ঠিক্ বুঝতে পার্‌বো। তখন আর গুরুকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত আর কিছুই আমার কাছে বড় মনে হ'বে না—আর কিছু ভাল লাগ্‌বে না। এজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁর যে শক্তি পরিচালনা করেন, সেই শক্তি গ্রহণ করার সামর্থ্য যাতে হয়, শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকটে আমরা সেই মঙ্গল অভিলাষ্ই কর্‌বো।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের দয়ার তুলনা নাই। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁর প্রেমে বশীভূত, সেই গুরুপাদপদ্মকে দুর্ভাগা আমি অত বড় মনে কর্‌তে পারি না। তথাপি তিনি যে দয়া করেছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবার সামর্থ্য আমার নাই। তাঁর দয়ার প্রত্যর্পণ করা আমাতে সম্ভবপর হয় না।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—নিষ্কপট গুরুসেবকের চিত্তবৃত্তি কিরূপ হবে?

উত্তর—নিষ্কপট শিষ্য গুরুদেবতাত্মা। তিনি গুরুকে দেবতা অর্থাৎ ঈশ্বর এবং আত্মা অর্থাৎ একমাত্র প্রীতির পাত্র বলিয়াই জানেন। 'শ্রীগুরুদেব নিত্যপ্রভু, আমি তাঁর নিত্যসেবক'—ইহাই শিষ্যের অভিমান বা বিচার। গুরু-সেবাই তাঁর জীবন, ভূষণ ও সত্তা। গুরুছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না। শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, ভজনে সর্ব্বাবস্থায় তাঁর গুরুচিন্তা—গুর্ব্বানুগত্য। তাই তিনি জানেন—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ঈশ্বর বস্তু—স্বতন্ত্র বস্তু। শ্রীগুরুদেব অযোগ্য আমার সেবা গ্রহণ করুন বা নাই করুন, আমি কিন্তু নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁর ঐকান্তিকী সেবা কর্‌বার জন্য প্রস্তুত থাক্‌বো। তিনি যদি পদাঘাত করেন, তবে জান্‌বো—আমার অযোগ্যতা; কিন্তু গুরুপাদপদ্ম সত্য। ক্ষণভঙ্গুর বিষয় যেন আমাকে গুরুপাদপদ্মের সেবা হ'তে—বাস্তব সত্য গুরুপাদপদ্ম হ'তে ক্ষণিকের জন্যও বিমুখ করতে না পারে। গুরুপাদপদ্ম কৃপা করে আমার সেবা গ্রহণ করুন, আমার যেন কোন দুঃসঙ্গ না হয়—আমি যেন গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত না হই, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

আমি অযোগ্য হ'লেও অযোগ্যকে তিনি অধিক দয়া ক'রে থাকেন; এই আমার ভরসা। আমি তাঁর অহৈতুকী দয়ার আশাবন্ধ নিয়ে গুরুপাদপদ্মের সেবায় অধিকতর লৌল্যযুক্ত হব।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—হরিনাম কি বস্তু?

উত্তর—হরিনাম অচেতন পদার্থ নন্ কিংবা কল্পিত বস্তু নন্,—দৃশ্য পদার্থ বিশেষ নন্, দৃশ্য জগতের কোন বস্তু নন্। হরিনাম ভগবদবতার—সাক্ষাৎ ভগবান্। নামই হরি, হরিই নাম। শ্রীনাম অপ্রাকৃত বস্তু—পরিপূর্ণ বস্তু। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ স্বয়ং। অপ্রাকৃত নামই স্বয়ং বস্তু—নামী, শ্রীনাম স্বতঃপ্রকাশ বস্তু। শ্রীনাম can take initiative. অপ্রাকৃত নামই স্বয়ং নামী, অপ্রাকৃত নামই রূপী, অপ্রাকৃত নামই গুণী, অপ্রাকৃত নামই পরিকরবান্, অপ্রাকৃত নামই লীলাময়। অপ্রাকৃত নামই রূপ, অপ্রাকৃত নামই গুণ, অপ্রাকৃত নামই পরিকর বৈশিষ্ট্য, অপ্রাকৃত নামই লীলা। নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই। অপ্রাকৃত নাম শব্দব্রহ্ম। যেই নাম সেই কৃষ্ণ। কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতীর্ণ। বিভুচেতন হরিনাম কথা বল্‌তে পারেন। যিনি হরিনাম করেন, তিনিও চেতন বস্তু। তিনি বল্‌ছেন—হে হরিনাম, আমি তোমার

দাস, তোমার আনুগত্য স্বীকার কর্‌লাম।

যিনি হরিনাম কর্‌তে প্রবৃত্ত হন, তিনি হরিনাম প্রভুর ভৃত্য। সাক্ষাৎ কৃষ্ণই কৃষ্ণনামরূপে এখানে এসেছেন। এজন্য আমরা হরিনামকেই সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় কর্‌বো, আর কারো কাছে যাব না।

প্রশ্ন—নাম-সংকীর্ত্তনই কি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়?

উত্তর—নাম ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা হ'তে পারে না। ইহ জগতে যাঁদের কোন কৃত্য নাই, তাঁরাই হরিনাম করেন। নামসংকীর্ত্তনই একমাত্র উপায়—একমাত্র উপায়—একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত অধোক্ষজ রাজ্যে প্রবেশের অন্য কোন উপায় নাই।

নাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র লক্ষ্যের একমাত্র উপায়। নাম সংকীর্ত্তন ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই। আর নামসংকীর্ত্তনে যে প্রেমা লাভ হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন পরম লক্ষ্যও নাই। এজন্য শাস্ত্র বলেছেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

অন্য কোন উপায় নাই, নাই, নাই। তিনবার নিষেধ করা হয়েছে।

কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভক্তের ত আত্মীয় স্বজনে প্রতি প্রীতি থাকে না, কিন্তু পাণ্ডবদের মধ্যে এরূপ প্রীতি বা মিল দেখা যায় কেন?

উত্তর—জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—'সা চ ন দেহসম্বন্ধাদিনা কিন্তু কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধেনৈব। শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং হি পরস্পরং প্রিয়তা ভক্তি স্বভাবেন তদ্‌বৃদ্ধয়ে তদ্‌রসাস্বাদেন মহাসুখায় বা ভবতি।'

শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মমতা বা প্রীতি কেবল ভক্তিস্বভাবে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু দেহ সম্পর্কে নহে। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি প্রীতি ভক্তি বৃদ্ধির জন্য, ভক্তিরস আস্বাদন দ্বারা মহাসুখ লাভার্থ।

(বৃঃ ভাঃ ১।৪।৮০-৮১ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্তের কি স্বতন্ত্রতা থাকে?

উত্তর—না। ভক্তগণ বলেন—মম কুত্রাপি স্বাতন্ত্র্যং নাস্তি। মদিচ্ছয়া চ কিমপি ন সিদ্ধ্যতি। অতো ভগবদিচ্ছয়ৈব মে গমনং ভবতি। ইহাই শরণাগতি বা আনুগত্য। (বৃঃ ভাঃ ১।৪।৭৫-৭৬ টীকা)

ভক্তগণ আরও বলেন—শ্রীকৃষ্ণাধীন এবাহং ন স্বতন্ত্রোঽস্মি। (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১০।১৬৪ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্তবিদ্বেষীকে কি ভগবদ্ বিদ্বেষী বলা হয়?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—যে ভক্তের হিতকারী, সে আমার হিতকারী। যে ভক্তের বিদ্বেষী, সে আমার বিদ্বেষী। যে ভক্তের বিদ্বেষ করে সে আমার বিদ্বেষ করে। যে ভক্তের অনুগত, সে আমার অনুগত।

ভক্তবিদ্বেষীর **অন্ন** ভোজন করা কর্ত্তব্য নয়। বিদ্বেষীকে ভোজন করান উচিত নয়।

(বৃঃ ভাঃ ১।৫।৩৪ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্তের নিষ্ঠা কিরূপ হওয়া উচিত?

উত্তর—বীরভক্ত শ্রীহনূমানের ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি নিষ্ঠা আদর্শস্থানীয়। যথা শ্রীহনূমানের উক্তি—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥"

শ্রীনাথ নারায়ণ ও জানকীনাথ রামচন্দ্র উভয়েই ভগবান্ এবং একই তত্ত্ব; তথাপি কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রই আমার সর্ব্বস্ব।

শ্রীহনূমানজী আরও বলিতেছেন—মম ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ঐকান্তিকী বা আত্যন্তিকী প্রীতি শ্রীদেবকীনন্দন কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হউক, শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার ইহাই প্রার্থনা। (বৃঃ ভাঃ ১।৪।৭৪)

শ্রীহনূমানজীর শ্রীরামনিষ্ঠা সম্বন্ধে আমরা আরও পাই, যথা—শ্রীহনূমানের নিষ্ঠা দেখাইবার জন্য শ্রীদেবকীনন্দন কৃষ্ণ গরুড়কে বলিলেন,—'হে গরুড়, তুমি কিম্পুরুষবর্ষে গমন পূর্ব্বক শ্রীহনূমানকে আমার নিকট লইয়া এস।' গরুড় সেখানে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'ওহে

হনূমান্, ভগবান্ শ্রীযাদবেন্দ্র তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন; তুমি সত্বর তথায় আইস।' শ্রীহনূমান শ্রীরামনিষ্ঠ বলিয়া গরুড়ের বাক্যে আদর করিলেন না। তাহাতে শ্রীগরুড় ক্রুদ্ধ হইয়া জোরপূর্ব্বক হনূমানকে ভগবানের নিকট আনিবার জন্য ধরিলে হনূমান লেজের অগ্রভাগ দ্বারা তাহাকে নিক্ষেপ করায় গরুড় সুদূরবর্ত্তী দ্বারকায় আসিয়া পড়িলেন। গরুড়কে বিহ্বল দেখিয়া ভগবান্ হাসিয়া বলিলেন—'গরুড়, তুহি আবার যাও এবং বল যে শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে ডাকিতেছেন।'

গরুড়কে পাঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজে রামচন্দ্র হইলেন, বলরামকে লক্ষ্মণ এবং রুক্মিনীদেবীকে সীতারূপ ধরিতে বলিলেন। এদিকে গরুড় হনূমানের নিকট গিয়া সব বলিলে, হনূমান পরমানন্দে লম্ফ দিয়া দ্বারকায় আসিলেন এবং তথায় ভগবানকে শ্রীরামরূপে দর্শন করিয়া সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। (বৃঃ ভাঃ ১।৪।৭৭ টীকা)

প্রশ্ন—নিজের দুঃখ কি কাহারও নিকট প্রকাশ করা উচিত?

উত্তর—দুঃখ কাহারও নিকট প্রকাশ করিলে দুঃখের লাঘব হয় সত্য; কিন্তু অযোগ্যস্থানে দুঃখের কথা নিবেদন করা উচিত নয়। (বৃঃ ভাঃ ১।৬।২৩ টীকা)

প্রশ্ন—পদ্মা-নীতিটী কি?

উত্তর—পদ্মা-নীতিটা অভক্তি। তাহা এই—নন্দ কৃষ্ণ-বলরামকে যা খেতে দিয়েছে, তার একটা হিসাব হোক্; আর এরা যে গরু চরিয়ে দিয়েছে, তার পারিশ্রমিক ধরা যাক্। তৎপরে নন্দের যে প্রাপ্য হয়, তাহা দিয়ে দেওয়া যাক্।

কংসের মাতা পদ্মা অসতী। দ্রুমিল দানব উগ্রসেন-রূপ ধরিয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট করে। সে ভক্তি বা প্রীতির কথা কি করিয়া বুঝিবে? কংস দ্রুমিলের পুত্র। (বৃঃ ভাঃ ১।৬।৫৯)

প্রশ্ন—ভাবগ্রাহী মানে কি?

উত্তর—ভাব মানে অভিপ্রায়। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ। শ্রীহরি ভক্তের অভিপ্রায় বা প্রীতিই গ্রহণ করেন। ভাব অর্থে রতি বা প্রীতিও হয়। শাস্ত্র বলেন—

> ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
> শুখ্ তাপাতা-কাশন্দীতে মহাসুখ হয়॥
> 'মনুষ্য'-বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
> 'গুরু-ভোজনে উদরে কভু 'আম' হঞা যায়॥
> শুখ্ তা পাইলে সেই আম হইবেক নাশ।'
> সেই স্নেহ মনে ভাবি' প্রভুর উল্লাস॥
> 'বসন্তি হি প্রেম্ণি গুণা ন বস্তুনি।'

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ম পঃ ১৮-২১)

প্রশ্ন—দৈন্য কাহাকে বলে?

উত্তর—আমি অকৃতার্থ অর্থাৎ আমার কিছুই হয় নাই। আমার ভগবৎ পাদপদ্মে ভক্তি নাই—এইরূপ আর্ত্তিকে দৈন্য বলে। দৈন্যের দ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ হয়। (বৃঃ ভাঃ ১।৭।৪৫ টীকা)

প্রশ্ন—স্মরণ অপেক্ষাও কি কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—শ্রবণ শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পাশ-সদৃশ, ধ্যান রজ্জু-সদৃশ, আর শ্রীনামকীর্ত্তন শৃঙ্খল-সদৃশ। শ্রবণ হইতে স্মরণ বা ধ্যান শ্রেষ্ঠ। শ্রীনাম-কীর্ত্তন স্মরণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। শ্রীনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রবণ ও স্মরণ স্বতঃই হইয়া যায়। (বৃঃ ভাঃ ২।১।১)

ভক্তের আবেদনে ভগবানের আবির্ভাব

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ]

দক্ষিণদেশের এক অরণ্যময় প্রদেশে পত্রলতাদি বিনির্ম্মিত একটি মনোরম প্রকোষ্ঠ। চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশও অতি মধুর। মৃদু সমীরণসেবিত বিহগ কাকলী মুখরিত বনানীর প্রান্তভাগে অবস্থিত সেই

প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট একটি যুবক। অনতিদূরে উপবিষ্টা একটি সস্মিতবদনা যুবতী। অনুচ্চস্বরে যুবক প্রশ্ন করিলেন, "আমার একটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবে কি? প্রিয়-তমে!" যুবতী ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "দিব বৈ কি! নিশ্চয়ই দিব। আমার অজ্ঞাত না হইলে তোমার প্রশ্নের উত্তর যথাযথ দিব। তোমার নিকট আমার গোপনীয় কি থাকিতে পারে?" "তোমার পিতা প্রাতঃ-কালেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় গমন করেন? ফিরিয়া আসিলে তাঁহার শরীর হইতে দিব্য সুগন্ধ বাহির হইয়া চারিদিক আমোদিত করে! ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে।" প্রশ্ন শ্রবণমাত্র যুবতীর বদন-মণ্ডল শুষ্ক হইল। তিনি নীরবে আনত-বদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কোন কথা বলিতে পারিলেন না। যুবকের আগ্রহাতিশয্যে এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধে যুবতী বলিলেন, "প্রিয়তম! পিতা প্রত্যহ কোথায় গমন করেন তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। কিন্তু আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম। কারণ পরমারাধ্য পিতৃদেব তাঁহার গতিবিধি প্রকাশ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। এই গোপনীয়তা রক্ষা করা আমার বিশেষভাবে উচিত। প্রকাশ করিলে পিতা অসন্তুষ্ট হইবেন। পিতার সন্তোষ বিধান করা প্রত্যেক পুত্র কন্যার উচিত। তুমিত জান 'পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।' এই প্রকার বলিয়া যুবতী নীরব হইলেন। যুবক বলিলেন, 'কেবল পিতার সন্তোষ বিধান করাই কি পুত্র কন্যার উচিত! কন্যার পক্ষে পতির প্রীতি উৎপাদন কি কাম্য নহে? 'পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাম্।' ইহা কি শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ নহে?' কিন্তু পিতার আদেশ কি প্রকারে লঙ্ঘন করি? 'আমি কিছুতেই তাঁহার গতিবিধি প্রকাশ করিতে পারিব না।' যুবক বিষণ্ণ ও গম্ভীর বদনে বলিলেন—'আচ্ছা তাই হউক। আমার অভীষ্ট পূরণে তুমি সহায়ক হইবে না? তবে আমি আমার ইচ্ছামত কার্য্য করিব। তোমার অনতিকাল মধ্যে বৈধব্য দশায় পতিত হইতে হইবে জানিয়া রাখ।' এই প্রকার ভীতিপ্রদ বাক্যে শবররাজতনয়া ললিতা ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। প্রিয়তম পতির এবং নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া পরিশেষে বলিয়া ফেলিলেন, 'পিতা প্রত্যহ নীলমাধবের পূজা করিবার নিমিত্ত গভীর বনপ্রদেশে গমন করেন, পূজার্চ্চনাদি শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার গাত্র হইতে এই প্রকার দিব্য সৌরভ নির্গত হইয়া থাকে।'

নীলমাধবের নাম শ্রবণমাত্র যুবক বিদ্যাপতির হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি যে এতদিন নীল-মাধবের অনুসন্ধান হইতে বিরত থাকিয়া শবররাজ-তনয়ার পাণিগ্রহণ করতঃ ভোগসুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। অবশ্য তাঁহার এই প্রকার মনোভাব বাহিরে প্রকাশ করিলেন না।

* * * *

'মন্ত্রী! বিদ্যাপতি বিপ্র যে আজ পর্য্যন্ত ফিরিলেন না! নীলমাধবদেবের অনুসন্ধানে যাঁহাদের বিভিন্নদিকে পাঠান হইয়াছিল তাঁহারাত প্রায় সকলেই একে-একে ফিরিয়া আসিয়াছেন তাহা আপনার নিকট হইতে জানিয়াছি। কিন্তু বিদ্যাপতির আজ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ নাই। ব্যাপার কি বলুন ত!

'চিন্তার বিষয় বটে, তথাপি বিদ্যাপতির মত একজন যোগ্য ব্যক্তি কিছু একটা ব্যবস্থা না করিয়া ফিরিয়া আসিবেন না আশা করি। অবশ্য যদি তাঁহার শারীরিক কোন অমঙ্গল না হয়। ভগবান করুন তিনি যেন সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসেন।'

'আমারও তাহাই কামনা। কিন্তু নীলমাধবের সন্ধান না পাইলে আমার জীবন বৃথা। আমি এ ছার জীবন রাখিব না।'

'এত চঞ্চল হইবেন না মহারাজ! ব্রাহ্মণ যখন বলিয়াছেন নীলমাধব আপনার ইষ্টদেব এবং আপনি

তাঁহার সেবক হইবেন, তখন অবশ্য তাঁহার সেবাসৌভাগ্য আপনার লাভ হইবে। ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হইবে না।'

'আমিও সেই আশায় জীবনধারণ করিতেছি। আমার ইষ্টদেব কি প্রকার বিগ্রহ ধারণ করিয়া আমার সেব্য হইবেন আমি এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন ছিলাম। এক ব্রাহ্মণ 'নীলমাধব আপনার সেব্য হইবেন' বলিয়া গিয়াছেন। আমি বহু অর্থব্যয় করিয়া এই বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছি। তাহাতে আমার ইষ্টদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে আমি জীবন রাখিব না।'

'ধৈর্য্য ধারণ করুন, মহারাজ! অন্তর্য্যামী ভগবান্ অবশ্য আপনার কামনা পূরণ করিবেন।'

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন অধীর আগ্রহে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কত যে বিনিদ্র রজনী তাঁহার অতিবাহিত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই।

* * * *

'স্বামিন্, প্রিয়তম! নীলমাধবের নাম শ্রবণ সময় হইতেই তোমাকে অন্য প্রকার লক্ষ্য করিতেছি। মনে হইতেছে তোমার কোন এক দুঃখের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তোমার মুখে পূর্বের ন্যায় সেই হাসি নাই। ঠিক করিয়া বল, কিছুই গোপন করিও না।'

'না, না। আমার মনে আনন্দ নাই কে বলিল। আমি এখানে পরম সুখে কাল কাটাইতেছি। বিশেষতঃ তোমার ন্যায় সেবাপরায়ণা সতীসাধ্বী স্ত্রী যার তার আবার দুঃখ কিসের!'

'এই সব মধুর বাক্যে আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। আমি তোমাকে বেশ ভালই চিনি, তোমার কি হইয়াছে বল। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব তোমার বিষাদ মলিন বদনে হাসির রেখা ফুটাইতে।'

কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও আশান্বিত হইয়া বিদ্যাপতি বলিলেন, 'পারিবে কি তুমি আমার বিষাদের কারণ দূর করিতে ললিতা!'

'নিশ্চয়ই পারিব। বল, কি করিতে হইবে?'

'তোমার পিতাকে অনুরোধ করিতে হইবে আমাকে তিনি যেন একবার নীলমাধব দর্শনে অনুমতি দেন এবং দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া দেন।'

চমকিয়া উঠিল ললিতা স্বামীর এই কথায়। তাহার মনে মহাভীতির সঞ্চার হইল। এদিকে পিতার বিশেষ নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার অতি গোপনীয় গতিবিধি তাঁহার বিনা অনুমতিতে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। আবার তাঁহাকে নীলমাধব দর্শনের অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে। এই কথা চিন্তা করিয়া ললিতা ভীতি বিহ্বল হইয়া পড়িল। এদিকে বিদ্যাপতির মনে হর্ষ নাই। মনে মনে প্রমাদ গণিল ললিতা।

শবররাজ বিশ্বাবসু অধিকাংশ সময়ে নীলমাধবের সেবাচেষ্টায় রত। সংসারেরদিকে লক্ষ্য করিবার মত সময় তাঁহার নাই। অল্পসময়ই সাংসারিক ব্যাপ্যারে ব্যয় করেন। নীলমাধব তাঁহার সর্বস্ব।

'আজ আমাকে এক ভিক্ষা দিতে হইবে পিতা!' কন্যা ললিতা হঠাৎ একদিন পিতৃসকাশে উপস্থিত হইয়া এই নিবেদন করিল। 'কি ভিক্ষা তুমি চাও, নির্ভয়ে বল। তোমার আবার ভিক্ষা কিসের?' রাজা ভাবিয়াছিলেন কন্যা হয়ত কিছু ধন সম্পদ প্রার্থনা করিবে। সেইজন্য তিনি ভিক্ষা দিবার জন্য কোনপ্রকার দ্বিধা বা কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। ললিতা চাহিয়া বসিল এক অপূর্ব জিনিষ, যাহা রাজা বিন্দুমাত্র ভাবিতে পারেন নাই। ললিতা বলিল, "তোমার জামাতাকে একবার নীলমাধব দর্শন করাইতে হইবে।" শুনিবামাত্র বিশ্বাবসু অত্যন্ত কুপিত হইলেন। তিনি কন্যাকে তিরস্কার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে বিদ্যাপতি নীলমাধব বৃত্তান্ত জানিল?" ললিতা অতিশয় ভীত হইয়া বলিল, "তুমি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় যাও এবং ফিরিলে তোমার গাত্র বস্ত্র হইতে দিব্য সুরভি নির্গত হইয়া চতুর্দিক আমোদিত করে দেখিয়া তোমার জামাতা আমাকে তোমার গতি বিধির বিষয় জানিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় আমি বলিয়া ফেলিয়াছি।" 'কেন, তোমাকে আমি বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছি না আমার

গতিবিধি প্রকাশ করিতে ?" "হাঁ পিতঃ, কিন্তু তোমার জামাতা যখন আমাকে পরিত্যাগ করার এবং নিজ জীবন ত্যাগ করার ভয় দেখাইলেন তখন আমি বলিয়া ফেলিয়াছি। আমায় ক্ষমা কর, পিতা। এখন তাঁহাকে একবার না দেখাইলে তিনি জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারেন। তখন আমার কি দশা হইবে? দেখিবে চল, তিনি আহারাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার অবস্থা দেখিবে চল।"

রাজা প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার আরাধ্য দেবতা, অন্তরের একমাত্র ধন নীলমাধব। তাঁহাকে অপরকে দেখাইতে হইবে ইহা তিনি চিন্তাই করিতে পারেন নাই। পাছে নীলমাধবের সেবায় কোন বাধা উপস্থিত হয় এই চিন্তায় তিনি অতিশয় গোপনে তাঁহার সেবা করিতেন। তিনি আরও চরমুখে শুনিয়াছিলেন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধবের অনুসন্ধান করিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইয়াছেন। এখন বিদ্যাপতির নীলমাধব দর্শনের অভিলাষে তাঁহার আশঙ্কা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু একমাত্র স্নেহশীলা কন্যারও ভবিষ্যৎ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কি প্রকারে উভয়দিক রক্ষিত হইবে তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কন্যা ও জামাতার জীবন রক্ষা হইবে অথচ তাঁহার নীলমাধবের সেবায় কোন বাধা হইবে না এই প্রকার কোন উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় বিদ্যাপতিকে নীলমাধব সকাশে লইয়া যাওয়া হইবে এবং দর্শনান্তর পুনরায় চক্ষুবদ্ধ অবস্থায়ই বাহিরে আনা হইবে। বিদ্যাপতি সেই ব্যবস্থায় রাজী হইলেন। তাঁহার মনে হইল আগে নীলমাধবের দর্শন পাই, তৎপরে যে প্রকার অবস্থা হইবে তদনুরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে।

স্বামীর মনের অভিলাস পূরণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া ললিতার মনে খুব আনন্দ। গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রিয় পতির মুখের গম্ভীরভাব দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নীলমাধবের নাম শ্রবণ করিয়া তোমার মুখে যে হাসি লক্ষ্য করিয়াছিলাম আজ তাঁহার দর্শনের সুযোগ লাভ করিয়াও তোমার মুখে সেরূপ হাসি দেখিতেছি না কেন?" "তোমার চেষ্টায় নীলমাধব দর্শন আমার ভাগ্যে জুটিবে সত্য, কিন্তু যে প্রধান উদ্দেশ্যে আমি এখানে তোমাদের গৃহে আসিয়া পড়িয়াছি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।" "তোমার আবার অন্য উদ্দেশ্য কিছু আছে নাকি?" "হাঁ, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আমরা কুলপুরোহিত। তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি নীলমাধবের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছি। তাঁহার দর্শনের সুযোগ হওয়া সত্ত্বেও যদি তদধিষ্ঠিত স্থানে গমনাগমনের পথ অজ্ঞাতই থাকিল তবে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে?" "নীলমাধব দর্শনই ত তোমার প্রয়োজন। যে স্থানে তিনি সেবিত হইতেছেন সেই স্থানের যাতায়াতের পথের কি প্রয়োজন? তুমিও আবার তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া সংসারে উদাসীন হইবে নাকি?" ললিতা কিঞ্চিৎ আশঙ্কিত হইল। বিদ্যাপতি বলিলেন, "না, তা নয়। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজ ইষ্টদেবের কথা চিন্তা করিতে ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিয়াছেন ভগবান নীলমাধব বেশে তাঁহার সেবা গ্রহণ করিবেন। তদুদ্দেশ্যে তিনি এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। সেই মন্দিরে নীলমাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা করিবেন। এই জন্যই তাঁহার অনুসন্ধানে রাজা আমাদের পাঠাইয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া ললিতা শিহরিয়া উঠিল। পিতার সেবিত বিগ্রহ অপরে গ্রহণ করিলে পিতার কি দশা হইবে। যাহা হউক স্বামীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত বুদ্ধিমতী ললিতা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পথ জানিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। বলিল, "আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। কিন্তু এখন বলিব না, কার্য্যসিদ্ধ হইলে বা সিদ্ধ হইবার উপক্রম হইলে তখন বলিব।" বিদ্যাপতি নিঃসন্দেহ না হইলেও কতকটা বিশ্বাস করিয়া চুপ্ করিয়া রহিলেন।

যথা সময়ে চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় বিদ্যাপতি বাহকগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া নীলমাধব সকাশে নীত হইলেন। তাঁহার

যাত্রার প্রাক্কালে ললিতা সকলের অজ্ঞাতে স্বামীর বস্ত্রাভ্যন্তরে একটি ছোট পুঁটুলিতে কতকগুলি সরিষা রাখিয়া দিয়াছিল। তাহাতে একটি ছোট ছিদ্রও করিয়া দিয়াছিল। উদ্দেশ্য, যাইবার সময় সেই সরিষাগুলি ক্রমে পথে পড়িয়া যাইবে এবং আসন্ন বর্ষাকালে জল পাইয়া সেইগুলি অঙ্কুরিত হইয়া গাছ হইলে তাহা হইতে পথ জানা যাইবে। বর্ষাকালের পূর্ব্বেই বিদ্যাপতি নীলমাধব অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন।

বাহকগণ নীলমাধব সমীপে উপস্থিত হইয়া বিদ্যাপতির চক্ষুবন্ধন খুলিয়া দিয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। রাজাও সেবোপায়ন সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যস্ত হইলেন।

নীলমাধবদেবের অপূর্ব্বরূপরাশি, তথাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বিদ্যাপতির ভাবান্তর উপস্থিত হইল। যতই দর্শন করিতেছেন ততই দর্শন পিপাসা বর্দ্ধিত হইতেছে। কোনক্রমেই যেন অন্যত্র নয়নপাত করিতে পারিতেছেন না। বহির্জ্জগতের সব কিছু বিস্মৃত হইয়া আন্তর রাজ্যের কোন এক গূঢ়তম প্রদেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ, নয়নে অশ্রু, হৃদয়ে কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—কোন্ পুণ্যবলে এই শবরজাতি নীলমাধবের সেবা-সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে। ইহাদের উচ্চ জাতি, বিদ্যা প্রভৃতি কিছুই নাই। তথাপি ইহারা নীলমাধবের সেবালাভ করিয়াছে। নিশ্চয়ই ইহারা অত্যন্ত সুকৃতিমান। আমরা উচ্চবংশে জন্মলাভ করিয়া নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও ভগবানের প্রত্যক্ষ সেবা হইতে বঞ্চিত। হায় হায়, আমাদের জাতি, বিদ্যা প্রভৃতিতে ধিক্। এই কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন একটি কাক নিকটস্থ কূপে পতিত হইবামাত্র তাহার জলস্পর্শে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধমার্গে চলিয়া গেল। বিস্ময়াভিভূত বিদ্যাপতি ভাবিলেন,—'যদি নিকৃষ্ট পক্ষী জাতীর এই কূপজলস্পর্শে এইরূপ অবস্থালাভ হয় তাহা হইলে আমারও এই অবস্থা লাভ হইবে। আর আমি যখন নীলমাধব দর্শন করিয়াও এই স্থানের গমনাগমনের পথ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের গোচরে আনিতে পারিব না, রাজারও অভীষ্ট পূর্ণ হইবে না তখন আমার প্রাণধারণে কি ফল? যদি প্রাণত্যাগ করিয়া এই কূপজল মাহাত্ম্যে আমার সদ্গতি হয় তবে সেই সুযোগ ত্যাগ করিব কেন?'—এইরূপ চিন্তা করিয়া বিদ্যাপতি কূপজলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে যাইবেন এমন সময় দৈববাণী হইল,—"ব্রাহ্মণ! ক্ষান্ত হও, এইরূপ সাহস করিও না। আমার ভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি এতদিন শবরগণের এবং শবররাজের সেবা স্বীকার করিয়াছি। আবার কিছুদিন ইন্দ্রদ্যুম্নের সেবা গ্রহণ করিব। তুমি সংবাদ দিলে রাজা আমাকে লইবার ব্যবস্থা করিবেন। পথের জন্য চিন্তা করিও না। তোমার সাধ্বী স্ত্রী তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। তুমি স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইও না।" দৈববাণী শুনিয়া বিদ্যাপতি প্রাণ বিসর্জ্জন হইতে নিরস্ত হইলেন। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তিনি শান্ত হইয়া নীলমাধবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

যথা সময়ে বিদ্যাপতি পুনরায় চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় বাহকগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া শবররাজগৃহে ললিতার প্রকোষ্ঠে আনীত হইলেন। স্বামীর মনোভিলাষ পূরণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া ললিতার আনন্দের সীমা নাই। বিদ্যাপতি সানন্দে নীলমাধব দর্শন কাহিনী এবং তথাকার ঘটনাবলী বিবৃত করিয়া পত্নীর আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন এবং পরিশেষে আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলমাধবস্থানে যাইবার পথ-আবিষ্কারের কি ব্যবস্থা করিয়াছ? ললিতা! ললিতা সমূহ ব্যবস্থা বর্ণনা করিলে বিদ্যাপতি আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহার ভরসা বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইল।

* * * *

"বিদ্যাপতি ফিরিয়া আসিয়াছেন, মহারাজ!" জনৈক সংবাদদাতা এই সংবাদ রাজ সকাশে নিবেদন করিল। রাজা শশব্যস্তে অগ্রসর হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা

করিলেন। কি সংবাদ আজ তাঁহাকে শুনিতে হইবে তাহা ভাবিয়া রাজার হৃদয় মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। বিদ্যাপতি আসন গ্রহণ করিয়া সুস্থতা লাভ করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পাইয়াছেন কি আপনি নীলমাধবের সন্ধান?'' 'পাইয়াছি, মহারাজ! কিন্তু নীলমাধব আনয়ন করা দুঃসাধ্য। তাঁহার স্থানে গমনাগমনের পথ কাহারও বিদিত নহে'—এই বলিয়া বিদ্যাপতি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন এবং তাঁহার পত্নী যে কৌশলে পথ নির্দ্দেশের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাও প্রকাশ করিলেন।

এদিকে বর্ষাকাল আসিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বারিবর্ষণে নিদাঘতপ্তধরণী শীতলতা অনুভব করিতেছে। বিদ্যাপতির বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পতিত সর্ষপগুলি এতদিনে নিশ্চয়ই অঙ্কুরিত হইয়া চারাগাছে পরিণত হইয়া থাকিবে। রাজার আর কালবিলম্ব সহ্য হইতেছে না। তিনি সৈন্যসমস্ত সমভিব্যাহারে শবররাজসেবিত নীলমাধব আনয়ন করিবার জন্য বাহির হইলেন। তিনি মনস্থ করিলেন—প্রথমতঃ নীলমাধব অর্পণের জন্য শবররাজকে অনুনয় করিবেন, তাহাতে বিফল মনোরথ হইলে সমরাভিযান সাহায্যে আনয়নের চেষ্টা করিবেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে পুরোহিত বিদ্যাপতি। যথা সময়ে শবররাজ্যে উপস্থিত হইয়া রাজাকে আহ্বান জানাইলেন। সসম্ভ্রমে শবররাজ আগমন করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে অভ্যর্থনা করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন জ্ঞাপন করিলেন তাঁহার আকুল আবেদন। শবররাজ কোনক্রমেই তাঁহার আবেদনে সম্মত হইলেন না। তিনিত পূর্ব হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছেন নীলমাধব যেস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন সেই স্থান অন্যের অনধিগম্য। সুতরাং তিনি নির্ভয়েই ইন্দ্রদ্যুম্নের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিলেন। এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া ক্রোধভরে বিদ্যাপতি নির্দ্দেশিত মার্গে গমন করিয়া নীলমাধব গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। বিশ্বাবসু বাধাপ্রদান করিলেন। ক্রমে দুইজন ভগবদ্ভক্ত নৃপতির মধ্যে সমরানল প্রজ্জলিত হইল। ক্রমশঃ সমর ঘোরতর হইতে থাকিলে এক আকাশবাণী হইল, "তোমরা উভয়েই আমার পরমভক্ত। বৃথা সমরাভিযান চালাইয়া অকারণ লোকক্ষয় করিও না। আমি এতদিন শবররাজের সেবা গ্রহণ করিয়াছি এবং তাঁহার সেবায় পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। অতঃপর কিছুকাল রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সেবা গ্রহণ করিব। কিন্তু তিনি আমাকে নীলমাধবরূপে দর্শন পাইবেন না। আমি দারুব্রহ্মরূপে তাঁহার সেবা গ্রহণ করিব। সমুদ্রতীরে চক্রতীর্থে জ্যৈষ্ঠীপূর্ণিমা তিথিতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চিহ্ন শোভিত তিনখণ্ড বিশাল দারু দেখিতে পাইবেন। তাহারদ্বারা আমার দারুময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া মন্দিরে স্থাপন করতঃ আমার সেবা করিবেন।'' এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন শান্ত হইলেন, তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু শবররাজ বিশ্বাবসু কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কিরূপে যে তাঁহার ক্রন্দনবেগ বন্ধ হইল তাহা ভগবান শ্রীনীলমাধবদেবই জানেন।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আকুল আগ্রহে দিন গণিতে লাগিলেন কবে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা তিথির আবির্ভাব হইবে। যথাসময়ে যথাস্থানে বিশাল দারুখণ্ডত্রয় ভাসিয়া আসিল। প্রহরারত ব্যক্তিগণ রাজ সকাশে সেই সংবাদ নিবেদন করিল। রাজা সেই দারু উত্তোলন করিবার জন্য কিছুসংখ্যক বাহক নিয়োগ করিলেন। কিন্তু উত্তোলন করাত দূরের কথা বাহকগণ তাহা বিন্দুমাত্র চালিত করিতে পারিল না। তখন রাজা কয়েকটি বলবান হস্তী নিযুক্ত করিলেন। তাহারাও সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইল। রাজা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। কি উপায় করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা তিরোহিত হইতে চলিল। তিনি ভগবানের নিকট অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করিলেন, 'হে ভগবন্! তুমি নিজেই কৃপাপূর্বক দারুব্রহ্মমূর্ত্তিতে এ দীনের সেবা গ্রহণ করিবে বলিয়াছ। কিন্তু আজ আবার এত গুরুভার হইয়া থাকিলে আমার সাধ্য

কি যে তোমার সেবার ব্যবস্থা করিতে পারিব।" এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইল। তিনি প্রায় আহারাদি পরিত্যাগ করিলেন। একদা নিশীথে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইলেন, "রাজন্! দুশ্চিন্তা দূর কর। আমাকে অপসারিত করিবার নিমিত্ত আমার অভক্ত জনগণ এবং হস্তী প্রভৃতি পশুকে নিয়োগ করিয়া মহা ভুল করিয়াছ। তুমি নিজে কেন এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও নাই। আমি ভক্তকে সর্বদা কৃপা করিয়া থাকি ইহা তুমি ভুলিলে কেন? তুমি রাজ মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া নিজে চেষ্টা করিলে আমি সহজেই স্থানান্তরিত হইতে পারিতাম। এখন তুমি এবং আমার ভক্ত বিশ্বাবসু উভয়ে ধরিয়া আনিলেই আমি সহজে তোমার অভিলষিত স্থানে যাইতে পারিব।" এই স্বপ্নাদেশে রাজার আনন্দ আর ধরে না। তিনি সেই মুহূর্ত্তেই বিশ্বাবসু সকাশে স্বপ্নাদেশ নিবেদন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। যথা সময়ে দূতমুখে সংবাদ পাইয়া বিশ্বাবসু ত্বরিত গতিতে আসিয়া পড়িলেন। উভয়ের হস্ত সংস্পর্শে বিশাল দারুত্রয় লঘু হইয়া যথাস্থানে নীত হইলেন। অতঃপর ভক্তদ্বয় দর্শকবৃন্দের আনন্দধ্বনির মধ্যে পরস্পর আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইয়া পরস্পর সৌহার্দ্দ জ্ঞাপন করিবার পর বিশ্বাবসু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এখন দারুব্রহ্মের শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্রীমূর্ত্তি কি প্রকার হইবেন, কে বা তাহা নির্ম্মাণ করিবেন এই চিন্তায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। রাজ্যস্থ শিল্পীবৃন্দ আহূত হইলেন। তাঁহারা সকলেই অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লইলেন। রাজা পুনরায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার সমস্ত আশা ভরসা পণ্ড হইতে বসিল। ভগবানও বোধহয় ভক্ত হৃদয়ের আর্ত্তি বৃদ্ধির জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজা ক্রমশঃ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, আহারাদিও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইল। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একদা অতি বিষণ্ণ চিত্তে উপবিষ্ট আছেন এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যন্ত্রপাতি সহ আগমন করিয়া রাজ সকাশে নিবেদন করিলেন, "আমি আপনার অভিলষিত দারুব্রহ্ম শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া দিব। আমি একটি পৃথক্ গৃহে আমার কার্য্য করিব। যতদিন আমি কার্য্য শেষ করিয়া নিজে বাহির না হই ততদিন এই গৃহের দ্বার খুলিবেন না।" রাজা সানন্দে এবং সাগ্রহে সমুহ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া দুশ্চিন্তা মুক্ত হইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণও যথাসময়ে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিলেন।

সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে বিগ্রহ নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমদিকে গৃহমধ্য হইতে কাষ্ঠ কর্ত্তনের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। শেষের দিকে কিছুদিন ধরিয়া আর কোন শব্দ শুনা গেল না। রাজা উদ্বিগ্ন হইলেও ব্রাহ্মণের কথায় বিশ্বাস করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু রাজমহিষী একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। রাজা তাঁহাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। রাণীর ভয় হইল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হয়ত আহার্য্য দ্রব্য শেষ হইয়া যাওয়ায় তদভাবে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। তাঁহার অধীরতায় রাজার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। অবশেষে রাণী অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে রাজা গৃহদ্বার ভঙ্গ করিতে আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজাদেশ পালিত হইল। রাজা বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন ব্রাহ্মণ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। হস্তপদ বিহীন অসম্পূর্ণ বিগ্রহত্রয় দর্শন করিয়া রাজা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার শোকের সীমা রহিল না। তিনি রাণীকে তিরস্কার করার সঙ্গে সঙ্গে আত্মকৃত কর্ম্মেরও নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে রাণী এবং উপস্থিত সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পাছে কোন দৈব দুর্বিপাক সংঘটিত হয় তজ্জন্য রাজা এবং মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই ভীত হইয়া পড়িলেন। সকলের এই ভীতিবিহ্বলতার মধ্যে রাজা আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন—"রাজন্, অধীর হইওনা।

আমার ইচ্ছায়ই এইসব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিতেই আমি জগত সমক্ষে প্রকটিত হইয়া তোমার সেবা গ্রহণ করিব। আমার এই অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি দর্শনে কাহারও মনে অবজ্ঞার ভাব উদয় হইলে তাহার কল্যাণ হইবে না। তুমি ভীত হইওনা।" আকাশবাণী শ্রবণে রাজা শান্ত হইলেন, উপস্থিত সকলকেই সেই বাণী জ্ঞাপন করিলেন। মহাসমারোহে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব এবং শ্রীসুভদ্রাদেবীর শ্রীবিগ্রহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেবিত হইতে লাগিলেন। ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

অদ্যাপি উড়িষ্যা প্রদেশে সমুদ্রোপকূলে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে বিরাট শ্রীমন্দিরে তিনটি শ্রীবিগ্রহ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বংশধরগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন এবং রথযাত্রার সময়ে কতিপয় দিবস শবররাজ বিশ্বাবসুর বংশধরগণও সেবা করিয়া থাকেন।

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত ভাষায় প্রার্থনা করি—"জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।"

শ্রীমদ্ভাগবতরহস্য

(৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৮ পৃষ্ঠার পর)

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ]

শ্রীমদ্ভাগবত আধুনিক কোন শাস্ত্র নহে—

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন শ্রীমদ্ভাগবত মধ্যযুগীয় গ্রন্থ মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা সনাতন-ধর্ম্মের আদিগ্রন্থ। ভাগবতধর্ম্ম প্রাক্‌বৈদিক যুগেরও আলোচ্য বিষয় ছিল। সেজন্য উহা পারমহংস্য বা পরমহংসী সংহিতা, সাত্বত সংহিতা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ভাগবতের ১।৪।৭ শ্লোকে উহাকে 'সাত্বতী শ্রুতি' * বলা হইয়াছে। যে সময় ভাগবতসম্প্রদায় সমূহের আবির্ভাব তাহারও অনেক পূর্ব্বে 'হংস' নামক একমাত্র জাতি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা জাগতিক বিষয় সমূহ হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইয়া পরমার্থ পদে অগ্রসর হইতেন তাঁহাদিগকে পরমহংস বলা হইত। হংসজাতি অগ্নি-আদি দেবতার উপাসনা করিতেন আবার কেহ কেহ একায়ন পন্থী হইয়া সহজ বিষ্ণুভক্তি বা বৈষ্ণবতার বিচারে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। পত্রিকার পূর্ব্বসংখ্যায় বলা হইয়াছে যে প্রাচীনতম ঋক্‌মন্ত্রে বিষ্ণুর উপাসনার কথা আছে। সত্যযুগ পর্য্যন্ত হংস সমাজে এইরূপ অবস্থাই ছিল। তখন মানবের মধ্যে শান্ত সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকায় তাঁহাদের মধ্যে মানশূন্যতা, দম্ভহীনতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, সদ্গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, দেহেন্দ্রিয়ের সংযম, বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, অহঙ্কার শূন্যতা, স্ত্রীপুত্রাদি আসক্তিশূন্যতা, ইষ্টানিষ্ট বিষয় প্রাপ্তিতে সমভাব, অনন্যনিষ্ঠার সহিত উপাস্যবস্তুতে ঐকান্তিকী ভক্তি, বহির্ম্মুখ জনসঙ্গে অরুচি, জ্ঞানের নিত্য আলোচনা, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনানুসন্ধান প্রভৃতি জ্ঞানের লক্ষণ প্রকাশিত ছিল। সত্যযুগের অবসানে অর্থাৎ ত্রেতার প্রারম্ভে মানবের মধ্যে এই জ্ঞান-গুণ ও জ্ঞানবিচার ক্ষীণ হইয়া আসিলে বেদবিভাগ ও বর্ণবিভাগাদি আরম্ভ হইল। ঋক্, সাম, যজুঃ এই বেদত্রয়ীর বিচার-প্রণালী সংহিতা, আরণ্যক ও উপনিষদাদিতে স্থানলাভ করিল। হংসজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির বৃত্তিবিচারে বর্ণবিভাগ হইল। এই বৈদিকযুগেও ভক্তিধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্মের মাহাত্ম্য লুপ্ত হয় নাই। 'উপনিষদ্' শব্দটীর মুখ্যার্থ বিবেচনা করিলেও উহা বুঝা যায়। উহাতে উপগম্য (ভগবান্), উপগন্তা (জীব) ও উপগমন এই তিন প্রকার

---

* 'সাত্বত'—সৎ (ব্রহ্ম) যাঁহাদিগের উপাস্য তাঁহারা সত্বৎ=ভক্ত। তৎ সম্বন্ধীয় সাত্বত—অর্থাৎ ভক্তি-শাস্ত্র। এজন্য শ্রীধর স্বামী তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন 'সাত্বতং বৈষ্ণবতন্ত্রম্'।

তত্ত্ব নিহিত আছে। উহা দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের নিত্য অবস্থান ও নিত্য সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ"—এই বাক্য দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে উপগমন কার্য্যটী শ্রবণের দ্বারাই সাধিত হয়। শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, ক্রিয়া ও স্বরূপাদি তাঁহার নামাত্মক শব্দব্রহ্ম মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ঐ শ্রীনামের শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারাই উপগমন কার্য্যটীসাধিত হয়। উহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট অভিধেয়।

প্রাচীনতম ঋক্‌মন্ত্রে বিষ্ণুর উপাসনার কথা কখনও বা নিষ্কামভক্তিভাবে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৈদিক মন্ত্রসমূহেও শ্রীভগবানের অবতার সমূহের উল্লেখ আছে যথা ঋক্‌মন্ত্রে বামনাবতার, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কূর্ম্মাবতার, শতপথে বরাহাবতার ইত্যাদি। ঋগ্বেদে দেবকীনন্দন, বাসুদেব কৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার উল্লেখ আছে। সর্ব্ব দেবতা মধ্যে বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়াছে। যজ্ঞাদি বৈদিক ব্যাপারে বিষ্ণুকেই যজ্ঞেশ্বর বলা হইয়াছে। দৈনন্দিন যজ্ঞকর্ম্মের উপক্রমে ও উপসংহারে বিষ্ণুর প্রীত্যর্থেই কর্ম্মানুষ্ঠিত হইত এবং এই কর্ম্মমন্ত্রই উচ্চারিত হইত—এখনও হইয়া থাকে—

"প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥"

'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' (ঋক্)। 'বিষ্ণু যোনিং কল্পয়তু' (বৃঃ আঃ)। 'কৃষ্ণায় দেবকী পুত্রায়' (ছাঃ) ইত্যাদি উপনিষদ মন্ত্র উহার প্রমাণ।

শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম, পরিকর প্রভৃতি কর্ম্মজড় নির্ব্বিশেষজ্ঞানীদিগের মতে গৌণ ও অনিত্য হইলেও বেদে সুস্পষ্টভাবে উহার নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীনামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন—উহার ইঙ্গিতও ঋক্‌মন্ত্রে রহিয়াছে—ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ ওঁ তৎ সৎ।

—অর্থাৎ হে বিষ্ণো, আপনার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশরূপ (মহঃ)। সেইহেতু এই নামের ঈষৎমাত্র (আ) জানিয়াও অর্থাৎ উহার সম্যক্ উচ্চারণ মাহাত্ম্যাদি না জানিলেও কেবল উহার অক্ষরাভাসমাত্র করিয়াও (বিবক্তন্) সুমতি অর্থাৎ তদ্‌বিষয়া বিদ্যা অর্থাৎ ভক্তি প্রাপ্ত হই (ভজামহে), যেহেতু উহা প্রণবব্যঞ্জিত বস্তু (ওঁ তৎ) হওয়ায় স্বতঃসিদ্ধ (সৎ)।

শ্রীকৃষ্ণ—পরতত্ত্ব, অবিচিন্ত্য শক্তিমত্তত্ত্ব, অখিল রসামৃতসিন্ধু। এমন কি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব সিদ্ধান্ত সকলও বেদে স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পরতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদবাক্য—"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরোদেব স্তং ধ্যায়েৎ তং রমেৎ" (গোঃ তাঃ)।
"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণঃ ঈড্যঃ" (ছাঃ)।
শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসামৃতসিন্ধু—রসো বৈ সঃ (তৈঃ)।
অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব—অভেদ পক্ষে—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ)।
ভেদপক্ষে—'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং' (কঠ)
'তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্' (কঠ)
'যস্মাৎ পরং না পরমস্তি কিঞ্চিৎ' (শ্বেতা)

বর্ত্তমানকালে ঐতিহাসিকগণও তাঁহাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞানে বলিয়া থাকেন খৃষ্টপূর্ব্ব বহু বৎসর কাল পূর্ব্বেও ত্রিবিক্রম, বামন, দামোদর প্রভৃতির উপাসনা প্রচলিত ছিল। উঁহারা বাসুদেব বলিয়াই পূজিত হইতেন। গয়াধামে যে বিষ্ণুপাদপদ্মের পূজা এখনও প্রচলিত উহা বুদ্ধের পদচিহ্নের পূজারও বহু পূর্ব্বের কথা।

মৎস্যকূর্ম্মাদির অবতারক্রমে বুদ্ধদেব ও কল্কির অবতার সময়ে বেদবিরোধী বিচার আরম্ভ হয়। প্রত্যক্ষ জড়-বিচারপর বৌদ্ধরাজগণের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম স্তব্ধীভূত হয়।

সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ আদিকবি ব্রহ্মাকে তত্ত্বোপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে চারিটি শ্লোক তাঁহার নিকট প্রকট করেন। ব্রহ্মা ঐ শ্লোক চতুষ্টয় স্বীয় পুত্র নারদকে উপদেশ করেন এবং নারদ উহা ব্যাসদেবকে উপদেশ করেন; ব্যাসদেব ঐ চারিটী শ্লোক অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ ভাগবত প্রণয়ন করেন। এই আদি চারিটী শ্লোককেই চতুঃশ্লোকী বলা হয়। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে সর্ব্বসমেত

ছয়টী শ্লোক বলিয়াছিলেন। উহার মধ্যে প্রথম দুইটী ভূমিকাস্বরূপ—প্রথম শ্লোকে (জ্ঞানং পরমগুহ্যং ইত্যাদি) বক্তব্য বিষয়ের (অর্থাৎ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের) উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকে (যাবানহং যথাভাবঃ ইত্যাদি) ঐ সকল বক্তব্য বিষয়ের তত্ত্ব জানিবার জন্য যে যোগ্যতা আবশ্যক শ্রীভগবান্ কৃপাশক্তিদ্বারা ব্রহ্মাকে ঐ যোগ্যতা দান করেন। পরবর্ত্তী চারিটী শ্লোকে (যাহাকে চতুঃশ্লোকী বলা হয়) সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনরূপ বক্তব্য বিষয়গুলির স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই চারিটী শ্লোকই মুখ্য, যেহেতু উহাতে বেদ-বেদান্তাদির মর্ম্ম নিহিত এবং ব্যাসদেব প্রণীত শ্রীমদ্ ভাগবত ঐ চারিটী শ্লোকেরই বিবৃতি। এই চতুঃশ্লোকীই যে ভাগবত উহা শ্রীভগবান্ নিজমুখে উদ্ধবকে বলিতেছেন—

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে
পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদি সর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং
যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি॥ (ভাঃ ৩।৪।১৩)

—অর্থাৎ পূর্ব্বকালে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আমার মহিমা প্রকাশক পরমগুহ্যজ্ঞান কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। মনীষিগণ তাহাকেই **ভাগবত** বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ভাগবতের অন্যত্র শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
(ভাঃ ১১।১৪।৩)

—অর্থাৎ যে বেদবাক্যে মৎবিষয়ক ধর্ম্ম বর্ণিত, প্রলয়ে কালপ্রভাবে তাহা অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে এই বেদসংজ্ঞিতা বাণী উপদেশ করিয়াছিলাম। এখানে মৎবিষয়ক ধর্ম্ম বলিতে হ্লাদিনীসারভূতা ভক্তি বা ভাগবত ধর্ম্ম।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে বুঝা গেল যে কোন এক পূর্ব্বকল্পে শ্রীভগবান্ এই বেদবাণী বা ভাগবত ধর্ম্ম ব্রহ্মার নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই ভাগবত ধর্ম্ম কালপ্রভাবে নষ্টপ্রায় হইয়া গেলে পুনরায় বর্ত্তমান কল্পে উহা চতুঃশ্লোকী আকারে ব্রহ্মার নিকট বিবৃত করেন। ব্রহ্মা উহা স্বীয়পুত্র নারদকে, নারদ শ্রীব্যাসদেবকে এবং ব্যাসদেব স্বীয় পুত্র শুকদেবকে উপদেশ করেন। শ্রীব্যাসদেবের শম্যাপ্রাস আশ্রমে এই ভাগবতের প্রথম বৈঠক হয়। ঐ সময় হইতে 'ভাগবত' এই শব্দের প্রয়োগ আরম্ভ হয়। উহার পূর্ব্বে ঐ ভাগবতী কথা 'পরমহংসী বা সাত্বত সংহিতা' নামে অভিহিত হইত। শ্রীব্যাসদেব মহর্ষি নারদের নিকট ঐ ভাগবতী কথা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই উপদেশে সমাধিস্থ হইয়া পূর্ণ পুরুষ শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন এবং তাঁহার চিত্তে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যময়ী লীলাসমূহ স্ফুরিত হইলে উহা বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ শিরোমণি—

প্রবৃত্তি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে নিয়োজিত করে। এই প্রবৃত্তির মূলে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস—কারণ কোন বিষয়ে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস না থাকিলে তৎসম্বন্ধে প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং সকল প্রকার প্রবৃত্তির মূলে থাকিবে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস। আবার কোন বিষয়ে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে চাই **প্রমাণ**। প্রমাণ বহুবিধ থাকিলেও সাধারণতঃ তিন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করা হইয়া থাকে —(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান ও (৩) শব্দ। আমরা চক্ষু কর্ণাদির সাহায্যে সাক্ষাৎভাবে যে জ্ঞান লাভ করি, উহা প্রত্যক্ষ—যেমন পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়। কোন বস্তু হইতে অন্যকোন বস্তুর উৎপত্তিকে অনুমান বলা হয়—যেমন কোনস্থানে ধূম দেখিলে সেখানে অগ্নি আছে এই অনুমান। এই দুইটী প্রমাণ সর্ব্বদা নির্ভরযোগ্য নহে। মায়াবদ্ধ জীবের ঐ দুইটী প্রমাণলব্ধ জ্ঞানে ভ্রম (যেমন রজ্জু দর্শনে সর্প জ্ঞান), প্রমাদ (অনবধানতা), বিপ্রলিপ্সা (অন্যকে প্রতারণার ইচ্ছা) ও করণাপাটব (ইন্দ্রিয়াদির অপটুতা) এই চারি প্রকার দোষ থাকিতে পারে। বিশেষতঃ পরতত্ত্ব স্বরূপতঃই স্বপ্রকাশ—অন্য কোন জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হন না। সেজন্য উপনিষদ বলেন

'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা' (মুণ্ডক)—অর্থাৎ পরব্রহ্ম চক্ষুদ্বারা গৃহীত হন না, বাক্যের দ্বারাও নহে অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, তপস্যা বা কর্ম্মের দ্বারাও নহে। কিন্তু মায়াধীশ, সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবানের বাক্যস্বরূপ শাস্ত্র-বাক্যে এই সকল দোষ থাকার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যক্ষ ও অনুমান একটী সামান্য তুচ্ছ বস্তুর অভ্রান্ত জ্ঞান দিতে পারে না। উহারা কিরূপে অপ্রাকৃত, অচিন্ত্য পরতত্ত্বের জ্ঞান দিবে! সুতরাং শব্দ প্রমাণ বা শাস্ত্রবাক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রবাক্যই শব্দ-প্রমাণরূপে গ্রহণীয়, কারণ বেদ শ্রীভগবানের নিঃশ্বসিক অপৌরুষেয় বাণী। পত্রিকার পূর্ব্ব সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবত একই তাৎপর্য্যময়। পরোক্ষপ্রিয় শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বেদবাণীসমূহ আচ্ছাদিতভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। উহাই সুস্পষ্টভাবে অনাচ্ছাদিতরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যক্ত। এজন্য ভাগবতকে বলা হইয়াছে 'বেদার্থ পরিবৃংহিত'—অর্থাৎ সর্ব্ব বেদের বিস্তারার্থই শ্রীমদ্ভাগবত। সমগ্র বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য যে ভক্তি উহাই নিগমবল্লীর সৎফল। শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস জীবের মঙ্গলের জন্যই চারিবেদ এবং সমস্ত উপনিষদের আলোচনা করিয়া উহার মর্ম্ম সংগ্রহ করতঃ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র প্রণয়ন করেন। এক একটী সূত্রের আলোচ্য বিষয় হইল বেদ ও উপনিষদের এক একটী ঋক্ বা মন্ত্র। সুতরাং বেদান্তসূত্র বেদ ও উপনিষদের মর্ম্মই প্রকাশ করিয়াছেন। কোন জ্ঞাতব্য বিষয় অতি অল্প কথায় লিখিত হইলে তাহাকেই সূত্র বলা হয়। ঐ সূত্রগুলি অতি সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত হওয়ায় উহা অত্যন্ত গম্ভীর ও গূঢ় এবং জীবের পক্ষে দুর্বোধ্য। ব্যাসদেব ভগবানের শক্তি সাহায্যেই সূত্রাকারে বেদের সমস্ত তথ্য বর্ণনা করিতে পারিয়াছিলেন। বেদান্তসূত্রে পরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয়ই আলোচিত। পরতত্ত্ব মায়াতীত চিন্ময় বস্তু। সাধারণ জীবের চিত্ত মায়ামলিন সুতরাং প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাকৃত পরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সূত্রের উপলব্ধি করিতে পারে না। জীব বুঝিতে পারিবে না, এজন্য ব্যাসদেব নিজকৃত সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন শ্রীমদ্ ভাগবতে। ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র লিখিয়াই যে উহার ব্যাখ্যা লিখিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তাহা নহে। প্রথমতঃ সূত্র প্রণয়ন করিলেন, তারপর পরম্পরাক্রমে শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্মরূপে চতুঃশ্লোকী পাইয়াছিলেন। উহা পাইয়া দেখিলেন যে চতুঃশ্লোকীর যে মর্ম্ম তৎকৃত বেদান্তসূত্রেরও সেই মর্ম্ম। উহা দেখিয়া বেদান্তসূত্রের ভাষ্যরূপে ঐ চতুঃশ্লোকীকে বিস্তৃত করিয়া তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত লিখিলেন। উহাতে বুঝা যায়, বেদান্তসূত্রের ভাষ্যরূপে যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকট হইলেন সাক্ষাৎভাবে উহার কর্ত্তা ব্যাসদেব হইলেও উহার মূলকর্ত্তা স্বয়ং শ্রীনারায়ণই। ব্যাসদেব শ্রীনারায়ণকৃত চতুঃশ্লোকীর বিবৃতি মাত্র করিয়াছেন। উহাতেও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণের উৎকর্ষ প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রত্যক্ষ ও অনুমান তত্ত্বজ্ঞান প্রদানে অসমর্থ। এ সম্বন্ধে কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলিতে পারেন যে শ্রুতিবাক্যও ঋষিদিগের প্রত্যক্ষীভূত বাণী। কিন্তু এই প্রত্যক্ষীভূত বাণী ও সাধারণ প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানে প্রভেদ রহিয়াছে। ঋষিদিগের প্রত্যক্ষীভূত বাণীকে শাস্ত্রকারগণ 'বিদ্বদনুভব' আখ্যা দিয়াছেন। কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ভক্তি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইলেই পরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিতে পারে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান-যোগাদেবহি"—অর্থাৎ শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত জ্ঞান-যোগের দ্বারা তাঁহাকে (পরব্রহ্মকে) জান। বেদান্ত-সূত্রেও শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন—'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্'—'অপি' অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য হইলেও 'সংরাধনে' (সম্যক্ আরাধনারূপ সাক্ষাৎ ভক্তিযোগে) আরাধিত হইলে ভক্তিদ্বারা তাদাত্ম্য প্রাপ্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নিকট তিনি (পরব্রহ্ম) প্রত্যক্ষীভূত হন। শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বলিয়াছেন—

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥' (গী ১৮।৫৫)

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে বিশেষ বিচার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, গীতা, পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রের সহিত তুলনায় শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্ব শাস্ত্রের মধ্যে 'চক্রবর্ত্তী-স্বরূপ'—অর্থাৎ শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রমাণই অন্য সকল শাস্ত্র প্রমাণের উপরে গ্রাহ্য। ব্যাসদেব বেদ বিভাগ করিয়া বেদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মস্বরূপ ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াও পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই—নিজেকে অপূর্ণ ও অশান্তই অনুভব করিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদের উপদেশে যখন তিনি ভক্তি সমাধিতে বসিলেন তখনই তিনি পূর্ণ পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার লীলাদি হৃদয়ঙ্গম করতঃ পূর্ণজ্ঞান লাভ করিলেন। এই পূর্ণজ্ঞান লাভ করিবার পর তিনি ভক্তি সমাধিযোগে যাহা অনুধাবন করিলেন উহাই শ্রীমদ্ ভাগবতে প্রকাশিত হয়। উহাতে বুঝা যায় যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রচিত অন্যান্য শাস্ত্র বা অন্যান্য ব্যাসাদি রচিত শাস্ত্রের প্রমাণের উপরে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রমাণ গৃহীত হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শাস্ত্র প্রমাণই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু সকল শাস্ত্র-প্রমাণই এক পর্য্যায়ের নহে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ঐ সকল শাস্ত্র প্রমাণের শ্রেষ্ঠতার তারতম্য রহিয়াছে। কিন্তু **শ্রীমদ্ভাগবত নির্গুণ অমল পুরাণ।** শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ইহাকে পরম প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাই তাঁহার মতসার নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা প্রকটিত হয়—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা স্বয়ং ব্যাসদেবও গ্রন্থশেষে বলিতেছেন (১২।১৩।১৮)—

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥"

এই নির্গুণ অমল পুরাণ অপৌরুষেয় শাস্ত্র, সর্ব্ববেদান্ত-সার, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, মহাভারতের (সুতরাং তদন্তর্গত শ্রীমদ্গীতার) তাৎপর্য্য নির্দেশক, গায়ত্রী-ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্যে সম্পুটিত। উহা সাক্ষাৎ ভগবানের কথিত বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত নামে বিদিত। (শ্রীগরুড় পুরাণ)

(ক্রমশঃ)

শ্রীধামবৃন্দাবনে সুরম্য সংকীর্ত্তনভবনের উদ্ঘাটন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে দশ দিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান ও শ্রীঝুলনযাত্রা উপলক্ষে কৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ বিগত ২৯ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত রমণীয় সংকীর্ত্তনভবনের উদ্ঘাটন অনুষ্ঠান হোম ও সংকীর্ত্তন সহযোগে সুসম্পন্ন করেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণবহোম সম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহুশত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীসংকীর্ত্তনভবনের উদ্ঘাটন উপলক্ষে ২৯ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট শুক্রবার হইতে ৭ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ 'দি রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্ অব্ ওরিয়েন্টেল ফিলসফি'র প্রতিষ্ঠাতা ও রেক্টর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"কলিযুগের যুগধর্ম্ম হরি সংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু ও অমানী মানদ হইয়া হরিকীর্ত্তনের জন্য উপদেশ করিয়াছেন। উক্ত চারিগুণে গুণী না হইলে হরিকীর্ত্তন হয় না। সুষ্ঠুরূপে হরিকীর্ত্তনের জন্য এই কীর্ত্তনভবনের প্রতিষ্ঠা

হইয়াছে। আমাদিগকে আদর্শ জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কেবলমাত্র বক্তৃতার দ্বারা অভীষ্ট বস্তু লাভ হয় না।” শ্রীমঠের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ চক্রপাণি মহারাজ, শ্রীমদ্ কিশোরীদাস বাবাজী মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাসজী, শ্রীমদ্ রাঘবদাস শাস্ত্রী, শ্রীমদ্ রামদাস শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নবেন্দু দত্ত মজুমদার, আই-সি-এস্, শ্রীমদ্ গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ত্রিদণ্ডী স্বামীজীগণ ও স্থানীয় বিশিষ্ট বক্তৃমহোদয়গণ বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন। প্রত্যহ ভাষণের আদি ও অন্তে শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী, দিল্লীর শ্রীতুলসীদাসজী, দেরাদুনের শ্রীপ্রেমদাসজী ও শ্রীদেওয়ানচাঁদজী প্রভৃতি ভক্তগণের বিভিন্ন দিনে সেবোন্মুখ কর্ণরসায়ন সুললিত ভজনকীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরিতৃপ্ত হন। অমৃতসর, জালন্ধর, লুধিয়ানা, হোসিয়ারপুর, ফিরোজপুর, জগদ্ধ্রী প্রভৃতি পাঞ্জাবের এবং দেরাদুন, আগ্রা, আলীগড়, মীরাট প্রভৃতি উত্তরপ্রদেশের এবং অন্ধ্র, আসাম, উড়িষ্যা, ও পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং দিল্লী হইতে বহুশত নরনারী এই মহদনুষ্ঠানে আসিয়া সম্মিলিত হন। শ্রীমঠকর্তৃপক্ষগণ বহিরাগত কএক শত পুরুষ ও মহিলা অভ্যাগতগণের বাসস্থান ও দুইবেলা প্রসাদের ব্যবস্থা করেন। শ্রীমঠের সন্নিকটবর্ত্তী মির্জ্জাপুর-ধর্ম্মশালার মালিক শ্রীদ্বারকাপ্রসাদজী অতিথিগণের বাসস্থানের জন্য বিশেষ সাহায্য করিয়া শ্রীমঠকর্তৃপক্ষগণের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ৩১ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট রবিবার ও তৎপর দিবস প্রাতে শ্রীমঠ হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনের বিভিন্ন রাস্তা ও মহল্লা পরিভ্রমণ করেন।

২ ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ৭ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে বিশেষ আলোকসজ্জা ও বৈদ্যুতিকশক্তিচালিত চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হয়। প্রত্যহ মূল শ্রীমন্দির হইতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিজয় শ্রীবিগ্রহগণ সংকীর্ত্তন সহযোগে অপূর্ব্ব আলোকমালাসজ্জিত ও চক্রাদি বিমণ্ডিত শ্রীঝুলনমণ্ডপে শুভবিজয় করতঃ সিংহাসনে আরূঢ় হইলে শ্রীরাধাগোবিন্দের আরতি ও তৎপশ্চাৎ শ্রীঝুলনোৎসব সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীরাধাগোবিন্দের হিন্দোলসেবা এবং বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা চলচ্ছক্তিযুক্ত মূর্ত্তির সাহায্যে অভিনব কৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী সন্দর্শনের জন্য প্রত্যহ শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ স্থানীয় নরনারীগণের এবং সমগ্র মাথুরমণ্ডল ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহিরাগত দর্শনার্থী জনস্রোতের আগমন ও নির্গমন শ্রীমঠে সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ১০-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবাধগতিতে চলিতে থাকে। ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলীশ ও স্বেচ্ছাসেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। আপামর জনসাধারণের এইরূপ বিরাট সংঘট্ট ও দর্শনোৎকণ্ঠা ইতঃপূর্ব্বে বৃন্দাবনে দৃষ্ট হয় নাই—ইহা অভূতপূর্ব্ব। কলিকাতার প্রসিদ্ধ নাগরিক শেঠ শ্রীরাধাকৃষ্ণজী চামড়ীয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীঝুলনযাত্রার সজ্জা ও অভিনব শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া শ্রীমঠের সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণজীর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীগজানন চামড়ীয়াজী সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত থাকিয়া প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতঃ এই সেবা সম্পাদন করায় তিনিও সাধুগণের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীসংকীর্ত্তভবন নির্ম্মাণ-সেবায় এবং উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, উপদেশক শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মথুরানাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতকৃষ্ণ বনচারী প্রভৃতি মঠসেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

কলিকাতা মঠে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

'যে বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা
চাতুর্ম্মাস্য নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।' —ভবিষ্যপুরাণ

"নিয়ম বা ব্রত অথবা জপ ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিলে জীবিতাবস্থাতেও সেই মূর্খকে মৃততুল্য জানিবে।" চাতুর্ম্মাস্যে রুচিকর খাদ্য বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন কর্ত্তব্য। ন্যূনকল্পে পটোল, সীম, বেগুন, লাউ, বরবটি, কলমীশাক, পুঁইশাক, মাষকলাই চারিমাসের জন্যই বর্জ্জনীয়। এতদ্ব্যতীত শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জনীয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ২৫ বামন, ৪ শ্রাবণ, ২০ জুলাই সোমবার শ্রীশয়নৈকাদশী তিথিবরা হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইয়াছে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের বিস্তৃত নিয়মাবলী শ্রীচৈতন্যবাণী ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৪২ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

আশ্বিন—১৩৭১

৪র্থ বর্ষ পদ্মনাভ, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ [৮ম সংখ্যা

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও ভক্তাবাস

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

উপদেষ্টা ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।

৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড; কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৪র্থ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৭১। ১০ পদ্মনাভ, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১ অক্টোবর, ১৯৬৪। | ৮ম সংখ্যা

'পবিত্র ও অপবিত্র'

" 'পবিত্র' ও 'অপবিত্র' সংজ্ঞা দুইটী সম্বন্ধে কর্ম্মিগণ যাহাকে 'পবিত্র' বলেন, ভক্তগণের নিকট তাহার পবিত্রতা না থাকিতে পারে, আবার কর্ম্মিগণের বিচারের অপবিত্র বস্তু ভক্ত 'পবিত্র' জ্ঞান করেন। 'অপবিত্র' শব্দে অমেধ্য বুঝাইলে তাহা কখনই ভগবান্‌কে কেহ নিবেদন করিতে পারেন না। সাত্ত্বিক বস্তু ব্যতীত রাজসিক ও তামসিক বস্তু ভগবানে নিবেদন করা যায় না। যদি কেহ কোন অপবিত্র বস্তু ভগবান্‌কে নিবেদন করেন, তাহা তিনি কখনই গ্রহণ করেন না। কোন অপবিত্র বস্তু ভগবন্নিবেদিত বলিয়া কেহ দিতে আসিলে তাহা কখনই গ্রহণ করা উচিত নহে। কোন বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিলে, তাহা ভক্ত কখনই গ্রহণ করেন না। তাদৃশ বস্তু পরিত্যাগ করিলে কোন অপরাধ নাই। কোন পবিত্র সাত্ত্বিক বস্তু

অভক্ত-কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে প্রচারিত থাকিলেও তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না। বিমুখজীব-ভোগ্য পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তুই প্রাকৃত। সাত্ত্বিক বস্তু ভগবানে প্রদত্ত হইলে ভক্তগণ তাহার অপ্রাকৃতত্ব বুঝিতে পারেন ; তখন সে বস্তু বদ্ধজীবভোগ্য নহে পরন্তু ভগবৎ প্রসাদ বুদ্ধিতে সম্মাননীয়। অপবিত্র বস্তু ভগবান্ ব্যতীত অন্য নর, দেব বা রাক্ষসের ভোগ্য, তাহা প্রাকৃত ও অপবিত্র।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

জ্ঞানবিচার

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৪৯ পৃষ্ঠার পর]

ফলানুভবই জীবের শুদ্ধ জ্ঞানের চতুর্থ প্রকরণ। ফলানুভব পঞ্চপ্রকার যথা,—১। বিকর্ম্মফলানুভব। ২। অকর্ম্মফলানুভব। ৩। কর্ম্মফলানুভব। ৪। জ্ঞানফলানুভব। ৫। ভক্তিফলানুভব।

নীতিশূন্য জীবন সর্ব্বদা বিকর্ম্মময়। পাপকর্ম্মকে বিকর্ম্ম বলে। নিজের ইন্দ্রিয়সুখই সেই জীবনের একমাত্র তাৎপর্য্য। পরলোক বলিয়া একটী বিশ্বাস সে জীবনে থাকে না। এবম্ভূত জীবনের ফল এই যে, পীড়া, অকালমৃত্যু, অকারণ বলবীর্য্যাদিক্ষয়, মনের যাতনা, অন্যান্য শাস্ত্রমতে নরকাদি গমন, অযশ ও সকলের অবিশ্বাস প্রাপ্তি হয়। তদ্দ্বারা নরজীবন বিষম যন্ত্রণার বিষয় হইয়া পড়ে। কিঞ্চিন্মাত্র বুদ্ধি থাকিলে এইরূপ ভয়ানক ফল কেহই স্বীকার করিতে চাহে না।

নিরীশ্বর নৈতিক জীবন ও কল্পিতসেশ্বরনৈতিক জীবন সর্ব্বদাই কর্ম্মময়। কর্ত্তব্যকর্ম্মের অকরণকে অকর্ম্ম বলে। নরজীবনের যত প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনাবন্দনাদি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তদভাবে জীবন অন্য প্রকারে নৈতিক হইলেও, অকর্ম্মদ্বারা দূষিত থাকে। নীতি দ্বারা শরীরাদি রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত নর ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করে, সে পর্য্যন্ত সে কখনই সকলের বিশ্বাসভাজন হইতে পারে না। ঈশ্বর-বিশ্বাস যে হৃদয়ে নাই, সে হৃদয় সূর্য্যশূন্য জগতের ন্যায় ভয়ানক। সময়ে সময়ে সেই হৃদয়ের অন্ধকার আশ্রয় করিয়া মহাপাতক পক্ষিসকল কোটর নির্ম্মাণ করে। শাস্ত্রে এরূপ কীর্ত্তিত আছে যে, নিরীশ্বর ব্যক্তি সমস্ত নীতি পালন করিয়াও নরকে গমন করে। ইহা যথার্থ বলিয়া অনুভূত হয়। কল্পিত সেশ্বরনৈতিকজীবন ধূর্ত্ততা দ্বারা সর্ব্বদা অসরল ও পাপময়। তাহার ফলও সহজে অনুভূত হয়।

যাঁহারা সরলভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া নৈতিক জীবন স্বীকার করেন, তাঁহারাই ভারতে বর্ণাশ্রম চারবান্ পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। অন্যান্য দেশে সেই লক্ষণসম্পন্ন পুরুষেরা বর্ণাশ্রম স্বীকার না করিয়াও সেই ধর্ম্মের তাৎপর্য্যমতে জীবন নির্ব্বাহ করেন। ব্যবহারস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, উচ্চশ্রেণীর লোককে অবলম্বন পূর্ব্বক বিধি লিপিবদ্ধ হয়, পরে ঐ বিধির তাৎপর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক অপর লোকের কার্য্য চলিতে থাকে। ভারতবাসিগণ আর্য্যশ্রেষ্ঠ; তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণাশ্রম বিধি নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই বিধির তাৎপর্য্যানুসারে অপর জাতিসকল সংসার নির্ব্বাহ করেন। সে যাহা হউক, ঈশ্বরের উপাসনা অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া তাঁহাদের জীবনকে বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম হইতে রক্ষা করে। তাঁহারা যাহা করেন, তাহা কর্ম্ম। তাঁহাদের কর্ম্মকে কর্ম্ম বই অন্য নাম এই জন্য দেওয়া হয় না, যেহেতু তাঁহারা কর্ম্মকে সর্ব্বোপরি তত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করেন। ঈশ্বর ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফল প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। এস্থলে ঈশ্বরও কর্ম্মাঙ্গ বিষয়। সেই সকল কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরের তুষ্টি সাধন করিলে তিনি স্বর্গবাসাদি ফল প্রদান করেন। এই জীবনে ঈশ্বর কর্ম্ম হইতে স্বাধীন হইতে পারেন না। অতএব ঈশ্বরানুগত্য সহস্র কর্ম্মের মধ্যে একটী কর্ম্ম। তদ্দ্বারাও স্বর্গাদি ফল হয়। পুণ্যকর্ম্মের পরিমাণানুসারে স্বর্গাদি ফলভোগ করিয়া জীব পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া কর্ম্ম করেন। পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম ও ফল, এইরূপ চক্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন। কর্ম্ম হইতে নিস্তার পাইবার পন্থা নাই, যেহেতু তন্মতে এরূপ নিস্তারের বাসনাটীও পাপকর্ম্মবিশেষ। মতান্তরে জীবসকল এই কর্ম্মক্ষেত্রে যে সকল কর্ম্ম করেন, তাহার বিচার কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে হইবে (Day of Judgment—Millennium)। মৃত্যুর পর সে কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে

হইবে। যাঁহারা ভাল কর্ম্ম করিয়াছেন এবং নিজ নিজ আচার্য্যের অনুগত হইয়া আছেন, তাঁহারা চিরস্বর্গলাভ করিবেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা ঐসকল আচার্য্যকে স্বীকার করেন নাই বা ভাল কর্ম্ম করেন নাই, মন্দকর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহারা চিরকাল নরকে থাকিবেন। খ্রীষ্টীয়ান্ ও মুসলমান নামা সেশ্বরনৈতিক সম্প্রদায়গণ এইরূপ বিশ্বাস করেন। এরূপ বিশ্বাস যে-স্থলে আছে, সে জীবন উচ্চতর হইতে পারে না। আদৌ একটী ক্ষুদ্র জীবনে জীব যাহা করিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার অনন্ত ফল হইল। বিশেষতঃ জন্ম ও সঙ্গবশতঃ বাল্যকাল অর্থাৎ বিবেকজন্মের পূর্ব্ব হইতে যাহারা পাপশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পাপাচরণ করিল, তাহারা চিরনরকগমনরূপ ফললাভ করিল! তাহাদের পুণ্যশিক্ষার সুবিধা হয় নাই। পক্ষান্তরে সদ্বংশজাত বাল্যে সৎসঙ্গপ্রাপ্ত ব্যক্তি কি নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করিল যে, চিরস্বর্গ লাভ করিল? পরমেশ্বরের বিচার এরূপ হইলে আর দুর্ব্বল জীবের গতি কোথা! এই সকল মতস্থ ব্যক্তির ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অনুভব অতিশয় কুণ্ঠিত, অতএব তাহাদের মতে যে কর্ম্মফল, তাহাও নিতান্ত অযুক্ত ও তুচ্ছ। সংক্ষেপতঃ সেশ্বরনৈতিক জীবনটী কর্ম্মময়। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম নাই বটে, কিন্তু ঐজীবনে কর্ম্মের তিনটী বিভাগ আছে; যথা :—

১। নিত্যকর্ম্ম,—সন্ধ্যাবন্দনাদি। ২। নৈমিত্তিক কর্ম্ম,—শ্রাদ্ধাদি। ৩। কাম্যকর্ম্ম,—পুত্রেষ্টিযাগাদি।

সেশ্বরনৈতিক জীবনের দুইটী অবান্তর বিভাগ আছে অর্থাৎ নীচপ্রকৃতিজনিত সেশ্বরনৈতিক জীবন ও উচ্চ-প্রকৃতিজনিত সেশ্বরনৈতিক জীবন। নীচপ্রকৃতি সেশ্বরনৈতিকেরা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মাপেক্ষা কাম্যকর্ম্মকে অধিক স্বীকার করে। উচ্চপ্রকৃতি সেশ্বরনৈতিকেরা কাম্যকর্ম্মমাত্রই স্বীকার করেন না। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মকে কেহ নিষ্কাম-রূপে, কেহ ব্রহ্মার্পণ সহকারে, কেহ বা ভগবদর্পণপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মী, তাঁহারাও কর্ম্মপর। যাঁহারা ব্রহ্মার্পণপরায়ণ, তাঁহাদের কর্ম্ম, জ্ঞানসীমাকে লাভ করিয়াছে। যাঁহারা ভগবদর্পণপরায়ণ, তাঁহাদের কর্ম্ম ভক্তিসীমাকে লাভ করিয়াছে। যে কর্ম্ম ভক্তিসীমাকে লাভ করে, সে কর্ম্মের ফলই ভক্তি, অতএব তাহাকেই গৌণী ভক্তি বলা যায়। বৈধভক্তগণ সেই অবস্থার কর্ম্মকে জীবনযাত্রার উপযোগী বলিয়া স্বীকার করেন। অন্য সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলই অমঙ্গলজনক হইতে পারে। ফলকথা এই যে, কর্ম্মফলের প্রতি বিশ্বাস নাই। জীবনধারণের জন্য কর্ম্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, অতএব বদ্ধজীব সর্ব্বদা সতর্কতাসহকারে কর্ম্মফল স্বীকার করিবেন।"

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমা

(৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১১০ পৃষ্ঠার পর)

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীকপিল দেবহুতি সংবাদ

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিতে লাগিলেন—হে মাতঃ! মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চমহাভূত—এই সপ্ততত্ত্ব যখন পরস্পর অমিলিতভাবে অবস্থিত ছিল, তখন কার্য্যস্বরূপ জগদুৎপত্তির অসম্ভাবনা দেখিয়া জগতের মূলকারণ ঈশ্বর কাল, কর্ম্ম ও গুণযুক্ত হইয়া তাঁহার সংহননকারিণী শক্তিদ্বারা সর্ব্বতত্ত্ব-সম্মেলনার্থ উহাদিগের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

ভগবৎপ্রবেশবশতঃ ঐসকল পদার্থ ক্ষুভিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল। তখন সেই সকল মিলিত তত্ত্ব হইতে এক অচেতন অণ্ড উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে

হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টিজীবাত্মক এক বিরাট পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন।

ঐ অণ্ডের নাম বিশেষ, উহা প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি দ্বারা আবৃত এবং বহির্ভাগে উত্তরোত্তর ক্রমশঃ দশগুণ পরিবর্দ্ধিত জলাদি ভূতদ্বারা বেষ্টিত। ভগবান্ শ্রীহরির মায়িক রূপস্বরূপ লোকসমূহ ঐ অণ্ডেই বিস্তৃত।

সেই মহান্ দেব জলশায়িত ঐ হিরণ্ময় (অর্থাৎ প্রকাশবহুল) অণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া ঔদাসীন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ অণ্ডকেই অধিষ্ঠান করিয়া বহুপ্রকার ছিদ্রভেদ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ এই শ্লোকের ভাগবত তাৎপর্য্যে কপিলতন্ত্রবাক্য উদ্ধার করত লিখিয়াছেন—

"অচেতনাদ্যতস্তণ্ডাদ্ব্রহ্মা সমজনি স্ফুটম্।
অতো ব্রহ্মাণ্ডমিত্যাহু র্বিরাড্ ব্রহ্মা প্রকাশনাৎ॥"

অর্থাৎ যেহেতু অচেতন অণ্ড হইতে ব্রহ্মা ব্যক্ত হইয়া আবির্ভূত হইলেন, তজ্জন্য বিরাড্ ব্রহ্মার প্রকাশনহেতু পণ্ডিতগণ ইহাকে 'ব্রহ্মাণ্ড' এইরূপ আখ্যা দিয়া থাকেন।

সেই ব্রহ্মাণ্ড হইতে বিরাট্ পুরুষের মুখাদি যাবতীয় ইন্দ্রিয় প্রকাশিত এবং সেই ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তত্তদিন্দ্রিয়ের শক্তিসহ তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেও সেই বিরাট্ পুরুষের উত্থান হইল না, চন্দ্র মনদ্বারা, ব্রহ্মা বুদ্ধিদ্বারা, রুদ্র অভিমানদ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেও সেই বিরাট্ পুরুষ উঠিলেন না, অবশেষে চিত্তাধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ (গীতা ১৩শ) অন্তর্য্যামী পুরুষ বাসুদেব যখন চিত্তদ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, তখনই সেই বিরাট্ পুরুষ সলিল হইতে উত্থিত হইলেন। এইজন্য শুদ্ধান্তঃকরণে সেই ভগবৎস্বরূপই বিশেষ বিচার-পূর্ব্বক চিন্তনীয়। (ভাঃ ৩।২৬।৫০-৭২ দ্রষ্টব্য)

যথা প্রসুপ্তং পুরুষং প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
প্রভবন্তি বিনা যেন নোত্থাপয়িতুমোজসা॥
তমস্মিন্ প্রত্যগাত্মানং ধিয়া যোগপ্রবৃত্তয়া।
ভক্ত্যা বিরক্ত্যা জ্ঞানেন বিবিচ্যাত্মনি চিন্তয়েৎ॥
(ভাঃ ৩।২৬।৭১-৭২)

অর্থাৎ যে চিত্তাধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর ব্যতীত, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিও জলশায়ী প্রসুপ্ত বিরাট্ পুরুষকে স্ব স্ব প্রভাব-দ্বারা উত্থিত করিতে সমর্থ হয় না, সেই স্বপ্রকাশভগবৎস্বরূপ পরমেশ্বরকে ভক্তিযোগপ্রবৃত্ত একাগ্রচিত্তে ভক্তি, তজ্জনিত ইতরবিষয়ে বিরক্তি এবং তাহা হইতে ঈশ্বরানুভবরূপ জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণে বিচার পূর্ব্বক চিন্তা করিবে। ইহাই কার্দ্দমিকাপিল সেশ্বরসাংখ্যশাস্ত্রোদ্দিষ্ট সম্যক্জ্ঞানরহস্য।

জীবাত্মা স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার। সূর্য্যকিরণসমূহ জলে পতিত হইলেও যেমন জলধর্ম্মলিপ্ত হয় না, তদ্রূপ জীবাত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রাকৃতগুণে লিপ্ত না হইয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু শ্রীভগবানের পরা প্রকৃতি সেই শুদ্ধ জীব ভাগ্যদোষে শ্রীভগবানের অপরা-জড়াপ্রকৃতির প্রাকৃত গুণাসক্ত হইয়া পড়ে এবং অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া উচ্চনীচ নানাযোনি ভ্রমণরত হয় ও ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। ভগবদ্বিমুখতাই জীবের সংসার। বহুজন্ম ধরিয়া এইরূপ সংসারক্লেশ ভোগ করিতে করিতে কোন না কোন প্রকার ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিফলে জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হয়। যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাফলে তাহার সংসার ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মে, ভগবদ্ভজনের স্পৃহা জাগিয়া উঠে। তখন সাধু-পদেশক্রমে শুদ্ধভক্তিপথানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া জীব-পুরুষ পরমপুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীভগবানে সুদৃঢ় ভক্তিযোগ ও তীব্র বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে বশীভূত করেন।

অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশম্॥
ভাঃ ৩।২৭।৫

—অতএব চিত্ত বিষয়পথে ধাবিত হইলে সুদৃঢ় ভক্তিযোগ ও বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমশঃ তাহাকে বশীভূত করা উচিত।

অবশ্য ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই পুরুষের প্রকৃতির প্রতি অভিনিবেশ দূরীভূত হয়। অনিমাদি যোগৈশ্বর্য্যেও তাহার চিত্ত আসক্ত হয় না। বিবিধ ভোগৈশ্বর্য্যের

প্রতিও চিত্ত প্রধাবিত হয় না। চিত্ত শ্রীভগবৎপদারবিন্দে নির্ব্বন্ধিত থাকায় জীবপুরুষ ভগবৎসম্বন্ধিনী আত্যন্তিকী অর্থাৎ পরমপুরুষার্থরূপা গতি প্রাপ্ত হন। তখন আর তাঁহাকে মৃত্যুর হাস্যাস্পদ বস্তু হইতে হয় না। ভক্তি-যোগযুক্ত হইয়া জীব ভগবৎকৃপায় আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। কামনাবাসনাত্মক লিঙ্গ শরীর নাশ হওয়ায় যেস্থানে গমন করিলে জীবের আর পুনরাবৃত্তি হয় না, জীব তদ্রূপ স্থানে গমন করেন। ইহাই শ্রীকপিলদেবহূতিসংবাদে প্রকৃত প্রকৃতি-পুরুষবিবেক।

এইরূপে শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে স্বভক্তি এবং তদন্বিত সাংখ্য উপদেশ করিয়া অষ্টাঙ্গ-যোগমিশ্রা ভক্তি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া সবীজ বা সাবলম্বন যোগের লক্ষণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। এই যোগবিধির দ্বারা মন প্রসন্ন হইয়া সৎপথে অর্থাৎ ভগবৎপথে গমন করে। যোগ দুই প্রকার—সবীজ ও নির্বীজ। সবীজ যোগই বৈষ্ণবযোগ, যেহেতু বিষ্ণুই মূল বীজতত্ত্ব। অন্য দেবতা-সম্বন্ধী যোগ নির্বীজ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ তৎকৃত শ্রীভাগবত তাৎপর্য্যে নিম্নলিখিত কৌর্ম্মবাক্য উদ্ধার করিয়া উহার প্রামাণিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—

"সবীজো বৈষ্ণবো যোগো নির্বীজস্ত্বন্যদৈবতঃ।
বীজং বিষ্ণুর্হি জগতঃ শাখাস্থাশ্চান্যদেবতাঃ॥"

শ্রীভগবান্ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধারণা, প্রত্যাহার, ধ্যান ও আত্মসমাধি-আত্মক অষ্টাঙ্গযোগ উপদেশ প্রদান করিতে গিয়া প্রথমে যম ও নিয়মদ্বারা মনঃ সংযম সাধন সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেন [শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অসঙ্গ অর্থাৎ অনাসক্তি, হ্রী, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, ভয়—এই দ্বাদশটি যম এবং অন্তঃশৌচ বহিঃশৌচ, জপ, তপ, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, ভগবদর্চ্চন, তীর্থাটন, পরের জন্য চেষ্টা, তুষ্টি ও আচার্য্যসেবা—এই দ্বাদশটি নিয়ম—ভাঃ ১১ শস্কন্ধঃ।]—যথাশক্তি স্বধর্ম্মাচরণ, স্বধর্ম্মবাধক বিধর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তন, দৈব বা প্রারব্ধলব্ধ অন্নাদি দ্রব্যে সন্তোষ, ভগবত্তত্ত্ববিদ্‌গণের চরণসেবন, ধর্ম্মার্থকাম—এই ত্রৈবর্গিক গ্রাম্যধর্ম্ম নিবৃত্তি, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি মোক্ষধর্ম্মে-রতি, পরিমিত উদরের দুইভাগ অন্নদ্বারা, একভাগ জলদ্বারা পূরণ করিয়া চতুর্থভাগ বায়ু চলাচলের জন্য অবশিষ্ট রাখার নামই মিতাহার—"দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈস্তোয়েনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ॥" অথচ পবিত্র দ্রব্যভক্ষণ, নিরন্তর নির্জ্জন ও নিরুপদ্রবস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক হরিভজন, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, যাবন্নির্ব্বাহপ্রতিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, ভগবদর্চ্চন, বৃথাপ্রজল্প পরিত্যাগ, আসন জয় পূর্ব্বক স্থিরভাবে উপবেশন, শনৈঃ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণজয় অর্থাৎ প্রাণবায়ুর বশীকরণ, মনোদ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে রূপরসাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক হৃদয়ে স্থাপন, প্রাণস্থান মূলাধারাদির মধ্যে একস্থানে মনের সহিত প্রাণকে ধারণ ('স্বধিষ্ণ্যানামেকদেশে মনসা প্রাণ ধারণম্'), বৈকুণ্ঠলীলাভিধ্যান, অর্থাৎ অধোক্ষজ শ্রীহরির লীলার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ লীলাসহিত পাদাদ্যবয়বধ্যান, মনের সঙ্কল্প ও বিকল্পভাব দূরীভূত করিয়া আত্মাভিন্ন-স্বরূপে পরিণতকরণ, জিতপ্রাণ ও অনলস হইয়া ঐসকল পূর্ব্বোক্ত উপায় এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য উপায় দ্বারা উন্মার্গগামী অস্থির মনকে বুদ্ধিদ্বারা ধীরে ধীরে ভগবদ্ধ্যানে যুক্ত করিবে।

অতঃপর আসনাদি সম্বন্ধে বলিতেছেন—জিতাসন (চিরমুপবিশন্নপি ক্লমরহিতং—বহুসময় উপবেশন করিয়াও ক্লান্তি রহিত) হইয়া পবিত্রস্থানে আসন ('চেলাজিন-কুশোত্তরম্'—গীঃ ৬।১১ অর্থাৎ কুশাসনোপরি মৃগচর্ম্মাসন তদুপরি বস্ত্রাসন পাতিয়া) বিস্তার পূর্ব্বক স্বস্তিকাসনে যথাসুখে সরল শরীরে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণসংযম অভ্যাস করিবে। প্রাণায়ামদ্বারা বাতপিত্তকফাদিজন্য দোষ, ধারণাদিদ্বারা পাপসমূহ, প্রত্যাহারদ্বারা বিষয় সংসর্গ-জনিত দোষ এবং ধ্যানদ্বারা রাগদ্বেষাদিকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকারে যমাদি যোগাবলম্বনে মনঃ যখন সম্যক্ নির্ম্মল

ও সুসমাহিত হইবে, তখন স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি ধ্যান করিবে। তাঁহার ধ্যেয় রূপটি বলিতেছেন—

"প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥
লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্ক-পীতকৌশেয়বাসসম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তভামুক্তকন্ধরম্॥
মত্তদ্বিরেফকলয়া পরীতং বনমালয়া।
পরার্দ্ধ্যহারবলয়কিরীটাঙ্গদনূপুরম্॥
কাঞ্চীগুণোল্লসৎশ্রোণিং হৃদয়াম্ভোজবিষ্টরম্।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্দ্ধনম্॥
অপীব্যদর্শনং শশ্বৎ সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকাতরম্॥
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসং পুণ্যশ্লোকযশস্করম্।
ধ্যায়েদেবং সমগ্রাঙ্গং যাবন্ন চ্যবতে মনঃ॥"

—ভাঃ ৩।২৮।১৩-১৮

—"সেই শ্রীহরির মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন, নয়ন পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ, অঙ্গ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ। তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, কটিদেশে পদ্মকেশরের ন্যায় পীতবর্ণে শোভমান পট্টবস্ত্র, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, কণ্ঠে দীপ্তিশালী কৌস্তভমণি বিরাজিত, তাঁহার গলদেশে বনমালা বিলম্বিত, মত্ত মধুপগণ চতুর্দ্দিকে মধুর গুঞ্জনরত, তিনি বহুমূল্য হার, বলয়, কিরীট, অঙ্গদ ও নূপুরদ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রোণি (কটি)দেশে কাঞ্চিদাম শোভা বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছে, তিনি ধ্যাতার হৃৎপদ্মাসনে সমাসীন হইয়া আছেন, তাঁহার ন্যায় সুন্দর দর্শনীয় বস্তু আর দ্বিতীয় নাই, তিনি প্রশান্তবিগ্রহ, দর্শকের চিত্ত ও নেত্রের আনন্দবর্দ্ধক, অতীব সুন্দরদর্শন, সর্ব্বলোকের আরাধ্য, নবকিশোর, নিজজনপ্রতি কৃপাবিতরণে লোলুপ, তাঁহার যশঃ পবিত্র ও একমাত্র কীর্ত্তনযোগ্য, তিনি বলি প্রভৃতি পুণ্যশ্লোকগণের যশোবৃদ্ধি করিয়া থাকেন।" এই প্রকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভগবান্‌কে যে পর্য্যন্ত মন শান্ত না হয়, তাবৎকাল ধ্যান করিবে।

হে মাতঃ, ঐ ভগবন্মূর্ত্তি প্রত্যেক জীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামি-রূপে অবস্থিত। সাধক স্বীয় শুদ্ধভাবযুক্ত চিত্তে ঐ মূর্ত্তিকে কোন বিশেষস্থানে অবস্থিত, গমনশীল অথবা শয়ানরূপে ধ্যান করিবেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে রাগানুগীয় ভক্তগণেরও ধ্যেয়া লীলা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"স্থিতং বৈকুণ্ঠে বৃন্দাবনীয়কল্পতরুমূলে চ। ব্রজন্তং বৈকুণ্ঠাৎ গোষ্ঠাচ্চ বনায়, আসীনং রত্নসিংহাসনে গোবর্দ্ধনশৃঙ্গে চ, শয়ানং শেষপর্য্যঙ্কে গোবর্দ্ধন-গুহায়াঞ্চ" অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা বৃন্দাবনীয় কল্পতরু মূলে অবস্থিত, বৈকুণ্ঠ বা গোষ্ঠ হইতে বন-ভ্রমণশীল, রত্নসিংহাসনে এবং গোবর্দ্ধন শিখরারূঢ়, শেষ-পর্য্যঙ্কে—শেষশায়ী বা গোবর্দ্ধন গুহায় শায়িত।

এইরূপ ভগবন্মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে চিত্তকে সম্যক্‌রূপে অবস্থিত অনুভব করিয়া ভক্তিযোগী অবশেষে তাঁহার চিত্তকে শ্রীভগবানের এক একটি অঙ্গে যোজনা করিবেন। অর্থাৎ ভগবদ্বিগ্রহের সমগ্র ধ্যান বলিয়া শেষে পদাদি-ক্রমানুসারে এক একটি অবয়বের ধ্যান উক্ত হইতেছে—প্রথমতঃ ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নে চিহ্নিত শ্রীহরির চরণকমল সম্যক্‌রূপে ধ্যান করিবেন। শ্রীবৃন্দাবনে কল্পতরু-মূলে অবস্থিত ত্রিভঙ্গললিত কৃষ্ণের দক্ষিণ চরণতল ধ্যান করিয়া ঐ চরণের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতলে অঙ্কুশ, অঙ্কুশতলে বজ্র, অনামিকাতলে পদ্ম, পদ্মতলে ধ্বজ, এই প্রকারে অঙ্গুষ্ঠতলে যবচক্রাদি চিহ্ন ধ্যেয়। ধ্যানকারিজনের মনোমল রাগদ্বেষাদি নির্ভিন্ন করিতে বজ্র, মনোহস্তীকে স্বপথে আনিবার জন্য অঙ্কুশ, মনঃসরসীকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য কমল, মনকে সর্ব্বোৎকর্ষ সাম্রাজ্য দিবার জন্য ধ্বজ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট যশোদানার্থ যব, ত্রিবিধ তাপো-পশমনার্থ ছত্র, সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীভগবান্ চক্রাদি ধারণ করেন, এইরূপে শ্রীচরণ চিন্তনীয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতরহস্য

(৪র্থ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৬৩ পৃষ্ঠার পর)

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ]

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদির পথ প্রদর্শন করিতেছেন। তাই ভাগবতে বলা হইয়াছে—

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥"

(ভাঃ ১।৩।৪৩)

অর্থাৎ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য (আদি) প্রভৃতির মূর্ত্তি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া নিজের জ্যোতির্ম্ময়-স্বরূপে যাওয়ার পর কলিতে লোকের জ্ঞানচক্ষু অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া নষ্টপ্রায় হইয়াছিল। তত্ত্বদর্শনাক্ষম সেই সকল জীবকে দিব্যজ্ঞানালোক প্রদান করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরাণ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। অন্ধকার-পূর্ণ রাত্রিতে পথিক পথহারা হইয়া গন্তব্যস্থানে যাইতে পারে না। যখন সূর্য্যোদয় হয় তখনই তাহার আর ভয় থাকে না। সংবিৎশক্তিমান্ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সংবেত্তা—তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির অনুশীলন সম্ভবপর হয়, সকল অজ্ঞানান্ধকার আপনাথেকেই চলিয়া যায়, জীব তখন অনায়াসে তাহার গন্তব্যস্থল শ্রীকৃষ্ণ-চরণে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু সেই সর্ব্বসংবেত্তা অধোক্ষজ বস্তু যখন প্রপঞ্চাতীত হন তখন কলির জীব নিজনিজ অক্ষজদর্শনে ভোগময় অন্ধকারে নিপতিত হইয়া ধর্ম্ম অর্থ বা কামকে ভোগের উপকরণরূপে দর্শন করে কিংবা মোক্ষবিচারে নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে কিংবা অবরোহ পন্থা ত্যাগ করিয়া অধিরোহবাদী হইয়া নানাবিধ তর্কপন্থায় রত হয়। ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণসূর্য্য যতদিন প্রকট ছিলেন ততদিন জীবের এই দুর্গতি ছিল না। এখন তিনি প্রকট নাই তথাপি তিনি জীবের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য তাঁহার লীলাবর্ণনপ্রধান শ্রীমদ্ভাগবতকেই তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিলেই জীবের অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইয়া তাহার ধর্ম্ম, জ্ঞান বৈরাগ্যাদির পথ প্রকাশিত থাকিবে। যাহারা নিতান্ত দুর্ভাগ্য তাহারাই এই ভাগবত-সূর্য্যের কিরণচ্ছটার সুযোগ গ্রহণ করিবে না। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কিরণচ্ছটায় জগৎ উদ্ভাসিত থাকিলেও উহা যেমন নিভৃত বৃক্ষকোটর-গত পেচকের দৃষ্টিগোচর হয় না তদ্রূপ ভাগবত সূর্য্য উদিত থাকিলেও আমাদের ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, ধন, ঐশ্বর্য্যাদি বৃক্ষের মমতাকোটরে থাকায় পেচকের ন্যায় লুকায়িত থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত **অবরোহ পথের প্রদর্শক** হওয়ায় উহাতে নির্ণীত তথ্যসকল অবিসংবাদিতভাবে সত্যবস্তু। যাঁহারা অধিরোহ পন্থা অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব প্রত্যক্ষ ও অনুমানলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতে পৌঁছাইতে চাহেন তাঁহাদের জ্ঞানের প্রয়াস মাত্র—আসল-বস্তুতে পৌঁছাইতে পারেন না। তাঁহাদের সঞ্চিত জ্ঞান তাঁহাদিগকে অজ্ঞানেই প্রমত্ত করায়। যেমন অন্ধকারপূর্ণ গৃহে হস্ত প্রসারণ করিলে যে বস্তু চাই তাহার অধিষ্ঠান কোথায় তাহা জানা না থাকায় নানাস্থানে হস্ত প্রসারণ করিয়া বিফল মনোরথ হইতে হয় সেইরূপ অধিরোহবাদী তাহার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপ্য হইতে ব্যাপকের দিকে অগ্রসর হইতে যাইয়া বিফল মনোরথ হইয়া থাকেন। অবাস্তব বস্তুগুলিই তাঁহার ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে কিন্তু অধোক্ষজ পরতত্ত্ব বস্তুর সন্ধান তিনি পান না। যেখানে প্রণিপাত ও সেবা নাই অর্থাৎ আনুগত্য ধর্ম্মের অভাব সেখানে অহঙ্কার আসিয়া জীবকে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করে।

শ্রীমদ্ভাগবতের পন্থা অনুরূপ—উহা অবরোহ বা অবতরণ পন্থা। উহাতে প্রচারিত সত্য অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন জীবের প্রত্যক্ষ ও অনুমানলব্ধ জ্ঞান নহে—কাহারও

মনগড়া কথা নহে—উহা শ্রীভগবানেরই নিঃশ্বসিত বাণী সেকথা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ বাণী নিত্যসত্য, কালপ্রভাবে উহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই। এই সত্য-বাণী আম্নায়পারম্পর্য্যে অর্থাৎ শ্রীগুরুপরম্পরাক্রমে জগতে অবতীর্ণ (অবরোহ বা অবতরণপন্থা)। এই সত্যবাণী জনগণ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন। আম্নায় পারম্পর্য্যক্রমে সমস্ত সত্য বস্তুর জ্ঞান ভক্তির দ্বারাই লভ্য। জীব ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে জানিতে পারে। এজন্য আম্নায়পন্থায় সমস্ত অহঙ্কার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রত্যক্ষজ্ঞানাদির সাহায্য না লইয়া সাধুমুখে কথিত ভগবৎ সম্বন্ধিনী কাহিনী শ্রবণ করিয়া কায়মনোবাক্যে আনুগত্য করিতে পারিলে জ্ঞেয়বস্তু অজিত ভগবানকে জয় করা যায়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা বিশুদ্ধ বাৎসল্যময়ী মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে চেষ্টা করিলেন, তাহাতে রজ্জুর ব্যাপকতার অভাবে বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীকৃষ্ণ সীমাবদ্ধ হন নাই। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ যখন জননীকে দেখিলেন যে তিনি পরিশ্রান্তা, স্বেদযুক্তা, তাঁহার কেশ হইতে মাল্য স্খলিত হইয়া পড়িতেছে অথচ তিনি বন্ধনে আগ্রহান্বিতা তখন অন্তরে বাৎসল্যময় আনুগত্যের জন্যই কৃষ্ণ তাঁহার বাৎসল্য-প্রেমাধীন হইলেন।

শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বদরিকাশ্রমে নির্জ্জনবাস ও তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। একদিন সরস্বতী নদীতে স্নানাদি সমাপন করিয়া কলির জীবের কি গতি হইবে তদ্বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ত্রিকালদর্শী। তদানীন্তন লোক-গণের অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে অনুভব করিলেন যে কালের প্রভাবে প্রতিযুগের যুগধর্ম্ম বিকার প্রাপ্ত হইয়া অবনতিগ্রস্ত হইয়াছে। কলির প্রভাবে জীবের যোগ, জপ, ধ্যান ও তপস্যার শক্তি নষ্টপ্রায় হইয়াছে, শাস্ত্রবাক্যে কাহারও শ্রদ্ধা নাই, সাধনকার্য্যে ধৈর্য্য নাই, বৈদিক কার্ম্মনুষ্ঠানের অভাবে জীব অধঃপতিত, সমগ্র বেদাধ্যয়ন অনুসরণ করিতে জীব অসমর্থ, বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের শক্তিও নাই। সেজন্য কলিহত জীবের যথাসম্ভব কল্যাণ কামনায় তিনি সমগ্র বেদকে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়া চারিজন ঋষির উপর এক এক ভাগের সংরক্ষণ ভার অর্পণ করিলেন এবং যাহাতে সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। বেদের অবশিষ্ট আখ্যান উপাখ্যান ও গাথা প্রভৃতির দ্বারা 'পুরাণসংহিতা' প্রকাশ করিলেন—এজন্য ইতিহাস পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলা হয়—"ইতিহাস-পুরাণঞ্চ পঞ্চমবেদ উচ্যতে" (ভাঃ)—মহাভারতাদি ইতিহাস এবং স্কন্দ, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণ পঞ্চমবেদ বলিয়া খ্যাত এবং পুরাণের বাণী বেদের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ ও অপৌরুষেয়। সমগ্রবেদ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াও যখন কালক্রমে সকলের গ্রহণের ক্ষমতা রহিল না, তখন ঋষিগণ বেদের শাখা বিভাগাদি শিষ্যপ্রশিষ্য-গণের দ্বারা গ্রহণ করাইলেন। স্ত্রীশূদ্র, পতিত ও গর্হিতা-চরণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের বেদাধিকার নাই অর্থাৎ তাঁহারা বেদার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, এজন্য শ্রীব্যাসদেব মহাভারত নামক ইতিহাস প্রণয়ন করিলেন। উহাতে যে কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিলেন তদনুযায়ী চলিলেও জীব মায়ামোহের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে এবং ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া চতুর্ব্বর্গের সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। বেদের জ্ঞানকাণ্ড (উপনিষদ)—অর্থাৎ বেদের যে অংশে ভগবতত্ত্বাদি আলোচিত হইয়াছে শ্রীবেদব্যাস উহাদের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সূত্রাকারে গ্রথিত করিলেন উহাই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র নামে পরিচিত।

শ্রীব্যাসদেব বেদবিভাগ, বেদান্তসূত্ররচনা, পুরাণ ও ইতিহাসাদি প্রণয়ন করিয়াও মনে শান্তি পাইতেছেন না ব্রহ্মজ্যোতিঃতে উদ্বুদ্ধতম হইয়াও তিনি নিজেকে দৈন্যগ্রস্ত অর্থাৎ চরম ধনে ধনী নহেন এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন —"অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চ্চস্যসত্তমঃ"—আমি বেদের অধ্যায়ন অধ্যাপনা ও বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করার ফলে বেদ হইতে লব্ধজ্ঞানের প্রভাযুক্ত, তথাপি

আমি নিজেকে 'অসত্তম' (ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসংশ্রবশূন্য) বোধ করিতেছি, ব্রহ্মতেজে আত্মা পরিপূর্ণ, তথাপি মনে হইতেছে সেই পরিপূর্ণতার কোথায় অভাব রহিয়াছে। চিত্তে এই অপ্রসন্নতার কারণ চিন্তা করিতে করিতে মনে করিতেছেন তবে কি ভাগবতধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তিলাভের উপায় প্রকৃষ্টভাবে নিরূপণ করি নাই! ভাগবতধর্ম্মই ভক্তগণের ও স্বয়ং শ্রীভগবানের আদরের বস্তু। শ্রীভগবান্ তুষ্ট না হইলে কিছুতেই কেহ কৃতার্থ হইতে পারে না—"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ"। আমার চিত্তে জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সম্পৎ থাকিলেও শ্রেষ্ঠ সম্পৎ সন্তোষ নাই—বোধহয় আমার কৃত কর্ম্ম শ্রীভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে নাই, তাই আমি অপ্রসন্নতা ভোগ করিতেছি। এইরূপ চিন্তায় তাঁহার চিত্ত ক্ষুব্ধ ও আন্দোলিত হইতে থাকিল [শ্রীব্যাসদেব শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার, তাঁহার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহাতে অজ্ঞান থাকিতে পারে না, ভ্রম প্রমাদাদি ত দূরের কথা। তথাপি প্রাকৃত জীবের ন্যায় তাঁহার চিত্ত। শ্রীভগবান্ ভাগবত-রূপে আত্মপ্রকাশ করিবেন বলিয়া ব্যাসদেবের এই অজ্ঞের মত ভাব। তদ্ভিন্ন ইহাতে জীবের প্রতি শিক্ষা এই যে জ্ঞানের উচ্চশিখরে উঠিয়াও অজ্ঞানের হাত এড়ানো যায় না, সর্ব্ববিধ গৌরব, অহঙ্কারাদি বিসর্জ্জন দিয়া যখন শ্রীভগবানে শরণাগতি আসে তখন সেই দীনতায় ভক্তের সঙ্গ লাভ করিয়া হৃদয় ভক্তিসিক্ত হইতে পারে।]

শ্রীব্যাসদেবের চিত্তের যখন এই অবস্থা, তখন একদিন তাঁহার আশ্রমে দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিলে দেবর্ষি উপবিষ্ট হইয়া মৃদুমধুর হাস্যদ্বারা বিষাদক্লিষ্ট ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার শরীর ও মন বেশ সুস্থ ত, আপনি জীবের কল্যাণের জন্য বেদ বিভাগ করিয়াছেন, বেদান্তসূত্র রচনা করিয়াছেন, মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন, নিজে সাধনাদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, আপনার কোন অনুষ্ঠানের অভাব নাই, তথাপি আপনাকে বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?' দেবর্ষির সস্নেহ বাক্যের উত্তরে ব্যাসদেব বলিতেছেন, 'আমি সবই করিয়াছি সত্য, তথাপি 'নাত্মা পরিতুষ্যতে মে'(অর্থাৎ এই সমস্ত করিয়াও আমার আত্মা পরিতোষ লাভ করিতেছে না।) এই অপ্রসন্নতার কারণ কি আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলুন। দেবর্ষি তখন বলিতে লাগিলেন—

(১) আপনি শ্রীহরির যশঃ (তাঁহার স্বরূপের উৎকর্ষ, উৎকর্ষ-প্রকাশকলীলা ও রসময়ী প্রেমভক্তির কথা) বর্ণনা করেন নাই। আপনি বেদ ও ব্রহ্মবিচার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যাঁহার নিঃশ্বাস হইতে এই বেদের সৃষ্টি এবং ব্রহ্মেরও যিনি আশ্রয় সেই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন কি? শ্রীহরির প্রীতির সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগত জীবের সুখ শান্তির নিত্যসম্বন্ধ—তাঁহারই প্রীতি-সম্পাদনে সকল জীবের চিত্তে শান্তি সম্ভবপর হয়। আপনি যে সকল শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে শ্রীহরির লীলাদির বর্ণনা উপলক্ষে তাঁহার মাধুর্য্যমাহাত্ম্য প্রভৃতি এত অল্প পরিমাণে বলিয়াছেন যে তাহা না বলারই তুল্য হইয়াছে—

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্॥

অর্থাৎ আপনি অনেক শাস্ত্র রচনা করিয়া শ্রীভগবানের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে ভগবানের যশ (যশঃ-'সর্ব্বস্বরূপেভ্যো ভগবৎস্বরূপস্যোৎকর্ষঃ। সর্ব্বোৎকর্ষদ্যোতিনী তস্য লীলা ভক্তিশ্চ'—চক্রবর্ত্তিপাদ) অর্থাৎ পরতত্ত্বের সমস্ত স্বরূপ হইতে লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের উৎকর্ষ, তাঁহার সর্ব্বোৎকর্ষ-প্রকাশিনী লীলা এবং রসময়ী প্রেমভক্তির কথা অধিকাংশ-ভাবেই অবর্ণিত ('অনুদিত প্রায়'—অনুক্তপ্রায়—স্বামিপাদ) রহিয়াছে। কারণ যে দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি স্বয়ং ভগবানের পূর্ণতম তোষণ না হয় সেই জ্ঞান-প্রধান দর্শনকে আমি 'খিল' (ন্যূন, হেয়) মনে করি।

যে বাক্যে বা গ্রন্থে ভুবনমঙ্গল বাসুদেবমহিমা কীর্ত্তিত হয় না, সাধুগণ ঐ বাক্য বা শাস্ত্রকে কাকতীর্থের (আস্তা-

কুণ্ডের) ন্যায় হেয় বস্তু বলিয়া বিবেচনা করেন। আঁস্তাকুড়ে কাকগণ একত্র মিলিত হইয়া যেরূপ সুখ ভোগ করে তদ্রূপ কাকতুল্য বিষয়ভোগাসক্ত কামিগণও ঐ সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া জড়ানন্দ লাভ করেন। কোমল-পদ্মবনবাসী রাজহংসসমূহ যেমন ঐ উচ্ছিষ্টপূর্ণ গর্ত্তে উল্লসিত হন না, তদ্রূপ যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া অবিদ্যাকে অর্থাৎ দেহাত্মভাবকে হনন করিয়াছেন এবং নিয়ত কমনীয় ব্রহ্মের মনসি অর্থাৎ চিৎ সত্তায় অবস্থান করেন সেই পরমহংসগণ * ঐ শাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করেন না। ঐ সকল গ্রন্থ শব্দবিচারে আড়ম্বরপূর্ণ হইলেও উহা হরিকথারসহীন বলিয়া ভক্তগণ উহা শুষ্ক নীরসবোধে পরিত্যাগ করেন। পক্ষান্তরে যে যে বাক্য বা গ্রন্থে শ্রীহরির মহিমাযুক্ত নামসকল বর্ণিত উহা সুর, মান, লয়, তাল প্রভৃতি অলঙ্কারদোষে দুষ্ট বা উহাতে বর্ণনায় অসম্বদ্ধভাবে থাকিলেও ঐ হরিনামই সাধুর মুখে কীর্ত্তিত হইতে থাকিলে চিত্তে শ্রীহরির উৎকর্ষজ্ঞাপক লীলাসকলের মাহাত্ম্য স্ফুরিত হয় এবং জীবের জড়-ভোগবাসনা বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলোদয়ের কারণ হইয়া থাকে। ব্যাসদেবের নিকট বর্ণিত স্বীয় আত্মচরিত বর্ণনা প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন শ্রীহরি আমাকে যে বীণা যন্ত্রটী দিয়াছেন উহা ব্রহ্মস্বরূপপ্রকাশক সপ্তস্বর (ষড়্‌জ, মধ্যম, গান্ধারাদি) দ্বারা বিভূষিত। ঐ স্বর আলাপ করিলে বক্তা ও শ্রোতার চিত্তে ভক্তি সঞ্জাত হইয়া ব্রহ্মানন্দের উদয় হয়। শ্রীহরির লীলাকীর্ত্তনের সময় তীর্থপাদ শ্রীহরি সেখানে আগমন করিয়া কীর্ত্তনের স্থানকে পবিত্র করেন এবং বক্তা ও শ্রোতার চিত্তে নিজের মাধুর্য্য-রস সিঞ্চন করিয়া চিত্তকে তীর্থের ন্যায় পবিত্র করেন। প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ। আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি" (ভাঃ ১।৬।৩৪) (প্রিয়শ্রবাঃ—মধুর হইয়াছে শ্রব—যশঃ যাঁহার) প্রগায়তঃ—প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ তাঁহার শক্তি, ঔদার্য্য, মাধুর্য্য, বাৎসল্যাদির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন যিনি—প্রাণের আবেগের সহিত তাঁহার লীলাকীর্ত্তন করিলে তিনি গায়কের চিত্তে দর্শন দান করেন অর্থাৎ যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চিত্তে উদিত হন। উহাতেই গায়কের চিত্তে ভাবাবেশ হয়। শ্রীহরির যশোগান করাই তাঁহাকে আহ্বান করার তুল্য।

জ্ঞানিগণের নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় (নিরুপাধিক) ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান অবিদ্যা নিবর্ত্তক হইলেও যদি সেই জ্ঞান অচ্যুতভাববর্জ্জিত হয় অর্থাৎ অচ্যুতের প্রতি ভক্তি মিলিত না হয় তাহা হইলে ঐ জ্ঞানদ্বারা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উৎকর্ষ অনুভব করা যায় না—'ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ-জ্ঞান' (চৈঃ চঃ)—যেখানে নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান-পর, সেখানে উহা নিরর্থক। যতদিন পর্য্যন্ত অচ্যুতের প্রতি ভাব বা ভক্তি সঞ্জাত না হয় ততদিন শুধু জ্ঞান বা বাসনাত্যাগরূপ বৈরাগ্যদ্বারা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপের প্রভা ও মাধুর্য্য যথার্থভাবে অনুভব করা যায় না। উহাতে যে

---

* 'হংস' ও 'পরমহংস'। যিনি জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া অবিদ্যার হনন—নাশ (হন্‌-'হন' —নাশকরা) করিয়াছেন তাঁহাকে 'হংস' বলা হয়। হংসগণ মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা 'পরমহংস'—তাঁহারা চিন্ময় ব্রহ্ম-উপাসক, কিন্তু 'চিৎ' ও 'আনন্দময়' স্বরূপের অভেদসম্বন্ধ থাকায় পরমহংসগণ শুধু জ্ঞানমার্গকে নহে ভক্তিমার্গকেও সমাদর করেন। এই জন্যই শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ভাঃ ১।৪।৩১ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন 'পরমহংসপদেন ভক্তাঃ এব উচ্যন্তে ন তু জ্ঞানিনঃ'। পরমহংসগণ চিত্তের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া ঐ 'চিৎ' ও আনন্দের অভেদ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া ভক্তির স্ফুরণে জ্ঞানের পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারেন। এইজন্য শ্রীব্যাসদেব তাঁহার চিত্তে অপ্রসন্নতার প্রকৃত কারণ কতকটা উপলব্ধি করিয়া তিনি যে ভগবানের প্রতি ভক্তিলাভের উপায় নিরূপণ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার চিত্তে অপ্রসন্নতা আসিয়াছে উহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন (ভাঃ ১।৪।৩১)। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল যে নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্মের প্রতিপাদন ও আরাধনায় নিরত থাকিয়া তিনি ব্রহ্মের সগুণ ও ঐশ্বর্য্যময় সত্তার অর্থাৎ ভগবানের প্রতি ভক্তিলাভের উপায় প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই।

ব্রহ্মদর্শন হয় তাহা মেঘের অন্তরালে অবস্থিত পূর্ণচন্দ্রের দর্শনের ন্যায় হইয়া থাকে, তাহাতে চন্দ্রের আভামাত্র দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার স্নিগ্ধতা, মাধুর্য্য বা পূর্ণ প্রভার পূর্ণ সৌন্দর্য্য দর্শনে বঞ্চিত থাকিতে হয়। সুতরাং শুধু নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান যথার্থ মঙ্গল দান করিতে পারে না। অচ্যুতভাববর্জ্জিত কর্ম্ম নিয়তই অমঙ্গলকর। সাধনকালে ঐ কর্ম্মে অহং-কর্তৃভাব আসিয়া পড়ে এবং ফলকালে আসক্তি উৎপাদন করিয়া কর্ম্মসকল আমাদিগকে বিষয়ে আবদ্ধ করে। যদি কেহ বলেন যে তিনি নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতেছেন তাহাতেও তাঁহার যে বৈরাগ্য উহা সচ্চিদানন্দস্বরূপের পূর্ণ প্রভা অনুভব করিবার সামর্থ্য দেয় না, উহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে অচ্যুতের প্রতি ভক্তি সঞ্জাত হওয়ার দরুণ যে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় তাহাতে সাধক অনুভব করিতে পারেন যে তিনি অচ্যুতেরই জীবশক্তির অংশ "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গী)। অচ্যুতই 'ঈশ্বর' বা সর্ব্বনিয়ন্তা, তিনিই অন্তর্য্যামী থাকিয়া জীবের দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করাইয়া কর্ম্ম করাইতেছেন। উহার ফলে জীব তাহার দেহাত্মভাব হইতে সঞ্জাত অহংকর্তৃভাব ত্যাগ করিয়া নিজের সকল কর্ম্মকে ঈশ্বরে আরোপ করিতে পারে। এইভাবে কর্ম্ম করিতে না পারিলে শুধু বাসনাত্যাগরূপ বৈরাগ্যদ্বারা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি হয় না। আবার যে জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপকে এইভাবে উপলব্ধি করা যায় সেই জ্ঞানও অচ্যুতভাববর্জ্জিত অর্থাৎ অচ্যুতের প্রতি ভক্তি ব্যতীত জন্মাইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

ভক্ত প্রহ্লাদ

[৩য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৭৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতাংশের পর]

[দৈত্যবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ]—

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্ যথা দুঃখমযত্নতঃ॥
তৎ প্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্॥

হে দৈত্যবালকগণ, দেহযোগের দ্বারা দেহীগণের ইন্দ্রিয়সুখ সর্ব্বত্র লভ্য হইবে, এমন কি পশু, পক্ষীআদি সকল দেহেই পাওয়া যাইবে। দুঃখের জন্য কেহ যত্ন না করিলেও দুঃখ যেমন আপনা হইতেই আসে, ইন্দ্রিয়সুখও তেমনি পূর্ব্বাদৃষ্টবশতঃ আপনা হইতেই আসিবে। সুতরাং দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়সুখের জন্য উদ্যম করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাদৃশ প্রচেষ্টার দ্বারা কেবলমাত্র জীবের পরমায়ু নষ্ট হইয়া থাকে। ভগবান্ মুকুন্দের চরণারবিন্দ ভজনা করিলে যেরূপ আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয়, বৈষয়িক সুখের জন্য প্রযত্নের দ্বারা তদ্রূপ হয় না। মুকুন্দ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি অথবা ততোঽধিক প্রেমানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন, অন্য কোনও দেবতা জন্ম ও মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিতে পারেন না। এইজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণোক্তি—'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ অর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥' পুরাণে কথিত আছে একদা দেবাসুরসংগ্রামে খট্বাঙ্গ রাজা দেবপক্ষ অবলম্বন করিয়া অসুরগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে তিনি আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিলেন। দেবতাগণ পরমেশ্বর বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কাহারও মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি প্রদানের সামর্থ্য নাই জানাইলে খট্বাঙ্গ রাজা দেবতাগণকে পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য শ্রীবিষ্ণুতে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করতঃ শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পুরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্।

সেই হেতু বিবেকী পুরুষ সংসার দুঃখ হইতে ভীত হইয়া অর্থাৎ হরিভজন না করিলে নিজ নিজ স্থান হইতে অধঃপতিত হইতে হইবে (ন ভজন্তি অবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ) অর্থাৎ দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই, ইহা সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া যে পর্য্যন্ত জরারোগাদির আক্রমণে পরিপুষ্ট মানবশরীর বিপন্ন বা অসমর্থ না হইয়া পড়ে সে কাল পর্য্যন্ত কুমারকাল হইতেই আত্যন্তিক ক্ষেম অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিলাভের যত্ন করিবেন। বিশেষতো কুমারকাল হইতে অভ্যস্ত না হইলে বৃদ্ধবয়সে বিষয়াশক্ত দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়সমূহ ও মনাদিকে শ্রীভগবদ্বিষয়ে নিয়োজিত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়। এজন্য বুদ্ধিমান্ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভবিষ্যৎ পরিণাম চিন্তা করিয়া পূর্ব্ব হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করেন।

পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ুস্তদর্দ্ধঞ্চাজিতাত্মনঃ।
নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেহন্ধং প্রাপিতস্তমঃ॥
মুগ্ধস্য বাল্যে কৈশোরে ক্রীড়তো যাতি বিংশতিঃ।
জরয়া গ্রস্তদেহস্য যাত্যকল্পস্য বিংশতিঃ॥
দুরাপূরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা।
শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্তস্যাপযাতি হি॥

মানুষের পরমায়ু এক শত বর্ষ, তন্মধ্যে আবার অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আয়ুষ্কাল উহার অর্দ্ধেক (অবিচারিত ভোগের দ্বারা আয়ুক্ষয় হয়) অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর। পুরুষের নিদ্রাভিভূত থাকিয়া গাঢ়তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত হয়। পুরুষের একশত বৎসর পরমায়ুর প্রায় অর্দ্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর অথবা অজিতাত্মা পুরুষের পঞ্চাশ বৎসর পরমায়ুর অর্দ্ধেক ২৫ বৎসর নিদ্রায় ব্যতীত হয়। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাল্যকালে মুগ্ধাবস্থায় দশ বৎসর ও কৈশোরে খেলারসে দশ বৎসর এই ভাবে প্রথম বিশ বৎসর এবং জরাগ্রস্ত অবস্থায় লৌকিক কার্য্যাদিতে অপারগ থাকিয়া শেষ বিশ বৎসর বৃথা অতিবাহিত হয়। দুঃখজনক কামে ও বলবান্ মোহে গৃহাসক্ত থাকিয়া কর্ত্তব্যানুসন্ধানশূন্যাবস্থায়ই পুরুষের মধ্যের অবশিষ্ট দশ বৎসর কাল (অর্থাৎ বিশ বৎসর বয়স হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) অতিক্রান্ত হয়।

কো গৃহেষু পুমান্ সক্তমাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নেহপাশৈর্দৃঢ়ৈর্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুম্॥

গৃহ অর্থাৎ পুত্রদারাদিতে আসক্ত এবং দৃঢ় স্নেহপাশে বদ্ধ জীবকে কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ মুক্ত করিতে সমর্থ হয়? কৃষ্ণভজন করা কর্ত্তব্য এইরূপ বিবেক থাকা সত্ত্বেও কুটুম্বাসক্ত ব্যক্তি সংসারমোহে হৃতজ্ঞান হইয়া কৃষ্ণভজনে অসমর্থ হইয়া পড়ে। এইজন্য সংসারের আবিলতায় প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেই কুমারকাল হইতে হরিভজন করা খুবই সমীচীন।

কো ন্বর্থতৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোপি য ঈপ্সিতঃ।
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ সেবকো বণিক্॥

অতঃপর যখন অর্থের মহিমা উপলব্ধির বিষয় হইবে তখন অর্থের আসক্তি বা মোহ পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন করা সম্ভব হইবে কি? যে অর্থ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, যে অর্থকে প্রাণরূপ মূল্যদ্বারা তস্কর সেবক ও বণিক ক্রয় করিয়া থাকে সেই অর্থের তৃষ্ণা কে ত্যাগ করিতে পারে? অর্থলোলুপতারূপ মোহ অর্থাৎ অর্থোপার্জ্জন ও উহার বৃদ্ধির জন্য প্রবল উদ্যম আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীহরিভজনে সময় পাওয়া যাইবে না।

কথং প্রিয়ায়া অনুকম্পিতায়া
সঙ্গং রহস্যং রুচিরাংশ্চ মন্ত্রান্।
সুহৃৎসু তৎস্নেহসিতঃ শিশূনাং
কলাক্ষরাণামনুরক্তচিত্তঃ॥
পুত্রান্ স্মরংস্তা দুহিতৄর্হৃদয্যা
ভ্রাতৄন্ স্বসৄর্বা পিতরৌ চ দীনৌ।
গৃহান্ মনোজ্ঞোরুপরিচ্ছদাংশ্চ
বৃত্তীশ্চ কুল্যাঃ পশুভৃত্যবর্গান্॥
ত্যজেত কোশস্কৃদিবেহমানঃ
কর্ম্মাণি লোভাদবিতৃপ্তকামঃ।
ঔপস্থ্যজৈহ্ব্যং বহুমন্যমানঃ
কথং বিরজ্যেত দুরন্তমোহঃ॥

সংসারে প্রবিষ্ট হইলে পুরুষের হরিভজনের বাধাস্বরূপ

কি কি মোহ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা প্রহ্লাদ মহারাজ বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়া অসুরবালকগণকে কুমারকাল হইতেই হরিভজনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতেছেন,— দেখ এখন হইতে তোমরা যদি হরিভজন না কর, তাহা হইলে বড় হইলে বিবাহের পর স্নেহশীলা স্ত্রীর নির্জ্জন সঙ্গ, তাহার গোপন মন্ত্রণা ও মধুর আলাপের কথা যখন স্মরণ হইবে তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কি প্রকারে শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে, তাঁহার ভজন করিবে; পুনরায় দেখ সংসারে প্রবিষ্ট হইলে তোমার বহু বন্ধুবান্ধব হইবে, তাহাদের স্নেহের বন্ধন ত্যাগ করিয়া তুমি কি প্রকারে হরিভজন করিবে, আর দেখ যখন তোমার সন্তান হইবে এবং সেই শিশু সন্তানের আধ আধ মিষ্টবুলি তোমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে থাকিবে তখন তাহার প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া তুমি কি প্রকারে শ্রীহরিতে মনোনিবেশ করিবে। প্রিয় পুত্রের মমতা, শ্বশুরগৃহস্থিতা প্রিয়া কন্যার চিন্তা (যদি কন্যাকে শ্বশুরগৃহ হইতে মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে আনা না হয় তবে কে তাহাকে আনিবে— পিতামাতার এইরূপ চিন্তা), ভ্রাতা ও ভগিনীর প্রতি আসক্তি, বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যবোধ (বৃদ্ধ পিতা মাতা অপারগ, তাঁহাদিগকে না দেখিলে কে দেখিবে পুত্রের এইরূপ চিন্তা) এমন কি নিজ নিজ রুচিকর পরিচ্ছদের প্রতি মোহ, অন্যান্য ভোগোপকরণযুক্ত গৃহ-সমূহের আসক্তি ও কুলপরম্পরাগত বৃত্তি (ইহাও হরি-ভজনের বাধাস্বরূপ হয়, অসুরবালকগণ বড় হইয়া বলিতে পারে যে তাহাদের বংশপরম্পরাগত বৃত্তি বা ধর্ম্ম বিষ্ণুবিদ্বেষ করা, বিষ্ণুভজন করা নহে। আমরা কেহ কেহ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি যে আমাদের বংশে কেহ বিষ্ণুভজন করেন নাই, আমাদের কুলপরম্পরাগত বৃত্তি উহা নহে, অতএব আমরা বিষ্ণুভজন করিব না।) গৃহ-পালিত পশুগণের প্রতি মমতা, ভৃত্যগণের প্রতি আসক্তি (বহু ব্যক্তি আমার অধীনে কাজ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, যদি আমি না থাকি তাহা হইলে তাহাদিগকে কে পালন করিবে এইরূপ চিন্তা)—এই সমুদয় আসক্তি কিংবা মোহ পরিত্যাগ করিয়া কে হরি-ভজন করিতে পারে? সুতরাং প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কুমারকাল হইতেই হরিভজন করিবেন।

কোশকার কীট যেমন সুখের আশায় অতি যত্নের সহিত গৃহ নির্ম্মাণ করে, কিন্তু এমনভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করে যে নির্গমনের রাস্তা পর্য্যন্ত রাখে না, পরে সেই গৃহই তাহার মৃত্যুর কারণ হয়, তদ্রূপ মনুষ্য ইন্দ্রিয়সুখ লাভের আশায় (উদর, উপস্থ, জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়সমূহের তোষণকে বহুমানন করতঃ) কর্ম্ম আরম্ভ করে অর্থাৎ সংসারগৃহ পত্তন করে, কিন্তু এমনভাবে কর্ম্ম করিতে থাকে যে আর নির্গমনের কোন রাস্তা রাখে না (স্ত্রী পুত্র কন্যা পৌত্রাদিক্রমে চতুর্দ্দিক হইতে এমনভাবে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয় যে তাহা হইতে পলাইবার আর কোন পথ থাকে না), পরে সেই গৃহই তাহার মৃত্যুর অর্থাৎ গুরুতর দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।' সংসারের এই দুরন্তমোহ পরিত্যাগ করিয়া জীব কি প্রকারে বৈরাগ্যযুক্ত হইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিয়মসেবা

'দুষ্প্রাপ্যং প্রাপ্য মানুষ্যং কার্ত্তিকোক্তং চরেন্ন হি। ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ স মাতৃপিতৃঘাতকঃ। অব্রতেন ক্ষিপেদ্ যস্তু মাসং দামোদরপ্রিয়ম্। তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নোতি সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥' 'নিয়মেন বিনা চৈব যো নয়েৎ কার্ত্তিকং মুনে। চাতুর্ম্মাস্যং তথা চৈব ব্রহ্মহা স কুলাধমঃ॥'—স্কন্দ পুরাণ। 'হে ধার্ম্মিকপ্রবর! দুর্ল্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি কার্ত্তিকোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহাকে পিতৃমাতৃহত্যাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়। কোনরূপ নিয়ম

অবলম্বন না করিয়া দামোদরপ্রিয় কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করিলে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া তির্য্যক যোনি গ্রহণ করিতে হয়।' 'হে ঋষি! বিনা নিয়মে কার্ত্তিক মাস বা চাতুর্ম্মাস্য ক্ষেপণ করিলে কুলাঙ্গার ও ব্রহ্মঘ্ন বলিয়া অভিহিত হইতে হয়।'

'কার্ত্তিকে ভূমিশায়ী যো ব্রহ্মচারী হবিষ্যভুক্। পলাশপত্রং ভুঞ্জানো দামোদরমথার্চ্চয়েৎ॥ স সর্ব্বপাতকং হিত্বা বৈকুণ্ঠে হরিসন্নিধৌ। মোদতে বিষ্ণুসদৃশো ভজনানন্দনির্বৃতঃ॥'—পদ্মপুরাণ। 'যিনি কার্ত্তিক মাসে ভূমি-শয্যাশায়ী, ব্রহ্মচর্য্যবান্ ও হবিষ্যভোজী হইয়া পলাশপত্রে আহার পূর্ব্বক শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহার নিখিল পাপ ধ্বংস হয় এবং তিনি হরিসদৃশ ও ভজনানন্দে নির্বৃত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে হরিসমীপে আনন্দভোগ করেন।' কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নান, তুলসীসেবা, বিষ্ণুমন্দিরে দীপ দান, বিষ্ণুমন্দিরের মধ্যে ও বহির্দ্দেশে দীপমালা রচনা, আকাশ-দীপদানের বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে।

কার্ত্তিকব্রতে, ঊর্জ্জব্রতে বা নিয়মসেবামাসে সর্ব্বপ্রকার ভোগ পরিহারের অতি কঠোর ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। সাধকগণের পক্ষে নিয়মসেবামাসে রুচিকর খাদ্য যথাশক্তি বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য, ন্যূনকল্পে পটোল, সীম, বেগুন, লাউ, বরবটী, কলমীশাক, পুঁইশাক, মাষকলাই অবশ্য পরিত্যাজ্য। ব্রতচারিগণ তৈলাদি ভক্ষণ বা মর্দ্দন ও ক্ষৌরকার্য্য করিবেন না। সমর্থপক্ষে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য নতুবা ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ব্রতকালে নিয়মিতভাবে গুরুপরম্পরা কীর্ত্তন, গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, দামোদরাষ্টক, শিক্ষাষ্টক কীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টযামলীলা স্মরণ, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ (বিশেষভাবে গজেন্দ্রমোক্ষণ প্রসঙ্গ শ্রবণ), নির্বন্ধ সহকারে হরিনাম, বিষ্ণু বৈষ্ণব ও তুলসীসেবা মুখ্যভাবে করণীয়। যাঁহারা শারীরিক অপটুতা নিবন্ধন ব্রতের কঠোর নিয়মসমূহ যথাযথ পালনে নিতান্ত অসমর্থ হইবেন তাঁহাদের পক্ষেও শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি যত্নের সহিত নিয়মিতভাবে অবশ্যই করিতে হইবে, কারণ নিরন্তর বিষ্ণুস্মৃতিই সমস্ত বিধির মুখ্য তাৎপর্য্য।

শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহে আগামী ৩১ আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর শনিবার পাশাঙ্কুশা একাদশী তিথি হইতে ২৯ কার্ত্তিক, ১৫ নবেম্বর রবিবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত নিয়মসেবা ব্রত পালিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী

কলিকাতা মঠে ধর্ম্মসভা ও নগর-সংকীর্ত্তন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে বিগত ১৩ ভাদ্র, ২৯ আগষ্ট শনিবার হইতে ১৭ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। রাসবিহারী এভিনিউর সংযোগস্থলে রাজা বসন্ত রায় রোডের উপর নির্ম্মিত বিচিত্র আলোকমালা-সুসজ্জিত সুবৃহৎ সভামণ্ডপে প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় বিপুল-সংখ্যক নরনারী শ্রোতৃবৃন্দের ভীড় হয়। শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতায় ইহাই বৃহত্তম অনুষ্ঠান।

১৩ ভাদ্র শনিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাসবাসরে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠের সভামণ্ডপ হইতে এক বিরাট

নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া রাসবিহারী এভিনিউ, কালীঘাট রোড, হাজরা রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, লাইব্রেরী রোড, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, আশুতোষ রোড, হাজরা রোড, শরৎবোস রোড, মনোহরপুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীনদাস রোড, শরৎবোস রোড, লেক রোড, পরাশর রোড, রাজা বসন্তরায় রোড—পথ অতিক্রম করতঃ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সভামণ্ডপে প্রত্যাবর্ত্তন করে। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী ও ব্রহ্মচারী সাধুগণের অনুগমনে পুরুষ ও মহিলা নির্ব্বিশেষে গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীনামসংকীর্ত্তনসহযোগে শ্রীভগবানের আবাহনগীতি আর্ত্তিযুক্ত হৃদয়ে সম্পন্ন করেন। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারীর উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারীর উচ্চ কীর্ত্তন ভক্তগণের কীর্ত্তনোল্লাস বর্দ্ধন করে। সমগ্র পথে ভক্তগণের বিরামহীন উচ্চকীর্ত্তন, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, মৃদঙ্গ করতালাদির সুমধুর ধ্বনি এবং মহিলাগণের মুহুর্ম্মুহুঃ জয়কারধ্বনি পথিপার্শ্বস্থিত অগণিত নরনারীগণের হৃদয়ে শ্রীভগবদ্ভাবের উদ্দীপনা করতঃ এক অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ ভাবের স্পন্দন আনিয়া দেয়। ১৪ ভাদ্র রবিবার শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী শুভবাসরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মনোহারী শ্রীবিগ্রহগণ দর্শন ও তদ্পাদসরোজে ভক্ত্যর্ঘ্য নিবেদনের জন্য শ্রীমঠে দিবারাত্রব্যাপী সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর আগমন ও নির্গমন হয়। বহু শত পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দ রাত্রি ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে উপবাসী থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, ভোগরাগ ও আরতি দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পর শেষ রাত্রিতে কিছু ফলাহার অনুকল্পমাত্র গ্রহণ করতঃ শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত উদযাপন করেন। পরদিবস শ্রীনন্দমহারাজের আনন্দোৎসব বর্ত্তমান বৎসরের বিশেষ পরিস্থিতির দরুণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বিরাটাকারে সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলেও উক্ত শুভবাসরে কএক সহস্র নরনারী শ্রীমঠে আসিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

পাঁচদিন সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় মাননীয় সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহোদয়গণের এবং শ্রীমঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ এম্-এ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ প্রভৃতি বক্তৃমহোদয়গণের সারগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। 'দুঃখের কারণ ও প্রতিকার,' 'শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব,' 'মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেব,' 'যুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন,' 'সমাজগঠনে ধর্ম্ম ও নীতির আবশ্যকতা,' বক্তব্যবিষয়গুলি সভায় যথাক্রমে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয়।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী মহোদয় ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো···।' নিজেকে নিজে দেখ। আত্মানুভূতি প্রাপ্ত ব্যক্তিরই শাশ্বতী শান্তি লাভ হয়। কি করিয়া দেখা যাইবে, তজ্জন্য দর্পণের সাহায্য গ্রহণ কর। গুরুরূপী দর্পণের প্রয়োজন। সদ্গুরুর কৃপা ছাড়া আত্মদর্শন হয় না। শ্রীগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতঃ সাধন করিতে হইবে, উহাকে অভ্যাসযোগ বলে। যে পরিশ্রম তুমি সংসারের জন্য কর, ঠিক ততটা পরিশ্রম কি তুমি শ্রীভগবজ্‌জ্ঞান লাভের জন্য কর? তোমার প্রাণে সেই স্পন্দন কোথায়, সেই ব্যাকুলতা কোথায় সেই শরণাগতি কোথায়? সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত হইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি কোনও সুবিধা হয় কি না? যতক্ষণ ভেদ আছে, দ্বন্দ্ব আছে, বিরোধ আছে ততক্ষণ সুখ শান্তিলাভের কোনই আশা নাই। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমূল্য উপদেশ—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ।' অভিমান, অহঙ্কারকে চূর্ণ করিতে না পারিলে তোমার সুবিধা হইবে না।

আপনারা সাধুসঙ্গের জন্য এই ধর্ম্মসম্মেলনে সমুপস্থিত হইয়াছেন, আপনারা সৌভাগ্যবান্, ধন্য। আপনাদের সৌভাগ্য দেখিয়া আমার ঈর্ষ্যা হয়। এই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সর্ব্বতোমুখী সমৃদ্ধি হউক আমি কামনা করি। আমি সানন্দে বলিতে পারি এখানে আসিয়া আমার অন্তর আত্মা পরম শান্তি লাভ করিয়াছে।"

প্রধান অতিথি য়্যাড্‌ভোকেট শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—"প্রায় প্রতি বৎসরই শ্রীমঠের বার্ষিক এইরূপ সভায় যোগদানের সুযোগ আমার হয়। 'দুঃখের কারণ ও প্রতিকার' আজকার এই বক্তব্যবিষয়টী গুরুত্বপূর্ণ। দৈনন্দিন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টী আলোচনার আবশ্যকতা আছে। আমরা অনেক সময় মনে করি যদি কিছু বেশী টাকা থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় অশান্তি থাকিত না। কিন্তু সত্যিই কি যাহাদের প্রচুর অর্থ আছে তাহারা সুখী? ইহা আমরা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখি না। ভারতবাসীর টাকা পয়সা কিছুই নাই, অতএব তাহারা দুঃখী, আর যাহাদের প্রচুর টাকা আছে অর্থাৎ ইংলণ্ড ও আমেরিকার অধিবাসিগণসুখী, ইহা মনে করা ভুল। উক্ত দুইদেশে বর্ত্তমানে চক্রবৃদ্ধিহারে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাদেরও সুখ শান্তি নাই। অবশ্য ভারতীয়গণের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক চিন্তাধারা পাশ্চাত্য দেশবাসিগণের চিন্তাধারা হইতে বিলক্ষণ, সুতরাং তাহাদের সহিত আমাদের মিলিবে না। কেবল অনুকরণ করা মূর্খতা। ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ বাস্তব শান্তির সন্ধান আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। অত্র মঠের সাধুগণের নিকট এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সেই শান্তির বাণী শ্রবণের সুযোগ লাভ করিলাম। আমরা সত্যিই ইঁহাদের নিকট ঋণী। প্রতি বৎসর মঠের সেবকগণ বহু ক্লেশ স্বীকার করতঃ ধর্ম্মসভার আয়োজন করিয়া জনগণের প্রচুর কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। আপনারা অবগত আছেন ইঁহারা সতীশ মুখার্জ্জি রোডে নিজস্ব জমী ও বাড়ী সংগ্রহ করিয়াছেন। সম্প্রতি তথায় শ্রীমন্দির, সুবৃহৎ নাটমন্দির, লাইব্রেরীহল ও সেবকখণ্ডাদি নির্ম্মাণের জন্য নক্সা কর্পোরেসন মঞ্জুর করিয়াছেন। আশা করি আগামী বৎসর আমরা ইঁহাদের নিজস্ব স্থানে নবনির্ম্মিত সংকীর্ত্তন-ভবনে এই মহদনুষ্ঠানে সম্মিলিত হইতে পারিব। আপনারা আপনাদের শক্তি-সামর্থ্যানুযায়ী সাহায্য করিয়া এই মহৎ পরিকল্পনাটী দ্রুত কার্য্যকরী করিয়া তুলুন এই প্রার্থনা জানাইতেছি।"

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী শুভ বাসরে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীরাধাকৃষ্ণজী কনোড়ীয়া সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

আজ হইতে পাঁচ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, অসুরগণের দ্বারা সাধুগণ অত্যাচারিত হইয়াছিল, তখন সাধুগণের পরিত্রাণ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবকাল ভারতের এক শ্রেষ্ঠ গৌরবময় যুগ। কালের বিক্রম সত্ত্বেও জাতীয়জীবনে উহার প্রভাব এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। বহু বৎসর ভারতবর্ষ বিদেশীর পদানত থাকায় তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরবময় স্মৃতি ও কৃষ্টি অধুনা লুপ্ত প্রায়। শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমে ভারতের ভাগ্যাকাশে সেই গৌরবময় সূর্য্যের পুনরুদয়ের সূচনা দেখা দিয়াছে! আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন এবং পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত। সুতরাং ভারতের অতীতের গৌরবময় ইতিহাস পুনঃ নবজীবন লইয়া প্রকাশ পায় তজ্জন্য আমাদের প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। ভারতীয় কৃষ্টি পুনরুদ্ধার ও সনাতনধর্ম্ম প্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীগুরুজীর সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টার আমি ভূয়সী প্রশংসা করি।"

৩১ আগষ্ট সোমবার শ্রীনন্দোৎসববাসরে ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন তাঁহার লিখিত বাণীতে জানাইয়াছেন—"ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীদের সমর্থন ও সহযোগিতায় এই উৎসব সর্ব্বাংশে সফল হয়ে উঠ্‌বে এ বিশ্বাস আমার আছে। এই উপলক্ষে আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আমার সভক্তি প্রণাম নিবেদন করি এবং তাঁর কল্যাণকর প্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবন সর্ব্বপ্রকার কলুষ ও মালিন্যমুক্ত হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা জানাই।"

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র মিত্র ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"

"শ্রদ্ধেয় আচার্য্য মহারাজ, প্রধান অতিথি মহাশয়, উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ, আজ আমরা সমবেত হইয়াছি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব—জন্মাষ্টমীর মহোৎসব উপলক্ষে। এই পবিত্র সভায় ভাষণের বিষয়-বস্তু হইতেছে—যুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন। এই বিষয়বস্তু যুগোপযোগী ও কালোপযোগী। সহস্র যুগ ধরিয়া এই ভারত ভূমিতে এই নামমাহাত্ম্যের প্রচার চলিয়া আসিয়াছে—বহু মহর্ষি এই নামমাহাত্ম্য প্রচারের নির্দ্দেশ যুগ যুগ ধরিয়া দিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এই নির্দ্দেশ স্থায়ীভাবে পালিত হয় নাই। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংসারিক চক্রের আবর্ত্তেই বোধ হয় ভারতবাসী সেই নামমাহাত্ম্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ আবার সেই দিন আসিয়াছে যখন দেশবাসীকে এই নামকীর্ত্তনকেই একমাত্র অবলম্বন করিতে হইবে—কারণ এই নামের মধ্যেই সকল সমস্যা সমাধানের বীজ নিহিত আছে। কিন্তু এই নামের মহিমা বুঝিবার আগে যাঁহার নাম করিলে সকল পাপ, মোহ, দুঃখ দূর হয় সেই ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিবার প্রয়াস পাওয়া উচিত।

অক্ষর শব্দের অর্থ যাহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। জীবমাত্রই অক্ষর। আর যিনি জগতের মূল কারণ সেই ব্রহ্মই পরম অক্ষর। এই অক্ষরের প্রশাসনেই চন্দ্র সূর্য্য যথাস্থানে ধৃত। এই অক্ষরই পরম ব্রহ্ম, ইহার দুইটি বিভাব—সগুণ ও নির্গুণ। ইহাকে কেবল নির্গুণ ব্রহ্ম ভাবেও দেখা যাইতে পারে, আবার সগুণ ঈশ্বরভাবেও দেখা যাইতে পারে। সগুণ হইলেই মায়াযুক্ত হইলেন না, তিনি মায়াধীশ। এই ঈশ্বরই ভজনীয়। অনাত্ম-প্রত্যয় বস্তু মাত্রেই ক্লেশ এবং তাহা হইতেই পুণ্যপাপাদি কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম থাকিলেই বাসনা থাকিবে। ইহাকে বলে আশয়। অপর পরিণাম বা কর্ম্মফলই বিপাক। ক্লেশ, কর্ম্ম, আশয় ও বিপাক এই চারিটি জীবমাত্রে সদাই বর্ত্তমান। এই চারিটি যাহাতে নাই তিনিই ঈশ্বর। জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদ এইখানে। ইহাই ঈশ্বরের স্বরূপ, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়—এই পরিচয়েই তিনি নামী এবং সেই নামেরই মাহাত্ম্যের কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সমস্ত বস্তুর মধ্যেই এই ঈশ্বর প্রকাশিত হইতেছেন। আমরা চোখে তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও তাঁহার কার্য্য দেখিয়া প্রতিনিয়ত তাঁহার পরিচয় পাইতেছি। তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—সব আমাকে অর্পণ কর।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্।"

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আর এক পরিচয় হইতেছে—

"সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।"

ইহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ—ইহাই তাঁহার মূর্ত্তি—ইহা বিদিত না হইলে জীবের মুক্তি হয় না।

এই ঈশ্বরের নাম বহু। কেহ বলে রাম, কেহ বলে হরি, কেহ বলে শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দ বা নারায়ণ, কিন্তু এই বহু নামে নামী একই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলায় আছে—

নামাভাস হইতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয়,
নামাভাস হইতে হয় সংসারের ক্ষয়।

এই নামগানে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়—সংসারের বন্ধন মোচন হয়।

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি,
শ্রীভাগবত তাতে অজামিল সাক্ষী।

নামগানের প্রভূত শক্তির পরিচয় আমরা পাই শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর জীবনীতে। গৌড়বাদসাহের দৌহিত্র হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষে অনুপ্রাণিত হইয়া নবদ্বীপধামে নাম-সংকীর্ত্তন বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিলেন। মহাপ্রভু মৌখিক প্রতিবাদ করেন নাই। তিনি চাঁদকাজীর ক্রোধ হিংসা ও হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষ প্রেম ও ভক্তি-দ্বারা জয় করিয়াছিলেন। নামসংকীর্ত্তন করিয়া তিনি এই বিদ্বেষ ও হিংসাকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন এবং চাঁদকাজীর হৃদয় জয় করিলেন। "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ" এই অসীম শক্তিসম্পন্ন নামমন্ত্র মহাপ্রভু আমাদের দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রকটকালে এই নাম মন্ত্র উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে ভগবৎপ্রেমের বন্যা আনিয়াছিল। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী কালে নামসংকীর্ত্তনের মহিমা বহুল পরিমাণে লুপ্ত হইয়া গেল। ইহা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে যে বহুমুখী সমস্যা সাধারণের দৈনিক জীবনকে বিভ্রান্ত করিয়াছে, সেই সমস্যার সমাধানের বীজ এই নামমন্ত্রে নিহিত রহিয়াছে। ইহা উপলব্ধি করা শুধু প্রয়োজন বা আবশ্যক নহে, ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাপ্রভু যখন পরিব্রাজকরূপে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই দেশীয় নৈয়ায়িক ও বৈদিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মহাপ্রভুর নামসংকীর্ত্তনে নতি স্বীকার করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইলেন। নদীয়ার নিমাই সারা ভারতকে এক নূতন পথের নির্দ্দেশ দিলেন এবং সেই নির্দ্দেশ পালন করিয়া বহু সহস্র ভারতবাসী আধ্যাত্মিক জীবনে মায়া ও অবিদ্যা এই দুই বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইল। মহাপ্রভু প্রচার করিলেন—

এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ ঈশ্বর
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর।

শৈব, শাক্ত, নৈয়ায়িক, বৈদিক ও ব্যাকরণবিদ্ সকলেই মহাপ্রভুর মহামন্ত্র কৃষ্ণনামে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণনাম গাহিল। গীতায় আছে—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।

অর্থাৎ অনন্যচিত্ত হইয়া যিনি ভগবান্‌কে নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে ভগবান্ একান্তই সুলভ। যদি অতি দুরাচার ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তিনি সাধু বলিয়া গণ্য হন, যেহেতু তাঁহার অধ্যবসায় উত্তম। অতিশয় পাপী ব্যক্তিও শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে ধার্ম্মিকে পরিণত হয়। ইহাই নামসংকীর্ত্তনের সম্যক্ দান। সেই কারণে গীতায় আছে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।

আজ সারা বিশ্ব ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্ম-প্রচার বর্জ্জিত হইয়াছে। ধর্ম্মের স্থলে অধর্ম্ম, বিদ্যার স্থলে অবিদ্যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্মাচরণদ্বারা যাহা সহজলভ্য, তাহা আজ হিংসা ও ছলনার দ্বারা চালিত মানব দুর্ল্লভ করিয়াছে। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান নামসংকীর্ত্তন। ইহা সকলকেই উপলব্ধি করিতে হইবে যে, নাম এবং নামী একই। নাম করিলেই নামীকে পাওয়া যায় এবং এই নামীকে উপলব্ধি করিলেই মানবের সকল সমস্যার সমাধান হইবে। হিংসা দ্বেষ ও ছলনা ভুলিয়া ভগবৎ প্রেম ও শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্ত্তন অবলম্বন করা একমাত্র নির্দ্দিষ্ট ও শুভ পথ। ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

কলিকাতা ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাইবুনেলের প্রেসিডেণ্ট শ্রীজ্যোৎস্না নাথ মল্লিক প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—

কলিযুগ অধর্ম্মের যুগ, বিভ্রান্তির যুগ বা বিবাদময় যুগ। সত্যযুগের ধ্যান, ত্রেতার যজ্ঞ ও দ্বাপরের অর্চ্চন কলিতে সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি, কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভু ও অন্যান্য মহাপুরুষগণ আমাদিগকে জানাইলেন—কলিযুগের যুগধর্ম্ম শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন। 'কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥'—ভাগবত। হে রাজন্, কলি দোষের নিধি, কিন্তু ইহার একটী মহান্ গুণ এই যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনমাত্রই জীব বন্ধনমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধাম

প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, বৃদ্ধ-যুবা, পুরুষ-স্ত্রী সকলেই শ্রীনামসংকীর্ত্তনে অধিকারী। 'অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।' হে ভগবন্, যাহার জিহ্বায় তোমার নাম বিদ্যমান, সে শ্বপচ অর্থাৎ চণ্ডাল হইলেও শ্রেষ্ঠ। 'সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥' সঙ্কেতে, পরিহাসচ্ছলে, অগৌরবের সহিত বা হেলায় বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করিলেও অশেষ পাপ ধ্বংস হয়। শ্রীভগবন্নামোচ্চারণে স্থানকালাদির অপেক্ষা নাই। 'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥' 'খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল দেশ নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥' একজন দিনমজুরীর পক্ষেও কৃষ্ণনাম করা সম্ভব। কৃষ্ণ নাম করিতে করিতে কায়িক শ্রম করা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনলীলায় কৃষ্ণকীর্ত্তনসহযোগে শ্রীহরিসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি' করে ঘটের প্রার্থন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্পণ॥ যেই যেই কহে, সেই কহে কৃষ্ণনামে। কৃষ্ণনাম হইল সঙ্কেত সব কামে॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু তপনমিশ্রকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনকেই সাধ্যসাধনরূপে নির্ণয় করিয়াছেন—'সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।—(বৃহন্নারদীয়)। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র। সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্যসাধনতত্ত্ব জানিবা সে তবে॥'

কাশীর প্রসিদ্ধ জ্ঞানী সন্ন্যাসী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্যকীর্ত্তনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন—'শ্রীচৈতন্যের ভাবকেলি কাশীতে বিকাইবে না।' কিন্তু পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐশীশক্তিপ্রভাবে তিনি মায়াবাদ বিচার পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উক্ত প্রসঙ্গক্রমে শ্রীনামের অপূর্ব্ব মহিমা বিবৃত হইয়াছে। কাশীতে সন্ন্যাসিগণের সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শুভ পদার্পণ করিলে সন্ন্যাসিগণের গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি ও তেজ দর্শন করতঃ বিস্মিতান্তঃকরণে তাঁহার শ্রীহস্ত ধারণ পূর্ব্বক উচ্চাসনে বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—

'সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন, ধ্যান,—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি' কর কেনে ভাবুকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেনে ইথে কি কারণ॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—

'প্রভু কহে, শুন, শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
*　　*　　*　　*
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই, যৈছে মদমত্ত॥
তবে ধৈর্য্য ধরি মনে করিলাম বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥
পাগল হইলাঙ আমি, ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি' নিবেদিলাম গুরুর চরণে॥

কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন॥

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥'

কৃষ্ণনামের ফল কৃষ্ণপ্রেম, উহাই পঞ্চম পুরুষার্থ, যার আগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থ অতি তুচ্ছ—তৃণতুল্য। ব্রহ্মানন্দ কৃষ্ণপ্রেমানন্দসিন্ধুর বিন্দুরও তুল্য নহে। কৃষ্ণনামের মহিমা তর্কের অগোচর। বনের হিংস্র পশু পক্ষী আদিও কৃষ্ণনামপ্রেমে বশীভূত হইয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ঝারিখণ্ড, পথে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছিলেন, তখন বনের হিংস্র জানোয়ারগুলিও কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিগলিত হৃদয় হইয়াছিল।

কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র ধর্ম্মসভার অন্তিম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

"ইতঃ পূর্ব্বে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে অদ্যকার বক্তব্য বিষয় 'সমাজ গঠনে ধর্ম্ম ও নীতির আবশ্যকতা' সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হইয়াছে।

প্রতিদিন দৈনিক সংবাদপত্র দেখিলে দুর্নীতির ছবিগুলি আমাদের চোখে ভাসিয়া উঠে—কি ব্যবসার ক্ষেত্রে, কি সরকারী বিভাগে, খাদ্যে, ঔষধে সর্বত্র। দুর্নীতির সংবাদ ব্যতিরেকে কোনও দিন কোনও সংবাদপত্র প্রচারিত হয় বলিয়া আমার জানা নাই। দুর্নীতি দুই প্রকার—একটি স্বভাবগত ও অপরটি অভাবগত। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের দ্বারা অভাবগত দুর্নীতির বহুল পরিমাণে অবসান হইতে পারে। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য কার্য্যকরীভাবে ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়া থাকে। সমগ্র মানব জাতির লিখিত ও অলিখিত ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় এত বড় বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের কথা শুনা যায় না। বাহ্যবিচারে স্থূলভাবে দেখিলেও শ্রীকৃষ্ণ একাধারে কূটনীতিবিদ্ ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, অন্যদিকে দার্শনিক ও সমাজ-সংস্কারক, আবার সর্ব্বোপরি *জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মযোগের বক্তা ও সমন্বয় বিধানকারী*—এত বড় প্রতিভা কোথায়ও আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া কেহ দেখাইতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণ কংসকারাগারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কংস কথার অর্থ আত্মসুখ অর্থাৎ জগতের যাবতীয় বস্তু কেবল নিজ ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য, অন্য কাহারও জন্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ কারাগারের শৃঙ্খল চুরমার করিলেন, কংসকে—আত্মসুখকে ধ্বংস করিলেন—পূর্ণের সুখের জন্য নিজেকে উৎসর্গীকৃত করিতে জগৎকে শিক্ষা দিলেন। নিজের ভোগের জন্য ষোল আনা স্বার্থ বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইলে, পরার্থে ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত না থাকিলে প্রকৃত সভ্য মনুষ্য-সমাজ গঠিত হইতে পারে না। জাতির ও সমাজের নেতৃত্বাভিলাষী ব্যক্তিগণের সর্ব্বাগ্রে সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। সে পথ অনুসরণ করিলে বোধ হয় আমাদের বর্ত্তমান সমাজের বহু সমস্যাই দেখা দিত না। সেই অনাড়ম্বর জীবন যাপনের জন্য আত্মধর্ম্মানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা আছে, জীবের চিত্তবৃত্তির মোড় ফিরাইতে হইবে, ভগবদুন্মুখী করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া এই আত্মোপলব্ধির, পরমাত্মানুশীলনের অনুপ্রেরণা লাভ সম্ভব। তজ্জন্য অগণিত নরনারী আজ এখানে সমবেত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।"

কলিকাতা কর্পোরেসনের মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জ্জি প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে কি ভাবে সংগ্রাম চালাইতে হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিজ আদর্শ জীবনের দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। ধর্ম্মপথে, ন্যায়ের পথে যদি আমরা সংগ্রাম চালাইতে না পারি, তাহা হইলে দেশের সংহতি, জাতীয় সংহতি, সামাজিক সংহতি সমস্তই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।"
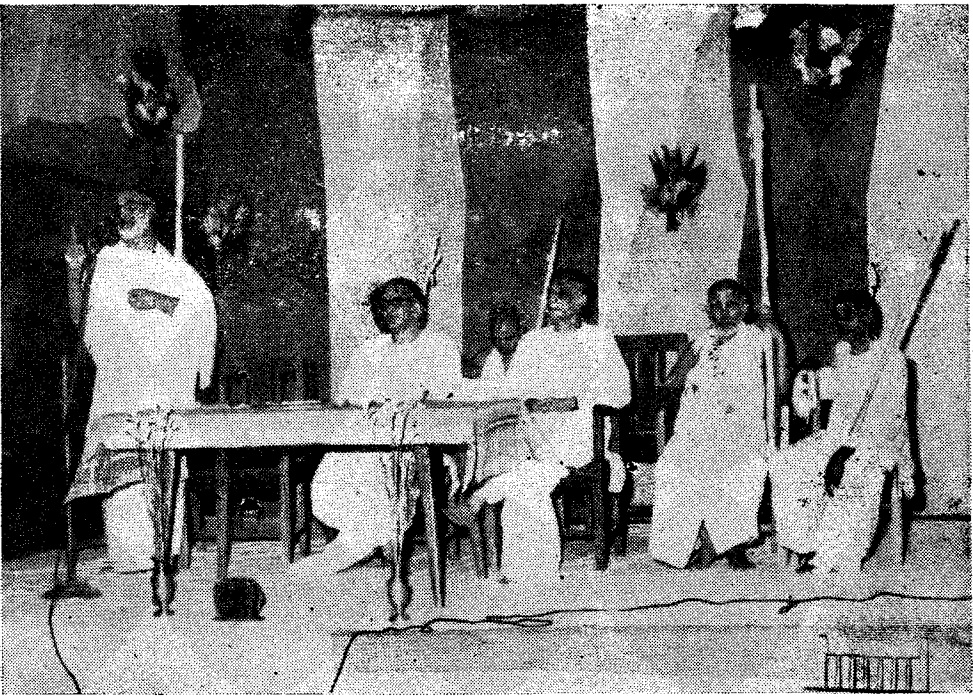
বাম দিক্ হইতে—ভাষণরত শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ, সভাপতি মাননীয় জাস্টিস্ শ্রীবিমলচন্দ্র মিত্র, প্রধান অতিথি শ্রীমল্লিক, শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ও শ্রীমৎ ভারতী মহারাজ।

বাম দিক্ হইতে—প্রধান অতিথি মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জ্জি (ভাষণরত), শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ মাধব মহারাজ, সভাপতি জাস্টিস্ শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, শ্রীমৎ যাযাবর মহারাজ ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ।
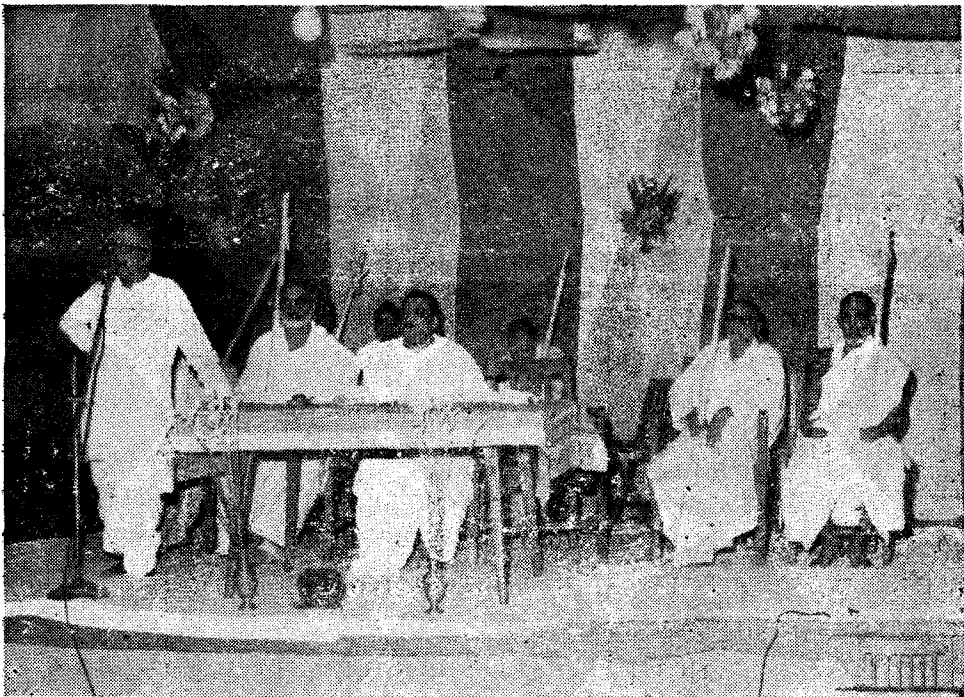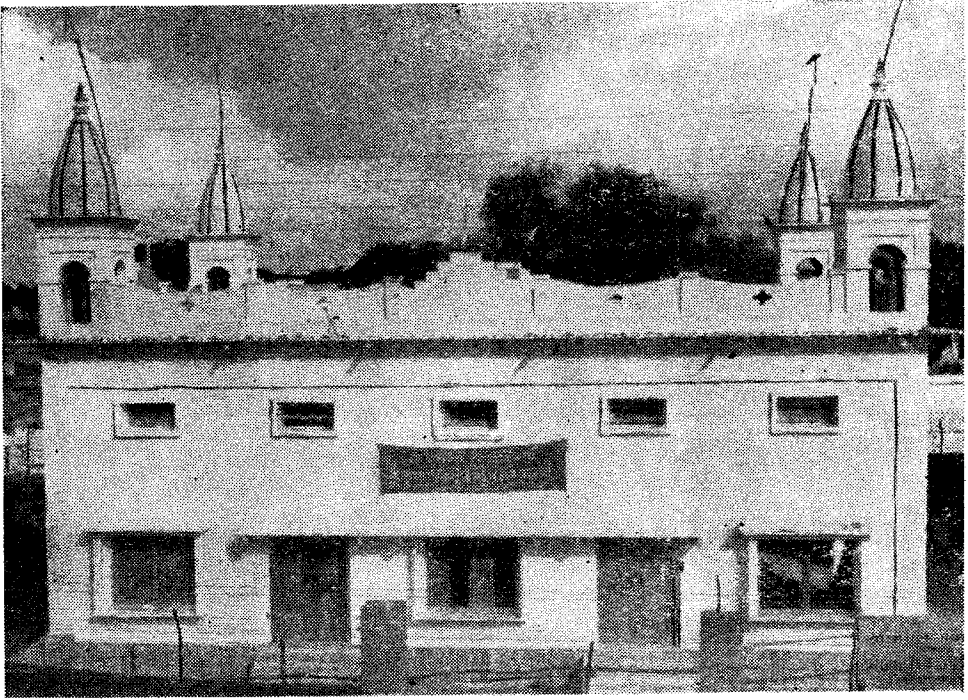
শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত সংকীর্ত্তনভবন

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীমঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস ও শ্রীনন্দোৎসব সুসম্পন্ন হয়। নবনির্ম্মিত সংকীর্ত্তনভবনে শ্রীকৃষ্ণ-লীলোদ্দীপক বিচিত্র সজ্জা দর্শনের জন্য প্রত্যহ শ্রীমঠে অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়। ১৫ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট সোমবার শ্রীনন্দোৎসব বাসরে উত্তর প্রদেশের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথ দাস শ্রীমঠ পরিদর্শনে শুভাগমন করেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গুরুদাস বাবাজী, শ্রীপাদ গিরীন্দ্রগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্রেমদাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী স্মৃতিকোবিদ, উপদেশক শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মথুরানাথ দাস বাবাজী, শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতকৃষ্ণ বনচারী এবং স্থানীয় বহু ভক্তবৃন্দ রাজ্যপালকে শ্রীমঠের দ্বারদেশে সংকীর্ত্তনসহযোগে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সংকীর্ত্তনরত ভক্তগণ সমভিব্যাহারে তিনি নবচূড়াবিশিষ্ট সুউচ্চ শ্রীমন্দিরে উপনীত হইয়া শ্রীগৌরবিগ্রহ ও শ্রীরাধা-গোবিন্দ শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীপাদপদ্মে সভক্তি প্রণাম জানান। শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারীজী তাঁহাকে ঠাকুরের প্রসাদী মালা ও চন্দনের দ্বারা আপ্যায়িত করেন। অতঃপর মাননীয় রাজ্যপাল সংকীর্ত্তনভবনে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ

কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণের হার্দ্দী আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। শ্রীপাদ গিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সুললিত বিবিধ ভজন কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তিনি পরিতুষ্ট হন। রাজ্যপাল গৌরবাণী প্রচারে শ্রীমঠের বিবিধা প্রচেষ্টা সন্দর্শনে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিরহ-সংবাদ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত ঢাকা জেলার বালিয়াটী-নিবাসী জমিদার শ্রীমনোমোহন রায়চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ মহাশয় ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা ২৯ নং শোভা-বাজার ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে বিগত ১১ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় স্বধাম গমন করিয়াছেন। তিনি ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও বালিয়াটী শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণে প্রচুর সেবানুকূল্য করিয়া সুকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদ তাঁহাদের গৃহে শুভবিজয় করিলে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নেতৃত্বে ও ব্যবস্থাপনায় তিনি ও তাঁহার পরিজনবর্গ বিরাট সম্বর্দ্ধনা ও বিপুল সেবার আয়োজন করিয়াছিলেন। সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহার অভাব অপূরণীয় মনে করিতেছেন।

বালিয়াটী শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে বিগত ২৩ ভাদ্র, ৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিরহ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠে এক বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ ও অন্যান্য বক্তৃমহোদয়গণ ভক্তিপ্রকাশ মহাশয়ের বিবিধ গুণাবলী ও সেবাপ্রাণতার কথা আলোচনা করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব

বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী, (আসাম ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী তিথিপূজা উপলক্ষে গৌহাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ২৯ আগষ্ট শনিবার হইতে ৩১ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠের নব নির্ম্মীয়-মান সংকীর্ত্তনভবনে তিনটী বিরাট ধর্ম্মসভার ও শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী তিথিতে অপরাহ্ণকালে একটী বিরাট নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার আয়োজন হইয়াছিল। আসামের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ন্যূনাধিক একশত ভক্ত সজ্জন এই উৎসবে যোগ-দান করিয়াছিলেন। ২৯ আগষ্ট প্রথম ধর্ম্মসভার আলোচ্য বিষয় ছিল 'শ্রীভগবান ও মায়াপ্রপঞ্চ।' শ্রীদিবাকর গোস্বামী ডি. পি. আই (অবসরপ্রাপ্ত) সভাপতি ও শ্রী ডি. লহকর, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (অবসরপ্রাপ্ত) প্রধান অতিথি ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ধিকারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমঠের সহসম্পাদক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস-সি বিদ্যারত্ন মহোদয় বক্তৃতা করেন। তাঁহাদের বক্তৃতা হইতে ইহাই পরিস্ফুট হয় যে শ্রীভগবদতিরিক্ত প্রতীয়মান বস্তুনিচয়ই মায়াপ্রপঞ্চ। জীবের শ্রীভগবদতিরিক্ত কিছু চাহিদা স্বরূপে থাকিতে পারে না। বদ্ধজীবকুল পুরুষাভিমান বশতঃই মায়াপ্রপঞ্চকে আহ্বান করতঃ বৃথা ত্রিতাপ দুঃখ বরণ করে।

৩০ আগষ্ট রবিবার সভার দ্বিতীয় অধিবেশনের বক্তব্য বিষয় ছিল 'শ্রীকৃষ্ণাবতারের তাৎপর্য্য'। এই দিবসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন শ্রীখনীন্দ্র চন্দ্র বড়ুয়া, I. A. S. এবং শ্রীউমাকান্ত শর্ম্মা বি-এ, কাব্যতীর্থ মহোদয় প্রধান অতিথি ছিলেন। শ্রীশর্ম্মা শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। তৎপর শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণাবতারের তাৎপর্য্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। রাত্রি দশটার পরে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী পাঠ করেন। রাত্রি ১২ টায়

শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক, ভোগরাগ, আরতি কীর্ত্তন হয় এবং তৎপশ্চাৎ ব্রতচারী সমুপস্থিত ন্যূনাধিক আড়াই শত ব্যক্তিকে ফলমূল আদি শ্রীভগবৎপ্রসাদরূপে অনুকল্প প্রদত্ত হয়। উক্ত ৩০ আগষ্ট সাধারণ ধর্ম্মসভান্তে সভাপতি মহোদয় তাঁহার ভাষণকালে শ্রীশঙ্করদেব, শ্রীহরিদেব, শ্রীমাধবদেব প্রচারিত আসাম বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া পরস্পরের মধ্যে ঐক্য সংরক্ষণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অমল প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিবার জন্য আবেদন করিলেন। ৩১ আগষ্ট তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রফেসর শ্রীঅম্বিকা নাথ বরা। বক্তব্য বিষয় ছিল 'শ্রীনামসংকীর্ত্তন'। প্রতিদিন সভার প্রারম্ভে ও সভান্তে লামডিং হইতে আগত শ্রীশশাঙ্ক পুরকায়স্থ মহোদয় সুললিতকণ্ঠে শ্রীজয়দেব ও বিদ্যাপতির পদাবলী কীর্ত্তন করেন। ৩১ তাং শ্রীনন্দোৎসব দিবসে মধ্যাহ্ন কাল হইতে সন্ধ্যারাত্রিক কাল পর্য্যন্ত সমাগত ৫০০০ (পাঁচসহস্র) ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। গৌহাটী মঠের সংকীর্ত্তন ভবন নির্ম্মাণসেবায় শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বিভিন্ন স্থানে প্রচারে গমন করতঃ সেবানুকূল্য সংগ্রহে যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা অতিশয় উৎসাহব্যঞ্জক। আশাকরি শ্রীল আচার্য্যদেব ও পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণের শুভাশীর্ব্বাদে তিনি শীঘ্রই উক্ত কার্যের পূর্ণতা সম্পাদনে সমর্থ হইবেন।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী (ঢাকা) ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের কৃপানির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের পরিচালনাধীন ঢাকা জেলান্তর্গত বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসবে স্থানীয় নরনারীগণ ব্যতীত বহিরাগত পাকুল্যানিবাসী বহু ভক্তবৃন্দ যোগদান করেন। শ্রীজন্মাষ্টমীবাসরে ধর্ম্মসভায় শ্রীঈশ্বর চন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী, কাব্যতীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী, শ্রীহরিদাস চৌধুরী বক্তৃতা করেন। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপীনাথ আদি ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর ও সরভোগ (আসাম) ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে আসাম প্রদেশের দরং জেলাসদর তেজপুরে এবং কামরূপজেলান্তর্গত সরভোগ (চকচকাবাজারস্থ) শ্রীগৌড়ীয় মঠদ্বয়ে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন ও শ্রীজন্মাষ্টমী সুসম্পন্ন হয়। শ্রীনন্দোৎসবে তেজপুরে ২ সহস্রাধিক ও সরভোগে এক সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। তেজপুরে শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণকার্যে মঠরক্ষক শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী ও ভক্তপ্রবর শ্রীসুনীল আচার্য্য মহোদয়ের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরভোগে শ্রীশিবানন্দ বনচারী, শ্রীখগেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীগদাধর দাসাধিকারী, শ্রীদামোদর দাসাধিকারী, শ্রীচক্রপাণি দাসাধিকারী ও শ্রীঅরুণদাস প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর ঃ—শ্রীমঠের অন্যতম শাখা প্রচারকেন্দ্র নদীয়া জেলাসদর কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীমঠে শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীঝুলনযাত্রাদর্শনে শ্রীমঠে অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হইয়াছিল। শ্রীনন্দোৎসবে প্রায় দেড়সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়। উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীপাদ পরমানন্দ দাস বাবাজী, শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীপুলিনবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক, শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী, শ্রীভূপেন্দ্র চিত্র আদি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, হায়দরাবাদ (অন্ধ্র) ঃ—অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থিত শ্রীমঠে বৈদ্যুতিক আলোকমালা ও দৃশ্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনোৎসব দর্শনের জন্য প্রত্যহ শ্রীমঠে বহু নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট ব্যাণ্ডপার্টি ও সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহযোগে শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রথাকর্ষণে নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। রাত্রিতে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণাচারী, এম্-এ, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা ও অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ ভাষণ প্রদান করেন। পরদিন শ্রীনন্দোৎসবে বহু শত নরনারী মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারীর বিবিধ সেবাপ্রচেষ্টার দ্বারা উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষান্মাসিক ২.৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

কলিকাতা মঠে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

'যে বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা
চাতুর্ম্মাস্য নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।' —ভবিষ্যপুরাণ

"নিয়ম বা ব্রত অথবা জপ ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিলে জীবিতাবস্থাতেও সেই মূর্খকে মৃততুল্য জানিবে।" চাতুর্ম্মাস্যে রুচিকর খাদ্য বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন কর্ত্তব্য। ন্যূনকল্পে পটোল, সীম, বেগুন, লাউ, বরবটি, কলমীশাক, পুঁইশাক, মাষকলাই চারিমাসের জন্যই বর্জ্জনীয়। এতদ্ব্যতীত শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জনীয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ২৫ বামন, ৪ শ্রাবণ, ২০ জুলাই সোমবার শ্রীশয়নৈকাদশী তিথিবরা হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইয়াছে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের বিস্তৃত নিয়মাবলী শ্রীচৈতন্যবাণী ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৪২ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১.০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ ন.প.।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, - লিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা [illegible] শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

কার্ত্তিক—১৩৭১

৪র্থ বর্ষ দামোদর, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ [৯ম সংখ্যা

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও ভক্তাবাস

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

উপদেষ্টা ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড; কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৪র্থ বর্ষ { শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৭১। ১১ দামোদর, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, রবিবার; ১ নবেম্বর, ১৯৬৪। } ৯ম সংখ্যা

গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না কর্‌লে মঙ্গল হবে না

আমাদের অনেকসময় মনে হয়,—চার্ব্বাক, এপিকিউরাস্, হক্স্‌লি, কোম্‌ৎ প্রভৃতি মনীষীরা কত সূক্ষ্ম বিচার করেছেন—তাঁদের অনুসরণ করি। কিন্তু কোন দিন মনে হয় না,—শ্রীব্যাসদেবের অনুসরণ করি। শ্রুতি (মুণ্ডক বলেছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করলে মঙ্গল হবে না। যে বলদেবপ্রভু

কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁর অনুগ্রহ পেলেই আমাদের মঙ্গল হয়। যখন আমরা গুরুদেবের সঙ্গে তর্কপথ আবাহন করি, যখন আমরা নিজেদের অক্ষজজ্ঞানে গুরুকে শোধন বা দোরস্ত কর্‌বো, কেবল তাঁর কৃত্রিম অনুকরণ করে নেবো, তাঁর অনুসরণ কর্‌বো না, তখন আমাদের শ্রৌতপথের পরিবর্ত্তে অশ্রৌতপথ বা তর্কপথ আহূত হয়ে পড়ে। এই সকল দুর্বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে তাঁর চরণে যখন আত্মসমর্পণ করি, তখনই শ্রৌতপথানুসরণে আমাদের মঙ্গল-লাভ হয়।

আমার গুরুদেবের কথা বলি। মহাপ্রভুর সময়ের ভক্তগণের ন্যায় নিষ্কিঞ্চন বৈরাগ্যবান্। আদর্শ ভক্ত আর কখনও কেহ হতে পারেন না—এই ভ্রান্ত ধারণা যিনি অপনোদন করেছেন, সেই গুরুদেব আমার অনিকেত অবস্থায় থাক্‌তেন. কারো কাছ হতে এক ঘটি জল নেবার দুর্বুদ্ধিও তাঁর ছিল না। সেইরূপ মহাপুরুষের অনুকরণ কর্‌বার জন্য আমার মত বহু পাষণ্ডী ছিল। তিনি কালির অক্ষর কাকে বলে ভাল করে জান্‌তেন না। কিন্তু তাঁর মত পণ্ডিত কোথাও দেখি নাই। তাঁর চরিত্র দেখে বুঝা যেত—শ্রীমদ্ভাগবত কি উদ্দেশ করছেন। আমরা তাঁর অনুসরণ কর্‌তে গিয়ে, তাঁর মত কাদা খেতে আরম্ভ কর্‌লাম, কিন্তু লাভের মধ্যে তাঁর পাদপদ্মে অপরাধ ব্যতীত আর কিছু কর্‌লাম না। ঠাকুর ঘরে গিয়ে নৈবেদ্যের কলাটা খেয়ে ফেল্‌লাম ; নারায়ণের পৈতাটা চুরি করে আন্‌লাম। চুণগোলা ও দুধ দেখ্‌তে

এক ; দুধ খেলে তুষ্টি হয়, পুষ্টি হয়, আর চূণের গোলায় গলা জ্বলে যায়, অধিক খেলে ব্যাধি হয়। অনুকরণ করলেই প্রমাদ। বলদেবপ্রভু মধু পান করেন, কৃষ্ণচন্দ্র তাম্বুল সেবন করেন, পারকীয়-বিচারে রাসলীলা করেন, তাঁদের অনুকরণ করলে জীবের সর্ব্বনাশ হবে; কিন্তু অনুসরণ করলে পরম মঙ্গল লাভ হবে।

অনেকে মনে করেন, মহাপ্রভু একরূপ সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা অটুট রেখেছেন ; কিন্তু নিত্যানন্দপ্রভু সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করেছেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের উভয়ের কার্য্যই একতাৎপর্য্যময়। নতুবা মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে অত বড় বল্‌তেন না। এই কথাগুলি যিনি বুঝিয়ে দেন, তিনি ভগবানের প্রকাশবিগ্রহ। হৃদ্দেশে "সত্ত্বং বিশুদ্ধং" (ভাঃ ৪।৩।২৩) এই শ্লোকের কথা আলোচিত হলেই আমরা জান্‌তে পারি,—তিনি কি বস্তু।

অক্ষজজ্ঞানে যে বস্তু দেখি, তাহা ভগবচ্ছব্দবাচ্য নহে। কিন্তু, এরূপ কথা শুনে নিরাশ হবারও কোনও কারণ নাই,—'আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥' অভিজ্ঞানবাদ (Empiricism) দ্বারা কখন বাস্তবসত্যের নিকট গমন করা যায় না। যদি তর্কের স্পৃহা পরিত্যাগ করে—'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।'—গীতার এই বাক্যের সন্ধান করি, তবেই বাস্তবসত্য পাব।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥" (ভাগবত ১০।১৪।৩)

—শ্রীল প্রভুপাদ

জ্ঞানবিচার

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৬৭ পৃষ্ঠার পর]

জ্ঞানফলানুভববিচারস্থলে কিছু বক্তব্য আছে। শুদ্ধ জ্ঞানের যে ফল, তাহা প্রেমা, অতএব সে ফলের বিচার এস্থলে হইবে না। ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান, নৈতিকজ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান এই চারিপ্রকার জ্ঞানজনিত ফলেরই বিচার হইবে। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান ও নৈতিকজ্ঞানসম্বন্ধে অনেক বিচার হইয়া গেল। এস্থলে ঈশ্বরজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান-ফলের কিছু বিবেচনা করা যাইবে। পূর্ব্বেই কথিত হইল যে' ঈশ্বরজ্ঞান হইতে কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা নিরূপিত হয়। কর্ম্মের দুইপ্রকার প্রবৃত্তি। ফলভোগ করাইয়া পুনরায় নিজের অধীনে জীবকে আনিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা একটী প্রবৃত্তি। ঈশ্বরকে সন্তোষ করাইয়া শান্তি লাভকরা আর একটী প্রবৃত্তি। প্রথম-প্রবৃত্তি পূর্ব্বেই বিচারিত হইল। দ্বিতীয়-প্রবৃত্তিক্রমে ঈশ্বরজ্ঞানজনিত কর্ম্ম ক্রমশঃ জীবের উন্নতি প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু তাহা দিতে স্বয়ং অক্ষম হইয়া পড়ে। অষ্টাঙ্গযোগশাস্ত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানদ্বারা চিত্ত বশীভূত হইলে সেই সেই কর্ম্মই অবশেষে কৈবল্য প্রদান করিবে বলিয়া ভরসা দেয়। সে কৈবল্যের আকার দেখিলেই বোধ হয়, তাহা মিথ্যা। প্রথমে পাতঞ্জল-শাস্ত্রে কথিত হইল যে, ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় হইতে অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলি। সেই ঈশ্বর কেবল স্বরূপ। জীবও যোগক্রমে সেই কৈবল্য লাভ করে। ভাল, কৈবল্য লাভ করিয়া অনেক জীব পরস্পর কি সম্বন্ধে থাকে এবং যে ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছিলাম, তিনিই বা তখন আমার সম্বন্ধে কি করেন ? অষ্টাঙ্গ-যোগশাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর নাই। তবে আমাকে কি বুঝিতে হইবে ? আমি কি এই স্থির করিব যে, ঈশ্বর একটী কল্পিত পুরুষবিশেষ ? সাধনকালেই তাহার প্রয়োজন, পরে তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না ? তাহা হইলে যে সকল জীব কৈবল্যলাভ করে, তাহারাই বা অনেক হইলে কৈবল্য কিরূপ হইল ? এরূপ যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, ঈশ্বর একটী অবস্থা বিশেষ, সেই অবস্থায় জীবসমূহ লয় হয়।

তাহা হইলে ঈশ্বর-সাযুজ্যবাদ হইল। যদি বল তাহাতে দোষ কি! তাহা অদ্বৈতবাদমতের একটী পৃথক্ নামমাত্র। একমত দুই নামে প্রচার করার আবশ্যকতা কি? যোগের ফল বিভূতি যেমত অনিত্য বলিয়া অগ্রাহ্য হয়, তদ্রূপ চরম ফল যে কৈবল্য, তাহাও ভক্তিবিরুদ্ধবাদ বলিয়া অগ্রাহ্য করাই কর্ত্তব্য। যোগের প্রতিজ্ঞাটী শুনিতে ভাল ছিল, কিন্তু ফল অতি তুচ্ছ। ঈশ্বরজ্ঞানজনিত ফল বলিয়া অনেক শাস্ত্রে সালোক্য, সার্ষ্টি ও সামীপ্য এই মুক্তিত্রয়কে বলিয়াছেন। সেই প্রকার মুক্তি বাস্তবিক ফল নয়, যেহেতু তদ্দ্বারা ভগবৎসেবাই চরমে হইয়া থাকে। সেইসকল মুক্তিকে সেবা-দ্বার বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বর-জ্ঞান যদি কৃষ্ণভক্তিকে পুষ্টি করে, তবে তাহার ঈশ্বরজ্ঞান-স্বরূপটী শীঘ্র শুদ্ধজ্ঞানরূপে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। ইহাতে ঈশ্বরজ্ঞান চরিতার্থ হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরজ্ঞান কুপথগামী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপে পরিণত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের ফল যে সাযুজ্য বা নির্ব্বাণমুক্তি, তাহা নিতান্ত হেয়। নির্ব্বিশেষতত্ত্ব বলিয়া একটী ব্রহ্ম স্থাপন করা গেল। নির্ব্বিশেষতত্ত্ব বলিলে এই বুঝা যায় যে, যতপ্রকার অস্তিত্ব হইতে পারে, তাহার বিপরীত যে তত্ত্ব, তাহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। অস্তিত্বের বিপরীত তত্ত্বের সহজ নাম নাস্তিত্ব নির্ব্বাণ শব্দে নাস্তিত্বকে বুঝায়। ব্রহ্মসাযুজ্য বলিলে নির্ব্বাণ বা নাস্তিত্বকে বুঝিতে হইবে। জীব ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিলেন বলিলে এই হয় যে, জীবের সর্ব্বনাশ হইল। ইহাকে কি লাভ বলা যায়? এই ফলের জন্য কি যত্ন করা উচিত? অত্যন্ত ভগবদপরাধক্রমে কংস-শিশুপালাদি যে ফল লাভ করিয়াছে, তাহা কি শিষ্টলোকের অন্বেষণীয়? অতএব জ্ঞানফল অতি তুচ্ছ। পক্ষান্তরে যুক্তিকেই যাঁহারা জ্ঞান বলেন, তাঁহারাও জানুন যে, জ্ঞানফল নিতান্ত অকর্মণ্য। পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, যুক্তি জড়জগতের বাহিরে যাইতে সমর্থ নয়। যদি কখন যাইতে চেষ্টা করে, সে কেবল নিজের লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা প্রকৃতির অতীত তত্ত্বের বিচারে কোন ফললাভ করা যায় না। কখন কখন যুক্তি নিরাশ হইয়া নাস্তিকতাকে প্রসব করে। সন্দেহবাদ, নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, নির্ব্বাণবাদ এ-সমুদয় বাদই যুক্তির অনধিকারচর্চ্চাক্রমে প্রসূত হয়। অতএব সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানফল জীবের অমঙ্গলজনক।

ভক্তিফলানুভবই শেষফলানুভব। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভক্তিই জীবের স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্মের ফলই স্বধর্ম্মো-ন্নতি, আশ্রয়োন্নতি ও বিষয়ে বিশুদ্ধরূপে অবস্থিতি। স্বর্গ, মুক্তি, জড়শরীর, মন, বদ্ধ আত্মার বিকৃতি ও সমাজের উন্নতি এই সকল সম্বন্ধে ভক্তির কোন মুখ্য ফল নাই। ভক্তি অহৈতুকী ও জীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। ভক্তি নিজে উন্নত হইয়া প্রেমরূপিণী হইতে পারে, ইহাই ভক্তির চেষ্টা। জড়বদ্ধ জীবকে আশু সেই অবস্থা হইতে স্ব-স্বরূপে নীত করিয়া স্বীয় কার্য্য পবিত্ররূপে সম্পাদন করিবে, ইহাই ইহার চেষ্টা। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে ভক্তির ফল ভক্তি বই আর কিছুই নয়। যেস্থলে ভুক্তি ও মুক্তিস্পৃহা থাকে, সে স্থলে ভক্তি লুক্কায়িত হইয়া পড়েন। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ প্রতিজ্ঞাত ফল প্রদান করে, কিন্তু ভক্তি স্বতন্ত্রা, স্বয়ং সমস্ত ফলদানে সমর্থা হইয়াও স্বধর্ম্মোন্নতি ব্যতীত অন্য কোন ফল দেন না।"

(ক্রমশঃ)

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

যোগমায়া ও মহামায়া

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

এক অদ্বিতীয় অদ্বয়জ্ঞান পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন মায়াধীশ কৃষ্ণের একই পরমাশক্তি চিৎকার্য্যে চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী ত্রিগুণাতীতা যোগমায়া এবং অচিৎ বা জড় কার্য্যে সত্ত্বরজস্তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী মহামায়া। স্থলবিশেষে

যোগমায়াকে মহামায়া বলিয়া উক্তি থাকিলেও মূলতত্ত্ব অন্বেষ্টব্য। মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্যে "যোগমায়া হরেঃ শক্তির্যয়া সম্মোহিতং জগৎ" বলিয়া যে উক্তি আছে, সেই মোহনকার্য্য প্রাকৃত জগৎসম্বন্ধী হইলে তাহা ত্রিগুণময়ী মহামায়া এবং অপ্রাকৃত জগৎসম্বন্ধী হইলে তাহা ত্রিগুণাতীত চিচ্ছক্তি যোগমায়া বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীব্যাসদেব দেবর্ষি নারদোপদেশে শুদ্ধভক্তিযোগাবলম্বনে সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহার পরমশুদ্ধপূতচিত্তে যে পূর্ণপুরুষ ভগবান্‌কে এবং তাঁহার অপাশ্রিতারূপে মায়াকে দর্শন করিলেন, সেই মায়া বহিরঙ্গা, তাঁহার কার্য্য ত্রিগুণাত্মক ভগবদবিমুখ জীববিমোহন (ভাঃ ১।৭।...)। শ্রীভগবানের চিল্লীলাপুষ্টিনিমিত্ত স্বীয়লীলাপরিকর ভক্তগণের মোহনকার্য্য যোগমায়ার। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে (ভাঃ ১০।১।২৫) লিখিত আছে—

"বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি ॥"

অর্থাৎ "(অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবানের একই মায়াশক্তি স্বরূপভেদে উন্মুখমোহিনী ও বিমুখমোহিনী। উন্মুখমোহিনী মায়া গোকুলেশ্বরী, অন্তরঙ্গাশক্তি যোগমায়া নামে খ্যাতা, আর বিমুখমোহিনী মায়া অখিলেশ্বরী বহিরঙ্গা জড়মায়া নামে কীর্ত্তিতা। একই মায়ার এইরূপ দ্বিবিধ স্বরূপদ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত জগৎ সম্মোহিত।) যে মায়াদ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত এই উভয়বিধ জগৎ মুগ্ধ, সেই ভগবচ্ছক্তি বিষ্ণুমায়া ভগবানের আদেশে স্বাংশভূতা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সহিত কার্য্যার্থে অর্থাৎ উন্মুখমোহিনী যোগমায়াস্বরূপের দ্বারা দেবকীর সপ্তম গর্ভাকর্ষণ, যশোদার নিদ্রানয়ন প্রভৃতি কার্য্য ং বিমুখমোহিনী জড়মায়াস্বরূপের দ্বারা কংসাদি বঞ্চন- প কার্য্য সাধনার্থ প্রাদুর্ভূত হইবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠকুর মহাশয় উক্ত শ্লোকের টীকায় নারদপঞ্চরাত্রোক্ত শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদ উদ্ধার করিয়া জানাইতেছেন—

"জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী ॥ যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ। মুহূর্ত্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা ॥ একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী। অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ ॥ ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্। জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ। দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভির খণ্ডরসবল্লভা ॥ অস্যা আবরিকাশক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ ॥"

ব্রহ্মসংহিতা ৩য় শ্লোকের টীকায়ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদ উক্ত বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। উহার অর্থ এই যে—"সেই পরমপুরুষ ভগবানের একটিই পরাশক্তি, তিনিই তদাত্মিকা মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী পরমাশক্তি দুর্গা, পরমপুরুষ কান্তকে তিনিই জানেন। তাঁহার বিজ্ঞানমাত্রে মুহূর্ত্তমধ্যেই পরাৎপরতত্ত্ব দেবদেব ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি প্রেমসর্ব্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী, ইঁহার অনুগ্রহেই আদিদেব অখিলেশ্বরকে সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়। ভজনসম্পত্তিই ভক্তি, প্রকৃতি সেই ভক্তিসম্পৎদ্বারা প্রিয়তম ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের সেই নিজ প্রকৃতিকে অত্যন্ত দুঃখে জ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়া সজ্জনগণকর্ত্তৃক তিনি অখণ্ডরসবল্লভা দুর্গা নামে কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন, এইস্বরূপশক্তি দুর্গারই আবরিকাশক্তি অখিলেশ্বরী মহামায়া। ইঁহার দ্বারাই নিখিল জগৎ (প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড) এবং সমস্ত দেহাভিমানী জীব মুগ্ধ হইতেছে।"

'কার্য্যার্থে'-শব্দের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"কার্য্যমত্র দ্বিবিধং প্রথমং দেবকীসপ্তমগর্ভাকর্ষণ যশোদাস্বাপনাদি। তদ্ধি যোগমায়ায়া এব কার্য্যং নতুমায়ায়াঃ। স্বনিয়ন্তু বলভদ্রস্যাকর্ষণে প্রভুত্বাভাবাৎ। যশোদাস্বাপনস্য রাজসত্বাভাবাচ্চ। যদুক্তম্। ব্যতীত্য তুর্য্যামপি সংশ্রিতানাং তাং পঞ্চমীং প্রেমময়ীমবস্থাম্। ন সম্ভবত্যেব হরিপ্রিয়াণাং স্বপ্নো রজোবৃত্তিবিজৃম্ভিতো য ইতি। তাদৃশসিদ্ধভক্তেষু মায়ায়াঃ প্রভবিতুমশক্যত্বাচ্চ। দ্বিতীয়ং তু দেবকী কন্যারূপেণ যৎ কংসবঞ্চনং তন্মায়ায়া এব কার্য্যং ন তু যোগমায়ায়াস্তাদৃশদুষ্টলোকেষু তস্যা অনুপযোগাদেব, সৈব কংসহস্তাদাকাশমুৎপ্লুত্য বিন্ধ্যবাসিন্যাদিরূপেণ বহুনাম নিকেতেষু বহুনামা বভুব হ। যদুক্তং স্বয়মেব মায়য়া—

"বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে। নন্দ-গোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা। ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥" ইতি। তথা রাসলীলাদি সিদ্ধ্যর্থং ভগবৎপ্রেয়সীনাং পতিশ্বশ্রবাদিমোহনং যোগমায়য়া এব কার্য্যং ন তু মায়য়াঃ। তেষাং ভগবদ্‌বৈমুখ্যাদর্শনাৎ। মায়ামোহিতত্বে তদ্বৈমুখ্যস্যাবশ্যম্ভাবাৎ যোগমায়ামুপাশ্রিত ইতি তত্রোক্তেশ্চ। দুর্য্যোধনাদি শাল্বাদ্যসুরেষু বিশ্বরূপ-গরুড়বাহনাদিত্ব দর্শিষ্বপি নায়মীশ্বরঃ কিন্তু ধৃষ্টো যাদব ইতি মোহনং মায়য়ৈব ন তু যোগমায়য়া তেষাং ভগবদ্‌বৈমুখ্যদর্শ-নাদিত্যেবং **বিমুখমোহনং মায়য়া উন্মুখমোহনং যোগ-মায়য়েতি ব্যবস্থিতিঃ।**

যত্তু বাৎসল্যাদি মহাপ্রেমবতাং শ্রীযশোদানন্দা-দীনাং বিশ্বরূপ বরুণলোকাদি দর্শনান্তে বাৎসল্যাদি ভাবাবিকাত্বেনৈশ্বর্য্যজ্ঞানেঽপ্যসংভ্রমাদেবৈশ্বর্য্যাননুসন্ধান-লক্ষণং মোহনং তৎ ন যোগমায়য়া নাপি মায়য়া কিন্তু প্রেম্ন এব স স্বভাবঃ যঃ খলু ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানমাবৃণ্বন্ চিন্ময় সমতারসনয়া শ্রীকৃষ্ণং নিবধ্য প্রতিক্ষণং তস্মিন্ স্নেহাধিক্য-মুৎপাদয়ন্ তন্মাধুর্য্যাস্বাদমহোদধৌ ভক্তজনং নিমজ্জয়তীত্য-সাধারণলক্ষণজ্ঞাপ্যো ভবত্যতএব তত্রোক্তং "বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুরিতি" (ভাঃ ১০।৮।৪৩) পুত্রস্নেহময়ত্বং বাৎসল্যপ্রেম্নোঽসাধারণং লক্ষণং। মোহনত্বেন মায়া সাধর্ম্ম্যান্মায়ামিতি।" (ভাঃ ১০।১ ২৫ সারার্থ দর্শিনী)

'বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং' ইহার সারার্থ-দর্শিনী টীকায় শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—

"পুত্রস্নেহময়ীং স্বরূপে ময়ট্। পুত্রস্নেহরূপং প্রেমবিশেষং ব্যতনোদিত্যর্থঃ। মোহনসাধর্ম্ম্যান্মায়াং তেন চ তাং প্রেমাঙ্গাং চকারেত্যর্থঃ।"

অনুবাদঃ—কার্য্য এখানে দ্বিবিধ। **প্রথমতঃ** দেবকীর সপ্তমগর্ভাকর্ষণ ও যশোদার নিদ্রানয়ন, ইহা যোগমায়ার কার্য্য, মায়ার কার্য্য নহে। যেহেতু স্বনিয়ন্তা বলভদ্রাকর্ষণে মায়ার সামর্থ্যাভাব সূচিত হয়। যশোদার নিদ্রানয়নব্যাপারে রাজসত্ব অভাব-হেতু উহাও গুণময়ী মায়ার কার্য্য হইতে পারে না। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—চতুর্থী অবস্থা অতিক্রমপূর্ব্বক পঞ্চমী প্রেমময়ী অবস্থা সংশ্রিতা হরিপ্রিয়াগণের রজোবৃত্তিবিজৃম্ভিত নিদ্রা সম্ভব হইতে পারে না। তাদৃশ সিদ্ধভক্তে জড়মায়ার প্রভাব ক্রিয়া করিতে পারে না। **দ্বিতীয়তঃ** দেবকী-কন্যারূপে যে কংসবঞ্চনাদিকার্য্য তাহা মায়ার কার্য্য, যোগ-মায়ার নহে, যেহেতু তাদৃশ দুষ্টলোককে যোগমায়া স্পর্শ করেন না। সেই মায়া কংসহস্ত হইতে আকাশে উত্থিত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি রূপে নানা নামবিশিষ্ট স্থানে নানা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যেহেতু স্বয়ং মায়া-দেবীকর্ত্তৃকই উক্ত হইয়াছে (মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে ১১শ অধ্যায় ৪১-৪২ শ্লোক)—"বৈবস্বতমন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিযুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অন্য মহাসুরদ্বয় সমুৎপন্ন হইবে। তখন আমি নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে প্রাদুর্ভূত হইব এবং বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী হইয়া সেই দুই অসুরকে বিনাশ করিব।" আমার রাসলীলাদি সিদ্ধিনিমিত্ত যে ভগবৎপ্রেয়সীগণের পতি শ্বশ্রূ ইত্যাদি মোহনকার্য্য তাহা যোগমায়ারই কার্য্য, মায়ার কার্য্য নহে। যেহেতু তাঁহাদের মধ্যে কোন ভগবদ্‌বৈমুখ্য নাই। মায়ামোহিত হইলে ভগবদ্‌বৈমুখ্য অবশ্যম্ভাবী হইত। এজন্য 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' (ভাঃ ১০।২৯।১) [অর্থাৎ সম্প্রতি শরৎকালীন প্রস্ফুটিত মল্লিকা-কুসুমরাশিবিভূষিত সেই রজনী উপস্থিত দেখিয়া স্বয়ং ভগবান্ যোগমায়া নাম্নী স্বীয় অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তিকে আশ্রয় করিয়া বিহার করিতে (রাসাদিলীলা সম্পাদনার্থ) ইচ্ছুক হইলেন।] এই ভাগবতীয় বাক্যই ইহার প্রমাণ। দুর্য্যোধনাদি ও শাল্বাদি অসুর শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ ও গরুড়বাহন-ত্বাদিরূপ দর্শন করিয়াও 'ইনি ঈশ্বর নহেন, কিন্তু ধৃষ্ট যাদব' এই বলিয়া যে মোহিত হইয়াছিল, তাহাদের এইরূপ মোহনকার্য্য মায়াকর্ত্তৃকই সংঘটিত হইয়াছিল, যোগমায়ার কোন কার্য্য তথায় নাই। তাহাদের ভগবদ্‌বৈমুখ্যদর্শনহেতু বিমুখ-মোহন মায়ার এবং ভগবৎসাম্মুখ্যহেতু উন্মুখমোহন যোগমায়ার কার্য্য এইরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

আবার বাৎসল্যাদি মহাপ্রেমবিশিষ্ট শ্রীযশোদানন্দাদির

বিশ্বরূপ বরুণলোকাদি দর্শনান্তে বাৎসল্যাদি ভাবাধিক্য-হেতু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান সত্ত্বেও সম্ভ্রম রহিত হইয়া ঐশ্বর্য্যের অননুসন্ধানলক্ষণাত্মক যে মোহনকার্য্য, তাহা না যোগমায়ার, না মায়ার কার্য্য; পরন্তু তাহা প্রেমেরই একটি স্বতন্ত্র স্বভাব, যাহা ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানকে আবৃত করিয়া চিন্ময় মমতা-রজ্জু-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া-প্রতিক্ষণ তাঁহাতে-স্নেহাধিক্য উৎপাদন করতঃ ভক্তজনকে তাঁহার মাধুর্য্যাস্বাদমহাসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া ফেলা রূপ একটি অসাধারণ লক্ষণ জ্ঞাপ্য হয়। এইজন্য "যশোদা এইরূপে মৃদ্‌ভক্ষণরত শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ-স্বরূপ অবগত হইলে বিভু অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় পুত্রস্নেহময়ী বৈষ্ণবীমায়া বিস্তার করিয়া তাঁহাকে বাৎসল্যপ্রেমে অন্ধ করিয়া ফেলিলেন।" —এই ভাগবতবাক্যদ্বারা পুত্রস্নেহময়ত্বকে বাৎসল্যপ্রেমের অসাধারণ লক্ষণ বলিয়া জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মোহন-কার্য্যাদি মায়ার ধর্ম্ম বলিয়া মায়াসাধর্ম্ম্যবশতঃ এখানে 'মায়া' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। (শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—) 'পুত্রস্নেহময়ীং' এস্থলে স্বরূপে ময়ট্ প্রত্যয়। পুত্রস্নেহরূপ প্রেমবিশেষ বিস্তার করিলেন, ইহাই অর্থ। মোহনসাধর্ম্ম্যহেতু মায়া, তদ্দারা তাঁহাকে অর্থাৎ মাতা যশোদাকে প্রেমান্ধা করিয়াছিলেন, ইহাই মর্ম্মার্থ।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি ভব-পারাবারে॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী॥
শুনেছি আগমে বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখে বাঁধি করাও সংসার॥
শ্রীকৃষ্ণসাম্মুখ্য যা'র ভাগ্যক্রমে হয়।
তা'রে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয়॥
এদাসে জননী, করি অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ স্থান তুমি যোগমায়া॥
তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীব কৃষ্ণপায়।
কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায়॥
তুমি কৃষ্ণ-অনুচরী জগৎ-জননী।
তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণ চিন্তামণি॥
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোর পানে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাসবৃদ্ধি হো'ক প্রতিক্ষণে॥
বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব পারাবার।
ভকতিবিনোদ নারে হইবারে পার॥"

সপ্তশতী চণ্ডীতে তাঁহাকে 'বিষ্ণুমায়া' 'নারায়ণী' প্রভৃতি বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। তাহাতে তাঁহাকে ছোট করিয়া ফেলা হয় নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জৈবধর্ম্ম নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

'বিষ্ণুমায়া' বলিলে কি ক্ষুদ্রতা হয়? ভগবান্ বিষ্ণু পরমচৈতন্যস্বরূপ একমাত্র সর্ব্বেশ্বর—সকলেই তাঁহার শক্তি। 'শক্তি' বলিলে কোন বস্তু হয় না। শক্তি বস্তুর ধর্ম্ম। শক্তিকে (স্বতন্ত্রভাবে) সকলের মূল বলিলে নিতান্ত তত্ত্ববিরুদ্ধ হয়। শক্তি বস্তু হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না। কোন চৈতন্যস্বরূপ বস্তু আগে স্বীকার করা চাই। বেদান্তভাষ্য বলেন—"শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" অর্থাৎ শক্তি পৃথক্ বস্তু নয়, শক্তিমান্ পুরুষ একবস্তু, শক্তি তাঁহারই ইচ্ছাধীন গুণ বা ধর্ম্ম। যতক্ষণ শুদ্ধচৈতন্য আশ্রয় করিয়া শক্তি আপনার কার্য্যের পরিচয় দেন, ততক্ষণই সেই শক্তিকে শক্তিমান্ বস্তু হইতে অভেদ মনে করিয়া চৈতন্যরূপিণী, ইচ্ছাময়ী ও ত্রিগুণাতীতা বলিলে ভ্রম হয় না। ইচ্ছা ও চৈতন্য পুরুষাশ্রিত; শক্তিতে ইচ্ছা থাকিতে পারে না, পুরুষের ইচ্ছায় শক্তি কার্য্য করে। তোমার চলচ্ছক্তি আছে, তোমার ইচ্ছা হইলে সেই শক্তির কার্য্য হয়। 'শক্তি চলিতেছে' বলিলে কেবল শক্তিমানের চলাই বুঝায়। শব্দ ব্যবহার কেবল রূপক। ভগবানের একই শক্তি, চিৎকার্য্যে তিনি চিচ্ছক্তি, অচিৎ বা জড়কার্য্যে তিনি জড়শক্তি বা মায়া। বেদ বলেন, (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ ॥"

[মর্ম্মার্থ—"সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ, অতএব জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিতিসহকারে একসময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য্যপরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময় বৃন্দাবনে নিত্যলীলাবিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোনও বস্তুই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তিনি অবিচিন্ত্যশক্তির আধার। তাঁহার অবিচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্য শক্তির নাম—পরাশক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা।]

[ক্রমশঃ]

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য কি ?

উত্তর—বিচার দুই প্রকার—প্রেয়ঃপর ও শ্রেয়ঃপর। শ্রেয়ের অনুসন্ধানই প্রয়োজনীয়। প্রেয়ঃ অতি সুলভ; কিন্তু শ্রেয়ঃ সহজলভ্য নহে। শ্রেয়ে আত্মার প্রেয়ঃ আছে, কিন্তু বহির্ম্মুখ মানসিক প্রেয়ে আত্মার শ্রেয়ঃ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত বল্‌ছেন—অনেক জন্মের পর মনুষ্যজন্ম লাভ হয়েছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। এই জন্ম অনিত্য কিন্তু পরমার্থপ্রদ। স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগপূর্ব্বক শরণাগত হ'য়ে নিষ্কপটে ভজন কর্‌লে একজন্মেই ভগবৎ-প্রাপ্তি হ'তে পারে। অতএব ধীরব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে নিঃশ্রেয়ঃ বা চরম কল্যাণ লাভের জন্য যত্ন করবেন। আহার-বিহারাদি বিষয় সকল জন্মেই পাওয়া যায়, কিন্তু পরমার্থ অন্য জন্মে লভ্য নহে।

আমাদের যে কোন জন্ম হোক না কেন, বিষয় লাভ প্রত্যেক জন্মেই হ'বে। মনুষ্য না হ'লেও বিষয় সবজন্মেই পাওয়া যা'বে।

মনুষ্যজন্মে শ্রেয়ের অনুসন্ধানই কর্ত্তব্য। প্রেয়ের অনুসন্ধান পশুতেও করে। মনুষ্যজাতির বিশেষত্ব—আমরা কাণ দিয়ে শুন্‌তে পারি এবং শ্রুত বিষয়ের আলোচনা করতে পারি। কিন্তু পশুদের পরস্পর আলোচনার সক্ষমতা নাই। যা'তে শ্রেয়ঃ লাভ হয়, সে বিষয়ে লাভ কর্‌তে পারি মনুষ্য-জন্মে। যা'তে আত্মমঙ্গল হয় তৎসম্বন্ধে চিন্তা না কর্‌লে সাধারণ নিম্নশ্রেণীর ন্যায় বিচার হ'য়ে যায়। কিন্তু আমাদের বিবেক আছে। দেবজন্ম হ'লেও ভোগে উন্মত্ত হ'য়ে পড়ব—সদসদ্ বিচার চাপা পড়বে। এখানে প্রাকৃত সুখ-দুঃখ উভয়ই পাওয়া যায়, কিন্তু দেবজন্মে কেবল প্রাকৃত সুখ। প্রাকৃত ব'লে সেই সুখও নিত্যস্থায়ী নহে—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।'

মনুষ্যজীবনে অনেক কাজ প'ড়ে গে'ছে। প্রভু সেজেছি—কার্য্যের কর্ত্তা বলে নিজেকে অভিমান কর্‌ছি—ভগবানের সেবা বঞ্চিত হ'য়ে অপরের সেবা গ্রহণ কর্‌ছি। বিভিন্ন বস্তুর প্রার্থী হ'য়ে বিভিন্ন দেবদেবীর সেবা কর্‌ছি। ধর্ম্মের জন্য সূর্য্যের, অর্থের জন্য গণেশের, কামের জন্য শক্তির এবং মোক্ষের জন্য শিবের উপাসনা কর্‌ছি। ইহা বস্তুতঃ পূজা নহে—পূজ্যকে আমার বস্তু সরবরাহ কর্‌বার সেবকই ক'রে ফেল্‌ছি।

সেবা বলে কাকে, তা জানা দরকার। শুধু সেব্যের

আনন্দবিধানের জন্যই সেবা। শ্রীহরি সকলের মূল (Fountainhead); আমরা সকলে সেই শ্রীহরিরই সেবক, তাঁ'র সেবাই আমাদের ধর্ম্ম, কার্য্য বা কর্ত্তব্য। তাঁ'র সেবা কর্‌লে সকলেরই সেবা হ'য়ে থাকে। 'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন' শ্লোকই তার প্রমাণ।

বাস্তব বস্তু যাহা, তাহা না জানার দরুণ যত অসুবিধার সৃষ্টি হ'য়েছে। এই অসুবিধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। মনুষ্যজন্মে তাহা সম্ভব। আমরা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যদি সাধুর নিকট ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করি, তা' হ'লে ইহজগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের দ্বারা আমরা বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় আকৃষ্ট হ'ব না। তখন ভগবানের নিত্য আকর্ষণে আকৃষ্ট থাক্‌ব।

দুনিয়াদারীতে যাঁরা ব্যস্ত আছেন, তাঁরা অধোক্ষজের সেবা বুঝ তে পারেন না। কিন্তু অধোক্ষজের কথাই আলোচনা করা দরকার। কি ক'রে আলোচনা হ'বে? সাধুসঙ্গপ্রভাবে।

সাধুগণের সঙ্গ করা দরকার। বদ্ধজীবের সঙ্গক্রমে আমাদের অসুবিধা উপস্থিত হচ্ছে। সাধুর প্রকৃত সঙ্গ হ'লে ভগবানের শক্তির উপলব্ধি হবেই। সাধুসঙ্গের অভাব হ'লে জগতের শক্তিদ্বারা অর্থাৎ মায়াশক্তিদ্বারা প্রতারিত হব।

আমরা অহঙ্কারবিমূঢ়তাত্মত্ব হ'তে মুক্ত হ'তে পার্‌বো—যদি হরিতে প্রপন্ন হই। তদ্ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

ভগবানই পূর্ণবস্তু—জীবের একমাত্র উপাস্য বস্তু বা আশ্রয়। তাঁর সেবা লাভ কর্‌তে হ'লে তাঁর সন্ধানদাতা-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌তে হবে:

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে বৈকুণ্ঠনাম, অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম পাওয়া যায়। সেই নামের আভাসেই সংসার হ'তে মুক্তি হয়। ভগবানের নাম কর্‌লে আর মাতৃকুক্ষিতে আস্‌তে হয় না-"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।" এ সব কথা একবার শুনে যদি বুঝ্‌তে না পারা যায়, তবে পুনঃ পুনঃ শুন্‌তে হবে। শব্দব্রহ্মের—শ্রুতির—বেদের যিনি আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেন না, তাঁকে আবার সংসারে আস্‌তে-হ'বে—পুনরাবর্ত্তন কর্‌'তে।

ভগবানকে যিনি দেখিয়ে দিতে পারেন, যিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করেন, তাঁর নিকটেই ভগবানের সেবার কথা শুন্‌তে হ'বে। শ্রীভগবানের সেবাগার ও শিক্ষাগারই মঠমন্দির।

ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ ভক্তিচোখে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন। সাধুর কৃপা হ'লে আমরাও হৃদয়ে ভগবানকে দেখ্‌তে পাব। ভক্তিচোক্ষে ভগবদ্দর্শন হয়। এই চোখ দিয়ে দেখ্‌লে পৃথিবীর জিনিষ দেখা হবে। এ জগতের ব্যাপারে যদি মুগ্ধ হয়ে পড়ি, তাহলে আর ভগবান্‌কে জান্‌তে পার্‌লাম না।

আমরা একটুও সময় নষ্ট কর্‌ব না। সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বসুখের আধার যে ভগবান্, তাঁর বিষয় চিন্তা কর্‌বো—তাঁর অনুশীলন কর্‌বো। তৎফলে ভগবদ্দর্শনের বাধাগুলি সড়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা দ্বারাই আমাদের পরমমঙ্গল লাভ হবে। যে মুহূর্ত্তে বুঝ্‌তে পার্‌বো—ভগবদ্বস্তু আমার প্রভু, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সুবিধা হবে। এ জগতে আরাধনা কর্‌বার কোন বস্তু নাই।

ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তনেই বাস্তবিক মঙ্গল হবে। ভগবান্‌কে ভুলে কর্ত্তাভিমানে যে কর্ম্ম করা যায়, তাতে শুধু অমঙ্গলের কথা।

আমরা বর্ত্তমানে স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছি—জড় জগতের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হ'য়েছি, আবার ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়ে নিত্যস্বভাবকে প্রকট কর্‌তে হবে।

আমরা চিরদিন এ পৃথিবীতে থাক্‌তে পার্‌বো না। যাঁরা ভগবানের সেবা চান, তাঁরা জগতের কিছু চান না। তাঁরা অকিঞ্চন। জগতের মঙ্গলের জন্য—নিজের ভাবী মঙ্গলের জন্য নিষ্কিঞ্চন হ'য়ে ভগবানের ভজন করাই কর্ত্তব্য। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কাহার নিকট কথা শুন্‌তে হ'বে?

উত্তর—শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে ভগবৎকথা শুন্‌তে হ'বে। এবং সেই শ্রুতবাণী ইষ্টদেবের সুখার্থ অন্য শুশ্রূষুর নিকট কীর্ত্তন কর্‌তে হ'বে—অশ্রদ্দধানের নিকট নহে।

গুরুর নিকট শ্রবণ করতে হ'বে—পাষণ্ডের নিকট নহে। ভুলবশতঃ অভক্তকে গুরু করলে তা'কে বর্জ্জন ক'রে পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর কৃপা গ্রহণ করতে হ'বে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীহরিই কি একমাত্র কর্ত্তা?

উত্তর—শ্রীহরিই সাক্ষাৎ কর্ত্তা বা স্বতন্ত্রপুরুষ। আর জীব অস্বতন্ত্র প্রযোজ্য কর্ত্তা, তাহার সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব নাই। তদধীন জীবের গৌণকর্ত্তৃত্ব। মাতা পুত্রকে দুগ্ধ খাওয়াই-তেছেন। পুত্র প্রযোজ্য বা গৌণকর্ত্তা, আর মাতা প্রযোজক কর্ত্তা। (ভাঃ ৫।৭।৬ চক্রবর্ত্তী টীকা)

ভগবান্ স্বতন্ত্রকর্ত্তা হইলেও জীবের অজ্ঞানজন্য 'আমি স্বতন্ত্রকর্ত্তা'—এরূপ মনে হয়। তাহাই বন্ধনের কারণ। (ঐ তথ্য)

প্রশ্ন—স্ত্রীসঙ্গ কি ভয়াবহ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—'স্ত্রীসঙ্গো মোহয়েল্লোকং সাধুসঙ্গঃ প্রবোধয়েৎ।' স্ত্রীসঙ্গ ভক্তির মহান্ অন্তরায়। তস্মাচ্চ জীবন্মুক্তেনাপি ভেতব্যম্। (ভাঃ ১১।২৬।১ চক্রবর্ত্তী টীকা)

বিদ্যা, তপস্যা, শাস্ত্রশ্রবণ, সন্ন্যাস প্রভৃতি সকল সদ্-গুণ দ্বিতীয়াভিনিবেশের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়স্বরূপা স্ত্রীসঙ্গ-পিপাসা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। (ভাঃ ১১।২৬।১২)

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃই মন চঞ্চল হয়। ঐজন্য বিষয় হ'তে দূরে থাকবে।

'বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ মনঃ ক্ষুভ্যাতি নান্যথা। নির্জ্জনে স্থিত ব্যক্তির কখন কখন চিত্ত চাঞ্চল্য দেখা যায় কেন? স খলু প্রাচীনস্ত্রীদর্শনসংস্কারোত্থ এব। (ভাঃ ১১।২৬।২২, ২৩ টীকা)

প্রশ্ন—নামেই ত সর্ব্বসিদ্ধি হয়, তবে দীক্ষামন্ত্রগ্রহণের আবশ্যকতা কি?

উত্তর—জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলেছেন—মন্ত্রসমূহ ভগবন্নামাত্মক; মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে—মন্ত্র ভগবন্নামের সহিত নমঃশব্দাদিভূষিত। মন্ত্রসমূহে শ্রীভগবান ও শ্রীনারদাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক শক্তিবিশেষ নিহিত আছে। মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত মন্ত্রোচ্চারণকারীর সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপন্ন করে। মন্ত্রে যে নিরপেক্ষ নামসমূহ আছেন, তাহাই পরম পুরুষার্থ ফল পর্য্যন্ত দানে সমর্থ। তা'হলে এখন প্রশ্ন—মন্ত্র অপেক্ষা যখন নাম অধিক সামর্থ্য লাভ করেছেন, তখন নামকীর্ত্তনকারীর মন্ত্র-দীক্ষার অপেক্ষা কেন? তদুত্তর এই যে যদিও নামে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় বলে নামকীর্ত্তনকারীর দীক্ষার অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তথাপি প্রায়ই স্বাভাবিক ভোগপর দেহাদি সম্বন্ধ থাকায় কদর্য্যস্বভাব বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবগণের সেই সেই কদর্য্যস্বভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য সঙ্কোচের জন্য শ্রীনারদাদি ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে কোথাও কোথাও মন্ত্রদীক্ষার কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপন করেছেন। এজন্যই শাস্ত্র বলেন—সদ্গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ না করলে প্রায়শ্চিত্তাই হ'তে হয়। (ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৪ অনুচ্ছেদ)

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলেছেন—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩-৭৪)

নামাভাসে মুক্তি হয়। কিন্তু মন্ত্রসিদ্ধিতে মুক্তি হয়ে থাকে—এ কথা শাস্ত্র বলেন।

প্রশ্ন—সিদ্ধ ও সাধকের দর্শনে কি পার্থক্য?

উত্তর—মহাভাগবত আকার দর্শন না করে সর্ব্বত্র শ্যামসুন্দররূপ দর্শন করেন। আকারাভ্যন্তরে রূপং অতুলং শ্যামসুন্দরম্। বোতলের মধ্যে শিশুর লেবেন্চুস্ দর্শনবৎ। দর্পণে মুখদর্শনের সময় কাচ দর্শন হয় না, তদ্বৎ। আর সাধকগণ প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে শ্রীহরির অধিষ্ঠান দর্শন করে প্রণাম বা সম্মান করেন।

সিদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র ভগবান্‌কে দর্শন করেন না। যখন দর্শনোৎকণ্ঠা অত্যধিক প্রবল হয়, তখন 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' রীতি অনুসারে সকলকে নিজের ব্যাকুল মনে করেন। (ভাঃ ১১।২।৪১।৪৫)

প্রশ্ন—ভক্ত কা'কে কৃপা করেন?

উত্তর—যা'কে স্বতঃই কৃপা কর্‌তে ইচ্ছা হয়, ভক্ত তা'কেই কৃপা করেন, সকলকে করেন না।

ভগবদ্বিদ্বেষীকে ভক্ত উপেক্ষা করেন, কারণ তা'র প্রতি কৃপায়া বৈফল্যাদর্শনাৎ। কিন্তু নিজের বিদ্বেষী হ'লে ভক্ত তা'কে অজ্ঞ জেনে দূরে অবস্থান পূর্ব্বক তার শুভাকাঙ্ক্ষা করেন—ইহাই সদাচার। জীবকে ভগবদুন্মুখ করাই সর্ব্বোত্তম কৃপা। (ভাঃ ১১।২।৪৬ টীকা)

প্রশ্ন—শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে বাস কি মহামঙ্গলকর?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শিবপুরাণ বলেন—'শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পুরাণপুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণু সাক্ষাৎ বিরাজ কর্‌ছেন। সেই ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে সপ্তপ্রকারের মধ্যে যে কোন প্রকারে ভজন কর্‌লে মুক্তি প্রদান করেন। সপ্তপ্রকার যথা—স্মরণ, মহাপ্রসাদ ভোজন, ধ্যান, নামকীর্ত্তন, ক্ষেত্রে বাস, দেহত্যাগ ও দর্শন।

শ্রীদেবকীনন্দন স্বয়ংই দারুময় জগন্নাথ মূর্ত্তি ধারণ করে পুরীধামে ক্রীড়া কর্‌ছেন।

(বৃঃ ভাঃ ২।৫।২১২ও২৩৭ টীকা)

প্রশ্ন—প্রেমলাভের উপায় কি?

উত্তর—প্রেমপ্রাপ্তির মুখ্যকারণ—শ্রীকৃষ্ণের কৃপা। কোন স্থলে সেই কৃপা অকস্মাৎ হয়, কোন স্থলে বা সাধন-ক্রমে সেই কৃপা উদয় হয়। প্রেমের নিদান বা মুখ্য কারণ—কেবল কৃষ্ণের কৃপাতিশয্য।

প্রেম্ণো নিদানং মুখ্যকারণং কেবলং শ্রীকৃষ্ণস্য কৃপা-তিশয় এব, তচ্চ কস্যচিজ্জনস্য অকস্মাৎ সাধনবিনৈব সহসা উদেৎ আবির্ভবেদ্বা, কস্যচিচ্চ সাধনক্রমাৎ পারম্পর্য্যাদ্বা উদেৎ। উভয়ত্র কৃষ্ণকরুণাকেই মূল বলিয়া জানিবে।

(বৃঃ ভাঃ ২।৫।২১৫ টীকা চ)

প্রশ্ন—বিশেষ কৃপা ও সাধারণ কৃপার কি বৈশিষ্ট্য?

উত্তর—একটী ভগবৎপ্রসাদজ কৃপা, আর অপরটী সাধনাভিনিবেশজ কৃপা। দৃষ্টান্ত যথা—কোন বদান্য ব্যক্তি হ'তে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি পক্ক অন্ন লাভ করেন, আবার কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি তণ্ডুল, পাকপাত্র ও কাষ্ঠাদি লাভ করে থাকেন। দাতাই যেমন যথাযোগ্য দ্রব্যাদি বিতরণ করে থাকেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ পাত্র বিবেচনা করে যথাযোগ্য কৃপা করে থাকেন। অতএব সাধকগণ শ্রীকৃষ্ণকৃপাতেই সাধন প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

(বৃঃ ভাঃ ২।৫।২১৬ টীকা)

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণের দয়া কি অত্যদ্ভুত?

উত্তর—নিশ্চয়ই। ঈশ্বর নিশ্চয়ই নিজ সেবাযোগ্য ফলদানে সমর্থ। পরমস্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ অল্পমাত্র ভজনশীল ব্যক্তিকেও শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মহাফল প্রদান করেন। স্বীয় ভগবৎমহিমাবিষয়ে অনভিজ্ঞ কোন অজ্ঞ ব্যক্তিও যদি কেবল অন্য দৃষ্টিতে অথচ কোন ভক্তের অনুগামী হ'য়ে ভজন করে, অথচ ঈষৎমাত্র আশ্রয় করেও ভজন করে, তাকেও ভগবান্ সাক্ষাৎ শ্রেয়ঃ প্রদান করেন।

দুর্গম শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তরভজনকারী বা কদাচিৎ ভজন-কারী ভক্তগণের পক্ষেও সুগম অর্থাৎ পরমাশ্রয় ও পরম সম্পৎ। ই'হাদিগকে তিনি কৃপা করেন। এমন কি যারা কখন ভজন করে না, কিন্তু কোনরূপ ভক্তিসম্বন্ধ মাত্র আছে এরূপ পূতনাসদৃশ জনকেও শ্রীকৃষ্ণ মহাফল প্রদান করেন—এত তাঁর দয়া।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভক্তি করিয়ে উপকারী বন্ধুর ন্যায় ভক্তের প্রতি সন্তোষযুক্ত হ'য়ে থাকেন।

(বৃঃ ভাঃ ২।৭।১৪৮ও১৫৭টীকা)

গুরুর আশীর্ব্বাদে সর্ব্বার্থসিদ্ধি

[মহাভারতে বর্নিত ইতিবৃত্ত]

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ শ্রীঅর্জ্জুন মহারাজের পুত্র অভিমন্যু, তৎপুত্র শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ। শ্রীপরীক্ষিতের পুত্র রাজা জনমেজয় তক্ষশিলাদেশ জয় করিয়া তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে শ্রীআয়োদ-

ধৌম্য নামক এক ঋষি বাস করিতেন। উক্ত মুনিবরের তিনটী শিষ্য ছিল—উপমন্যু, আরুণি ও বেদ। আরুণি পাঞ্চালদেশীয় ছিলেন। একদিন ঋষি আয়োদধৌম্য শিষ্য আরুণিকে আদেশ করিলেন,—'বৎস আরুণি, তুমি এখনই ক্ষেতে যাও। ক্ষেতের জল নিঃসরিত হইতেছে। আলিবন্ধন করিয়া উহার গতিরোধ কর।' শ্রীগুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আরুণি তন্মুহূর্ত্তে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও জলের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া আরুণি বিমর্ষ চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে নিজের দেহের দ্বারাই উক্ত নিঃসরণ বন্ধ করিবেন স্থির করিয়া কেদারখণ্ডে শয়ন করিয়া থাকিলেন—তাহাতে জলের গতি রুদ্ধ হইল।

এদিকে আরুণিকে দেখিতে না পাইয়া ঋষি আয়োদধৌম্য শিষ্যগণকে তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্যগণ বলিলেন,—'হে ভগবন্, আপনি তাঁহাকে ক্ষেতে আলিবন্ধন করিতে পাঠাইয়াছেন। তিনি আপনার আজ্ঞায় সেই যে চলিয়া গিয়াছেন, আর ফিরেন নাই।' ইহা শুনিয়া মুনিবর শিষ্যগণকে লইয়া ক্ষেতে পৌঁছিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে আরুণির নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন—'বৎস আরুণি, তুমি কোথায় আছ, শীঘ্র আইস।' শ্রীল গুরুদেবের আহ্বান শুনিতে পাইয়া আরুণি সহসা কেদারখণ্ড হইতে উত্থিত হইলেন এবং শ্রীল গুরুদেবের চরণসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন—'হে প্রভো! আপনার আজ্ঞায় ক্ষেতের জল নিঃসরণ বন্ধ করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় পরিশেষে উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া কেদারখণ্ডে শয়ন করিয়া জল নিঃসরণ বন্ধ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার আহ্বান শুনিতে পাইয়া কেদারখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া আপনার চরণসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আপনার শ্রীচরণাশ্রিত দাসের প্রতি আজ্ঞা করুন কি করিতে হইবে? তৎশ্রবণে মুনিবর প্রসন্ন হইয়া কহিলেন 'বৎস, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি কায়মনোবাক্যে আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার মঙ্গল হউক, সর্ব্বার্থসিদ্ধি হউক, সমুদয় বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউক। তুমি কেদারখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইয়াছ, অতএব তুমি আজ হইতে উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ হইবে।'

অনন্তর ঋষি আয়োদধৌম্য এক দিবস তাঁহার দ্বিতীয় শিষ্য উপমন্যুকে গাভীগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করিলেন। শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে উপমন্যু যত্নের সহিত গোসেবা করিতে লাগিলেন। গোরক্ষাসেবায় তাঁহার সমস্ত দিন অতিবাহিত হইত। প্রতিদিন সায়ংকালে তিনি গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করতঃ শ্রীগুরুদেবের চরণসমীপে উপস্থিত হইতেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। এইভাবে কিছুদিন ব্যতীত হইল। উপমন্যুকে দিন দিন স্থূলকায় হইতে দেখিয়া একদিন মুনিবর জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস উপমন্যু, তুমি কি ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ কর। তোমাকে স্থূলকায় দেখিতেছি কেন?' উপমন্যু কহিলেন—'প্রভো! আমি ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি।' ঋষি আয়োদধৌম্য কহিলেন—'আমার অনুমতি ব্যতীত কখনও ভিক্ষান্ন ভোজন করিবে না।' শ্রীল গুরুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু তৎপর দিবস হইতে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন তৎ সমুদয় শ্রীল গুরুদেবকে সমর্পণ করিতেন। মুনিবর ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তাহাকে কিছুই দিতেন না। উপমন্যু শ্রীল গুরুদেবের যেরূপ ইচ্ছা তাহাই হউক বিচার করিয়া প্রত্যহ গোচারণে যাইতেন এবং রাত্রিকালে গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীল গুরুদেবকে প্রণাম করিতেন। উপমন্যুকে তথাপি পূর্ব্বের ন্যায়ই স্থূলকায় দেখিয়া মুনিবর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস উপমন্যু, তোমার সম্পূর্ণ ভিক্ষান্ন আমি গ্রহণ করি। এখন তোমার কি ভাবে নির্ব্বাহ হয়?'

উপমন্যু কহিলেন—'আমি পূর্ব্বকৃত ভিক্ষান্ন আপনাকে সমর্পণ করিয়া পুনরায় ভিক্ষা করি, তাহাতে আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।' ইহা শুনিয়া মুনিবর কহিলেন—'ইহা গুরুকুলবাসী ব্যক্তির উপযুক্ত নহে, কারণ ইহাতে অন্য ভিক্ষোপজীবিগণের বৃত্তি হানি হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ ভিক্ষার দ্বারা তোমার বিষয়লোলুপতাই সূচিত হইতেছে।' শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া উপমন্যু পুনর্ব্বার ভিক্ষা

হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যহ গোসেবা, সায়ংকালে গুরুগৃহে প্রত্যাগমন, শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম যথারীতি করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে ঋষি আয়োদধৌম্য উপমন্যুকে পূর্ব্বের ন্যায়ই স্থূলকায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস' তুমি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাও, তৎসমুদয় আমাকে অর্পণ কর, পুনর্ব্বার ভিক্ষা কর না, তথাপি তোমার শরীর এতাদৃশ স্থূল দেখিতেছি কেন? এখন তুমি কি খাও?' উপমন্যু কহিলেন—'গাভীগণের দুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করি।' শ্রীল গুরুদেব কহিলেন,—'আমি তোমাকে দুগ্ধ পান করিতে অনুমতি দেই নাই। আমার আজ্ঞা ছাড়া তোমার দুগ্ধ পান করা উচিত হয় নাই।' উপমন্যু শ্রীল গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পূর্ব্ববৎ গোসেবা আদি করিতে লাগিলেন। তৎসত্ত্বেও উপমন্যুকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া মুনিবর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস উপমন্যু, তুমি ভিক্ষান্ন গ্রহণ কর না, পুনরায় ভিক্ষা কর না, দুগ্ধও পান কর না, তথাপি তোমার শরীর পূর্ব্ববৎ পুষ্ট দেখিতেছি কেন? এখন তুমি কি ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ কর?' উপমন্যু কহিলেন—'হে প্রভো, বৎসগণ যখন মাতৃস্তন পান করে তখন তাঁহাদের মুখ হইতে যে ফেন বাহির হয় তাহাই পান করিয়া জীবন ধারণ করি।' তৎশ্রবণে মহর্ষি কহিলেন, 'গোবৎসগণ তোমার প্রতি দয়াবান হইয়া প্রচুর পরিমাণে ফেন উদ্গীরণ করে। তুমি ফেন পান করিয়া বৎসগণকে বঞ্চিত করিতেছ। অতএব তোমার ফেন পান করাও কর্ত্তব্য নহে।' উপমন্যু গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পূর্ব্ববৎ গোসেবাদি করিতে লাগিলেন। শ্রীল গুরুদেব কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় তিনি ভিক্ষান্ন ভোজন করেন না, পুনর্ব্বার ভিক্ষা করেন না, দুগ্ধ পান করেন না, এমন কি বাছুরের মুখোদ্গীর্ণ ফেনও পান করেন না। অতঃপর একদিবস তিনি বনমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুদ্বয় নষ্ট হইল। তিনি অন্ধ হইয়া একটী কূপে পতিত হইলেন। সূর্য্য অস্তমিত হইলেন, তথাপি উপমন্যু গৃহে প্রত্যাগমন না করায় ঋষি আয়োদধৌম্য শিষ্যগণকে কহিলেন—'উপমন্যুর ফিরিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন?' শিষ্যগণ বলিলেন—'উপমন্যু গোরক্ষার জন্য সম্ভবতঃ বনে গমন করিয়াছেন।' মুনিবর কহিলেন—'আমি উপমন্যুর সমস্ত আহার নিষেধ করিয়াছি, তাহাতে সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে, এইজন্য এখনও আসিতেছে না। অতএব তাহাকে অন্বেষণ করা উচিত।'

এইরূপ বলিয়া ঋষি আয়োদধৌম্য শিষ্যগণকে লইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে উপমন্যুর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন—'বৎস উপমন্যু, তুমি কোথায় আছ, শীঘ্র আইস।' উপমন্যু গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করিলেন—'প্রভো, আমি এই কূপে পতিত হইয়াছি।' ঋষি কহিলেন—'তুমি কিরূপে কূপে পতিত হইলে?' উপমন্যু কহিলেন—'অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়া অন্ধ হইয়াছি, তাহাতে কূপে পতিত হইয়াছি।' মুনিবর উপমন্যুকে দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীগুরুর আজ্ঞায় উপমন্যু অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ঋগ্বেদবিহিত বাক্যদ্বারা স্তব করিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে একটী পিষ্টক প্রদান করিয়া ভক্ষণ করিতে বলিলেন। উপমন্যু গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোনও দ্রব্য গ্রহণ করেন না বলিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহার অবিচলিতা গুরুভক্তি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাহাদের আশীর্ব্বাদে উপমন্যু উত্তম চক্ষু ও হিরণ্ময় দন্ত লাভ করিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট বর লাভ করিয়া উপমন্যু নিজ গুরুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইলে মুনিবর প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—'বৎস উপমন্যু, আমার আশীর্ব্বাদে সমুদয় বেদজ্ঞান তোমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউক। তোমার মঙ্গল হউক।'

অতঃপর ঋষি আয়োদধৌম্য তাহার তৃতীয় শিষ্য বেদকে এক দিবস আদেশ করিলেন—'বৎস বেদ! তুমি কিছুকাল আমার গৃহে থাকিয়া গুরুশুশ্রূষা কর। তোমার মঙ্গল হইবে।' বেদ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অতীব যত্নের সহিত গুরুসেবা করিতে লাগিলেন। মুনিবর সেবার অত্যন্ত গুরুভার অর্পণ করিতে থাকিলেও বেদ শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া অবিচলিত ভাবে শ্রীগুরুমনোভীষ্ট সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কোনও দিন গুরুদেবের কোনও আদেশের প্রতিকূলাচরণ করেন নাই। বহুকাল এইরূপ শুশ্রূষা করিলে গুরুদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—'বৎস বেদ, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি বেদজ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিবে।'

আরুণি, উপমন্যু ও বেদ—তিনজন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের গুরুসেবার আদর্শ পরমার্থলিপ্সু নিঃশ্রেয়সার্থিগণকে সর্ব্বদাই অনুপ্রাণিত করিবে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতরহস্য

[ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্‌-এ]

(পূর্ব প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৭৫ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীব্যাসদেব কলিহত জীবের কল্যাণের জন্য বেদবিভাগ, ব্রহ্মসূত্র রচনা, মহাভারত পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াও চিত্তে প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কার্য্যে কোথাও যেন ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে এই চিন্তায় বিষণ্ণভাবে নিজ আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া ব্যাসদেবের চিত্তে অপ্রসন্নতার কারণ নির্দ্দেশ ও উহা দূরীকরণের জন্য যে উপদেশ দিয়াছিলেন উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পত্রিকার পূর্ব্বসংখ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে। ঐখানেই **শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার** কথা আরম্ভ হইয়াছে (পত্রিকার ৮ম সংখ্যা ১৭৩ পৃষ্ঠার মধ্যাংশ—পাঠকগণের সুবিধার জন্য ওখানে শিরোনামা দেওয়া উচিত ছিল, ত্রুটী মার্জ্জনীয়)। চিত্তে অপ্রসন্নতার কারণ নির্দ্দেশ সম্বন্ধে প্রথম দুইটী কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ম সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। উহারই অনুসরণে বর্ত্তমান সংখ্যায় আলোচনা। ব্যাসদেবের প্রতি দেবর্ষির উক্তি—

(৩) আপনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে প্রধান পুরুষার্থরূপে বর্ণনাপূর্ব্বক ঐ সকল কাম্যবস্তু লাভার্থে যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকে 'ধর্ম্ম' নামে ব্যবস্থা করিয়াছেন, উহা আপনার অন্যায় হইয়াছে।

দেবর্ষি নারদ স্নেহকোমল অথচ তীব্র কঠোর ভাষায় তাই শ্রীব্যাসদেবকে বলিতেছেন—

"জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥" ভাঃ (১।৫।১৫)

অর্থাৎ জীব স্বভাবতঃই বিষয়াসক্ত চিত্ত—সেজন্য নিন্দ্য কাম্যকর্ম্মাদির অনুরাগী। ঐসকল ব্যক্তির ধর্ম্মের জন্য আপনি যে কাম্য-কর্ম্মাদির বিধি দিয়াছেন তাহাতে আপনার মহান্ অন্যায় করা হইয়াছে, যেহেতু আপনার বাক্যে উহাই মুখ্যকর্ম্ম প্রাকৃত জীবের তাহাই বিশ্বাস হইবে এবং অন্য কাহারও নিকট হইতে ঐ সকল কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির উপদেশ পাইলেও উহারা তাহা মানিবে না বা বুঝিবে না। [ব্যাসদেব সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের প্রচারক হিসাবে তাঁহার প্রণীত মহাভারত ও পুরাণাদিতে কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। শ্রীহরির মহিমা গৌণভাবে বর্ণনা করিয়া নিন্দ্য কাম্য-কর্ম্মাদির প্রচুর বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে অজ্ঞ লোক ঐ সকল কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যবস্থার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ঐ সকল কর্ম্মেই নিষ্ঠাবান্ হইয়া সেই সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে—পরিশেষে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া নিজ নিজ সর্ব্বনাশ সাধন করিবে—উহারা ভক্তি-বিমুখতাকেই প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া নিরয়গামী হইবে। যেখানে কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যবস্থায় ইহকাল ও পরকালে ভুক্তীচ্ছা কিংবা উহার বিপরীত কর্ম্মত্যাগের দ্বারা মুক্তীচ্ছা সেখানে শুদ্ধাভক্তি উন্মূলিত হইয়া যায়। ভগবদ্‌বিমুখ জীব নিজ স্বরূপ বিস্মৃতিহেতু ভোগময়ী প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সংগ্রহে তৎপর হয়। ভগবৎসেবাবর্জ্জিত ক্রিয়াকলাপে যে ধর্ম্ম উপার্জিত হয় তাহার ফলস্বরূপ অর্থ এবং অর্থের ফলস্বরূপ কাম বা ইন্দ্রিয়প্রীতি বা ফলভোগ—পুনঃপুনঃ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের চক্রেই আবর্ত্তিত করায়। যাঁহারা কর্ম্মফলভোগ অনিত্য ও দুঃখ মিশ্রিত মনে করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম পরিহারপূর্ব্বক নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে বা পরমাত্মসান্নিধ্য লাভের চেষ্টায় থাকেন তাঁহারাও জীবাত্মার নিত্যস্বরূপ (কৃষ্ণদাসত্ব) লাভে বঞ্চিত হইয়া পরিপূর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারেন না। চিত্তের

পরিপূর্ণ প্রসন্নতা লাভের একমাত্র উপায় ভগবৎ প্রীতি-সম্পাদন বা কৃষ্ণসেবা।]

দেবর্ষি ব্যাসদেবকে জীবের কল্যাণের জন্য তাহাদিগকে ঐ সকল নিন্দ্য কাম্যকর্ম্মাদিতে প্রবৃত্ত না করাইয়া তাহাদিগকে শ্রীহরির ভুবনমঙ্গল লীলাকথায় প্রবৃত্ত করাইয়া ঐ লীলাকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের দ্বারা তাহাদিগের হৃদয়ে অচ্যুতের প্রতি ভক্তি উৎপাদনের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন। কেহ হয়ত বলিবেন নিবৃত্তিমার্গে সাধনদ্বারাও ব্রহ্মস্বরূপ অনুভবের সুখলাভ হইতে পারে, সুতরাং লীলাশ্রবণ কীর্ত্তনাদিদ্বারা ভক্তি উৎপাদনের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে দেবর্ষি বলিতেছেন যে—নিবৃত্তিমার্গের সাধনা অনেক লোকই করিতে পারে না, যেহেতু সাধারণ জীব প্রবৃত্তি-মার্গেই থাকে এবং সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ সৃষ্ট বাসনা দ্বারাই পরিচালিত হয়। তাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞানশূন্য—সেজন্য দেহাদিতেই আসক্ত। ঐসকল লোককে শ্রীহরির মাধুর্য্যদ্বারা মুগ্ধ করিয়া ভক্তিমার্গে আনয়ন করার জন্য তাঁহার লীলাকীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন।

(৪) নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মসকলও (বর্ণাশ্রমগত স্বধর্ম্ম) পরিত্যাগ করিয়া হরিভক্তির উপদেশ—

দেবর্ষি নারদ এপর্য্যন্ত কাম্য কর্ম্মাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীহরির লীলা কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন। এখন বলিতেছেন শুধু কাম্য কর্ম্মাদি ত্যাগ নহে, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মসকলও (বর্ণ ও আশ্রমোচিত স্বধর্ম্ম) পরিত্যাগ করতঃ মুকুন্দের শরণাগত হইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। উহা করিতে করিতে পক্বতালাভের পূর্ব্বে অর্থাৎ ভক্তির স্ফুরণ হইয়া কাম-ক্রোধাদি দূর হওয়ায় পূর্ব্বেও যদি কেহ ভক্তিমার্গ হইতে বিক্ষিপ্ত হন, 'অপক্বোঽপি যদি পতেৎ' উহাতে তাহার স্থায়ী অনিষ্ট হয় না কারণ সংসারে নানা-যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতেও শ্রীহরির মাধুর্য্যস্মৃতি তাহার ফিরিয়া আসে। যদি কোনক্রমে আয়ুঃ ক্ষয়বশতঃ তাহার ভগবৎপ্রাপ্তি না হয় বা চিত্রকেতুর ন্যায় অপরাধ বশতঃ দেহান্ত প্রাপ্তি ঘটে বা ভরতের ন্যায় নিজ দেহেও অন্যের আবেশ হয় তাহাতেও তাহার অমঙ্গল হয় না—যে কোন অবস্থায় যে কোন নীচ যোনিতে তিনি থাকুন না কেন ভক্তের অমঙ্গল কখনও হয় না। পরন্তু ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম পালনদ্বারা কোনই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। স্বধর্ম্মাচরণের দ্বারা ইহকালে ধনধান্যাদি লাভ হইতে পারে, পরজন্মে স্বর্গসুখ লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী—প্রকৃত পুরুষার্থ নহে।

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"
(গী ৯।৩০-৩১)

শ্রীভগবানকে অনন্যভাবে ভজন করিলে যদি সেই সাধক অত্যন্ত দুরাচারপরায়ণও হয় তথাপি তাহাকে সাধু বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, কারণ সেই সাধক প্রকৃত ভক্তিপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। সেই সাধক আমার ভক্তিসাধন ফলে শীঘ্রই তাহার দুরাচরণ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাত্মা হয় এবং নিত্যশান্তি লাভ করে। তাই ভক্ত-প্রবর অর্জুনকে প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘোষণা করিতে বলিতেছেন যে তাঁহার ভক্ত কখনও স্থায়ীভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

সর্ব্বোপনিষৎ-সার গীতাতে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ দিতেছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
(গী ১৮।৬৬)

—সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাতে শরণাগত হও, যদি মনে কর তাহাতে তোমার পাপ হইবে, আমিই তোমাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করিব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়-রামানন্দ সংবাদে আরও উচ্চকথা বলিয়াছেন। গীতার উপদেশে শ্রীভগবান্ যেন প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিতেছেন যে ধর্ম্মত্যাগ করা জনিত পাপ

হইতে তিনি অর্জুনকে মুক্ত করিবেন, সুতরাং এই ত্যাগ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইল না—কৃষ্ণসেবা লালসার জন্যই অন্যসমস্ত কর্ম্মত্যাগ করিতেছি এরূপ বুদ্ধি নাই। তদ্ভিন্ন কর্ম্ম ত্যাগ করিলে পাপের ভয়ও যেন আছে। সাধকের দেহাবেশ থাকা পর্য্যন্ত পাপপুণ্যের ভয় থাকে, এই আবেশ দূরীভূত না হইলে চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয় না। মহাপ্রভু বলিতেছেন উহা আত্মধর্ম্মের কথা হইল না। যেখানে কাহারও খাতিরে নহে, কাহারও অভয়দানে নহে—একমাত্র আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীভগবানের প্রতি জীবাত্মার মমতাধিক্যবশতঃ তাঁহার সুখবিধানই যেখানে একমাত্র কাম্য, তাঁহার প্রতি গাঢ়তৃষ্ণা ও লালসাবশতঃ ধর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ প্রেমভক্তি সেখানেই স্বধর্ম্মত্যাগের সার্থকতা। যেখানে একমাত্র শ্রীভগবানের সুখবিধানই কাম্য—সেখানে শোক, ভয়, আকাঙ্ক্ষা. আত্মপ্রসন্নতালাভ প্রভৃতির স্থান নাই, জ্ঞানসাধনের দ্বারা নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের স্থান নাই, জাগতিক দ্রব্যাদি ত্যাগের দ্বারা বৈরাগ্যের স্থান নাই, ধ্যানাদিদ্বারা পরমাত্মার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা নাই—আছে মাত্র অহৈতুকী ভক্তির দ্বারা আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। ব্রজরমণীগণ যে ভাবে প্রভাবিত হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন—সেই আদর্শ।

দেবর্ষি নারদ শ্রীব্যাসদেবকে ঐভাবে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলে ব্যাসদেব সরস্বতীর পশ্চিমতটে বদরীবৃক্ষের শ্রেণীদ্বারা শোভিত নিজের শম্যাপ্রাস নামক আশ্রমে স্নানাদি সমাপণ করিয়া দেবর্ষির নিকট লব্ধ মন্ত্রের অনুসরণ করিয়া নির্জ্জনস্থানে নিশ্চলভাবে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন।

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত সংহিতাম্॥"
(ভাঃ ১।৭।৪-৬)

ব্যাসদেবের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে প্রণিহিত অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে ও নিশ্চলভাবে ভগবানে স্থাপিত (প্র= প্রকৃষ্টভাবে, নি=নিশ্চলভাবে, ধা=স্থাপিত হইয়া) হওয়ায় তাঁহার জ্ঞান ও ভক্তির স্ফুরণ হইল। ঐ ভক্তিযোগদ্বারা চিত্ত হইতে কাম-ক্রোধাদির মালিন্য দূর হইয়া যখন চিত্ত বিশুদ্ধ হইল (অমলে মনসি) তখন সেই চিত্তে ব্যাস 'পূর্ণ পুরুষ' এবং তাঁহার পশ্চাতে অবস্থিত (তদাপাশ্রয়া) মায়া শক্তিকে দেখিলেন—যে মায়া দ্বারা সম্মোহিত হইয়া জীব স্বয়ং দেহ হইতে পৃথক্ হইয়াও অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত (শ্রীভগবানের জীবশক্তির অংশভূত) হইয়াও ('পরঃ অপি') প্রকৃতির গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্ট এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহকে 'আমি' এই ধারণা করে (মনুতে=মনে ধারণা করা) এবং যে মায়া দেহের এই অহংভাব হেতু দেহেতে আসক্তি জন্মায়। দেহাত্মভাবহেতু জীবের অহং কর্তৃভাব এবং দেহাদির প্রতি যে আসক্তি উৎপন্ন হয় উহা অনর্থ অর্থাৎ উহার অর্থ বা বাস্তবতা নাই—অর্থাৎ অলীক। কিন্তু মায়া দ্বারা সৃষ্ট এই অলীক পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া জীব তাহা লাভের জন্য অগ্রসর হয় (অভিপদ্যতে)। এই অনর্থ অর্থাৎ দেহাত্মভাব প্রভৃতি নিবৃত্তির জন্য ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিযোগ (ইন্দ্রিয়দ্বারা তিনি গ্রাহ্য না হইলেও ভক্তিদ্বারা তাঁহার সহিত চিত্তের যোগ বা মিলনের নাম ভক্তিযোগ) সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন অর্থাৎ ভক্তিযোগ যেন স্বয়ং মূর্ত্তিধারণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এইরূপ সুস্পষ্টভাবে তাঁহার স্বরূপ অনুভব করিলেন। একমাত্র ভক্তিযোগ দ্বারাই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন সম্ভবপর। ভক্তিসম্বন্ধহীন শাস্ত্রজ্ঞান বা নীরস যুক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের মূর্ত্তিকে মায়িক বলিয়া মনে হয়। ভক্তি বিভাবিত চিত্তে তাঁহার শরণাগত হইলে তাঁহার কৃপায় স্বপ্রকাশ-তত্ত্ব তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" (কঠ)। যাঁহারা তাঁহার কৃপার অপেক্ষা করেন না,

শ্রুতি তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন "বিজ্ঞাতায়-মরে কেন বিজানীয়াৎ"। অগ্নিশিখায় জগৎ দগ্ধ হইতে পারে কিন্তু অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না তদ্রূপ।

ব্যাসদেব 'পূর্ণ পুরুষ' দর্শন করিলেন। চন্দ্রের ষোড়শ কলার একত্র সমাবেশ হইলে পূর্ণচন্দ্র দর্শন হয়। ব্যাসদেব এতাবৎকাল নির্গুণ ও নিরুপাধিক ব্রহ্মস্বরূপের আরাধনায় রত ছিলেন। ব্রহ্ম—অনন্ত, কেহই বলিতে পারেন না যে তিনি ব্রহ্ম সম্বন্ধে সমস্ত জানিয়াছেন। এখন তিনি ভক্তিযোগ অবলম্বন করায় ব্রহ্মের কার্য্যাদি, মাধুর্য্যাদি সগুণ-স্বরূপের অনুভব করিলেন—অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বানুভূত ব্রহ্মস্বরূপের সম্প্রসারণ হইল। উহাতেই তাঁহার ব্রহ্মদর্শন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল।

ঐ পূর্ণ পুরুষ দর্শনের দ্বারা ব্যাসদেব পূর্ণ পুরুষের অংশাদি—অংশাংশ, কলা, গুণাবতার সকলকে (সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা, সংহারকর্ত্তা রুদ্রদেব ও পালনকর্ত্তা বিষ্ণুকেও) দেখিলেন—তাহাতে সৃষ্টি-স্থিতি-পালনলীলার গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন। পূর্ণ পুরুষের অংশাবতারগণদ্বারা প্রকটিত লীলাসকল এবং ঐ লীলাসকলের গূঢ় রহস্য তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইল। সুতরাং দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে যে "সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্" এই উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাও সফল হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীভগবানের লীলাসকল যে ব্যাসদেবের মনঃকল্পিত কোন কাহিনী নহে, উহাতে তাহাই প্রমাণিত হইবে। পূর্ণ পুরুষের দর্শনদ্বারা ব্যাসদেব সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদির রহস্য, মায়াশক্তির কার্য্য (জীবে দেহাত্মবুদ্ধি উৎপাদন ও তাহাতে আসক্তি) এবং মায়ার প্রভাব হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিযোগাদি সমস্ত গূঢ়তম তত্ত্বসকল তাঁহার অনুভূত হইল। ঐ লীলাসকল ব্যাসদেবের চিত্তে স্ফুরিত হওয়ার সময় তিনি উহা কীর্ত্তন করিবার সামর্থ্যও লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে শ্রীমদ্ভাগবত বস্তুতঃ শ্রীভগবানের দ্বারাই রচিত অর্থাৎ উহার ভাব ও ভাষা উভয়ই ব্যাসদেব ভক্তি-বিভাবিত হইয়া শ্রীভগবানের নিকট হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবতের সারতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান চতুঃশ্লোকী ভাগবতের আকারে ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা হইতে দেবর্ষি নারদ এবং নারদের নিকট মন্ত্র লাভ করিয়া ব্যাসদেব সমাধিস্থ হইলে পূর্ণ পুরুষ দর্শন করিবার সময়ে ব্যাসের চিত্তে স্বয়ং ভগবানের লীলাসমূহ স্ফুরিত হয়।

এখন পরম করুণাময় ব্যাসদেব জীবের কল্যাণের জন্য সর্ব্বতত্ত্ব-প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিলেন। উহাই তাঁহার শেষ গ্রন্থ।

সমাধিতে পরিলক্ষিত পূর্ণ পুরুষই যে শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনিই যে ভাগবতের মুখ্য তাৎপর্য্য উহাও ভাগবতের পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

"যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥"
(ভাঃ ১।৭।৭)

শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়া ঐ গ্রন্থ নিবৃত্তিমার্গে অবস্থিত, নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তায় বিভোর, সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ আত্মারাম শিরোমণি পরমজ্ঞানী নিজ পুত্র শুকদেবকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করাইয়া তাঁহাকে উহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। আজন্ম ব্রহ্মানন্দে ভরপুর শুকদেব পিতৃদেবের নিকট ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া শ্রীভগবানের মাধুর্য্যাদি গুণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণানন্দে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা গেল শ্রীমদ্ভাগবত জ্ঞানিগণেরও উপজীব্য ও পরম আস্বাদনীয়। পরমাত্মদর্শী আত্মারাম মুনিগণও ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"
(ভাঃ ১।৭।১০)

—শ্রীহরির এমনই গুণ যে আত্মারাম মুনিগণ সর্ব্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হইয়াও উরুক্রম শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

ভক্তিযোগের দ্বারাই জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির

সহিত পরমানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শুদ্ধাভক্তির দ্বারাই পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ অনুভূতি। জ্ঞান বা যোগসাধনাদির দ্বারা পরতত্ত্ববস্তুর নির্ব্বিশেষ বা আংশিক পরিচয় নাও হইতে পারে কিন্তু ভক্তিযোগদ্বারা কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ বা দানধর্ম্ম ইত্যাদি দ্বারা লভ্য যাহা সবই পাওয়া যায়—

"যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি॥"

(ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩)

জীবের এই মুখ্য প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়া অন্য কোন সাধনাদ্বারা পরম কল্যাণ লাভের উপায় নাই। বেদাদিশাস্ত্রে যে কর্ম্মাদির নির্দ্দেশ আছে উহার উদ্দেশ্য ক্রমমার্গে ভক্তি লাভ। মাতা যেমন পীড়িত শিশুকে নিরাময় করিবার জন্য ঔষধ খাওয়ানর উদ্দেশ্যে মিষ্টান্নাদি দ্বারা তাহাকে প্রলুব্ধ করেন, উহা ঠিক সেইরূপ।

গীতাতেও শ্রীভগবান জ্ঞানী বা যোগী অপেক্ষা ভক্তের উৎকর্ষের কথাই বলিয়াছেন—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

(গী ৬।৪৬-৪৭)

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—যোগী—তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—ইহা আমার অভিমত। অতএব তুমি যোগী হও। আবার পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন—মদ্গত যুক্তচিত্তে শ্রদ্ধাবান হইয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন, তিনি যাবতীয় যোগিগণ মধ্যেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহাই আমার অভিমত।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত আছে—

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

(৬।১৪।৫)

ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে ভক্তিই একমাত্র উপায়—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী" (শ্রুতি)।

শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

(ভাঃ ১১।১৪।২০)

—হে উদ্ধব! প্রাণায়ামাদিরূপ যোগ, তত্ত্ববিচাররূপ সাংখ্য, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাস এই সকল আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না আমাতে বর্দ্ধিতা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করিয়া থাকে।

তাই উপনিষদে দেখিতে পাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ-দর্শী ঋষি যখন ভক্তিসম্বন্ধ লাভ করেন তখন সেই নির্ব্বিশেষের অভ্যন্তরে সবিশেষস্বরূপের সন্ধান পাইয়া তাঁহার সবিশেষস্বরূপের সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ব্বিশেষ আবরণ উন্মুক্ত করিবার প্রার্থনা করিতেছেন—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি॥"

(ঈশ১৫-১৬)

—সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের রূপ জ্যোতির্ম্ময় আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। হে জগৎপোষক পরমাত্মন্! সত্যধর্ম্ম প্রকাশ ও আত্মতত্ত্বদর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন উন্মুক্ত করুন। আমার দৃষ্টির বাধক আপনার তেজোরাশি সঙ্কুচিত করুন, তাহা হইলে আপনার কল্যাণতমরূপ আমি দেখিতে পাই। আমি আপনার সেই রূপ দেখিবার অধিকারী, যেহেতু আপনি পূর্ণ পুরুষ এবং আমি

(জীব) চিৎস্বরূপ। আপনার কৃপা হইলেই আপনাকে দেখিতে পাই। [হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় পাত্র অর্থাৎ আবরণই অপ্রাকৃত রূপবান্ পরতত্ত্বের অঙ্গকান্তি। সেই অঙ্গকান্তি বা ব্রহ্মের ধারণায় যাহাদের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যায় তাহারা জ্যোতির্ম্ময় অভ্যন্তরে যে অতুল শ্যামসুন্দররূপ—যাহা কল্যাণতম তাহা দর্শন করিতে পারে না।

সর্ব্বোপনিষদ্‌সার গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' (১৪।২৭)—সবিশেষতত্ত্ব আমিই জ্ঞানীদিগের সাধনলভ্য ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজপ্রেম—সবই এই সবিশেষতত্ত্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে। 'অহং' এই সুস্পষ্ট উক্তিদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ভগবত্তাই ব্রহ্মের পরিপূর্ণতা। গীতার অন্যত্র 'ব্রহ্মজ্ঞান', 'পরমাত্মজ্ঞান ও ভগবজ্‌জ্ঞানের তারতম্য নির্ণয়ে উহাদিগকে যথাক্রমে 'গুহ্য', 'গুহ্যতর' ও 'গুহ্যতম' এইরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং 'ব্রহ্মজ্ঞান' বা পরমাত্মজ্ঞানের পরিসমাপ্তি বা পূর্ণতা ভগবজ্‌জ্ঞান তাহাই বুঝা যাইতেছে।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রকৃত অর্থ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহা মায়াবাদীর ধারণার অনুরূপ নহে—তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদী প্রকাশানন্দের সহিত ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে ব্রহ্ম শব্দে অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত সবিশেষতত্ত্ব শ্রীভগবান্‌ই নির্দ্দিষ্ট হন—

"'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য, পরিপূর্ণ-অনূর্দ্ধসমান॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১১১)

সুতরাং ব্রহ্মশব্দে সবিশেষতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন। সেই সবিশেষ সমূর্ত্ত শ্রীভগবৎ-স্বরূপাদি আবৃত থাকায় ভক্তির আলোকভিন্ন ঐ আবরণ উন্মুক্ত হয় না। ভক্তিভাব বর্জ্জিত হৃদয়ে ঐ প্রকৃত স্বরূপের প্রকাশ না হওয়ায় ঐ সকল স্বরূপ মায়িক মনে করিয়া জীব অপরাধ সঞ্চয় করে। তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন (গী ৭।২৪-২৫)

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"

—অর্থাৎ নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ আমার সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অব্যয়, অপ্রাকৃত স্বরূপ ও জন্মলীলাদি জানিতে না পারিয়া প্রপঞ্চাতীত আমাকে প্রাকৃত মনুষ্যাদি শরীর-প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে।

আমি যোগমায়া সমাবৃত বলিয়া সকলের কাছে প্রকট নহি। এজন্য মূঢ় এই মানবজগৎ আমার অজ ও নিত্যস্বরূপকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। [যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত থাকায় শ্রীকৃষ্ণের অবতারসকলকে প্রাকৃতের মত বোধ করে এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্য চিন্ময় লীলাদির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া কল্যাণ-গুণ-বারিধি শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া তদাশ্রিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহার উপাসনাদ্বারা নির্ব্বিশেষ গতি লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তত্ত্বের পরিপূর্ণস্বরূপ। তিনিই স্বয়ং ভগবান—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (ভাঃ ১।৩।২৮)। গীতাতে (৭।৭) শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়'। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—'ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে'। মৎস্য-কূর্ম্ম-রাম-নৃসিংহাদি ভগবৎস্বরূপগণ তাঁহারই সম্যক্ সবিশেষপ্রকাশ। অন্তর্যামী পরমাত্মস্বরূপ তাঁহারই আংশিক সবিশেষ প্রকাশ। ব্রহ্মস্বরূপ তাঁহারই অসম্যক্ সবিশেষ প্রকাশ। তিনিই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী বলিয়া তাহাকে 'বিষ্ণু' বলা হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অপর যাহা কিছু সবই তাঁহার শক্তিত্রয়ের মহিমা বা বিভূতি। শক্তিত্রয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের যে জ্ঞান তাহাই পরতত্ত্ব-

বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান—"কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান। যাঁর হয়, তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান" ॥ (চৈঃ চঃ আ ২।৯৬)।

এই সবিশেষতত্ত্ব সচ্চিদানন্দরসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরাদি এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার একমাত্র উপায় তদ্বিষয়ক শুদ্ধাভক্তির কথাই শ্রীমদ্ভাগবতে আলোচিত হইয়াছে। ভক্তিধর্ম্মই ভাগবতধর্ম্ম। উহাই জীবের পরমধর্ম্ম।

প্রেম-গিরি

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ]

শ্রীধামবৃন্দাবন-পরিক্রমা সম্পন্ন করিয়া সবে মাত্র ফিরিয়াছি। সংসার কোলাহল যেন কর্ণকুহরে বিষবর্ষণ করিতেছে। পরিক্রমণ সময়ের দৃশ্যাবলী মানসনয়নে উদ্‌ভাসিত হইতেছে এবং বৈষ্ণব-মুখোচ্চারিত হরিকীর্ত্তন-ধ্বনি অন্তঃকর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। ভাবিতেছি কিরূপ আনন্দময় পরিবেশ হইতে হঠাৎ গৃহান্ধকূপে পতিত হইলাম। কিপ্রকারে ইহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব এইভাবনায় কাল কাটিতেছে। মন যেন সর্বদা ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। পথশ্রমক্লান্ত শরীরে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছি। সংসারের কোলাহলও রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতকটা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। পথশ্রান্ত বলিয়া আমি অনতিকাল মধ্যে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলাম।

* * * * * * *

"ওঠ, আর নিদ্রিত থাকিওনা, এখনও অনেক পথ বাকি আছে।" যেন কাহার স্নিগ্ধ করস্পর্শে হঠাৎ জাগিয়া উঠিলাম। জাগরিত হইয়া দেখিলাম এক অপূর্ব রমণীমূর্ত্তি। বরাভয়দাত্রীরূপে তাঁহার সস্মিত বদন নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। তিনি পুনরায় আমার মস্তকে হস্তপ্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—বৎস! তোমার মনোভাব আমি জানিতে পারিয়াছি। তুমি সংসারের ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইবার নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। চল, ঐ যে দূরে একটি সুদৃশ্য পর্বত দেখিতেছ, তাহার নাম প্রেম-গিরি। সেই গিরি আরোহণ করিতে পারিলে তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে এবং সর্ববিধ জ্বালা দূরীভূত হইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। আইস, আমাকে অনুসরণ কর। আমি যাহা করিতে বলিব সেইরূপ আচরণ করিবে এবং যে পথে চলিতে বলিব সেই পথে চলিবে। সেই পথের নাম ভক্তিপথ। সেই পথ আপাতদৃষ্টিতে দুরূহ ও দুর্গম মনে হইলেও অন্তরে সাহস ও ধৈর্য্য সহকারে অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ সুগম হইবে। তোমার অন্তরের আগ্রহ প্রমাণ করিতেছে তুমি সেই পথে গমনের অধিকারী। এই সব আশিস্‌বচন শ্রবণ করিয়া আমি ভক্তিভরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে তুমি দেবি! আমার প্রতি কৃপা করিবার নিমিত্ত আসিয়াছ?" তিনি উত্তর করিলেন—"তুমি যাঁহার সেবা লাভ করিয়া নিত্য সুখ অভিলাষ করিতেছ সেই ভগবানের প্রধানা বা অন্তরঙ্গা শক্তি আমি, আমার নাম যোগমায়া। তাঁহার আরও দুইটি শক্তি আছে। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম বহিরঙ্গাশক্তি বা মহামায়া। আর একজনের নাম তটস্থাশক্তি। এই তটস্থা শক্তি তোমরা। তোমরা তটস্থা বলিয়া উভয় দিকে যাইবার প্রবণতা তোমাদের রহিয়াছে। তোমরা ইচ্ছা করিলে মহামায়ার প্রভাবে পড়িতে পার, আবার যোগমায়ার প্রভাবে নিত্যানন্দ

লাভ করিতে পার। এখন চল আমি যে পথ দেখাইব সেই পথে চলিবে। যাইতে যাইতে পথে এমন অনেক দৃশ্য তোমার নয়ন পথে পতিত হইবে যেগুলি দেখিলে তোমার চিত্ত সেইদিকে ধাবিত হইতে চাহিবে। কিন্তু সাবধান! সেদিকে আদৌ যাইবার ইচ্ছা করিওনা।" এই বলিয়া তিনি চলিতে আরম্ভ করিলেন। আমিও কোনওপ্রকার দ্বিধা না করিয়া অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে তাঁহার পশ্চাতে চলিতে আরম্ভ করিলাম।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'দেবি! মহামায়াও ভগবানেরই শক্তি। তাঁহার প্রভাবে পড়িলে ক্ষতি কি?' তখন তিনি বলিলেন—'আইস, দেখাইয়া দিতেছি মহামায়া প্রভাবের কি ফল।' এই বলিয়া তিনি আমাদের পথ হইতে বহুদূরে একস্থানে অগণিত ব্যক্তি সমবেত হইয়া নানা প্রকার ব্যাপারে লিপ্ত রহিয়াছেন দেখাইয়াদিলেন। বলিলেন—দেখ, বহুব্যক্তি নানাপ্রকার উপায়ন সংগ্রহ করিয়া মহা সমারোহে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেবতার পূজা করিতেছেন, কেহ বা অতিকষ্টসহ্য করিয়া তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন, কেহ বা পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিতে ব্যস্ত। আবার দেখ, কেহ বা নানা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দান করিতেছেন, কেহ কেহ পাপক্ষয়ের জন্য চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তাদি করিতেছেন। এইসব কার্য্য করিয়া ইঁহারা মনে করিতেছেন যে তাহাদ্বারা নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারিবেন। আরও দেখ, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঊর্দ্ধলোকে চলিয়া যাইতেছেন। ইঁহারা কোথায় যাইতেছেন জান? ইঁহারা যাইতেছেন স্বর্গে। স্বর্গ বলিয়া এক মনোরম স্থান ঊর্দ্ধলোকে আছে। আমি যে সমস্ত কার্য্যাবলীর কথা বলিলাম এবং দেখাইলাম সেইগুলি সুষ্ঠুভাবে আচরিত হইলে স্বর্গে যাইতে পারা যায়। স্বর্গ একটি আনন্দময় স্থান বলিয়া অনেকে এই স্বর্গসুখ লাভ করিতে চাহে এবং ইহাই পরমার্থ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নহে। এইসমস্ত কার্য্যের ফলই হইল 'পুণ্য', এই পুণ্য ক্ষীণ হইয়া গেলে পুনরায় মানুষকে মর্ত্যলোকে আসিয়া জন্ম-গ্রহণ করিতে হয়। মহামায়ার প্রভাবেই এইপ্রকার হইয়া থাকে। মহামায়ার প্রভাবে মানুষ ইহলোকে কিংবা পরলোকে কিঞ্চিৎ সাময়িক সুখ পাইতে পারে। কিন্তু ভক্তিপথগামীর ন্যায় পরমার্থ লাভ করিতে পারে না। এই বলিয়া তিনি চলিতে চলিতে আরও কিছুদূরে একদল ব্যক্তিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিলেন—ইঁহারাও ভক্তিপথ-যাত্রী নহেন। ইঁহারা কর্ম্মিগণের মত মায়া প্রভাবিত নহেন। কিন্তু তাহা হইলেও আমার আনুগত্য না করায় ভক্তিপথে গিয়া প্রেমগিরিশিখরে যাইতে পারেন না। দেখ ইঁহারা শম-দমাদি দ্বারা নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করতঃ প্রাণায়ামাদি করিয়া জীবাত্মাকে ভগবানের অঙ্গকান্তি ব্রহ্মের সঙ্গে লীন করাইয়া থাকেন। ইহার ফলে পার্থিব দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় কিন্তু আনন্দ অনুভব করিতে পারা যায় না। জীব সচ্চিদানন্দ ভগবানের অণু অংশ বলিয়া আনন্দ লাভ করিতে চাহে। যাহা দ্বারা আনন্দ লাভ করা যায় না তাহা জীবের কখনও কাম্য হইতে পারে না। ইঁহারা মুক্তিপথ যাত্রী। 'আমার পথপ্রদর্শনকারিণীর এইসব বাক্য শুনিয়া যখন আমি বিস্মিত হইতেছিলাম তখন তিনি পুনরায় আর একপ্রকার জনসমষ্টির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিলেন—ইহারা অন্য এক প্রকার পথের যাত্রী। ইঁহারা যোগপথ অবলম্বন করিয়া নিত্যানন্দ লাভ করিতে চাহেন। কিন্তু এই পথে চলিলে অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয় এবং জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। মুক্তিকামী অপেক্ষা ইঁহাদের আনন্দের অনুভূতি কিঞ্চিৎ অধিক। কিন্তু পূর্ণানুভূতি নাই। ইহাও জীবের কাম্য নহে। ইহাতে অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবার ফলে চিত্তে অহঙ্কার আসিয়া-গেলে পতনের আশঙ্কা আছে।

এইসব শুনিয়া যখন আমি মহামায়ার প্রভাবে পড়িয়া

যোগমায়ার আনুগত্য হইতে বিচ্যুত হইবার আশঙ্কায় শঙ্কিত হইতেছিলাম তখন যোগমায়াদেবী আমাকে অভয় দিয়া বলিলেন, 'তোমার ভয় নাই, তুমি যখন আমার আনুগত্য করিতেছ এবং আমি যখন তোমাকে প্রেমগিরি শিখরে লইয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছি তখন তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। তুমি ভয় বিনাশের পথই ধরিয়াছ।' এই বলিয়া তিনি গাইতে আরম্ভ করিলেন—

"ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানব-জনম সৎসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥

আমি তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলাম। তখন দেবী বলিলেন—আইস, আমরা অগ্রসর হই। আমি আশ্বস্ত ও নির্ভয় হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন,—'দেখিলেত এত অগণিত ব্যক্তি নানা প্রকারে পরমার্থ লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কেহই ভক্তিপথে আসিতে পারিতেছে না। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি না থাকিলে কেহই এপথে আসিতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে তুমি যখন এপথে আসিয়াছ তখন তোমার প্রকৃত কল্যাণ হইবেই। কিন্তু সর্বদা মনে রাখিবে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মহামায়া তোমাকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিবে। তুমি কোনক্রমেই ভীত বা প্রলুব্ধ হইবে না। মধ্যে মধ্যে অতিলোভনীয় বিষয়সমূহ তোমার সম্মুখে আসিবে, তুমি কিছুতেই চঞ্চল হইবে না। এইযে অদূরে পর্বত দেখিতেছ ইহাই তোমার গন্তব্যস্থল। ইহাতে আরোহণ করিতে হইলে কতকগুলি সোপান বা সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হইবে।' পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া প্রথম সোপানাবস্থিতা এক অতিরূপ-ল্যাবণ্যশালিনী দেবীমূর্ত্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমার পথপ্রদর্শিকা বলিলেন—'ইনি শ্রদ্ধাদেবী' সর্বপ্রথমে ইঁহার কৃপালাভ না করিলে কেহই ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারিবে না এবং ফলতঃ প্রেমগিরি আরোহণসুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে। প্রেমগিরি আরোহণ প্রচেষ্টার অপর নাম ভক্তি-সাধন। ভক্তি কথার অর্থ হইল ভজন বা ভগবৎ-সুখানুসন্ধানময়ী সেবা। ভগবৎ-সুখানুসন্ধানময়ী সেবাদ্বারাই ভগবৎপ্রেম লাভ করা যায়। ভক্তির ঘনীভূত অবস্থার নাম প্রেম। ভক্তির বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমগিরি শিখরে আরোহণ করিতে পারা যায়। এই শ্রদ্ধা-দেবীর কৃপা হইলে গুরু এবং শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে এবং ক্রমশঃ অন্যান্য সোপান অতিক্রমের সামর্থ্য আসিবে। তুমি ইঁহার শরণাপন্ন হও।' আমি তাঁহাকে দণ্ডবন্নতি করিয়া তাঁহার কৃপায় যোগমায়া-দেবীর সহিত প্রেমগিরির দ্বিতীয় সোপানে আসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, বহু সৌম্যদর্শন সাধু সেইস্থানে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা সর্বদা শ্রীহরিকীর্ত্তনে রত রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমার মস্তক স্বতঃই অবনত হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—তাঁহারা সকলেই ভক্তির উন্নত স্তরে অবস্থিত হইলেও ভক্তি-পথযাত্রীদিগকে উপদেশ করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন। দেবীর নির্দ্দেশানুসারে আমি তাঁহাদের একজনকে গুরুপদে বরণ করিলে আমাকে পথ প্রদর্শনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করতঃ 'যথাসময়ে আমার সাক্ষাৎ পাইবে' বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। আমি গুরুপদে আত্মসমর্পণ করিলাম। তিনিও আমাকে নিজ সেবকরূপে গ্রহণ করিয়া হরিকথা উপদেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে অন্যান্য সাধুগণের সঙ্গ-লাভের সুযোগলাভ করিলাম। শ্রীগুরুদেবের এবং অন্যান্য সাধুগণের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনদ্বারা তাঁহাদের সেবা করিতে করিতে আমার কিছুকাল অতিবাহিত হইল। আমি অপার আনন্দ লাভ করিয়া জীবন সার্থক হইল মনে করিতে লাগিলাম।

তাঁহাদের শ্রীমুখে শ্রবণফলে জানিলাম যে, প্রেমগিরি-শিখরে আরোহণ করিতে হইলে ভক্তিপথে চলিতে হইবে। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন,

স্মরণ, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, তাঁহার সখ্য এবং তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ এই নয়প্রকারে ভক্তি যাজন হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে এবং সাধুসঙ্গে এই নববিধা ভক্তিযাজন দ্বারা প্রেমগিরি আরোহণের তৃতীয় সোপান অতিক্রম করিতে হয়। অনেকসময় ছলভক্তি আসিয়া ভক্তিপথযাত্রীকে বিব্রত করিয়া তুলে। সুতরাং শুদ্ধাভক্তির আশ্রয় লইতে হইবে। এইসব শ্রবণ করিয়া আমারও উত্তরোত্তর জিজ্ঞাসা বর্দ্ধিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, শুদ্ধাভক্তি কি? গুরুদেবের মুখে শুনিলাম—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার কামনা বাসনা শূন্য হইয়া নির্ব্বিশেষ জ্ঞান ও কর্ম্মাদি বর্জ্জন করতঃ অনুকূলভাবে কৃষ্ণের ভজন করার নাম শুদ্ধাভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিত্য প্রভু, আমরা তাঁহার নিত্যদাস এইভাবে সেবা করাই অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন। এই নিমিত্ত শরণাগতি অবলম্বন করিতে হইবে। শরণাগতির ছয়টি লক্ষণ—'আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥" অনুকূল বিধিগ্রহণ ও প্রতিকূলবিধি বর্জ্জন করিতে হইবে। "বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।" এই ছয়টি এবং "অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ।" এই ছয়টি প্রতিকূল বিধি। কাম-ক্রোধাদি উৎপাত মানবের মনে সর্বদা উদিত হইয়া বাক্যের বেগ অর্থাৎ ভূতোদ্বেগকারী বচনপ্রয়োগ দ্বারা; মানস বেগ, অর্থাৎ নানাবিধ মনোরথ দ্বারা; ক্রোধের বেগ, অর্থাৎ রূঢ়বাক্যাদি প্রয়োগদ্বারা; জিহ্বার বেগ অর্থাৎ মধুরাদি ষড়্‌বিধ রসলালসাদ্বারা; উদরের বেগ অর্থাৎ অত্যন্ত ভোজন প্রয়াসদ্বারা ও উপস্থের বেগ অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগলালসাদ্বারা মনকে অসদ্বিষয়ে আবিষ্ট করে। অত্যাহার—অধিক-আহরণ বা সঞ্চয় বা সংগ্রহ চেষ্টা, প্রয়াস—ভক্তিবিরোধি-চেষ্টা বা বিষয়োদ্যম, প্রজল্প—কালহরণকারী অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা, নিয়মাগ্রহ—উচ্চাধিকার-প্রাপ্তিসময়ে নিম্নাধিকারগত নিয়মে আগ্রহ এবং ভক্তিপোষক নিয়মের অগ্রহণ, জনসঙ্গ—শুদ্ধ ভক্তজন-সঙ্গ ব্যতীত অন্যজনসঙ্গ, লৌল্য—নানামতবাদী জনসঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য এবং তুচ্ছ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া। এই দ্বাদশ প্রকার প্রতিকূল ভাব বর্জ্জন করিতে হইবে। ভক্তির অনুকূল ষড়্‌গুণ গ্রহণ করিতে হইবে। "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ। সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি।" উৎসাহ—ভক্তির অনুষ্ঠানে ঔৎসুক্য, নিশ্চয়—দৃঢ় বিশ্বাস, ধৈর্য্য—অভীষ্ট লাভে বিলম্ব দেখিয়া সাধনাঙ্গে শৈথিল্য না করা, তত্তৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তন—ভক্তিপোষক বিধি অনুসরণ করা, সঙ্গত্যাগ—অধর্ম্ম, যোষিৎসঙ্গ, যোষিৎ সঙ্গিসঙ্গ, অভক্ত অর্থাৎ বিষয়ী, মায়াবাদী, নিরীশ্বর ও ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্গত্যাগ, সদ্বৃত্তি—সাধুগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তির দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহা। এই ছয়টির দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। "দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥" প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে দেওয়া, ভক্তদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ করা, স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুপ্তবিষয় জিজ্ঞাসা করা, ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান—এই ছয়টি সৎ-প্রীতির লক্ষণ। এতদ্দ্বারা সাধুসেবা করিলে সাধুসঙ্গের ফল লাভ হইবে।

[ক্রমশঃ]

প্রচার-সংবাদ

শিলং (আসাম) :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সহকারী সম্পাদক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহোদয় গৌহাটি মঠ হইতে গত ২০ আষাঢ়, ৪ জুলাই সদলবলে শিলংএ পদার্পণ করতঃ স্থানীয় বার-লাইব্রেরী, হাইস্কুল, হরিসভা, শ্রীজগন্নাথ মন্দির প্রভৃতি সহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আলয়ে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও বক্তৃতামুখে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। আসাম হিন্দুমিশন্ কর্ত্তৃক আয়োজিত এক মহতী ধর্মসভায় প্রধান বক্তারূপে দীর্ঘ সময়ব্যাপী তাঁহার ভাষণ হয়। সভায় হিন্দুমিশনের স্বামী শৈলজানন্দজী ও স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী উপস্থিত ছিলেন। শিলংএ শ্রীগৌরবাণী প্রাচারকার্য্যে শ্রী লালা বিজয় কুমার দে ও শ্রীরাধাবিনোদ চৌধুরী য়্যাড্‌ভোকেট্‌দ্বয়ের সহানুভূতি ও সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাধানগর (কৃষ্ণনগর) নদীয়া :—শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় গত ৪ কার্ত্তিক, ২১ অক্টোবর 'বুধবার শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা তিথি বাসরে রাধানগরস্থ শ্রীকৃষ্ণকুঞ্জে এক ধর্মসভানুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। উক্ত সান্ধ্য ধর্মসভায় অধ্যাপক শ্রীহরেন দাস প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। যুগান্তরের রিপোর্টার শ্রীনিখিল দত্ত উদ্বোধন ভাষণ দেন। বক্তাগণের মধ্যে শ্রীরণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বেদান্ততীর্থ, এবং কএকজন কবি ও সাহিত্যিক পণ্ডিত ছিলেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত এবং শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক বার্ত্তাবহের সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘের অন্যতম শ্রীপাদ গোপীরমণ দাসাধিকারী বিদ্যাভূষণ প্রভু (শ্রীগণেন্দ্র নাথ সাঁতরা) ৫৯ বৎসর বয়সে বিগত ৫ কার্ত্তিক, ২২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি বাসরে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। নির্য্যাণকালে তিনি তাঁহার সহধর্মিণী, চার পুত্র ও চার কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি পোর্টকমিশনার অফিসে কার্য্য করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায়ই তিনি নিউ আলিপুরে জমী সংগ্রহ ও কুটীর নির্মাণ করিয়া তাঁহার পরিজনবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যৌবন কাল হইতেই হরিভজনে স্পৃহাযুক্ত হইয়া তিনি সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য বরণ করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভ্রমণ করিতে করিতে ঘনিষ্ঠ ভাবে শ্রীল আচার্য্যদেবের সংস্পর্শে আসিবার এবং তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন। ক্রমশঃ তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়া, বিগত ২৭ বৈশাখ, ১৩৬৬ ; ১১মে, ১৯৫০ তারিখে শ্রীহরিনাম ও মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী পূর্ব্বেই শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণবগৃহস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকার্ষ্ণসেবায় প্রযত্ন করিতে থাকেন। শ্রীপাদ গোপীরমণ দাসাধিকারী প্রভু বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বহু শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করতঃ পাণ্ডিত্য লাভ করায় তিনি 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কতিপয় প্রবন্ধ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকথা আলাপে তাঁহার প্রবল উৎসাহ ছিল।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী রোগশয্যায় শায়িত পতির অন্তিম সময় পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ নিকটে অবস্থান করতঃ ভক্ত পতির পরিচর্য্যা এবং নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারা পতির চিত্তে কৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া যথার্থ পতি-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ প্রভুর ন্যায় নিষ্ঠাবান্ কৃষ্ণ-ভক্তের স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই অত্যন্ত বিরহ সন্তপ্ত।

১৫ কার্ত্তিক, ১ নবেম্বর রবিবার শ্রীমঠে তাঁহার বিরহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকল্যাণ কুমার বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুসারে পিতার পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করেন।

শ্রীচৈতন্য-বাণী-সম্পাদক-সঙ্ঘপতির নির্য্যাণ

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের একান্ত অনুগত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ এবং শ্রীচৈতন্য-বাণী মাসিক পত্রের সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ (শ্রীপাদ সুজনানন্দ দাসাধিকারী) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ, নিজ পরিজনবর্গ এবং গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধবগণকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া বিগত ১১ কার্ত্তিক, ২৮ অক্টোবর বুধবার—শ্রীবহুলাষ্টমী ও শ্রীরাধাকুণ্ডের শুভ প্রকট তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ-নাম স্মরণ করিতে করিতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯-১৫ মিঃ এ নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পূত জীবন-চরিতের বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বিরহোৎসব

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত আদর্শ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপাদ রাধামোহন দাসাধিকারী প্রভুর বার্ষিক বিরহোৎসব আসাম প্রদেশস্থ গোয়াল পাড়া সহরে তাঁহার নিজালয়ে বিগত ২৬ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর শুক্লা সপ্তমী তিথিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্বধামগত রাধামোহন প্রভুর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার দুই কন্যা বিরহোৎসবের আয়োজন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রজবাসী ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সহকারী সম্পাদক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন মহোদয় গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে এবং শ্রীপাদ দীননাথ বনচারী ও শ্রীপাদ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু সরভোগ গৌড়ীয় মঠ হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বহু ভক্ত উক্ত উৎসবে আসিয়া যোগদান করেন। প্রাতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয় এবং তৎপর পূর্ব্বাহ্ণ হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত শ্রীপাদ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর পৌরোহিত্যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে বৈষ্ণবহোম, প্রস্থানত্রয় পাঠ ও মহাপ্রসাদ অর্পণের দ্বারা পারলৌকিক কৃত্য সুসম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত সমাগত বৈষ্ণব, সজ্জন ও অতিথিবর্গকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় স্থানীয় পি-ডবলু-ডির এস্-ডি-ও শ্রীঅসিৎ কুমার মজুমদার, বি-ই মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় শ্রীপাদ রাধামোহন দাসাধিকারী প্রভুর কৃষ্ণভজন নিষ্ঠা, বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবা প্রাণতা শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রভৃতি বহুবিধ গুণাবলীর কথা আলোচিত হয়।

নিয়মাবলী

"শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

কলিকাতা মঠে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

'যে বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।' —ভবিষ্যপুরাণ

"নিয়ম বা ব্রত অথবা জপ ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিলে জীবিতাবস্থাতেও সেই মূর্খকে মৃততুল্য জানিবে।"

চাতুর্ম্মাস্যে রুচিকর খাদ্য বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন কর্ত্তব্য। ন্যূনকল্পে পটোল, সীম, বেগুন, লাউ, বরবটি, কলমীশাক, পুঁইশাক, মাষকলাই চারিমাসের জন্যই বর্জ্জনীয়। এতদ্ব্যতীত শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জনীয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ২৫ বামন, ৪ শ্রাবণ, ২০ জুলাই সোমবার শ্রীশয়নৈকাদশী তিথিবরা হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইয়াছে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের বিস্তৃত নিয়মাবলী শ্রীচৈতন্যবাণী ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৪২ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

অগ্রহায়ণ—১৩৭১

৪র্থ বর্ষ কেশব, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ [১০ম সংখ্যা

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও ভক্তাবাস

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।

৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৪র্থ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭১। ১২ কেশব, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার; ১ ডিসেম্বর, ১৯৬৪। | ১০ম সংখ্যা

বর্ত্তমান অনর্থ—শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রবল করিলেই—তাহারা প্রবল হইবে না

"কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন, তিনটী পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটীই একতাৎপর্য্যপর। নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়। বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-সেবা হয়। কৃষ্ণসেবা করিলেই নামসংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবা হয়। তাহার প্রমাণ এই—'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্।' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নামসংকীর্ত্তন হয়। সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেও উহাই লভ্য হয়। অর্চ্চনেও ঐ তিনটী কার্য্য হইতে থাকে। নামভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়।

পূর্ব্ব ইতিহাস ভজনের অনুকূলবিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে। সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুই কৃষ্ণসেবার উপাদান। সেবাবিমুখবুদ্ধি বস্তুবিষয়ে আমাদিগের মতিবিপর্য্যয় করিয়া ভোগে নিযুক্ত করে। দিব্যজ্ঞানের উদয়ে সমগ্র জগতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দেখিতে পাইলেই প্রতিষ্ঠার বিষময় ফল আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না।

'চঞ্চল জীবন-স্রোত প্রবাহিয়া কালের সাগরে ধায়।'—এই বিবেকের সহিত হরিসেবা-প্রবৃত্তি প্রতি পদে পদে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণের যাহাতে আনন্দ, আমার তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ যদি আমাকে বিমুখ রাখিয়া সুখী বোধ করেন, তাহা হইলে আমার যে দুঃখ, তাহাই আমার বরণীয়।

'তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ' এই উপলব্ধি বৈষ্ণবের—তাহা অনুসরণ করিবার যত্ন করিবেন। আমাদিগের যাবতীয় অনর্থ কৃষ্ণসেবায় উন্মুক্ত হইলে উহাই অর্থ বা প্রয়োজনরূপে স্থায়ী মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বচরিত্র, সার্ব্বভৌমের কথা, প্রকাশানন্দের কুতর্করূপ যাবতীয় অনর্থ পরিশেষে কৃষ্ণসেবায়

হইয়াছিল। সুতরাং বিগত অনর্থের জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। বর্ত্তমান অনর্থ—শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রবল করিলেই—তাহারা প্রবল হইবে না। আমাদের জীবন অল্পদিন স্থায়ী, সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিষ্কপটে হরিসেবা করিবার যত্ন করিবেন। মহাজনের অনুসরণই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র সেতু।”

——শ্রীল প্রভুপাদ।

জ্ঞানবিচার

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৯১ পৃষ্ঠার পর]

বিরোধানুভব শুদ্ধজ্ঞানের পঞ্চম ও শেষ প্রকরণ। বিরোধানুভব চারি প্রকার যথা:—

১। পরেশস্বরূপবিরোধানুভব ২। স্বস্বরূপবিরোধানুভব ৩। স্বধর্ম্মস্বরূপবিরোধানুভব ৪। ফলস্বরূপবিরোধানুভব। পরমেশ্বরের রূপ, গুণ ও লীলা একত্রিত হইয়া তাঁহার স্বরূপকে উদয় করায়। তিনি নিরাকার বলিলে তাঁহার নিত্য সচ্চিদানন্দ রূপের বিপরীত বাদ হইয়া উঠে। জড়ীয়রূপ নাই বলিয়া তিনি নিরাকার ন'ন, তাঁহার গুণ অচিন্ত্য। কেবল সর্ব্বব্যাপী বলিলে তাঁহাকে ক্ষুদ্রগুণ-বিশিষ্ট বলা হয়। মধ্যমাকার হইয়াও সর্ব্বত্র যুগপৎ পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছেন, এই গুণটী অলৌকিক ও অচিন্ত্য। তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলিলে, একটী মাত্র নির্ব্বিশেষতাগুণ তাঁহাতে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র করা হয়। তিনি যুগপৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ বলিলে অলৌকিক অচিন্ত্যগুণের পরিচয় হয়। জীব সকলকে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা তাঁহার নির্ম্মিত সুখধাম জগৎকে আরও উন্নত করিয়া লইবেন এবং যে যতদূর তাঁহার ঐ প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে, ততদূর তাহাকে সুখ প্রদান করিবেন, এই কল্পনায় এই জগৎ ও জীব সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলে তাঁহার অচিন্ত্যলীলার বিরোধ বাক্য হয়। যে পুরুষ সিদ্ধসঙ্কল্প ও সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার যদি এরূপ ইচ্ছা থাকিত যে, এই জগৎ ইহা অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়া সকল অভাব শূন্য হইবে, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই জগৎটী তদ্রূপ হইত। কতক হইল, আর কতক জীবের দ্বারা করিয়া লইবেন, এরূপ বুদ্ধি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা ঈশ্বরকে অসিদ্ধ স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর-দিগের ন্যায় ক্ষুদ্র বলিয়া জানেন। এইরূপ অশুদ্ধ অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্ত দ্বারা অনেক অনার্য্যজুষ্ট মত জগতে প্রচলিত হইয়াছে। সর্ব্বতোভাবে স্বরূপতঃ ভগবান্ একতত্ত্ব হইয়াও দ্রষ্টৃস্বরূপ জীবের অধিকারানুসারে উদয়-ভেদ স্বীকার করেন। তদ্দৃষ্টে ভগবানের একতত্ত্ব অস্বীকার করাও পরেশস্বরূপবিরোধ কার্য্য। অচ্ছায় হইয়াও ভগবান্ ভক্তিযোগে শ্রীমূর্ত্তিতে প্রতিভাত হন, ইহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিকার্য্য। সেই প্রতিভাত শ্রীমূর্ত্তি-সেবন করাই ভক্তজীবনের উচিত কার্য্য। তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, ব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার স্বরূপবিগ্রহ নাই বলিয়া যাঁহারা সেই নিরাকার তত্ত্ব পাইবার জন্য মিথ্যা আকৃতি সৃষ্টি করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত পৌত্তলিক। তাঁহাদের উপাসনার ফলও তদ্রূপ। তন্মধ্যে কেহ বা পণ্ডিতাভিমানী হইয়া সেই পৌত্তলিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রণবকে ধনু, আত্মাকে শর ও ব্রহ্মকে তল্লক্ষ্য বলিয়া অধ্যাত্মযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই বলিয়া যুক্তি করেন যে, পৌত্তলিকেরা চক্ষুঃ উন্মীলন করিলেই মৃৎকাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দেখেন, চক্ষুঃ নিমীলন করিলেই সেই প্রতিমূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়াভ্যন্তরে দেখিতে পাইয়া তাহাতেই সমস্ত প্রেম স্থাপন করেন, ইহাতে বস্তু লাভ হয় না। তিনি একপ্রকার সত্য বাক্য বলিয়াছেন, কিন্তু নিজেও তদনুরূপ আর একটী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহারা পরমেশ্বরের মূর্ত্তি দেখেন নাই, তাঁহার যে মূর্ত্তি তাহারা প্রস্তুত করেন, তাহা অবশ্যই পৌত্তলিক। যেমত

আমি সনাতন ঋষিকে দেখি নাই, একটী কাল্পনিক মূর্ত্তি করিলাম, তাহা ঠিক হইল না। পুনরায় সেই মূর্ত্তিতে প্রেম স্থাপন করিলে সনাতন পান কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ। কিন্তু যিনি সনাতনকে দেখিয়া তাঁহার ফটোগ্রাফ (প্রতিচ্ছায়া বিশেষ) লইয়াছেন, তিনি যখন সেই ফটোগ্রাফ দর্শন করিবেন, তখন চক্ষুঃ নিমীলন করিলে, বাস্তব সনাতনকে হৃদয়ে দেখিবেন। ফটোগ্রাফটী কেবল সত্যভাবের উদ্দীপক হয়। এস্থলে পৌত্তলিকতা হয় না। বরং ইহা স্মরণের একটী যথার্থ উপায় বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন। প্রণব ধনু প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা যে অধ্যাত্মযোগ, সে কেবল সাধকদিগের পক্ষে একটী প্রাথমিক ব্যাপার মাত্র। তাহাতে সাধকহৃদয় চরিতার্থ হয় না। ভগবৎস্বরূপ দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত ঐরূপ কতকগুলি প্রাথমিক ক্রিয়া-আছে, তাহা তদধিকারীর পক্ষে কর্ত্তব্য বটে। যিনি ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, তিনি হৃদয়ে সেই-স্বরূপকে অনুক্ষণ ধ্যান করেন এবং প্রাকৃত জগতে তদনুশীলন ব্যাপ্ত করিবার জন্য তদনুরূপ শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি দর্শকদিগের উদ্দীপকতত্ত্ব। যাথার্থ্যসাধক হইয়া তাহাদিগকে পরমার্থ প্রদান করেন। স্বরূপ-দর্শনকারীর পক্ষে মিথ্যা কল্পিত-মূর্ত্তি যেমত অমঙ্গলজনক, স্বরূপাভাবরূপ ব্রহ্মযোগাদিও তদ্রূপ অনর্থকর। এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রক্রিয়া বস্তুলাভ হইবার পূর্ব্বে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সামান্য ভাষায় তাহাকে বস্তু হাতড়ান বলে। এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপ-বিরোধী মত সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য।

তত্ত্বান্ধ ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞানলাভে অশক্ত হইয়া ভক্তদিগের শ্রীবিগ্রহসেবাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম তৎপরে খ্রীষ্টীয়ানদিগের ক্ষুদ্র মত ও তদুভয়ের অনুগত ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবাসীদিগের পবিত্র ধর্ম্মবুদ্ধিকে দূষিত করিলে নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবিগ্রহের প্রতি অশ্রদ্ধা উদিত হয়। দুঃখের বিষয় এই শ্রীবিগ্রহ নিন্দা করিবার পূর্ব্বে কেহই এ বিষয়ের সম্যক্ বিচার করেন নাই। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষায় আমরা এই প্রাপ্ত হই যে, যে ধর্ম্মে শ্রীবিগ্রহের সেবা নাই, সে ধর্ম্ম নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। ভক্তি-মার্গে শ্রীবিগ্রহব্যবস্থা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্মানুশীলনের অন্য উপায় নাই। অতএব নিন্দুকদিগের মতের যৎকিঞ্চিৎ বিচার করা আবশ্যক। শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতার মধ্যে প্রকাণ্ড ভেদ আছে। পরমেশ্বরের নিত্য স্বরূপকে অবলম্বন করতঃ শ্রীবিগ্রহ পরিসেবিত হন। জীবের চিদ্দেহগত চক্ষুদ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষিত হয়। ব্যাস-নারদাদি বিদ্বজ্জন এবং সাধারণতঃ সমুদয় নিরুপাধিক ভক্তবৃন্দ পরানন্দ সমাধিসময়ে সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের নিত্যরূপ দর্শন করেন। মনোবৃত্তিতে সেই রূপের অহঃরহঃ ধ্যান করেন। প্রাকৃত জগতে সেই নিত্যরূপের প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতঃ নয়নানন্দ বর্দ্ধন করেন। এস্থলে শ্রীবিগ্রহ কখনই কল্পিত বা জীব নির্ম্মিত বস্তু হয় না। যাঁহার ভক্তি নাই তাঁহার পক্ষে ভগবৎস্বরূপতা নাই; কিন্তু ভক্তের নিকট তাহা নিত্য চিন্ময়মূর্ত্তির অর্চ্চাবতার। শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই স্বরূপেতর বস্তু হইতে পারে না, সমস্তই শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহ সেইরূপ জড়চক্ষের অলক্ষিত ভগবৎস্বরূপের প্রতিভূস্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎস্বরূপ-প্রতিভূ যে যথাযথ, তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধভক্তিবৃদ্ধিরূপ ফল দ্বারা অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎ-পদার্থের সহিত বিদ্যুৎযন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিদ্যুৎফলকোৎপত্তিরূপ ফল দ্বারাই লক্ষিত হয়। তদ্বিষয়ে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা বিদ্যুৎযন্ত্র দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে! ভক্তদিগের সিদ্ধান্ত এই যে শ্রীবিগ্রহসেবকেরা পৌত্তলিক নন। তবে পৌত্তলিক কে ইহার সংক্ষেপ বিচার করা যাউক। ভগবৎস্বরূপের সহিত সম্বন্ধহীন বস্তুকে যাহারা উপাসনা করে তাহারা পৌত্তলিক। তাহারা পঞ্চপ্রকারঃ—

১। বস্তুজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে।

২। জড়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জড়বিপরীত ভাবকে ঈশ্বর বলিয়া যাহারা পূজা করে।

৩। ঈশ্বরের স্বরূপ নাই স্থির করিয়াছে, কিন্তু স্বরূপ ব্যতীত চিন্তার বিষয় পাওয়া যায় না, তজ্জন্য যাহারা উপাসনা সুলভ করিবার জন্য ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ কল্পনা করে।

৪। যাহারা চিত্তবৃত্তির শুদ্ধতা ও উন্নতির জন্য ঈশ্বর কল্পনা করতঃ তাঁহার একটী কল্পিত-মূর্ত্তির ধ্যান করে।

৫। জীবকে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে।

অসভ্য বন্যজাতিগণ, অগ্নিপূজকগণ ও জোভ সেঠার্ণ প্রভৃতি গ্রহপূজক গ্রীকদেশীয় ব্যক্তিগণ প্রথমশ্রেণীর পৌত্তলিক। যে সময়ে ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান উদয় হয় নাই, অথচ জীবের ঈশ্বরবিশ্বাস স্বভাবতঃ থাকে সেই সময় অজ্ঞানবশতঃ যে চাকচিক্যবিশিষ্ট বস্তুতে ঈশ্বর পূজা দেখা যায়, তাহাই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। অধিকারবিচারে ঐরূপ পৌত্তলিকতার নিন্দা নাই।

জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনাক্রমে যুক্তিদ্বারা সমস্ত জড়ীয় গুণের বিপরীত নির্ব্বিশেষ ভাবকে যখন ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়। নিরাকারাদি মাত্রই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিক। নির্ব্বিশেষ ভাব কখন ঈশ্বরের স্বরূপ বা স্বরূপসম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারে না। ঈশ্বরের অনন্ত বিশেষের মধ্যে নির্ব্বিশেষতাকে একটী বিশেষ বলিলে স্বরূপসম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারে। ঈশ্বরের স্বরূপ জড়বিলক্ষণ বটে, কিন্তু জড়বিপরীত নয়।

চরমে নির্ব্বাণকে যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও সূর্য্যের সগুণ মূর্ত্তি সকলকে সাধকের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ মানেন না, অতএব কল্পিত মূর্ত্তি সেবা করতঃ তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক মধ্যে পরিগনিত হন। আজকাল যাহাকে "পঞ্চ উপাসনা" বলিয়া বলা যায়, তাহা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। কোন গুণকে অবলম্বন করতঃ তদ্বিপরীত ধর্ম্ম যে গুণশূন্যতা, তাহা কিরূপে লভ্য হইতে পারে তাহা বোধগম্য হয় না।

যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যানই চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। তদ্বারা অন্য কোন লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের নিত্যস্বরূপ সাক্ষাৎকাররূপ পরম লাভ হয় না।

যাঁহারা জীবকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারা পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষামতে ইহা অপেক্ষা আর মহৎ অপরাধ নাই। যে সকল জীব পূজার্হ, তাঁহাদিগকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া পূজা করিলে, আর জীবে ঈশ্বর-বুদ্ধিরূপ অপরাধ করিতে হয় না। শ্রীরাম নৃসিংহাদির স্বরূপভজন যে পৌত্তলিক ব্যাপার নয়, তাহা মৎকৃত 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' পাঠ করিলে বুঝিতে পারেন।

উক্ত পাঁচ প্রকার পৌত্তলিকেরা যে কেবল ভগবৎ-স্বরূপের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহা নয়, তাঁহারা অকারণ পরস্পরের নিন্দা করে। প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক জড়ীয় আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্ব গুণকেই ঈশ্বরের প্রধান গুণ মনে করিয়া ভগবৎস্বরূপের অবহেলা করে এবং কল্পিত ও পরিমিত দেবাকার সকলের নিন্দা করিতে থাকে। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে, সমান অধিকারেই সাপত্ন্যভাব ও তজ্জনিত কলহ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। পৌত্তলিকমাত্রেই পৌত্তলিকের নিন্দা করেন। অপৌত্তলিক, স্বরূপলব্ধ, ভগবদ্ভক্তের কোন পৌত্তলিকের প্রতি বিদ্বেষ নাই। তিনি এইমাত্র মনে করেন যে। যে, পর্য্যন্ত স্বরূপলাভ হয় নাই, সে পর্য্যন্ত কল্পনা বই আর কি করিবে? কল্পনা করিতে করিতে সাধুসঙ্গক্রমে কল্পনাকে হেয় জ্ঞান করিয়া স্বরূপ জ্ঞান উদয় হইবে। তখন আর বিবাদ করিবে না।

(ক্রমশঃ)

——ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমা

(৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৭০পৃষ্ঠার পর)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবানের চরণ চিন্তার পর জানুদ্বয়, তৎপর উরু-যুগল, অতঃপর গুল্‌ফদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত, পীতবসন-বেষ্টিত, কাঞ্চিদামসংশ্লিষ্ট নিতম্বদেশ, অনন্তর ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থল নাভিহ্রদ, অতঃপর স্তনদ্বয়, তৎপর মহালক্ষ্মীর আবাসস্থল বক্ষঃস্থল, অনন্তর কৌস্তুভমণিশোভিত কণ্ঠদেশ, তৎপর বলয়াদি বিভূষিত বাহুচতুষ্টয় এবং তাহাতে সুদর্শন চক্র, শ্বেতবর্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, কৌমোদকী গদা ও শ্রীবাস পদ্ম, অতঃপর গলদেশে পুষ্পমাল্য এবং জীবশক্তির তত্ত্বস্বরূপ কণ্ঠস্থিত নির্ম্মল কৌস্তুভমণি (চৈতন্যস্য জীবস্য জীবশক্তেস্তত্ত্বম্ **কৌস্তুভস্যৈবানন্তাঃ কিরণা জীবা ইতি ভাবঃ—ভাঃ ৩।২৮।২৮ চক্রবর্ত্তিটীকা), অতঃপর ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীভগবানের মকর-কুণ্ডলদ্বয়ের সঞ্চালনে উজ্জ্বল সুকোমল গণ্ডস্থল, উন্নত নাসিকা, কুটিল-কুন্তল-দামমণ্ডিত পদ্মপলাশলোচন, সুন্দর ভ্রূ, সুস্নিগ্ধ হাস্যসহ স্নেহদৃষ্টি, অতীব মনোরম মৃদু হাস্য, উচ্চহাস্য এবং কুন্দপুষ্পবিনিন্দিত শুভ্র দন্তপংক্তি-সুশোভিত পরম মনোহর বদনকমল ধ্যান করিবেন। শ্রীভগবান্ ভৃত্যগণকে অনুকম্পা করিতে ইচ্ছা করিয়া নিজ নিত্যস্বরূপ শ্রীবিগ্রহ প্রপঞ্চে প্রকট করিয়া থাকেন। ভক্তিযোগী সেই অপরূপ রূপ ভাবনাদ্বারা ভগবান্‌কে হৃদয়-মধ্যে ধ্যান করিতে করিতে হৃদয়াকাশে প্রতীত ভগবৎস্বরূপ-বিগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না। ইহাই তাঁহার পরম সমাধি। এইরূপে সাধকের চিত্ত যখন ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া উঠে তখন তিনি সেই চিত্ত সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া থাকেন, তাঁহার আর দেহাত্মাভিমান থাকে না, সর্ব্বভূতে পরমাত্মা ও পরমাত্মাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত দর্শন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

অবশ্য যোগমিশ্রা ভক্তি ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তগণের আদরণীয় নহে। তাঁহাদের মোক্ষ বা কৈবল্য লক্ষ্যীভূত বিষয় থাকে না, ভক্তিকে তাঁহারা মুক্তির উপায়রূপে বিচার করেন না। শুদ্ধভক্ত কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি নিরপেক্ষ হইয়া একমাত্র প্রেম-প্রয়োজনমূলে ভক্তিরসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার ভক্তিরসাপ্লুত চিত্ত কখনও অন্যরসাকৃষ্ট হইতে পারে না। তবে 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' বা 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' এবং "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥" ইত্যাদি ন্যায়ে অভীষ্টা-নুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। অষ্টাঙ্গ যোগান্তর্গত ধ্যান নবাঙ্গ ভক্তির তৃতীয়াঙ্গ ধ্যান সমপর্য্যায় না হইলেও শুকদেব বিল্বমঙ্গলাদির ন্যায় কোন কোন মহাযোগীকে মহদনুগ্রহ-বশতঃ ভক্তিরসেই নিমগ্ন থাকিতে দেখা যায়।

"পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥" এবং "অদ্বৈতবীথী পথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ। শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥" ইত্যাদি এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। ভক্তের নিকট মুক্তি স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া থাকেন এবং ধর্ম্মার্থকাম সেবার অবসর প্রতীক্ষা করেন। ভক্তের কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছা ব্যতীত নিজেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছার লেশমাত্রও অন্তরের অন্তস্থলে লুক্কায়িত থাকে না, ভক্তি সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপা। "ওঁ যল্লব্ধ্বা পুমান্ ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি ইত্যাদি।" সুতরাং ভক্তিরসাস্বাদন ছাড়িয়া অন্যরসাস্বাদন স্পৃহাকে ভক্তগণ কখনই আদর করিতে পারেন না।

"এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে॥"

(ভাঃ ৩।২৮।৩৪)

অর্থাৎ এইরূপে (ধ্যানমার্গে) সাধকের ভগবান্ শ্রীহরিতে যখন ভাবের (প্রগাঢ় ভক্তির) উদয় হয়, তখন তাঁহার চিত্ত ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া উঠে ; আনন্দাতিশয্যহেতু তাঁহার অঙ্গে রোমাঞ্চ হইতে থাকে এবং ঔৎসুক্যজনিত আনন্দাশ্রুকলাদ্বারা তিনি বারংবার আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইতে থাকেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন হইলেও সাধক "তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্ক্তে" অর্থাৎ সেই ভগবৎস্বরূপ হইতে চিত্ত বড়িশকে ধীরে ধীরে বিযুক্ত করেন।'ন চ পরমানন্দরূপমেব পুনরপি বিষয়ীকুর্য্যাৎ। 'শনকৈর্বিযুঙ্ক্তে' ইত্যত্র শনৈঃ পদেন পুনরপি ততোবিয়োজনীয়ত্বাদতো নির্ব্বাণং লয়মৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি'- (ভাঃ ৩।২৮। ৩৫ বিশ্বনাথ দ্রষ্টব্য)। পরমানন্দরূপকে পুনরায় ধ্যানের বিষয় করেন না। নির্ব্বাণ—লয় প্রাপ্ত হন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উক্ত ৩।২৮।৩৪ শ্লোকের 'তচ্চাপি...... বিযুঙ্ক্তে' ইহার ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন — "তচ্চাপি তস্মাদপি স্বরূপাৎ চিত্তবড়িশং বিযুঙ্ক্তে বিযোজয়তি জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেদিতি বিধিবদ্‌ভক্তিসন্ন্যাসে বিধ্যভাবাৎ প্রত্যুত ভক্ত্যার্দ্রয়ার্পিতমনা ন পৃথগ্ দিদৃক্ষেদিতি নিষেধবিধেঃ সদ্ভাবাদয়ং মন্দধীঃ স্বেচ্ছয়ৈব বিযোজয়তীত্যর্থঃ বিযুঞ্জ্যাদিতি বিধ্যপ্রয়োগাৎ। ইত্যাদি" অর্থাৎ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেও ভগবৎস্বরূপ হইতে চিত্তবড়িশকে বিযুক্ত করেন। 'জ্ঞানও আমাতে সন্ন্যাস করিবে' এই গীতোক্ত বিধিবৎ ভক্তি-সন্ন্যাসে বিধির অভাব-হেতু প্রত্যুত প্রেমরসসিক্ত ভক্ত্যর্পিতচিত্ত ভগবৎস্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না' (ভাঃ ৩।২৮।৩৩ দ্রষ্টব্য) —এই নিষেধ বিধির সদ্ভাব থাকায় এই মন্দধী স্বেচ্ছায় চিত্তকে বিযুক্ত করেন। 'বিয়োগ করিবে' এইরূপ বিধির প্রয়োগ নাই। যোগিধীবর-চিত্তকে 'বড়িশ'সহ তুলিত হইয়াছে। বড়িশাদি বহ্নি-তাপাদিবশতঃ কিঞ্চিৎ দ্রবীভূত হইতে থাকিলেও তাপাভাবে তৎক্ষণাৎই আবার কঠোর হইয়া যায়। এজন্য মূলে 'দ্রবদ্‌হৃদয়' এইরূপ বলা হইয়াছে, দ্রুত অর্থাৎ দ্রবীভূত হৃদয় নহে। আবার বড়িশ যেমন গঙ্গাদি তীর্থ জলে নিত্য স্নানপর হইয়াও কুটিল অরসজ্ঞ, মীনলোভোৎপাদক মিষ্টপিষ্টকান্নখণ্ডদ্বারা আবৃতমুখত্ব হেতু দাম্ভিক, তদ্রূপ বিগীত অর্থাৎ গর্হিত নিন্দিত যোগিগণের চিত্ত তীর্থপূত হইলেও কঠোর কুটিল ভগবদাকর্ষক ধ্যানভক্ত্যাবৃতমুখত্ব-হেতু দাম্ভিক। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় মঙ্গলাচরণ শ্লোকে 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' পদের ব্যাখ্যায় শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ প্র-শব্দদ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিকেও কৈতবরূপে ব্যাখ্যা করায় কৈবল্যেচ্ছা কৈতবদোষযুক্তা বলিয়া যে যোগী কর্ত্তৃক সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ধ্যানরূপা শ্রীভক্তিদেবী যোগাঙ্গরূপে উপাসিতা হইয়া পশ্চাৎ ত্যক্তা হন, সেই যোগিচিত্ত-বড়িশের স্পর্শও ভগবানের পক্ষে কষ্টকর, সুতরাং তদ্‌বিয়োগে শ্রীভগবান্ তাদৃশ হারিত (পরাজিত, অপহারিত বা অপহৃত) চিত্তবড়িশবিশিষ্ট যোগিধীবরকে একবিংশতিপ্রকার দুঃখনিবৃত্তি পূর্ব্বক প্রত্যাগাত্মানুভবরূপ মোক্ষ দান করেন, পরমাত্মানুভবরূপ মোক্ষ দান করেন না। "যস্তু ভগবদ্‌গীতোক্তোঽষ্টাঙ্গযোগী ভগবদ্ধ্যানমজহদেব দৃষ্টস্তস্মৈ তু পরমাত্মানুভবরূপমপি [মোক্ষং দদাতীত্যাহুর্ভাগবতরসিকাঃ, যতঃ স কদাচিদপি ন ধ্যেয়াদ্‌ভগবন্মধুররূপাদ্‌বিযোক্তুমিষ্টে।" অর্থাৎ ভগবদ্‌গীতোক্ত অষ্টাঙ্গযোগী ভগবদ্ধ্যান অপরিত্যাগশীলরূপে দৃষ্ট হওয়ায় শ্রীভগবান্ তাঁহাকে পরমাত্মানুভবরূপ মোক্ষ দান করেন, ইহাই ভাগবতরসিকগণ বলিয়া থাকেন। কেননা তিনি কখনও ধ্যেয় ভগবন্মধুররূপ হইতে চিত্তকে বিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন না। "ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি। মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥" (ভাঃ ....)

"স্মরন্মুকুন্দাঙ্‌ঘ্র্যুপগূহনং পুনর্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ" অর্থাৎ রসগ্রাহী ব্যক্তি একবার মুকুন্দ পাদপদ্মের আলিঙ্গন স্মরণ করিয়া পুনরায় তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না—এই দেবর্ষিনারদোক্তিতে 'রসগ্রহ'বলিতে শ্রীশুক প্রভৃতিই অভিনন্দিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত ভাঃ ৩।২৮।৩৩ শ্লোকোক্ত ভক্তিরসসিক্ত ভগবদর্পিতচিত্ত ভগবৎস্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না—এই বাক্যে 'অর্পিতমনা' এই শব্দটি বিচার করিলে

দেখা যায়—যে মন একবার ভগবানে অর্পিত হইয়াছে, সেই অর্পিত মনে সাধকের স্বত্বাভাব হেতু কিপ্রকারে তাহাকে তাঁহা (ভগবান) হইতে বিযুক্ত করা যাইবে ? কি প্রকারেই বা সেই সাধক দত্তাপহারী হইতে পারে, তাহা হইলে ত' তাহার পক্ষে নিন্দা দুর্নিবারা হইবেই। আর ভগবানও তাঁহার ভক্তগণের হৃদয়েই অবস্থান করেন, যোগিগণের হৃদয়ে থাকেন না। শ্রীব্রহ্মোক্তিও তদ্রূপ — পরা ভক্তিদ্বারা গৃহীতচরণ ভগবান তাঁহার নিজজন ভক্তগণের হৃদয়পদ্ম হইতে নির্গত হন না। আবির্হোত্রও বলিয়াছেন—শ্রীভগবান্ ভক্তের হৃদয় পরিত্যাগ করেন না। যথা—

"অর্পিতমনা ইতি ভগবতে মনঃ সমর্প্য তস্মিন্মনসি স্বত্বাভাবাৎ কথং তস্মাত্তদ্বিযোজয়েৎ। কথং বা দত্তাপহারী ভবেদিতি তথাত্বে নিন্দা দুর্নিবারৈব। ভগবানপি ভক্তানামেব হৃদি তিষ্ঠেন্ন যোগিনঃ। যদুক্তং ব্রহ্মণা—ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্" ইতি। আবির্হোত্রেণ চ—"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য" ইত্যাদি।"—ভাঃ ৩।২৮।৩৪ চক্রবর্ত্তিটীকা।

সুতরাং যে যোগী মহদনুগ্রহফলে একবার ভগবদ্ধ্যান-মাধুর্য্য আস্বাদন সৌভাগ্য লাভ করিয়া শেষে তাহা ত্যাগ করিতে চাহেন, সেই যোগী যোগে প্রাপ্তনিষ্ঠ হইয়াও যোগিগণমধ্যে অতি নিকৃষ্ট ভক্তিরসবঞ্চিত। তিনি প্রথমে যে ভক্তিযোগ অবলম্বন করেন, তৎফলে একবিংশতি প্রকার দুঃখনাশপূর্ব্বক প্রত্যগাত্মানুভবাত্মক মোক্ষ লাভ করেন, পরমাত্মানুভবাত্মক মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৪শ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'আত্মারামশ্চ' শ্লোক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে সগর্ভ ও নিগর্ভ ভেদে যোগী দুই প্রকার।

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥" —(ভাঃ ২।২।৮)

অর্থাৎ কোন কোন যোগী স্বীয় দেহস্থিত প্রাদেশমাত্র হৃদয়মধ্যে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পুরুষকে ধারণাদ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন। ইহাই সগর্ভ যোগীর লক্ষণ।

'এবং হরৌ ভগবতি' (ভাঃ ৩।২৮।৩৪) অর্থাৎ এইরূপে ভগবান শ্রীহরিতে লব্ধভাব হইয়া ভক্তিদ্বারা হৃদয় দ্রব এবং আনন্দভরে পুলকাদি উৎপন্ন হয়, উৎকণ্ঠা-হেতু আনন্দবাষ্পকলার দ্বারা মুহুর্মুহুঃ পীড্যমান (আনন্দে নিমজ্জমান) হইতে থাকে, তখন বড়িশের (মৎস্যধরা কাঁটার) ন্যায় ধ্যানযুক্ত চিত্ত (ধ্যেয় বস্তুর ধারণা হইতে) অল্প অল্প করিয়া বাহির করিয়া ফেলে—ইহাই নিগর্ভ যোগীর উদাহরণ।

যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ় ও প্রাপ্তসিদ্ধি—এই ত্রিবিধ যোগীর সগর্ভনিগর্ভভেদে ছয় প্রকার বিভেদ, যথা—সগর্ভ যোগারুরুক্ষু; নিগর্ভ যোগারুরুক্ষু; সগর্ভ যোগারূঢ়, নিগর্ভ যোগারূঢ় এবং সগর্ভপ্রাপ্তসিদ্ধি, নিগর্ভপ্রাপ্তসিদ্ধি।

"এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হঞা॥"
—চৈঃ চঃ ম ২৪।১৫৫

শুদ্ধভক্তসাধুসঙ্গে শুদ্ধভক্তিরসাস্বাদনসৌভাগ্য না পাওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিবাঞ্ছাই বলবতী হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্ত উহাকে ভক্তি-প্রতিকূল জানিয়া চিত্তের চতুঃসীমানায়ও প্রবেশাধিকার দেন না।

যাঁহারা যোগমার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের যোগে কোন প্রকার যত্নশৈথিল্য আসিয়া উপস্থিত না হইলে প্রকৃষ্ট যত্নসহকারে অনেক জন্মপর্য্যন্ত যোগ অভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে কিল্বিষশূন্য (সংশুদ্ধ কিল্বিষ :—সম্যক পরিপক্ক কষায় অর্থাৎ সম্যক কষায়পরিপাকে বিশুদ্ধ চিত্ত) হইলে যোগী পরা গতি (স্ব অর্থাৎ আত্ম-পরমাত্মদর্শনরূপ মুক্তি) লাভ করেন, কষায় পরিপাক না হইলে সিদ্ধি লাভ সুদূরপরাহত। (গীতা ৬।৪৫ দ্রষ্টব্য)

কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠ তপস্বী বা সকাম কর্ম্মী অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রহ্মোপাসক

যোগী শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা পরমাত্মোপাসক অষ্টাঙ্গযোগী শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগীর শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে (গীতা ৬।৪৬-৪৭ দ্রষ্টব্য)। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—কর্ম্মী তপস্বী জ্ঞানী চ যোগী মতঃ; অষ্টাঙ্গযোগী যোগিতরঃ; শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিমাংস্তু যোগিতম ইত্যর্থঃ যদুক্তং শ্রীভাগবতে—মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার রসিকরঞ্জন মর্ম্মানুবাদে লিখিয়াছেন—"সকাম কর্ম্মীকে যোগী বলা যায় না। নিষ্কামকর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা—ইহারা সকলেই যোগী। বস্তুতঃ যোগ এক বই দুই নয়। যোগ—একটি সোপানময় মার্গবিশেষ; সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ঐ সোপানের প্রথম ক্রম। তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ জ্ঞানযোগ হয়, তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যানযুক্ত হইয়া অষ্টাঙ্গযোগরূপ তৃতীয় ক্রম হয়, তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে ভক্তিযোগরূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐ সমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে মহৎ সোপান, তাহারই নাম যোগ। * * যাঁহাদের নিত্যকল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রত্যেক ক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করতঃ শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার উপরস্থ ক্রমগমনের জন্য পূর্ব্বক্রম নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ থাকেন, সেই ক্রমের নাম সংযুক্ত একটি খণ্ড যোগেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। এইজন্যই কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী, কেহ বা ভক্তিযোগী বলিয়া পরিচিত হন। অতএব হে পার্থ কেবল আমাতে ভক্তি করাই যাঁহার চরম উদ্দেশ্য, তিনি অন্য তিন প্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি সেই প্রকার যোগী অর্থাৎ ভক্তিযোগী হও। নিষ্কামকর্ম্মদ্বারা জ্ঞান, তদ্দ্বারা ধ্যানযোগ ও অবশেষে ভক্তিযোগই জীবের লভ্য হয়—ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ।" (গীতা ৬.৪৭ দ্রষ্টব্য)। "কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান। ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্মযোগজ্ঞান" (চৈঃ চঃ ২২।১৭)। "ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল। সবফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥" (চৈঃ চঃ ম ২৪।৮৭) ইত্যাদি বহু বাক্যে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কর্ম্মজ্ঞানাদির ভক্তিসাপেক্ষতা অথচ ভক্তির অন্য-নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভক্ত্যা মামভিজানাতি—এই গীতা এবং "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" এই ভাগবতবাক্যে ঐকান্তিকী ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১১।২০।৩১-৩৪) "তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥ যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ॥ যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥ ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥"

—"সুতরাং মদ্ভক্ত মদাত্মকযোগীর জ্ঞান ও বৈরাগ্য আর কি মঙ্গল সাধন করিবে? কর্ম্ম-তপস্যা-জ্ঞান-বৈরাগ্য-যোগ-দানধর্ম্মদ্বারা এবং তীর্থযাত্রা ব্রতাদি সত্ত্বসংশোধক যাবতীয় শ্রেয়ঃ সাধনাদিদ্বারা যাহা কিছু মঙ্গল লাভ হইতে পারে, আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগাবলম্বনে সেই সমস্ত শ্রেয়ঃই অনায়াসে লাভ করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে স্বর্গ, মোক্ষ, বৈকুণ্ঠ সবই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমার ভক্তের বৈশিষ্ট্য এই যে, আমার বুদ্ধিমান্ ঐকান্তিক ভক্তগণ আমাতে আত্যন্তিকী প্রীতিবিশিষ্ট হওয়ায় আমি তাহাদিগকে মোক্ষ বা কৈবল্য দিতে চাহিলেও তাহারা উহা লইতে চাহে না।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিলেন—"ভক্তেরন্যনিরপেক্ষত্বাদন্যস্য চ তৎসাপেক্ষত্বাদ্ভক্তিযোগ এব শ্রেষ্ঠ ইত্যুপসংহরতি।" অর্থাৎ ভক্তির অন্য নিরপেক্ষত্ব হেতু এবং অন্যের অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির তৎসাপেক্ষত্ব-হেতু ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ ইহাই উপসংহার করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা মঠে

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের শুভাবির্ভাবতিথি-পূজা

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের একষষ্টিতম শুভাবির্ভাবতিথিপূজা দক্ষিণ কলিকাতা ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ২৫ দামোদর, ২৯ কার্ত্তিক, ১৫ নবেম্বর রবিবার সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথের অর্চ্চনান্তে, সমুপস্থিত তাঁহার সতীর্থ গুরুভ্রাতাগণকে পুষ্প, চন্দন, মাল্য ও বস্ত্রার্পণের দ্বারা পূজা করিয়া আচরণমুখে এই শিক্ষা প্রদান করিলেন—'গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার।' পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নারায়ন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ দুর্দ্দৈবমোচন দাসাধিকারী প্রভৃতি তাঁহার সতীর্থগণ উক্ত শুভবাসরে উপস্থিত ছিলেন। নিজ ইষ্টদেব শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট সেবা সম্পাদনে সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের সতীর্থগণকে প্রণতি ও আর্ত্তিযুক্ত সদৈন্যোক্তি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া উপস্থিত তদনুগত ভক্তবৃন্দের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং গুরুমনোভীষ্ট সেবায় নিজেদের অযোগ্যতা দর্শন করিয়া নিজদিগকে ধিক্কার প্রদান করিতে থাকেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক তদাশ্রিত জনগণের মঙ্গলকামনায় তাঁহাদের আয়োজিত পুষ্পাঞ্জলি প্রদানরূপ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় বাধা প্রদান করেন নাই। ভক্তগণ শ্রীগুরুর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের এইরূপ সাক্ষাৎ সুযোগ লাভ করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ তৎপার্শ্বে পৃথক পৃথক আসনে উপবিষ্ট হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রিয় সেবক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের ষোড়শ উপচারে পূজা ও আরতি সম্পন্ন করিলে সমুপস্থিত বহু শত নরনারীর ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। তৎকালে ভক্তগণের উচ্চ সংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে শ্রীমঠ মুখরিত হইয়া উঠে। পুষ্পাঞ্জলি প্রদান অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব দৈন্যার্ত্তিপূর্ণ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় শ্রোতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে এক অভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশবাণীর সারমর্ম্ম ঃ—

'আজ শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে আমার পরম গুরুদেব পরমহংস শ্রীমৎ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। ঘটনাচক্রে আজিকার তিথিতে আমার জন্ম হইয়াছিল। তজ্জন্য আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ আমার মঙ্গলের জন্য প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদে আমার জীবনের প্রতিটী মুহূর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবা ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে ব্যয়িত না হউক এই প্রার্থনা জানাইতেছি। আমার পারমার্থিক বন্ধুগণ আমাকে যে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার প্রতি তাঁহাদের নির্ব্যলীক স্নেহের পরিচয় আমি তখনই বুঝিব যখন তাঁহারা ভুক্তিবাঞ্ছা, মুক্তিবাঞ্ছা আদি যাবতীয় কৃষ্ণেতর প্রবৃত্তি পরিহার করিয়া নিষ্কপটভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিজজনগণের সেবায় প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য নিয়োজিত করিবেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও লোভনীয় বস্তুর কল্পনা হইতে পারে না। ভোগের উদর্কফল ত্রিবিধ ক্লেশ এবং মুক্তির ফল মাত্র দুঃখনিবৃত্তি। জড়বিলাসে দুঃখের তরঙ্গ, জড়বিলাসরাহিত্যে দুঃখের সাম্য, ব্রহ্মসা-

যুজ্যাদি মুক্তিতে আস্বাদ্য ও আস্বাদকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায় আনন্দাস্বাদনরাহিত্য। প্রেমময় রাজ্যে ভক্ত ভগবানের নিত্য প্রীতিসম্বন্ধহেতু নিত্যনবনবায়মান আনন্দের আস্বাদন বা উদ্বেলন তথায় রহিয়াছে,—উহাই চিদ্‌বিলাসময় ভূমিকা। ঐশ্বর্য্য চিদ্‌বিলাসময় ভূমিকায় উহা বৈকুণ্ঠ এবং মাধুর্য্য চিদ্‌বিলাসময় ভূমিকায় উহাই গোলোক। বৈকুণ্ঠে আড়াই প্রকার রসে শ্রীনারায়ণ সেবিত হইতেছেন, গোলোকে সপ্ত গৌণ ও পঞ্চ মুখ্য দ্বাদশ রসের সম্পূর্ণ প্রাকট্য আছে—তথায় প্রেমের সর্ব্বোত্তম বিষয় নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। উক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম জীবের প্রয়োজন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু সাধকগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ। অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥' শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তায় দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত ব্যাক্তিগণই শ্রদ্ধালু। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের সাধুসঙ্গ লাভ হয়। তৎপর সদগুরুর চরণাশ্রয় করতঃ ভজন আরম্ভ কালে সাধকের চতুর্ব্বিধ অনর্থ থাকে—স্বরূপভ্রান্তি, অসতৃষ্ণা, হৃদ্দৌর্ব্বল্য, অপরাধ। যত্নের সহিত সাধনভক্তির অনুশীলনের দ্বারা ক্রমশঃ অনর্থসমূহ অপগত হয়। সাধনভক্তির অনুশীলনে ঔদাসীন্য হইতেই আমদের দ্রুত মঙ্গল লাভ হয় না, শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ৬৪ প্রকার মুখ্য সাধন ভক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হইতে উপদেশ করিয়াছেন। আজিকার এই শুভতিথিতে সর্ব্ববিধ উপায়ে নিয়ত শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল প্রীত্যনুশীলনরূপ ব্রতের সঙ্কল্প আমরা গ্রহণ করিব, তবেই গুরুবর্গের প্রকৃত মনোভীষ্ট সেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইবে।'

উক্তদিবস অপরাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণান্তে সমুপস্থিত শত শত ভক্তগণকে ফলমূলাদি অনুকল্প প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে সান্ধ্য মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রস্তাবে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের সমর্থনে কালনা শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সভার পৌরোহিত্য পদে বৃত হন। তৎপর সভাপতির নির্দ্দেশক্রমে ভক্তগণ কর্ত্তৃক নিজ অযোগ্যতা জ্ঞাপন ও অপরাধ ক্ষমাপ্রার্থনামুখে শ্রীল গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপাপ্রার্থনাসূচক গীতিত্রয় পঠিত হয়ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণীর সহকারী সম্পাদক শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকারণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় স্বরচিত প্রণতি-কুসুমাঞ্জলি গীতি পাঠ করেন, তৎপর শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহাশয় তাহার সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদানান্তে শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী প্রভু রচিত ভক্তি-অর্ঘ্যগীতি-কবিতা আবৃত্তি করেন এবং শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী রচিত দীনের বিজ্ঞপ্তি গীতি শ্রীধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু কর্ত্তৃক পঠিত হয়। অতঃপর সভাপতি কর্ত্তৃক পুনঃ আদিষ্ট হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীগুরুপূজার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরিশেষে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বীয় পরমগুরুদেব পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অলৌকিক চরিত্র, তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য ও শিক্ষা বর্ণনা প্রসঙ্গে বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন।

তৎপরদিবস মহোৎসবে সমাগত অগণিত নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। উক্ত দিবস সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

দুই দিবস সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বক্তৃমহোদয়গণ কর্ত্তৃক শ্রীগুরুপূজার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে শাস্ত্র ও যুক্তিমূলে গূঢ় তত্ত্বসমূহের যে বহুমুখী আলোচনা হয় তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীভগবজ্‌জ্ঞানলাভে গুরুপূজার আবশ্যকতাঃ—

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রুতি প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের অত্যাবশ্যকতার কথা উক্ত হইয়াছে। ['তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ —গীতা। 'তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥' —ভাগবত। 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥' —(মুণ্ডক শ্রুতি)।] জাগতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তুচ্ছ জ্ঞান লাভের জন্য যখন শিক্ষক, অধ্যাপক বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক হয়, তখন ইন্দ্রিয়াতীত নির্গুণ ভগবজ্‌জ্ঞান লাভে শ্রীগুরুতে অভিগমন নিঃসন্দেহে অপরিহার্য্য। শ্রীভগবৎকৃপা ব্যতীত সর্ব্বকারণকারণ স্বতঃসিদ্ধ ভগবজ্‌জ্ঞান লাভের দ্বিতীয় কোনও উপায় স্বীকৃত হইতে পারে না। শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির দ্বিতীয় কোনও উপায় স্বীকৃত হইলে ভগবানের সর্ব্বকারণকারণত্বের ও স্বতঃসিদ্ধত্বের হানি হয়। শ্রীভগবান্ অসমোর্দ্ধতত্ত্ব। তাঁহার সমান বা বড় কোনও তত্ত্ব না থাকায় তিনি ছাড়া বা তৎকৃপা ব্যতীত তাঁহাকে কেহই জানিতে পারেন না। 'অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে। ঈশ্বরের কৃপা বিনা কেহ নাহি জানে॥ ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাঁহারে। সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥' —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। 'অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।' —শ্রীভাগবত। স্বপ্রকাশ বস্তু সূর্য্যকে যেমন রাত্রিতে অন্য আলোর সাহায্যে দেখা যায় না, সূর্য্য উদিত হইলে তাঁহার কৃপালোকেই তাঁহাকে দেখা যায়, তদ্রূপ স্বপ্রকাশতত্ত্ব শ্রীভগবানের দর্শন বা অনুভব তৎকৃপাশক্তির মাধ্যমেই সম্ভব, জাগতিক কোনও জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাকে জানা যায় না। 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।' —ঋগ্বেদ।

সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক নিজতত্ত্ব ব্রহ্মাকে জানান। ব্রহ্মা হইতে স্বায়ম্ভুব মনু, তাঁহা হইতে সপ্ত ব্রহ্মর্ষি আদি অথবা শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাসদেব এইভাবে গুরুপরম্পরাধারায় ভগবজ্‌জ্ঞান জগতে বিস্তৃত হইয়াছে। স্বতঃসিদ্ধ ভগবজ্‌জ্ঞান সৎগুরু বা সৎশিষ্য পরম্পরায় জগতে অবতরণ করেন। এজন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি পদ্মপুরাণে এইরূপ বলিয়াছেন—'সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ। ......অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও নিঃশ্রেয়সার্থীর পক্ষে শ্রৌতপারম্পর্য্যে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য ব্রহ্মসম্প্রদায়ের গুরু শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণের লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। ব্রহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যযুগীয় প্রসিদ্ধ আচার্য্য মধ্বমুনির নামানুসারে উক্ত সম্প্রদায় ব্রহ্ম-মাধ্ব সম্প্রদায় নামে খ্যাত। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু উক্ত সম্প্রদায়কে স্বীকার করিলে তাহার সম্প্রদায় ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।"

অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব অষ্টোত্তরশতশ্রী

ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের

একষষ্টিতম শুভাবির্ভাববাসরে

প্রণতিকুসুমাঞ্জলি

নমো মে শ্রীগুরো শ্রীমদ্ভক্তিদয়িতমাধব।
ভবতঃ পাদপদ্মাভ্যাং ভববন্ধননাশিনঃ॥
যাচেঽহং করুণাং দেব তবাবির্ভাববাসরে।
যথা মে মানসক্ষেত্রে ভক্তিরস্তু সদা দৃঢ়া॥

হে আরাধ্যতম!
যেইদিন তুমি উদি ত লে
আমার ভাগ্যাকাশে
অজ্ঞানতমঃ দূরে গেল সরি'
আলোকের পরকাশে॥

বহু জনমের সংস্কারগুলি
বদ্ধ সলিল সম।
সঞ্চিত ছিল জঞ্জালরূপে
মানসক্ষেত্রে মম॥
তোমার প্রভায় সেইগুলি সব
শুকাইয়া গেল ধীরে।
উষরক্ষেত্র হ'ল উর্ব্বর
স্বরূপ পাইল ফিরে॥
ভকতির বীজ করিলে বপন
নিজ কৃপা প্রকাশিয়া।
জাগিল পুলক শরীরে আমার
হরষিত হ'ল হিয়া॥
ক্রমে অঙ্কুর হ'ল সঞ্জাত
কথামৃতসিঞ্চনে।
বিটপীতে ক্রমে হ'ল পরিণত
উপদেশ-বারি দানে॥
বৃক্ষ যখন শোভিত হইল
পত্রের সম্ভারে।
ফুল ও ফলের প্রসব সময়
আগত হইল ধীরে॥
এহেন সময়ে সংসার-জ্বালা
প্রবল ঝটিকারূপে।
ভগ্ন করিয়া শাখা পল্লব
ফেলিল অন্ধকূপে॥
এখন কেবল বাঁচিয়া রয়েছে
বৃক্ষটি কোন মতে।
ফুলফল শোভা কি আর হইবে
পল্লব নাহি যাতে
আজ এই তব প্রকট বাসরে
ওহে প্রভু দয়াময়।

কৃপা কর যেন পুনঃ সেই তরু
পত্র শোভিত হয়॥
তাহে যেন ধরে পুনঃ ফুলফল
যাহা মোর বাঞ্ছিত।
কৃপাবারি দানে তাহারেই পুনঃ
করগো সঞ্জীবিত॥
যে তরুছায়ায় আশ্রয় লভি'
পাইব পরমা শান্তি।
যার সুমধুর ফল আস্বাদি
দূরে যাবে সব ভ্রান্তি॥
রক্ষা কর গো সেই তরু তুমি
হৃদয়েতে বল দিয়া।
বিষয়-ভোগের বাসনার ঝড়
নাহি ফেলে উপাড়িয়া
সংসার-জ্বালা পুনঃ যেন তারে
তপ্ত নাহিক করে।
সতেজ হইয়া থাকে যেন সদা
ক্রমে অমৃত ঝরে॥
সংসার আর পরিবেশ মোর
তীব্র অনল সম।
পুড়াইতে চায় প্রবল প্রতাপে
ভকতি তরুরে মম॥
আমার নিজের নাহি কোন বল,
আমি দীন অতিশয়।
ভকতি তরুরে রক্ষণ করিতে
নাহিক শকতি হয়॥
এদীন সেবক পেয়েছে ভকতি
তোমারই কৃপা বলে।
আশিস্ করিয়া এই কর প্রভু
যেন তাহা নাহি টলে॥

মোর উদ্ধার লাগিয়া এসেছ গোলোক হইতে তুমি।
ভকতিপূরিত অন্তরে তব চরণপদ্মে নমি॥

শ্রীউত্থান একাদশী
১৫ ই নবেম্বর, ১৯৬৪

দাসানুদাস—
শ্রীবিভুপদ দাস

প্রশ্নোত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—আমরা কামের হাত থেকে কি করে বাঁচবো?

উত্তর—দুর্ভাগ্যবশতঃ এ জগতে আমরা কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে যাচ্ছি। কামে আবদ্ধ হ'য়ে আমরা নিজ অমঙ্গল বরণ করছি। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—চিন্তা নাই, কাম কেটে যাবে কামের প্রকৃত পাত্রে অর্থাৎ অপ্রাকৃত কামদেবে সর্ব্বকাম নিযুক্ত হ'লে —রাইকানুর গান কীর্ত্তন করলে। শাস্ত্র বলছেন —

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

(ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদি মধুর লীলা নিজের অপ্রাকৃত হৃদয়ের দ্বারা বিশ্বাস ক'রে বর্ণন বা শ্রবণ করেন তাঁর প্রাকৃত মনসিজ কাম সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হ'য়ে যায়। অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার বক্তা বা শ্রোতা অপ্রাকৃত রাজ্যেই নিজের অস্তিত্ব অনুভব করায় প্রকৃতির গুণত্রয় তাঁ'কে পরাভূত করতে পারে না। তিনি জড়ে পরম নির্গুণভাববিশিষ্ট হ'য়ে অচঞ্চলমতি এবং কৃষ্ণসেবায় নিজ অধিকার বুঝতে সমর্থ। প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় এই প্রসঙ্গে কেহ যেন মনে না করেন, প্রাকৃত কামলুব্ধ জীব সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট হ'য়ে নিজ ভোগময় রাজ্যে বাস এবং সাধনভক্তি পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণের রাসাদি অপ্রাকৃত বিহার বা লীলাকে নিজের মত প্রাকৃত ভোগের আদর্শ জেনে শ্রবণ-কীর্ত্তন করলেই তাঁর কাম বিনষ্ট হ'বে। এইজন্যই এখানে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস—বিশেষ আবশ্যক। রাসলীলা আলোচনা করতে গিয়ে ভোগবুদ্ধি আসলে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে—নরকে যেতে হ'বে।

কৃষ্ণলীলা সমস্তই চিন্ময়। চিন্ময়ী গোপীগণের সহিত পূর্ণ চিন্ময় অধোক্ষজ কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করবার যত্নের সহিত আলোচনা করতে করতে চিৎ-প্রেমের উদয় পরিমাণানুসারে জড়াশক্তি এবং জড়-কামাদি দূর হ'তে থাকে; সম্পূর্ণ চিন্ময়-লীলা উদিত হ'লে আর কিছুমাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না। কামের যন্ত্রণায় আমরা সতত অমঙ্গল বরণ করছি। কামোপভোগের দ্বারা, কামের শান্তি বা নিবৃত্তি হয় না। কামের ক্রীড়া-পুত্তলি না হ'য়ে কিরূপে মঙ্গল লাভ করবো তা আলোচনা করা উচিত তাই শাস্ত্র বলছেন—অমঙ্গলময়ী কামনার হাত হ'তে লোক অনায়াসে নিষ্কৃতি পেতে পারে—অবিলম্বেই সকল দুষ্ট কামনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে—জড় বস্তুর প্রতি আসক্তি বা কাম বিদূরিত হতে পারে, যদি চারপ্রকার আস্তিক-পর্য্যায়ে যে সর্ব্বোত্তম রাধাগোবিন্দের কথা আছে, সেই কথা যদি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত মানুষ আলোচনা করে। শুধু কাম দূর করা নয়, কামের যথার্থ ব্যবহার অর্থাৎ কৃষ্ণকাম বা প্রেম লাভ হ'তে পারে—এই রাইকানুর গান কীর্ত্তনে।

কাম—পরম গতিশীল বৃত্তি, উহা কখনই কৃত্রিম-ভাবে রুদ্ধ হতে পারে না, কেবল উহার যথার্থ ব্যবহার অর্থাৎ উহার গতি স্বাভাবিকী করা যে'তে পারে মাত্র। কামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে কাম নিযুক্ত করাই কামের একমাত্র যথার্থ ব্যবহার বা উহাই কামের স্বাভাবিকী গতি। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলেছেন—"কাম কৃষ্ণকর্ম্মা-র্পণে।" শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—"কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া।"

গোপরামাগণের শ্রীচরণরেণুতে শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে— শ্রীরূপের শ্রীপাদপঙ্কজে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে রাইকানুর গান ব্যতীত কখনই সম্পূর্ণভাবে কাম বিদূরিত হ'তে পারে না। সর্ব্বক্ষণ রাইকানুর কীর্ত্তনই জীবের সহজ ধর্ম্ম—রাইকানুর প্রেমলীলার কথাই মুক্ত জীবের সর্ব্বক্ষণ শ্রবণীয়। রাইকানুর কীর্ত্তন ব্যতীত আর বড় কোন কথা হ'তে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন—আত্মা পূর্ণতমরূপে বিকাশ লাভ কর্‌বে ও পরমাত্মার সম্পূর্ণ অবিমিশ্র সেবা হ'বে রাইকানুর কীর্ত্তনে—পারকীয় বিচারে—রাধাগোবিন্দের কীর্ত্তনে। ইহাই মহাপ্রভুর সর্ব্বপ্রধান কথা।

"গানমধ্যে কোন্ গান—জীবের নিজধর্ম্ম ?
'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি'—যেই গীতের মর্ম্ম ॥"
"শ্রবণ-মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণ-রসায়ন ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ অধ্যায়)

জগতে যে দেহ বা জড়ের দাম্পত্য, তাতে সমূহ অমঙ্গলেরই পরিচয় পাওয়া যায়। চেতনের দাম্পত্যেই মঙ্গলের কথা নিহিত। এজন্য তাঁরই গান শ্রবণ-কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

হাড়মাংসের থলে— যা পঞ্চভূতে মিশে যাবে, তদ্দ্বারা কখনও অপ্রাকৃত রাইকানুর সেবা হয় না। তা' দ্বারা আবৃত হ'লে চেতন কখনও সহজগতি পাবে না। যাঁরা রাইকানুর গান কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হবেন, তাঁদের চিত্তবৃত্তি হ'বে— মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের চরম শ্লোক—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥"

হে কৃষ্ণ, আমার ব্যক্তিগত আনন্দের মধ্যে যে দৌরাত্ম্য, সেই দৌরাত্ম্যে আমি তোমাকে চাকর ক'রে খাটিয়ে নিব না। তোমার যা ইচ্ছা, তাতে যদি আমি কষ্টও পাই, সেই কষ্ট পাওয়াটাই আমার আনন্দ। এরূপভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'লের কৃষ্ণ তাঁর সেবকের নিবেদন গ্রহণ করেন, নতুবা কৃষ্ণ গ্রহণ করেন না। কৃষ্ণের স্বার্থেই আমাদের স্বার্থ, তদ্ব্যতীত সব অপস্বার্থ। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—লোক তীর্থে যায় কেন ?

উত্তর—ভক্ত ও ভগবানের বিহারস্থলীই তীর্থ। সুকৃতি-মন্ত জনগণ ভক্তসেবা ও তৎফলে ভগবানের সেবালাভের জন্য তীর্থযাত্রা করেন। পাপী লোকগণ পাপপ্রবৃত্তি প্রবল রাখিয়া সাময়িক পাপ প্রক্ষালন ও জড় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য তীর্থগমন করিয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ অতীর্থকে তীর্থ ও পাপ-মলিন তীর্থকে পুনরায় তীর্থীভূত কর্‌বার জন্যই তীর্থ ভ্রমণের লীলা করেন– স্বানুভাবানন্দে প্রভুসেবা-প্রমত্ত হ'য়ে বিপ্রলম্ভ-রসে স্বীয় প্রভুরই অনুসন্ধান ক'রে থাকেন।

প্রশ্ন—ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় কি ?

উত্তর—বৈকুণ্ঠ-ভগবানের সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। জগতে অবৈকুণ্ঠ-রাজ্যে জীব যে সকল বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত হয়, সে সকলই জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গাধীন। অসতে সত্যবুদ্ধি বা অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি ক'রে সুখের বিনিময়ে দুঃখই মানবের ভাগ্যে ঘটে থাকে। কিন্তু মানব যখন বুদ্ধিমান্ হয়, দে'খে শু'নে চতুর হয়, তখন সাধুসঙ্গে সেই অশোক, অভয় অমৃতাধার ভগবানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাই জীবের সাধ্য-পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর আপামরকে সেই সেবাশ্রী প্রদানের জন্যই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। শ্রীনামাশ্রয় দ্বারা সেই কৃপা লাভ হয়; এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্য ব্যতীত কি বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ হয় না ?

উত্তর—না। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়বিগ্রহ, আর শ্রীকৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয় করিয়া

জীব বিষয়বিগ্রহের সেবা লাভ করিতে পারে। আশ্রয়-বিগ্রহের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কেহই বিষয়বিগ্রহের সেবা লাভ করিতে পারে না। ইহাই শাস্ত্রের মত। যেমন সূর্য্যালোকের সাহায্যেই সূর্য্যদর্শন সম্ভব, তদ্রূপ ভগবৎকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে বা সহায়-তায়ই ভগবদ্-দর্শন সম্ভব। নতুবা ভগবদ্দর্শন সম্ভব নয়। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ (১৮০ অনুচ্ছেদ) বলেন—

"সাধু-গুরুই ভগবানের মূর্ত্তিমান অনুগ্রহ। ভগবানের কৃপা সাধুর আকার ধারণ করিয়াই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন, অন্যরূপে নহে।"

বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবানের নিকট যাইতে হইলে আশ্রয়-বিগ্রহের দ্বার বা মাধ্যম (medium) অপরিহার্য্য বা বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা ভগবদ্দর্শন বা ভগবৎ-কৃপা লাভ অসম্ভব। ভগবৎ-প্রতিনিধিস্বরূপ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব স্বয়ংই জীবকে আশ্রয় দিবার জন্য সর্ব্বদা তাঁর কৃপা-হস্ত বিস্তার করিয়া থাকেন। বিষয়বিগ্রহ আশ্রয়বিগ্রহের দ্বারেই জীবকে কৃপা করেন, কিন্তু আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবদিচ্ছাবশে স্বয়ংই জীবকে আশ্রয় দিয়া থাকেন।

'কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥'
'গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥'

(চৈঃ চঃ)

—শাস্ত্রের এই সকল কথা শুনিয়া কেহ কেহ মনে করেন—ভগবানকে পাইতে হইলে যেমন গুরু দরকার, তদ্রূপ গুরুর নিকট যাইতে হইলেও আর একজন বৈষ্ণব বা সাধু বা মাধ্যম দরকার। কিন্তু এ বিচার সমীচীন নহে। ভগবৎকৃপায় বা ভক্তের কৃপায় সদ্‌গুরুর সন্ধান পাওয়া গেলে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় পূর্ব্বক তন্নির্দ্দেশে ভগবদ্ভজন করাই মঙ্গলকর। তাহাতে সিদ্ধিলাভ অনি-বার্য্য। গুর্ব্বানুগত্য বা গুরুসেবা ছাড়িয়া কেবল মাধ্যম খুঁজিতে গেলে বঞ্চিতই হইতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।৩ শ্লোকের বিবৃতিতে মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—'বৈষ্ণব ও গুরুর মধ্যে পার্থক্য এই যে—বৈষ্ণবের দয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করে, কিন্তু গুরুর দয়া শিষ্য লাভ করেন।'

শাস্ত্র বলেন—

'গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণপ্রশান্তয়ে'

শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই লোক ভগবানকে লাভ করে।

'গুরৌ প্রসন্নে প্রসীদতি ভগবান্ হরিঃ স্বয়ং।'

শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলে ভগবান্ প্রসন্ন হনই।

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গুর্ব্বষ্টকে 'যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদঃ'—শ্লোকে জানাইয়াছেন—'শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতাই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। কিন্তু গুরু অপ্রসন্ন হইলে অমঙ্গল, দুঃখ, সর্ব্বনাশ বা সংসার অনিবার্য্য।'

প্রশ্ন—শ্রদ্ধাই কি কার্য্যসিদ্ধির মূল?

উত্তর—হাঁ। বিশ্বাস শীঘ্র ফলপ্রদ। 'বিশ্বাসোৎপত্তে সৎকর্ম্মণাং শীঘ্রফল সিদ্ধেঃ।' (বৃঃ ভাঃ ২।৭।৮ টীকা)

প্রশ্ন—দুঃখ কি প্রকাশ্য?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—'নিবেদ্য দুঃখং সুখিনো ভবন্তি'। বন্ধুর নিকট দুঃখ নিবেদন করিলে সুখই হয়। কিন্তু তাহা অস্থানে প্রকাশিত হইলে উদ্বেগকর হইয়া থাকে।

(বৃঃ ভাঃ ২।৬।১৭৮ টীকা)

প্রশ্ন—সকল ধামেই কি সমান সুখ?

উত্তর—না, রসবিশেষের তারতম্য হইতেই সুখ-বিশেষের তারতম্য হয়। এই জন্যই বৈকুণ্ঠাপেক্ষা অযোধ্যায় সুখ বেশী, অযোধ্যা অপেক্ষা দ্বারকায় সুখ বেশী, আর দ্বারকা অপেক্ষা ব্রজে সুখ অত্যধিক।

(বৃঃ ভাঃ ২।৬।১৯৯ টীকা)

প্রশ্ন—কি ভাবে ব্রজে বাস করিতে হয়?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তন, তদীয় লীলা আলোচনা ও চিন্তা করিতে করিতে ব্রজে বাস করিতে হইবে।

(বৃঃ ভাঃ ২।৬।১ টীকা)

ব্রজ ভজনের রীতি এইরূপ—"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা॥" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

যাঁহারা গোপীভাবে কৃষ্ণভজন করিতে অভিলাষী, তাঁহারা আদর ও প্রীতির সহিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম—'হরে-কৃষ্ণ' নাম অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীরাধা এবং তদনুগ নিজাভীষ্ট ব্রজগোপীগণকে স্মরণ করিবেন। সতত তাঁহাদের নিকট কৃপাভিক্ষাও অবশ্যই করিবেন। কৃষ্ণ ও ব্রজগোপীগণের লীলাদি কথা সানন্দে আলোচনা করিবেন। সশরীরে বা মানসে ব্রজে বাস করিয়া ভজন করিবেন।

নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীরূপসনাতনাদি যেভাবে লোকশিক্ষার্থ সাধকদেহে ও সিদ্ধদেহে ভজন করিবার লীলা দেখাইয়াছেন, সেই ভাবেই ব্রজ ভজন করা কর্ত্তব্য।

শাস্ত্র বলেন—

'নিজাভীষ্ট [illegible] পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর কৃষ্ণ ভজে অন্তর্ম্মনা হৈয়া॥'
'তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥'

(চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—কৃষ্ণের বংশীধ্বনির প্রভাব কিরূপ?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির প্রভাবে বৃদ্ধা ধাত্রী প্রভৃতিরও স্তন হইতে ক্ষীর-ধারা ক্ষরিত হয়। যমুনা-স্রোতের স্বাভাবিক গতিও বিপরীতগামী ও স্তব্ধ হইয়াছিল। (বৃঃ ভাঃ ২।৬।৪৭)

প্রশ্ন—ব্রজবাসিগণও কি নামকীর্ত্তন করেন?

উত্তর—নিশ্চয়ই। ব্রজবাসিগণ কি রন্ধন, কি গোদোহন, কি মাল্যগ্রন্থন, কি গৃহমার্জ্জন সকল কার্য্যেই কৃষ্ণের নাম ও গুণগাথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করেন।

ব্রজগোপীগণ শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণের নাম ও লীলা-চরিতাদি গানে তৎপরা—পরমনিষ্ঠাপ্রাপ্তা। কদাচিৎ কেহ তাঁহার নাম ও লীলাদি গানে বিরত হন না।

কীর্ত্তন ও গানের মধ্যেই স্মরণ অনুস্যূত আছে এবং স্মরণ-প্রভাবে দর্শনক্রিয়াও স্বতঃই সম্পন্ন হয়।

(বৃঃ ভাঃ ২।৬।১৩৬ ও ৫৪ টীকা)

প্রশ্ন—বৈকুণ্ঠের নন্দাদি কে?

উত্তর—বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণের নিত্যপার্ষদ শ্রীনন্দাদি গোলোকবাসী শ্রীনন্দাদির অবতার। প্রপঞ্চান্তর্গত স্বর্গাদিতে বর্ত্তমান দেবগণ সেই বৈকুণ্ঠবাসীরই প্রতিরূপ—প্রতিবিম্বস্বরূপমূর্ত্তি। বৈকুণ্ঠবর্ত্তী ইন্দ্রচন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব-স্বরূপ স্বর্গাদিবর্ত্তী ইন্দ্রচন্দ্রাদি।

(বৃঃ ভাঃ ২।৬।২০২ টীকা)

বৈকুণ্ঠে তৃণাদি-বস্তু বা বানরাদি জন্তুসকল যেমন সচ্চিদানন্দময়, গোলোকে কংসাদি দৈত্য ও শকটাদি বস্তুসমূহ তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময়। কেবল প্রভুর বিনোদনার্থই তাঁহারা তত্তৎরূপ ধারণ করিয়াছেন।

(ঐ ২০৯ টীকা)

প্রশ্ন—অসুরগণও কি লীলা-পরিকর?

উত্তর—হাঁ। শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিগণ, যাদবগণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের-তনয় নলকুবের মণিগ্রীবাদি, নারদাদি মুনিগণ, কেশি প্রভৃতি দানব, কালিয়নাগ, শঙ্খচূড় প্রভৃতি যক্ষ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা-পরিকর।

সচ্চিদানন্দময়ী লীলাশক্তি স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুকূল্যে পার্ষদবৃন্দের মধ্যে লীলারস পোষক অনুকূল ও প্রতিকূল স্বভাব উদ্ভাবিত করিয়া থাকেন।

(লঘুভাগবতামৃত ২৫৭ ও ২৫৯ শ্লোক ও শ্রীবলদেব টীকা)

প্রশ্ন—কালিয়দহে কখন রাস হইয়াছিল?

উত্তর—কালিয়দমন লীলার সময় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণকে লইয়া কালিয়-ফণার উপরে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। অদ্ভুত শক্তিপ্রভাবে শ্রীনন্দাদি গোপগণও তাহা দেখিতে পান নাই।

(বৃঃ ভাঃ ২।৬।২৪১-২৫০ টীকা)

প্রেম-গিরি

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ ৯ম সংখ্যা ২১০ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীগুরুদেবের মুখে আরও শুনিলাম যে প্রেমগিরির তৃতীয় সোপান অতিক্রান্ত হইলে ভক্তিপথযাত্রীর সর্বপ্রকার অনর্থ দূরীভূত হয়। অনর্থের অবসান হইলে প্রকৃত ভজন-কার্য্য চলিতে থাকে। অনর্থ চারিপ্রকার—হৃদয়দৌর্ব্বল্য, অপরাধ, অসতৃষ্ণা ও তত্ত্বভ্রম। কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্তি, কুটিনাটি, পরদ্রোহ ও প্রতিষ্ঠাশা এই চারিটি হৃদয়দৌর্ব্বল্য নামে কথিত হইয়াছে। অপরাধ—শ্রীকৃষ্ণনামে বা কৃষ্ণমন্ত্রে শব্দসামান্য বুদ্ধি, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে শিলা-জ্ঞান, শ্রীগুরুদেবে সামান্য মানব-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-বিচার, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতাসহ সমবুদ্ধি, প্রধানতঃ এই কয়েকটি অপরাধ। দশপ্রকার নামাপরাধ ও বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধও ইহার অন্তর্গত। অসতৃষ্ণা—ইহলোকে সুখেচ্ছা, পরলোকে সুখেচ্ছা, ঐশ্বর্য্যকামনা ও মুক্তি কামনা এই চারিটি অসতৃষ্ণা নামে খ্যাত। তত্ত্বভ্রম—স্বতত্ত্বে ভ্রম অর্থাৎ আমি আত্মা নই—দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি ইত্যাকার বুদ্ধি, পরতত্ত্বে ভ্রম অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বের সহিত অন্যদেবতাকে সমজ্ঞান, সাধ্য-সাধনতত্ত্বে ভ্রম—সাধ্য-সাধনের বিরোধী বিষয়ে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব-বোধ, এই চারিটি তত্ত্বভ্রম। চতুর্থ সোপানে সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হইয়া যায়।

শ্রীগুরুদেবের উপদেশক্রমে তাঁহারই নির্দ্দেশিত উপায়ে কিছুদিন চলিতে চলিতে আমি ক্রমশঃ প্রেম-গিরির তৃতীয় ও চতুর্থ সোপান অতিক্রম করিলাম। অন্যান্য সোপানের বিষয়ও গুরুদেব আমাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। আমি অনর্থনিবৃত্তিরূপ চতুর্থ সোপান অতিক্রম করিবার পর নিষ্ঠা নামক পঞ্চম সোপানে পদার্পণ করিলাম। তথায় সর্বক্ষণ বৈষ্ণব-পরিচর্য্যা ও ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে অমঙ্গলসমূহ ধ্বংস-প্রায় হইলে শ্রীকৃষ্ণে আমার অচলা ভক্তির উদয় হইল। তখন আর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না। ক্রমে পঞ্চম সোপান অতিক্রম করিয়া রুচি নামক ষষ্ঠসোপানে গিয়া পৌঁছিলাম। তথায় পৌঁছিয়া রসিক-ভক্তগণের সহিত ভগবল্লীলা আলোচনা ও আস্বাদন করিতে করিতে ক্রমে আমার আগ্রহ ও কৌতূহল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। যেন আমার কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছে না, আরও অধিক আস্বাদন করিবার ইচ্ছা হইতেছে। তখন ক্রমে ষষ্ঠ সোপান পার হইয়া আসক্তি নামক সপ্তম সোপানে উত্তীর্ণ হইলাম। তখন কৃষ্ণই আমার কায়-মন-বাক্যের একমাত্র বিষয় হইলেন। সারগ্রাহিসাধুগণের নিকট কৃষ্ণকথা যেরূপ নিত্য নবনবরসময়ীরূপে প্রতীত হয় আমারও সেইরূপ হইল, তখন আমি প্রার্থনা করিলাম—

অহং হরে তব পাদৈকমূল দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণানাং গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ॥

হে হরে! যাঁহারা তোমার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন, আমি কি তাঁহাদের দাসানুদাস হইতে পারিব? হে প্রাণ-পতি, আমার মন যেন তোমার গুণাবলী স্মরণ করে, বাক্য যেন তোমারই গুণ কীর্ত্তন এবং শরীরও তোমারই সেবাকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকে। ক্রমে সপ্তম সোপান অতিক্রম করিয়া 'ভাব' নামক অষ্টম সোপানে পৌঁছি-লাম। এবারে শীঘ্রই প্রেমগিরি শিখরে উপনীত হইতে পারিব ভাবিয়া মনে বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম, কিন্তু একটু ভয়ও হইতেছিল। কারণ শ্রীগুরুদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম 'মহামায়া-দেবী' 'ভাব' সোপান পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ

আমার তাহা হয় নাই। আমি কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভগবদনুভূতি করিতে পারিতেছিলাম। আমার চিত্ত কতকটা আর্দ্র হইয়াছিল। ভগবৎ স্মরণে আমার শরীর পুলকিত হইতেছিল। আমি নিরন্তর ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও আনন্দ, কখনও বাক্যালাপ, কখনও নৃত্য, কখনও গীত এবং কখনও বা শ্রীহরির লীলাসমূহের স্মরণ করিতে লাগিলাম। কখনও মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতাম। এইভাবে ক্রমে অষ্টম সোপান পার হইয়া প্রেমগিরি শিখরে উপনীত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইলে যোগমায়া দেবী আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন—'এবার তুমি তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াছ। তোমার সর্বপ্রকার শোক দুঃখ ভয়ের অবসান হইল।' আমি তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে দেখি তিনি অন্তর্হিতা হইয়াছেন। সেইস্থানে উপনীত হইবামাত্রই আমার শরীর পুলকাদি সাত্ত্বিকভাবযুক্ত হইয়াছিল, হৃদয়ে ভগবদনুভূতি লাভ করিতেছিলাম। অদূরে দর্শন করিলাম রত্ন-সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণমিলিততনু প্রেমাবতার শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি বিরাজমান। নারদমুনি বীণায় ঝঙ্কার দিয়া হরিগুণগান করিতেছেন; মধুররসে রসিক অন্যান্য পূর্বাচার্য্যগণ এবং শ্রীসনাতন শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণ সমবেত হইয়া নানা প্রকার হরিকথা-কীর্ত্তনরত। তাঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়া আমি অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করিলাম এবং—

'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥'

বলিয়া ভক্তিভরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়া উঠিলাম—

'জনম সফলতার কৃষ্ণদরশন যার ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন করি কৃষ্ণদরশন ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার ॥'

* * * *

নিশাবসানে বিহগকূজন ধ্বনিতে জাগিয়া দেখি যেই শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম তথায়ই শায়িত আছি। গাত্রোত্থান করিয়া বুঝিতে পারিলাম "যথাপূর্বং তথাপরম্।" "যেই তিমিরে সেই তিমিরে।"

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ও 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক বার্ত্তাবহের সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ বিগত ১১ই কার্ত্তিক, ২৮শে অক্টোবর বুধবার শ্রীরাধাকুণ্ডের শুভপ্রকটতিথি ও শ্রীবহুলাষ্টমী তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় ত্রিসপ্ততিতম বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতায় নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। উক্ত বেদনাদায়ক সংবাদ টেলিফোন-যোগে প্রাপ্তিমাত্র শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠ হইতে বহু গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ডাঃ ঘোষের ২০ নং ফার্ণপ্লেসস্থ বাসভবনে সমুপস্থিত হইয়া মৃদঙ্গ-করতালাদি সহযোগে শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা এবং বিরহ শোক-সন্তপ্ত পুত্র, কন্যা ও পরিজনবর্গকে উপদেশাদির দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করেন। মঠবাসী ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের পিতৃতুল্য স্নেহপরায়ণ আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব ডাঃ ঘোষের চরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহাদের শেষ প্রণতি জ্ঞাপন এবং মাল্যার্পণের দ্বারা ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে ডাঃ ঘোষের পুত্র ও কন্যাগণ তাঁহাদের বৈষ্ণব পিতার চরণচিহ্ন বস্ত্রে সংরক্ষণ করিলেন। অতঃপর অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় সুগন্ধি পুষ্প মাল্য সজ্জিত একটি পর্য্যঙ্কে শায়িত ডাঃ ঘোষের শ্রীঅঙ্গ শ্রীল আচার্য্য-

দেব স্বয়ং স্কন্ধে বহন করিয়া উক্ত বাসভবন হইতে শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে বহির্গত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেবের আদর্শ অনুসরণে তাঁহার অন্যান্য সতীর্থ এবং শিষ্যগণও ডাক্তার ঘোষের শ্রীঅঙ্গ বহন করিয়াছিলেন। পুরীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নির্য্যাণ লাভ করিলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ অঙ্কে ধারণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঘোষের কলেবর গঙ্গাজলে অভিষিক্ত করতঃ নববস্ত্র পরিধান করাইয়া প্রসাদ মালা-চন্দন প্রদান, দ্বাদশ অঙ্গে তিলক রচনা ও হরিনামাঙ্কিত করিয়া দেওয়ার পর শ্রীরবীন্দ্র কুমার ঘোষ সাত্বত শাস্ত্র বিধানানুসারে পিতার শেষ দাহকৃত্য সম্পন্ন করেন। দাহকার্য্য চলিতে থাকাকালে ভক্তগণ আর্ত্তিসহকারে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। তৎকালে পশ্চিমবঙ্গ
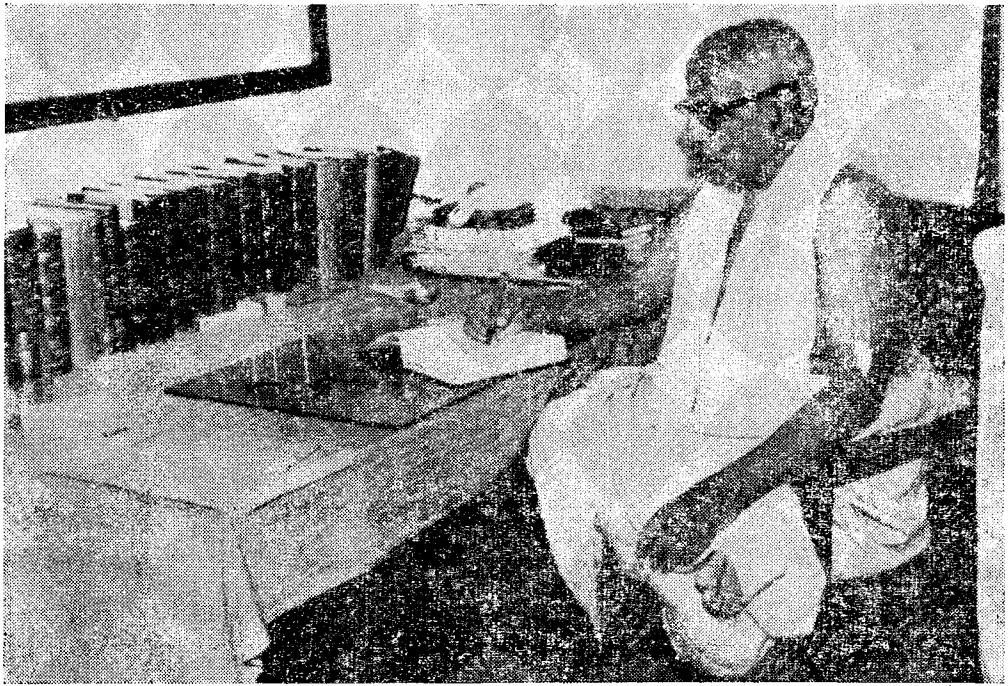
শ্রীচৈতন্য-বাণী-সেবায় নিযুক্ত ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ

নৃত্য-কীর্ত্তন-স্মৃতি তৎকালে উপস্থিত ভক্তগণের হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়াছিল। ডাঃ ঘোষের অন্তরঙ্গ বন্ধুবর শ্রীসুদেব চন্দ্র দত্ত, কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরবীন্দ্র কুমার ঘোষ, একনিষ্ঠ সেবকদ্বয় শ্রীরমানাথ রাউত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র রাহা এবং অন্যান্য পরিজনবর্গ ও গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধবগণ উক্ত শোভাযাত্রার অনুগমন করিয়া কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেখানে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে উপস্থিত ভক্তগণ ডাঃ সরকারের ষ্টেট্ ফেকাল্টি অব হোমিওপ্যাথি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ডাঃ ঘোষের কলেবরে শ্রদ্ধামাল্য অর্পিত হয় এবং উপস্থিত বহু নরনারী বিরহ-অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন।

ডাক্তার ঘোষ খুলনা জেলান্তর্গত বাহিরদিয়া নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীসীতানাথ ঘোষ। তিনি বাল্যকালে মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯০৯ সালে বাহিরদিয়া স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা,

১৯১১ সালে নরাইল কলেজ হইতে এফ্-এ, ১৯১৩ সালে বি-এ (দর্শনশাস্ত্রে অনার্স,) এবং ১৯১৫ সালে দর্শন শাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার লিখিত ভট্টীকাব্যের টীকা আই-এ ক্লাশের পাঠ্যপুস্তকরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত। তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথম ভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচার বিভাগে থাকিয়া তিনি বহু সেবা করেন। কয়েক বৎসর পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিদ্যায় জ্ঞান লাভের জন্য বহু শক্তি ও সময় ব্যয় করিতে থাকেন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে হোমিও-প্যাথিক বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একজন খ্যাতনামা চিকিৎসকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ক্রমশঃ তিনি বহু হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পরেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ষ্টেট্ ফ্যাকাল্টি অব হোমিওপ্যাথির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। আশুতোষ হোমিও কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ এবং বেঙ্গল হোমিও ইন্‌ষ্টিটিউটের সহকারী সভাপতিরূপেও তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিষয়ে তাঁহার রচিত 'কলেরা চিকিৎসা', 'শিশুরোগ চিকিৎসা' ও 'স্ত্রীরোগ চিকিৎসা' গ্রন্থগুলি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদিগের নিকট বিশেষ আদরের বস্তুরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার সতীর্থ শ্রীপাদ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহ আনুমানিক বিগত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনের জন্য যেদিন প্রথম শ্রীচৈতন্য মঠে উপস্থিত হন এবং স্বীয় গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দর্শন ও উপদেশ শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন সেইদিন তথায় ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। উক্ত দিবস ডাক্তার ঘোষ সস্ত্রীক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে তথায় তাঁহার প্রদত্ত উৎসবের প্রাক্কালে শ্রীল আচার্য্যদেব সম্মান করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত তাঁহার দীক্ষার নাম ছিল শ্রীপাদ সুজনানন্দ দাসাধিকারী।

তদবধি বহু বৎসর শ্রীপাদ সুজনানন্দ প্রভুর সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদনে অতীত হওয়ার পর বিগত ১৯৫৫ সালে তিনি ঐকান্তিকতার সহিত হরিভজনাকাঙ্ক্ষায় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণে তাঁহার বহুদিনের সঞ্চিত সংশয়সমূহ দূরীভূত হইয়া ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবার আকাঙ্ক্ষা আরও দৃঢ়তা লাভ করে। তখন হইতেই শ্রীপাদ সুজনানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের আনুগত্যে প্রচুররূপে শ্রীগৌরবাণী ও শ্রীগৌরমহিমা প্রচারে আত্মনিয়োগ করতঃ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বরূপে এবং কলিকাতা, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দিরের সহকারী সভাপতি স্বরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ভক্তিশাস্ত্রের অতি গূঢ় তত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ "শ্রীচৈতন্যবাণী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সর্ব্ববিধ উপায়ে তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট-সেবা প্রচারে যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিগত ৭ই নবেম্বর শ্রীমঠে অনুষ্ঠিত বিরহসভাবাসরে তাঁহার ভাষণ-কালে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলেন—"ডাঃ ঘোষ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় আমার বক্ষের একটী পাঁজরা চূর্ণ হইল। আমার বিশ্বাস আমাদের মঠাশ্রিত ও প্রভুপাদের সেবকগণের মধ্যে ডক্টর এস্ এন্ ঘোষই আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছেন। তিনি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা নিষ্কামভাবে মঠের

প্রচুর সেবা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সকলেই তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। বহুদিন আপনারা তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রয়াণে মঠের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। বৈষ্ণববিয়োগ খুবই বেদনাদায়ক। বিশেষতো যিনি রকমারিভাবে পালন করেন তাঁহার বিয়োগ অধিক দুঃখদায়ক। গার্হস্থ্য জীবন কিভাবে যাপন করিতে হয় তাঁহার আদর্শ তিনি। গত বৎসর শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডের এই শুভপ্রকটতিথিতে রাধাকুণ্ডে থাকিয়া ভজন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমার নিশ্চয় ধারণা এবৎসর এই শুভ তিথিতে তাঁহার প্রয়াণ হওয়ায় তিনি শ্রীরাধাদাস্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসেবা প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

ডাঃ ঘোষ দুই পুত্র ও ছয় কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিনয় কুমার ঘোষ দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘানায় চিকিৎসকের কার্য্য এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরবীন্দ্র কুমার ঘোষ আই-এ-এস্, পাশ করিয়া বর্ত্তমানে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কার্য্য করিতেছেন।

১৫ কার্ত্তিক, ১লা নবেম্বর রবিবার তাঁহার ছয়কন্যা —শ্রীমতী কল্যাণী দে, শ্রীমতী করুণা বসু, শ্রীমতী অর্চ্চনা কর, শ্রীমতী অরুণা কর, শ্রীমতী অপর্ণা বসু ও শ্রীমতী স্মিতা ঘোষ স্বধামগত পিতার উদ্দেশ্যে পারলৌকিক কৃত্য শাস্ত্রবিধানানুযায়ী সম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত দিবস তাঁহাদের প্রদত্ত মহোৎসবে বহু বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থ সজ্জনগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

২১ কার্ত্তিক, ৭ নবেম্বর শনিবার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে প্রস্থানত্রয় পারায়ণ, বৈষ্ণবহোম ও শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন সহযোগে বৈষ্ণবস্মৃতিবিধানানুসারে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরবীন্দ্র কুমার ঘোষ বৈষ্ণব পিতার পারলৌকিক কৃত্য সুসম্পন্ন করেন। উক্তদিবস রাত্রি, ৭-৩০ ঘটিকায় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত সান্ধ্য বিরহ সভায় মঠাধ্যক্ষ শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ডাঃ ঘোষের বহুমুখী সেবাপ্রচেষ্টা ও গুণমহিমার কথা প্রচুররূপে কীর্ত্তন করেন। পণ্ডিত শ্রীবিভুপদা পণ্ডা, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বি-এ-, বি-টি মহোদয় রচিত 'ভক্তের বিরহ-আর্ত্তি' গীতিটী শ্রীমদ্‌ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

পরদিবস ৮ নবেম্বর রবিবার শ্রীরবীন্দ্র কুমার ঘোষ মঠে একটি মহোৎসবের আয়োজন করিয়া বহু বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, সজ্জন ও কয়েক শত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছেন।

গার্হস্থ্য জীবনযাপনকারী আদর্শ বৈষ্ণব শ্রীপাদ সুজনানন্দ প্রভুর সংস্পর্শে যাঁহারা একবার আসিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার সুমধুর বাক্যালাপ, বিনয় ব্যবহার ও গম্ভীর চরিত্রে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—কৈলা সঙ্গ ভঙ্গ॥

শ্রীচৈতন্য-বাণীর সহসম্পাদক
শ্রীপাদ গোপীরমণ দাস বিদ্যাভূষণ।
[ইনি গত ৫ কার্ত্তিক, ২২ অক্টোবর নির্য্যাণলাভ করিয়াছেন]

পানিহাটী রাঘবভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব

সিঁথি বৈষ্ণব সন্মিলনীর সম্পাদক শ্রীরাধারমণ দাসজীর আহ্বানে গত ১৫ কার্ত্তিক, ১ নভেম্বর রবিবার পানিহাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভবিজয় তিথিবাসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে দুইটী রিজার্ভ মোটর বাস সহযোগে অপরাহ্ণ ২॥ ঘটিকায় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠ হইতে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকায় তথায় শুভবিজয় করেন। বাস হইতে অবতরণ করিয়া ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মানুগমনে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতটে বটবৃক্ষতলে যে পিঁণ্ডার উপর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু উপবেশন করিয়াছিলেন তথায় আগমন করতঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করেন। উক্ত পিণ্ডার চতুর্দ্দিকে 'এইবার আমায় দয়া কর নিতাই গৌরাঙ্গ' ধুয়া কীর্ত্তন ও উদ্দণ্ড নৃত্য সহযোগে চারিবার পরিক্রমা করা হয়। তৎপর ভক্তগণ দণ্ডবৎ প্রণামান্তে গঙ্গাঘাটে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রদত্ত দধি চিড়া মহোৎসব স্থান দর্শন এবং গঙ্গাজল স্পর্শ করেন। তথা হইতে পুনঃ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীল আচার্য্যদেব রাঘবভবনে আসিয়া পৌঁছেন। তথায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীরাঘব পণ্ডিত প্রভুর এবং তদীয় সেবিত শ্রীরাধামদনমোহন শ্রীবিগ্রহগণের জয়গানমুখে প্রেমভরে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে থাকিলে সমুপস্থিত নরনারীগণ প্রেমাপ্লুত হইয়া পড়েন।

রাঘবভবনে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় এক মহতী ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব পৌরোহিত্যপদে বৃত হন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের স্বাগত সম্ভাষণ দ্বারা সভার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন হয়। সর্ব্বাগ্রে প্রেসিডেন্সী কলেজের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস, এম্‌-এসসি মহোদয় ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার করুণার কথা কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ন্যায় এমন পতিতপাবন করুণাময় অবতার কোনও যুগে কখনও অবতীর্ণ হন নাই। তিনি পাপী-অপরাধী, যোগ্য-অযোগ্য, উচ্চ-নীচ কিছুই বিচার করেন নাই, 'যে আগে পড়য়ে তা'কে করয়ে নিস্তার।' পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ধ্যানধারণা তপস্যাদি ব্যতীত কেহই ভগবানকে লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে আমরা যে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি সেই যুগে সকল অবতারের অবতারী পরম দয়ালু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমাদের সাধন ভজন তপস্যাদি কিছু না থাকিলেও হতাশার কোনও কারণ নাই। সাধন ভজনের কোনও আবশ্যক করে না। পতিতপাবন শ্রীগৌরহরি আমাদিগকে উদ্ধার করিবেনই, ইহাই গৌরাবতারের বৈশিষ্ট্য।"

অতঃপর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ রাঘবপণ্ডিত প্রভুর প্রেমসেবা-কাহিনীর সুমধুর বর্ণন শ্রবণে ভক্তবৃন্দ পরম সন্তোষ লাভ করেন।

পরিশেষে শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"ইতঃপূর্ব্বে অধ্যাপক মহোদয় প্রচুররূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণার কথা বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমরা যেন মনে না করি আমাদের সাধন ভজনের জন্য কোনও যত্নের আবশ্যকতা নাই। যদি আমাদের দিক হইতে কোনও কৃত্যের আবশ্যকতা না থাকে, তাহা হইলে শ্রীভগবানে পক্ষপাতদোষ বর্ত্তায়। তিনি কাহাকেও কৃপা করেন, কাহাকেও কৃপা করেন না। কিন্তু শ্রীভগবানে কোনও পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই বা থাকিতে পারে না। কারণ ভগবান্ পূর্ণতম বস্তু, তিনি অনন্ত, তাঁহার বাহিরে একটী পরমাণুও নাই, সুতরাং তাঁহাকে ঘুষ দিয়া কিছু করাইবার উপায় নাই। 'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।'—(গীতা) শ্রীগৌরসুন্দর পরম কৃপাময়—তিনি কৃপা করিবেনই, এই চিন্তা করিয়া

আমরা যদি নাসিকায় তৈল দিয়া নিদ্রা যাই তাহা হইলে আমাদের মঙ্গললাভের সম্ভাবনা কোথায়? সাধনের আবশ্যকতা না থাকিলে শ্রীভগবান্ গীতাতে এইরূপ উপদেশ করিতেন না—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।' আমাদের যদি কোনও করণীয় না থাকিত তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডে শাস্ত্রের আবির্ভাব হইত না। জীব আপেক্ষিক চেতন বলিয়া তাহার স্বতন্ত্রতা আছে। স্বতন্ত্রতা থাকায় জীব সৎ ও অসৎ উভয় দিকে যাইতে পারে, তজ্জন্য জীবের দিক হইতে মঙ্গললাভের জন্য চেষ্টার আবশ্যকতা আছে।

রামানুজ সম্প্রদায়ে দুইটি পৃথক্ মতবাদ লক্ষিত হয়। বড়গলই সম্প্রদায়ের শ্রীবেদান্তদেশিক আচার্য্য সাধনের মুখ্যত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি 'মর্কটন্যায়' দৃষ্টান্তের দ্বারা মর্কটশাবক যেমন তাহার মাতাকে নিজেই আঁকড়াইয়া ধরে তদ্রূপ সাধক নিজ সাধনচেষ্টার দ্বারা ভগবৎসান্নিধ্য লাভের যত্ন করিবে। কিন্তু তেঙ্গলই সম্প্রদায়ের শ্রীতোতাদ্রিস্বামী মার্জ্জার-ন্যায় দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রপত্তির বা কৃপার প্রাধান্য স্থাপন করেন। তিনি বলেন মার্জ্জার-শাবক যেমন কোনও চেষ্টাই করে না, মায়ের কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকে, মা তাহাকে যদৃচ্ছা বহন করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায় তদ্রূপ ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভগবানের কৃপা ও তাহাতে প্রপত্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—দুইটারই আবশ্যকতা আছে—সাধকের সাধনচেষ্টা ও শ্রীভগবৎকৃপা।

উপসংহারে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন—"পানিহাটী অধিবাসিগণের পরম সৌভাগ্য যে অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মালিক প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁহাদের স্থানে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরাঘবভবনের শ্রীমন্দির ও সমাধিস্থানের বর্ত্তমান ভগ্নাবস্থা ও মালিন্য দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। আশাকরি আপনারা এই পরমতীর্থ আপনাদের গৌরবের স্থানটীর প্রতি ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া সেবার সমুজ্জ্বলতা বিধানে সচেষ্ট হইবেন।"

কলিকাতা হইতে এবং ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে উক্ত সম্মেলনে যাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত তথায় শুভবিজয় করিয়াছিলেন তন্মধ্যে পরিব্রাজ-কাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, শ্রীসুধাংশু শেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ চন্দ্র গুহ, শ্রীনিতাই গোপাল দত্ত, শ্রীধরণীধর ঘোষাল, কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত, ডাঃ শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশান্তিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যশড়া শ্রীপাটে বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে নদীয়া জেলায় চাকদহ মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত যশড়াস্থিত শ্রীমঠের অন্যতম শাখা শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে (শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে) আগামী ২১ পৌষ, ৫ জানুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব তিথিবাসরে বার্ষিক মহোৎসব সম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে ২০ পৌষ, ৪ জানুয়ারী সোমবার হইতে ২২ পৌষ, ৫ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও বিশিষ্ট বক্তৃমহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করিবেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন হইবে।

বিরহ-সংবাদ

স্বধামে শ্রীপাদ মহানন্দপ্রভু :—

বিগত ২২ কার্ত্তিক, ৮ নবেম্বর রবিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় আসাম প্রদেশান্তর্গত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম নিষ্কপট সেবক শ্রীপাদ মহানন্দ দাসাধিকারী প্রভু উক্ত মঠের শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ চত্বরে ভক্তমুখে শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণ ও স্বয়ং হরিস্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। ইনি স্বধামগত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হন এবং তদানুগত্যে নিরন্তর কৃষ্ণকার্ষ্ণ সেবায় জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করেন। ইহার ন্যায় সরল স্নিগ্ধ বৈষ্ণব বর্ত্তমান যুগে অত্যন্ত বিরল। ইহার সারল্য ও সেবাপ্রাণতা লক্ষ্য করিয়া শ্রীল আচর্য্যদেব ইহাকে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে 'ভক্তবন্ধু' গৌরাশীর্ব্বাদ পত্র প্রদান করেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে ইনি কিছুদিনের জন্য শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া সেবা করিয়াছিলেন। ইহার জীবনের অধিকাংশ সময় সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবায় অতিবাহিত হয়। উক্ত শ্রীমঠের বিবিধ সেবার জন্য ইনি শ্রীল আচার্য্যদেবকে ১০।১১ বিঘা জমী দান করিয়াছেন। সরভোগ শ্রীমঠে ইহার বিরহমহোৎসবে সম্পন্ন হয়।

শ্রীকুমুদিনী দেবী :—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষের ভ্রাতৃজায়া শ্রীকুমুদিনী দেবী গত ১১ আশ্বিন, ২৭ সেপ্টেম্বর সোমবার ডাঃ ঘোষের বাটীতে হরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিতা ছিলেন। ডাঃ ঘোষের ব্যবস্থায় একাদশাহে কলিকাতা মঠে মহোৎসব হয়।

শ্রীহরিদাসী দেবী :—ইনি শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিতা প্রাচীন বর্ষীয়সী মহিলা ভক্ত ছিলেন। শ্রীমায়াপুরে শ্রীযোগপীঠের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে নিজ ব্যয়ে ভজনকুটীর নির্ম্মাণ করতঃ ইনি ভজন করিতেছিলেন। ইনি ৩রা অগ্রহায়ণ রাসপূর্ণিমা তিথিতে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গুহঠাকুরতা :—ইনি গত ১৭ কার্ত্তিক, ৩রা নবেম্বর মঙ্গলবার তাঁহার বেহালাস্থ নিজালয়ে দেহরক্ষা করিয়াছেন। দেহরক্ষার পূর্ব্বে ইনি গোসেবা করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন। ইহার পারলৌকিক কৃত্য ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীযতীন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা কর্ত্তৃক ২৭শে কার্ত্তিক নিজালয়ে সম্পন্ন হয়। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও অধ্যাপক শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় বৈষ্ণব-বিধানমত অনুষ্ঠানটী সুসম্পন্ন করাইয়াছেন।

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র পাঠক :—গত ৭ নবেম্বর তারযোগে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত কামরূপ জেলান্তর্গত টিহুঁ নিবাসী শ্রীপাদ পতিতপাবন দাসাধিকারীর (বর্ত্তমানে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট বেষাশ্রয়ের পর শ্রীপাদ পরমানন্দ দাস বাবাজী নামে সুপরিচিত) এক মাত্র পুত্র শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র পাঠক দেহরক্ষা করিয়াছেন। ইনি স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ মহোদয়ের আশ্রিত ছিলেন।

ডাঃ এস্ এন রায়ের সহধর্ম্মিণী :—মেদিনীপুর সহরস্থ শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠের অন্যতম আচার্য্য পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা স্বধামগত শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারীর (ডাঃ রায়ের) সহধর্ম্মিণী শ্রীআশা দেবী খড়গপুরে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

অত্যল্প কালের মধ্যে বহু বৈষ্ণবের নির্য্যাণে সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সকলেই বিরহসন্তপ্ত।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষান্মাসিক ২.৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১'০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ ন.প.।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান ঃ—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

পৌষ—১৩৭১

৪র্থ বর্ষ নারায়ণ, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ [১১শ সংখ্যা

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও ভক্তাবাস

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৪র্থ বর্ষ { শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৭১। ১১ নারায়ণ, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ পৌষ, বুধবার; ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৬৪। } ১১শ সংখ্যা

বৈষ্ণব বিদ্বেষ করিলে পিতৃপুরুষসহ নরকগামী হয়

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে যখন কৃষ্ণবিমুখ জীবের সহিত সেবোন্মুখ জীবের সাক্ষাৎকার ঘটে, তখন অসৎসঙ্গজনিত অভদ্রনাশিনী কথা-সমূহ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া অঘ-বকাদি অসুরগণের বধসাধনে কৃষ্ণের সহায়তা করে। যাঁহারা কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহাদিগকে দুর্ব্বল-জ্ঞানে আমরা অস্ফুটবাক্ বালকের চাপল্যের হস্তে নির্য্যাতিত হই, উহা আমাদের প্রাক্তন দুষ্কৃতির 'জের'। কাহাকে কৃষ্ণ বলে? —কৃষ্ণভক্ত কে ও কিরূপ? —জীবের নিত্য প্রয়োজন কোথায় অবস্থিত? —এই সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া অর্ব্বাচীনগণ আবোল-তাবোল কথায় স্বীয় সেবা-বৈমুখ্য প্রকাশ করিয়া 'ঢঙ্গ' সাজিতে ইচ্ছা করেন। এই অনুকরণপন্থী অসুরগণের চিদ্দর্পণ অমার্জ্জিত হওয়ায় তাহারা নামাপরাধীকে গুরুজ্ঞান করে এবং নামকীর্ত্তনকারীর সঙ্গে তাহাদের শিশ্নোদর তর্পণের সম্ভাবনা না দেখিয়া তাঁহাকে যমসদৃশ মানিয়া মরণ-কামড় কামড়ায়। বহির্ম্মুখতা ও বিষয়ীর পোষাকে ক্ষুদ্র ধনমদ, বিদ্যামদ, অকিঞ্চিৎকর রূপমদ ও নির্ব্বুদ্ধিতারূপ অভিজ্ঞতা প্রভৃতিকে বড় করিয়া তুলিয়া প্রকৃত কৃষ্ণসেবায় বিমুখ হয়। তাহাদের কৃপণস্বভাব হরিসেবায় বিমুখ হইয়া "অসুরে যে লুটিয়া খায় কৃষ্ণের সংসার", সেই আসুরবৃত্তিকে কৃষ্ণভক্তি মনে করে! 'ঈশাবাস্যম্' মন্ত্র তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। ভোগিকুল ভোগের বাধা পাইলে উহাদের সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া জ্ঞান করে এবং মিছা ভক্তিকে 'ভক্তি' বলিয়া মনে করিয়া আত্মপ্রতারণা সাধন করে। ভক্তের স্তুতি করিবার পরিবর্ত্তে অভক্তকে ভক্ত সাজাইতে কৃতসঙ্কল্প হয়।

বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিবার চক্ষু তাহাদের কোথায়? তবে একটা বিষয়ে তাহারা বড়ই ভাল করে অর্থাৎ আমার ন্যায় হরিসেবা-বিমুখের প্রতি কটাক্ষ করিয়া আমার উপকার করে। কিন্তু আমার আরাধ্য বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া পিতৃপুরুষসহ নরকগামী হয়।"

——শ্রীল প্রভুপাদ

———

জ্ঞানবিচার

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২১৬ পৃষ্ঠার পর]

"জীবের স্বীয় স্বরূপ সম্বন্ধে যতপ্রকার বিরোধ আছে, তাহা অনুভব করিয়া পরিত্যাগ করিবে। চিদানন্দ-স্বরূপ জীবকে একপক্ষে জড়মধ্য-গত করিয়া অনেক জড়ীয় ভাব দ্বারা অম্বিত করা যায়। জড়দেহগত জীব ঔপাধিক ধর্ম্মযোগে আপনাকে শুদ্ধজীব হইতে অন্যতর বস্তু বলিয়া বোধ করেন। মাতৃগর্ভে জীবের উৎপত্তি, ক্রমশঃ এই জীবনে ধর্ম্মালোচনা করিলে পরমেশ্বর তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটী নির্দ্দোষস্বরূপ প্রদান করিবেন। ইহাই একপ্রকার জীবের স্বস্বরূপবিরোধ। ইহা খ্রীষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মই অবিদ্যাগত হইয়া জীব হইয়াছেন, 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকার অনুসন্ধান করিতে করিতে অবিদ্যা বিগত হইলে, জীবের জীবত্বনাশ হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ হইবে। ইহা পেন্‌থিষ্ট, থিয়সফিষ্ট ও অস্মদ্দেশীয় অভেদব্রহ্মবাদীর মত। ইহা স্পষ্টই জীবের স্বরূপবিরোধ। জীব ঘটনাবশতঃ জড় হইতে উৎপন্ন হইয়া জড়গত নিজের পার্থিব উন্নতি সাধন করিতে করিতে যখন পঞ্চত্ব লাভ করিবে, তখন তাহার নাশ হইবে। কেহ বা বলেন, তাহার দেহসত্তা-নাশ হইলেও তাহার ক্রিয়াদিতে শক্তি বর্ত্তমান থাকিয়া অন্য জীবের উন্নতি সাধন করিবে। ইহা চার্ব্বাক, কম্‌টী, মিল ও সোসিয়ালিষ্ট প্রভৃতি নাস্তিকগণের জীবস্বরূপ-বিরোধী মত। জীব অনেক জন্ম হইতে কর্ম্ম স্বীকার করিয়া ক্লেশ পাইতেছে। প্রেম, মৈত্রী, বৈরাগ্য শিক্ষা-দ্বারা ক্রমশঃ স্বভাব শুদ্ধ হইয়া অবশেষে বুদ্ধত্ব ও চরমে নির্ব্বাণ লাভ করিবে। ইহা শাক্যসিংহ-প্রচারিত বৌদ্ধদিগের এবং চতুর্বিংশতি ভগবৎসংখ্যা বিশ্বাসকারী জৈনদিগের মত। ঘটনাবশতঃ জীব এই সংসারে উৎপন্ন হইয়া মহাক্লেশে পতিত হইয়াছে। সংসারের কোন সুখ স্বীকার না করিয়া কোনপ্রকারে জীবনধারণপূর্ব্বক মরণ লাভ করিলেই তাহার শান্তি। ইহা স্কুপেন্‌হয়ার প্রভৃতি পেসিমিষ্ট দলের মত। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ দ্বারা জীবত্ব। জীবত্বের উচ্ছেদই পরমপুরুষার্থ। কর্ম্ম-নিমিত্তই হউক বা বিবেকনিমিত্তই হউক, প্রকৃতি ও পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃত্ব ভাব অনাদি, তাহা উচ্ছেদ করিতে পারিলে, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ। এই মতটী সাংখ্যমত। ইহাতে জীবের অত্যন্ত স্বরূপ-বিরোধ আছে। জীবকৃত কর্ম্মের দ্বারা যে অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের কর্ম্মফলদাতা। জীবের মোক্ষ বা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য এইমতে নাই। ইহা জৈমিনিকৃত পূর্ব্ব-মীমাংসা-দর্শনের মত। জীবের নৈষ্কর্ম্ম্য ও অপরিজ্ঞাত অবস্থা যে কৈবল্য, তাহা আদৌ ক্রিয়াযোগ দ্বারা বিস্তৃতি ও উদয়কালে বৈরাগ্যযোগদ্বারা লভ্য হয়। এই পাতঞ্জল মত যে জীবের স্বরূপবিরোধী মত, তাহা পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। গৌতম, যিনি ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এবং কণাদ, যিনি বৈশেষিক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই উভয় মুনিকৃত শাস্ত্রে পরমাণ্বাদির যেরূপ নিত্যতা, জীব ও ঈশ্বরের তদ্রূপ নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। তাহাতে জীবের চিত্তত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। জীবকে অণু বলা হইয়াছে। মনকেও অণু বলা হইয়াছে। তাহাতে লিঙ্গস্বরূপ বলিয়া জীবকে স্থির করা হয়। কোন কোন নৈয়ায়িক মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। সে মুক্তিও ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তির ন্যায় জীবের সর্ব্বনাশ বিশেষ। শঙ্করাচার্য্য যে বেদান্তভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতেও জীব অনিত্য। মূল বেদান্ত শাস্ত্রই যথার্থ মঙ্গলময় শাস্ত্র, ঐ শাস্ত্রের যে সব ভক্তিপোষক ভাষ্য আছে, তাহাতেই জীবের শুদ্ধস্বরূপ বিচারিত হইয়াছে। প্রত্যুত পূর্ব্বোক্ত মতসমূহই জীবের স্বরূপবিরোধী মত। সমুদয়ই পরিহার্য্য।

স্বধর্ম্মস্বরূপবিরোধানুভব করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ভগবচ্ছ্রদ্ধা, ভগবদানুগত্য, ভগবন্নিষ্ঠা, ভগবদ্রুচি, ভগবদাসক্তি, ভগবদ্রতি, ভগবদনুরাগ, ভগবৎ-প্রীতি, ভগবদ্ভাব প্রভৃতি শব্দ দ্বারা যে ভগবদ্‌ভক্তিকে উদ্দেশ করে, সেই ভক্তিই জীবের স্বধর্ম্ম। বিকর্ম্মবুদ্ধি, কর্ম্মবুদ্ধি, অযুক্ত বৈরাগ্যবুদ্ধি ও অশুদ্ধজ্ঞান, ইহারা সকলেই জীবের স্বধর্ম্মবিরোধী ভাব। পূর্ব্বে ঐ সকল বিষয়ের বিচার হইয়াছে, অতএব তদ্দৃষ্টে স্বধর্ম্মবিরোধানুভব করাই শ্রেয়ঃ।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমা

(৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা ২২০ পৃষ্ঠার পর)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া সগুণ (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক) ও সকামভক্তি তথা নির্গুণ ও নিষ্কামভক্তির লক্ষণ সমূহ বলিয়া কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের কর্ম্মানুযায়ী বিভিন্ন যোনিজন্মে ভয়াবহ সংসারগতি ও অন্তে ভীষণ নরকযাতনাদি-প্রাপ্তির কথা বর্ণন পূর্ব্বক ৩১শ অধ্যায়ে জীবের মনুষ্যযোনি-প্রাপ্তি-কথা জানাইলেন—

জীব দৈবপ্রেরিত হইয়া পূর্ব্বকর্ম্মফলানুসারে দেহপ্রাপ্তির জন্য পুরুষের রেতঃ আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। ঐ রেতঃকণা গর্ভ-মধ্যে পতিত হইয়া এক রাত্রিতে স্ত্রীর শোণিত সহ মিশ্রিত হয়, পঞ্চরাত্রিতে বুদ্বুদাকারে, দশ দিবস মধ্যে বদরী (কুল) ফলাকারে কঠিন মাংসপিণ্ডাকার ধারণ করে। পরে এক মাসের মধ্যে তাহার মস্তক, দুইমাসে তাহার হস্তপদাদি অঙ্গ-বিভাগ এবং তিনমাসে নখ, লোম, অস্থি, চর্ম্ম, পুংস্ত্বাদি লিঙ্গ ও ছিদ্রসমূহ প্রকটিত হয়। চারিমাসে সপ্তধাতু অর্থাৎ ত্বক্, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, পঞ্চমমাসে ক্ষুধাতৃষ্ণার উদ্গম হয়, ষষ্ঠমাসে ঐ জীব জরায়ু আবৃত হইয়া দক্ষিণ কুক্ষিতে ভ্রমণ করে (অবশ্য পুংগর্ভ দক্ষিণে এবং স্ত্রীগর্ভ বামে ভ্রমণ করে—এই প্রকার প্রসিদ্ধি আছে)। ঐ জীব মাতৃভুক্ত অন্নপানাদির রসদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে প্রাণিগণের উৎপত্তিস্থান মলমূত্রগর্ত্তে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। সেই গর্ত্তমধ্যে ক্ষুধার্ত্ত কৃমিগণ তাহার কোমলাঙ্গ দংশন করে, তাহাতে সে ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতে থাকে। গর্ভধারিণী কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, ক্ষার, অম্লাদি যে সকল রস ভক্ষণ করেন, তাহা সেই জীবের পক্ষে দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক হয়। সে ভিতরে জরায়ু ও বাহিরে অন্ত্রদ্বারা বেষ্টিত হইয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া কুক্ষিদেশে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করে, সুতরাং পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় অঙ্গ-সঞ্চালনে অসমর্থ হইয়া তাহাকে সেই গর্ভমধ্যে বাস করিতে হয়। তখন সে দৈবক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শত শত জন্মের কৃত কর্ম্ম স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে। এইরূপে জীব যখন সপ্তমমাসে পদার্পণ করে, তখন তাহার জ্ঞানোদয় হয়। তখন সে সূতিবাত অর্থাৎ প্রসবকারণ-স্বরূপ বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া একস্থানে স্থির থাকে না। তৎকালে সেই আত্মদর্শী জীব সপ্তধাতুদ্বারা বদ্ধাবস্থাতেই কৃতাঞ্জলিপুটে যে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সে মাতৃগর্ভে প্রেরিত হইয়াছে, তাঁহার স্তব করিতে থাকে। এখানে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

** "দশমাস্যো জীবো হরিং স্তৌতীতি বর্ত্তমান-প্রয়োগঃ ন কৃতঃ কিন্তু জীব উবাচেতি ভূতকাল-প্রয়োগ এব। তেন চ পূর্ব্বকালভবঃ কশ্চিদ্ভক্তো জীব এবং গর্ভে হরিং স্তবান আসীন্ন তু সর্ব্ব ইত্যর্থো জ্ঞাপিতঃ। **কশ্চিৎ কর্ম্মীজীবো মৃতশ্চাহং পুনর্জাত ইত্যাদি পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মমাত্রং স্মরতি। কশ্চিজ্ জ্ঞানী সাংখ্যং, কশ্চিদ্ যোগী যোগং কশ্চিদ্ভক্তশ্চতুর্ব্বিংশপ্রধানাৎ পরং পঞ্চবিংশং পুরুষং পরমেশ্বরঃ অভ্যসেৎ ভজেদিতি পূর্ব্বাভ্যস্তমেব গর্ভে স্ফুরেদিতি যুক্তেঃ"।

অর্থাৎ দশমাসের জীব হরিকে স্তব করেন, এইরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগ না করিয়া গর্ভস্থ জীবের স্তব বর্ণনকালে 'জীব উবাচ' এই প্রকার ভূতকাল-প্রয়োগ হইয়াছে। তাহাতে বুঝা যায়—পূর্ব্বকালভূত কোন ভক্তজীব এই প্রকার গর্ভমধ্যে শ্রীহরির স্তব করিতে করিতে অবস্থান করেন। গর্ভস্থ সকল জীবের সম্বন্ধেই এই প্রকার স্তব উদ্দিষ্ট হয় নাই। ** কোন কর্ম্মীজীব আমি মৃত হইয়া পুনরায় জাত হইয়াছি, এইরূপ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মমাত্র স্মরণ করেন, কোন জ্ঞানী সাংখ্য, কোন যোগী যোগ স্মরণ করেন এবং কোন ভক্ত চতুর্ব্বিংশ প্রাধানিক তত্ত্ব হইতে পরতত্ত্ব পঞ্চবিংশ-পুরুষ পরমেশ্বরের ভজন করেন। পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয়ই গর্ভে থাকা অবস্থায় স্ফূর্ত্ত হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতা শচীদেবীর প্রতি উক্তি এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

"কপিলের ভাবে প্রভু জননীর স্থানে।
যে কহিলা তাই প্রভু কহয়ে এখানে॥
শুন শুন, মাতা! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর, মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ॥
কৃষ্ণসেবকের, মাতা! কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক, মাতা! কিছুই না জানে॥
জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥
চিত্ত দিয়া শুন, মাতা! জীবের যে গতি।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি॥
মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস।
সর্ব্বঅঙ্গে হয় পূর্ব্ব পাপের প্রকাশ॥
কটু, অম্ল, লবণ—জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার, মহামোহ পায়॥
মাংসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেড়ি' খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি, মরয়ে জ্বালায়॥
নড়িতে না পারে তপ্ত পঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে ভবিতব্যতার কাজে॥
কোন অতি পাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ভে গর্ভে হয় পুনঃ উৎপত্তি প্রলয়॥
শুন শুন, মাতা! জীবতত্ত্বের সংস্থান।
সাতমাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান॥
তখনে সে স্মরিয়া করে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘনশ্বাস॥
রক্ষ, কৃষ্ণ! জগৎ-জীবের প্রাণনাথ!
তোমা' বই দুঃখ—জীব নিবেদিবে কা'ত॥
যে করয়ে বন্দী, প্রভু! ছাড়ায় সে-ই সে।
সহজ-মৃতেরে, প্রভু! মায়া কর কিসে॥
মিথ্যা ধন-পুত্র-রসে গোঙাইলুঁ জনম।
না ভজিলু' তোর দুই অমূল্য চরণ॥
যে-পুত্র পোষণ কৈলুঁ অশেষ বিধর্ম্মে।
কোথা বা সে-সব গেল মোর এই কর্ম্মে॥
এখন এ দুঃখে মোর কে করিবে পার?
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার॥
এতেকে জানিনু,—সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ, প্রভু কৃষ্ণ! তোর লইনু শরণ॥
তুমি হেন কল্পতরু-ঠাকুর ছাড়িয়া।
ভুলিলাঙ অসৎ পথে প্রমত্ত হইয়া॥
উচিত তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয়।
করিলা ত' এবে কৃপা কর মহাশয়॥
এই কৃপা কর,—যেন তোমা' না পাসরি।
যেখানে-সেখানে কেনে না জন্মি, না মরি॥
যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণব-জনের অবতার॥
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥

'ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগান সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥'

(—ভঃ ৫।১৯।২

গর্ভবাস-দুঃখ, প্রভু! এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল॥
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর, প্রভু! না ফেলিবা তথা॥
এইমত দুঃখ, প্রভু! কোটি-কোটি জন্ম।
পাইলুঁ বিস্তর, প্রভু! সব—মোর কর্ম্ম॥
সে দুঃখ-বিপদ্, প্রভু! রহু বারেবার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব্ববেদসার॥
হেন কর' কৃষ্ণ! এবে দাস্যযোগ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া॥
বারেক করহ যদি এ দুঃখের পার।
তোমা' বই তবে, প্রভু! না চাহিমু আর॥"
এইমত গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহো ভালবাসে কৃষ্ণ-স্মৃতির কারণ॥ (ক্রমশঃ)

———

মণি-কাঞ্চন-সংযোগ

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

সরস্বতীনদীর তীরে একটি তালপাতার কুটির। কুটিরখানি গোশকটের পরিত্যক্ত একটি ছাউনি ব্যতীত আর কিছুই নহে, পার্শ্বে পক্ষীকূজন মুখরিত একটি বটবৃক্ষ। অদূরে স্বচ্ছসলিলা সরস্বতী কলনিনাদে প্রবাহিতা। কুটীরমধ্যে একজন পরিণত-বয়স্ক অবধূত সন্ন্যাসী সর্বদা হরিনামরত। স্থানটি নির্জ্জন; কিন্তু অলৌকিক চরিত্র সন্ন্যাসিবরের দর্শনলাভমানসে বহুব্যক্তি প্রায়ই তথায় যাতায়াত করিতেন। কুটিরের দ্বারদেশে একজন তরুণ-বয়স্ক ব্রহ্মচারী অবধূতের কৃপাপ্রার্থী হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

কিছুকাল পরে আদেশ হইল—"না, কিছুতেই হইতে পারে না, তোমার ন্যায় আভিজাত্য সম্পন্ন, পণ্ডিত, বৈরাগ্যবান্ সুপুরুষ ব্যক্তিকে দীক্ষা দিবার মত যোগ্যতা এ কাঙ্গালের নাই। ব্রহ্মচারী নীরবে অবনত মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিছুতেই তাঁহার ধৈর্য্য টলিল না। অবধূত সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্তির আশায় তিনি বহুদিন ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। ইহার পূর্বেও কএক বার তিনি বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। আজ প্রতিজ্ঞা, মন্ত্রদীক্ষা না পাইলে প্রাণবিসর্জ্জন দিবেন। সেই সন্ন্যাসিবরের অলৌকিক জীবনকাহিনী তিনি শুনিয়াছেন এবং কোন কোন মাহাত্ম্যও তিনি স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছেন। পূজনীয় পিতৃদেবের নিকট নিজ মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করায় তিনিই এই অবধূত সন্ন্যাসীর কৃপালাভের নিমিত্ত যত্ন করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কোনপ্রকারেই তাঁহার মনোভিলাষপূরণের প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইতে পারেন না। উপরি উক্ত প্রকারের নৈরাশ্যপূর্ণ বচন শুনিয়াও তাঁহার চিত্ত বিন্দুমাত্র বিক্ষুব্ধ হইল না। হইবে বা কেন? তাঁহার ত আর অন্যাভিলাষিতা নাই। তাঁহার একমাত্র কামনা সদ্‌গুরু পদাশ্রয় পূর্ব্বক নিষ্কপটে শ্রীহরির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম লাভ করা। অন্যকোনপ্রকার ইতর বাসনা থাকিলে হয়ত তাঁহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইতে পারিত। জগতে অনেক সময় ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির কৃপা লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভের ইচ্ছা অনেকের মনে বলবতী হয় এবং তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেই তাহারা সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে এক প্রতিষ্ঠাকামী ভাগবত-পাঠকের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নবদ্বীপ সহরের অধিবাসী কোন এক ব্যক্তি বিভিন্নস্থানে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তিনি অবশ্য পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং ভাগবতপাঠ ও ব্যাখ্যায় জনচিত্ত রঞ্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু ভাগবতরস—যাহার অতি অল্প পরিমাণেও লাভ করিলে মানবজীবন কৃতার্থ হয়, তাহা তিনি দিতে পারিতেন না। কারণ, এই ভাগবতপাঠের মূলে ছিল অর্থার্জ্জন করতঃ সংসার প্রতিপালনের কামনার সহিত জাগতিক প্রতিষ্ঠালাভের বাসনা। ভাগবতের প্রকৃত রস আস্বাদন করিয়া নিজ জীবন সার্থক করা তাঁহার বাসনা ছিল না। সুতরাং কিরূপে তিনি অন্যকে সেই অপ্রাকৃত রস আস্বাদনে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবেন? তাঁহার একদিন ইচ্ছা হইল সরস্বতীতীরে কুটিরবাসী সর্বজন-শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীর নিকট যদি ভাগবত পাঠ করিতে পারেন, তবে লোকে তাঁহাকে অধিকতর শ্রদ্ধা করিবে এবং তিনি অধিক পরিমাণে অর্থার্জন করিতে পারিবেন। এই মনে করিয়া উক্ত পাঠক মহাশয় একদিন সেই সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন এবং সেই সঙ্গে তিনি যে ভাগবত

পাঠ করিয়া বহু রাজা মহারাজার নিকট প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন, তাহাও দেখাইলেন। সন্ন্যাসিবর কোন মন্তব্যই বলিলেন না, এমনকি তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করিলেন না। পাঠক মহাশয় মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধারণা অবধূতের নিকট বসিয়া ভাগবত পাঠ শুনাইয়াছেন এবং তিনি শুনিয়াছেন ইহা প্রচারিত হইলে জনসমাজে তাঁহার আদর বৃদ্ধি পাইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি একদিবস কয়েকজন লোক লইয়া সন্ন্যাসীর কুটিরের অনতিদূরে একখণ্ড ভূমি পরিষ্কার পূর্ব্বক তথায় চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া বেশ সাজসজ্জা করতঃ ভাগবতপাঠের কথা চারিদিকে বিজ্ঞাপিত করাইলেন। যথাসময়ে বহু লোক তথায় সমবেত হইল। অবধূতের কথা পূর্ব হইতেই লোকে অবগত ছিল এবং লোকে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাও করিত। সুতরাং তাঁহার বাসস্থান সন্নিধানে ভাগবত পাঠ হইবে এবং তিনি তাহা শ্রবণ করিবেন, এই প্রকার বিজ্ঞপ্তি প্রচারে লোক অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া দলেদলে তথায় সমবেত হইল। পাঠক মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও যোগ্যতার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিয়া ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ তাহা শুনিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। তিনি ভাগবত পাঠান্তে অবধূতের সন্তোষ বিধান করিয়াছেন মনে করিয়া আত্ম গৌরব অনুভব করিতে করিতে বিদায় লইলেন। শ্রোতৃবৃন্দও ক্রমশঃ নিজনিজ স্থানে গমন করিলেন! সর্বশেষে যে কয়জন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি কৌতুহল বশতঃ সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ভাগবত পাঠ আপনার কেমন লাগিল?" তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন—"কোথায়, আমি ত ভাগবত পাঠ শুনিতে পাইলাম না?" তখন তাঁহারা অতীব বিস্ময়-সহকারে বলিলেন—"কেন? এইযে ক্ষণকাল পূর্বে একজন ভাগবত পাঠক এত আড়ম্বর সহকারে ভাগবত পাঠ করিলেন?" সন্ন্যাসী বলিলেন—"আপনারা হয়ত ভাগবতের কয়েকটি শ্লোকের উচ্চারণ শুনিয়া থাকিবেন। আমি কিন্তু শুনিতেছিলাম—'টাকা, টাকা, টাকা'। আপনারা শীঘ্রই গোময় দ্বারা ঐস্থান বিশেষ করিয়া মার্জনা করিয়া দিন, এইস্থানটি বিষয়ী ব্যক্তির সংস্পর্শে অপবিত্র হইয়াছে।" পুনরায় তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পাঠক মহাশয় একে গোস্বামী, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত। তাহাতে আবার তিনি পাঠ করিতেছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত, যে গ্রন্থ ভগবন্মহিমা কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ, এমতাবস্থায় তাঁহার স্পর্শে স্থানটি অপবিত্র হইল কিরূপে?" সন্ন্যাসী বলিলেন—'ইহার কারণ আমি পূর্বেই বলিয়াছি।' উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। যে ভগবৎ কথার মধ্যে অর্থার্জন-স্পৃহা রহিয়াছে, তাহা অপবিত্র, সুতরাং পরিত্যাজ্য। শাস্ত্র প্রকৃতই বলিয়াছেন—'অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্। শ্রবণং নৈব-কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥' দুগ্ধ কিপ্রকার হিতকারী বস্তু, তাহা সকলেই অবগত আছে, কিন্তু যদি সর্পোচ্ছিষ্ট হয়, তাহা কখনই কল্যাণপ্রদ হয় না, অধিকন্তু বিষক্রিয়া করিয়া থাকে। ঔষধের রোগ নিরাময় করিবার ক্ষমতা আছে সত্য, কিন্তু চিকিৎসকের হাত দিয়া আসিলে তাহা রোগনাশের ক্ষমতাযুক্ত হয়, অপরপক্ষে অচিকিৎসকের হাতে পড়িলে তাহা বিষক্রিয়া করিয়া অপরের প্রাণ নাশ করিয়া থাকে। সেইপ্রকার যে পবিত্র হরিকথা শ্রবণে ভববন্ধন হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহা যদি বৈষ্ণব-মুখোচ্চারিত হয় অর্থাৎ যিনি শ্রীভগবানের সন্তোষ বিধানার্থ তাঁহাতে নিবেদিত-প্রাণ, তাঁহারই শ্রীমুখনিঃসৃত হয়, তাহা হইলে সেই হরিকথা জীবের অশেষ কল্যাণপ্রদ।

সন্ন্যাসী অতি অল্পবয়স হইতেই গৃহত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান পদব্রজে পরিভ্রমণ ও বহু সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এমনই সহজ বৈরাগ্য ছিল যে, সংসারের ভোগ-সুখের বৈচিত্র্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। লেখা পড়া শিখাইবার বিশেষ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাহা

ফলপ্রসূ হয় নাই। অশন বসনের পারিপাট্য তাঁহার আদৌ ছিল না। যখন যাহা পাইতেন, তাহাই ভগবৎ প্রসাদজ্ঞানে সেবা করিতেন। দুর্বৃত্তগণ রহস্যচ্ছলে মৎস্যাদি মিশ্রিত অন্ন তাঁহাকে প্রদান করিলে, তিনি তাহা গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া তাহার মধ্য হইতে সামান্য অন্নকণিকা আহার করত জলপান করিতেন এবং তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইতেন। কিছুই খাদ্য না পাওয়া গেলে কিঞ্চিৎ গঙ্গামৃত্তিকা ভক্ষণ পূর্ব্বক জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। কোন কোন সময়ে দুই তিন দিন উপর্য্যুপরি কিছুই আহার না করিয়া থাকিতেন। কাঁচা ছোলা, মটর যখন যাহা পাইতেন, তাহারই দুই চারটি খাইয়া কাটাইয়া দিতেন। কাহাকেও কোনদিন আহারের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন নাই। শ্রদ্ধার সহিত যে যাহা দিত, আহারের আবশ্যকতা হইলে তাহাই আহার করিতেন। অপরের পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি যতই জীর্ণ হউক না কেন, তাহা গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া তাহাই কৌপীন স্বরূপে ব্যবহার করিতেন। শীত গ্রীষ্মাদিতে তিনি কাতর হইতেন না। বাসস্থানের নমুনা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। হরিনামই তাঁহার সর্বস্ব, সর্বদাই হরিনাম করিতেছেন। লোকে তাঁহাকে কখনও নিদ্রা যাইতে দেখে নাই। কখন যে তিনি নিদ্রিত হইতেন. তাহা কেহ বলিতে পারিত না। জড় বিষয়-কথা তিনি কখনও উচ্চারণ করিতেন না। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। কথা বলিবার প্রয়োজন বিবেচিত হইলে হরিকথার অনুকূল কথাই বলিতেন। যে স্বল্প বাক্য তিনি ব্যবহার করিতেন, তাহাও আবার বেদ, বেদান্ত, পুরাণাদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-বাণী। লোকে অবাক্, বিস্ময়ে অবলোকন করিত তাঁহার অদ্ভুত জীবন যাত্রা-প্রণালী, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আলোচনা বা স্মরণ করিত তাঁহার অলৌকিক চরিত্র। যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, তাঁহারাই তাঁহার সমীপে আগমন করিতেন, তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃতবাণী শ্রবণ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইতেন।

বনের মধ্যে সরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিতে পারে। কিন্তু মধুমক্ষিকা তাহার সন্ধান পায়। কে তাহাকে এ সংবাদ প্রদান করে?—গন্ধবহ। এই গন্ধবহ বা বাতাসই মধু-গন্ধ বহন করিয়া মধুমক্ষিকাকে সংবাদ প্রদান করে। আর সেও মধু-লোভে ধাবিত হয় তাহার দিকে। তেমনি লোক-সমাজের অন্তরালে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন সেই সন্ন্যাসী। তাঁহার চরিত্রমহিমার সুরভিগন্ধ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত মধুলেহী ভৃঙ্গ যাঁহারা, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন তাঁহাকে। পিতৃদেব সদৃশ গন্ধবহ তরুণ ব্রহ্মচারীকে সংবাদ দিলেন কোথায় মধু পাওয়া যাইবে। তরুণ প্রাণ উদ্বেলিত হইল, সে ছুটিয়া চলিল পদ্ম-মধু প্রাপ্তির আশায়। মধুকরের পক্ষে মধুপান সহজসাধ্য হইলেও মানবের পক্ষে সহজ নহে। তাহার ত ডানা নাই যে, উড়িয়া গিয়া পদ্মের উপর বসিয়া মধু পান করিবে। সুতরাং তাহাকে পদ্মকণ্টক বিদ্ধ হওয়ার ক্লেশ ভোগ করিতেই হইবে। তাহার পরে সে সুযো পাইবে পদ্মের উপরে উপবেশন করিয়া মধু পান করিবার। তরুণেরও হইল তাহাই। তিনি অবধূত-সকাশে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিলেন তাঁহার হৃদয়ের আকূতি। অবধূত কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষা দিয়া শিষ্য করেন নাই। সকলেই জানিয়াছিল তিনি কাহাকেও শিষ্য করিবেন না। তথাপি তরুণ চলিল আশায় মাতিয়া। নিবেদন করিল,—'আমি আপনার নিকট মন্ত্রদীক্ষাপ্রার্থী। আমার ইষ্টদেব স্বপ্নযোগে আমাকে জানাইয়াছেন—'আপনিই আমার শ্রীগুরুদেব।' উত্তর হইয়াছিল—'আমিও আমার ইষ্টদেবের নিকট নিবেদন করিব তোমার প্রার্থনা। তিনি যদি অনুমোদন করেন, তাহাহইলে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইতে পারে; নতুবা নহে।' ব্রহ্মচারী ফিরিয়া আসিল মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া, একবার নহে, ক্রমাগত কএক বার। তথাপি তরুণ নিরুৎসাহ হইল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন বসিয়া থাকে অবধূতের কুটিরের

অনতিদূরে শীতাতপসমন্বিত সরস্বতী নদীর বালুকাতটে। পুনরায় এক দিবস আদেশ প্রার্থনা করিলে উপরি উক্ত প্রকারেই উত্তর হইল। অবধূতের এই প্রকার প্রত্যাখ্যান-মূলক নৈরাশ্যপূর্ণ বাণী শুনিয়াও তরুণের মন বিক্ষুব্ধ হইল না। কেনই বা হইবে! সে ত আপাতঃ সুখকর নশ্বর কিছু চাহিতেছে না, সে চাহিতেছে—একটি শাশ্বত বস্তু। পূর্ব্বাহ্ন হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত বসিয়া রহিয়াছে বালুকাতটে আতপ-ক্লেশ সহ্য করিয়া। এইপ্রকার অবিচলিত ধৈর্য্য অবলোকন করিয়া অবধূত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হইয়া আলিঙ্গন করতঃ অশ্রুসজল নয়নে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার আশা পূর্ণ হইবে--তুমি গৌরবাণী প্রচার ক'র্‌তে পার্‌বে। আমি আমার ইষ্টদেবের সম্মতি পেয়েছি, এস তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক।" লুণ্ঠিত হইল তরুণের বিনীত মস্তক অবধূতের চরণকমলে। উভয়ের অশ্রুধারায় সিক্ত হইল সরস্বতীর বালুকাতট। এইভাবে হইল 'মণিকাঞ্চন-সংযোগ'।

প্রশ্নোত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—শ্রদ্ধাবস্তুটী কি?

উত্তর—"বৈষ্ণবাচার্য্য প্রবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিবলে সাধুদিগের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণানন্তর হরিবিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহাই শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হইলে জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হইলে আর ভয় নাই।"

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য ভয়ং তচ্ছরণস্যাভয়ং বদতি।" (ভাঃ ১১।২০।৯ ক্রমসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—শ্রদ্ধা কি ভক্তির অঙ্গ?

উত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়, কিন্তু অনন্যা ভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্ম-নিবারক বিশেষণ মাত্র।"

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গং। কিন্তু কর্ম্মণ্যর্থিসমর্থবিদ্বত্তাবদনন্যতাখ্যায়াং ভক্তাবধিকারি বিশেষণমেব।"

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭২ অনুচ্ছেদ)

শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নহে। কর্ম্মবিষয়ে যেরূপ অর্থ-শালিত্ব, সামর্থ্য ও পাণ্ডিত্য কেবলমাত্র কর্ম্মকাণ্ডে অধিকারী পুরুষের বিশেষণ স্বরূপ, পরন্তু কর্ম্মাঙ্গরূপ নহে, সেইরূপ এস্থলে শ্রদ্ধাও অনন্যা ভক্তিতে অধিকারী ব্যক্তির বিশেষণ মাত্র, ভক্ত্যঙ্গ নহে।

প্রশ্ন—শরণাগতের মঙ্গল কি হইবেই?

উত্তর—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"নিশ্চয়ই হইবে। যে মুহূর্ত্তে আমরা শরণাগত, সেই মুহূর্ত্তেই মঙ্গল আমাদের হস্তামলক। মূল মালিকের উপর নির্ভর করিলেই সকল মঙ্গল। আমরা যে যতটা যতক্ষণ অশরণাগত, সে ততটাই ততক্ষণ অমঙ্গলকে আলিঙ্গন করে র'য়েছি।"

"কৃষ্ণ আমাদিগকে জগতে ক্লেশ দিতে আনেন নাই। আমরা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া নিজের কর্তৃত্বেই নিজের অমঙ্গল ও ক্লেশ বরণ ক'রেছি। তাঁর মঙ্গলময়ী বাণীতে শ্রদ্ধা হ'লেই আমাদের কর্ত্তৃত্বা-ভিমান বিদূরিত হয়; তখন আমরা কর্ম্মবীর সাজ্‌তে ধাবিত হই না, তাঁর বাণী শ্রবণের জন্য তাঁর শ্রীচরণে শরণাগত হই।"

প্রশ্ন—শরণাগতের লক্ষণ কি?

উত্তর—শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করাই শরণাগতের লক্ষণ। কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণই শরণাগতির স্বরূপ-লক্ষণ। আশ্রিত ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বের দরকার থাকে না। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পাল্য হ'বার বিচার উপস্থিত হ'লে জগতের কোন ক্ষুদ্র অভিমান আমাদের হৃদয় অধিকার ক'র্তে পারে না। আমি কৃষ্ণের আশ্রিত,—এই অভিমান না হ'লে শরণাগতি বা আশ্রয় হ'লো না, তৎফলে পিতা-অভিমান, কর্ত্তা-অভিমান স্বাভাবিক।"

প্রশ্ন—দেবজন্ম অপেক্ষাও কি মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ?

উত্তর—শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"নিশ্চয়ই, দেবজন্ম থেকেও মনুষ্যজন্ম ভাল। এজন্য দেবতাগণও মনুষ্যজন্ম আকাঙ্ক্ষা করেন। দেবতারা এত বিষয়ভোগে মত্ত থাকেন যে, ভবিষ্যতে যে তাঁ'দের জন্য দুঃখ-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হ'য়ে র'য়েছে, তা তাঁ'রা চিন্তাই ক'র্তে পারেন না। সাময়িক সুখের নেশাতেই তাঁরা মসগুল থাকেন। দেবতা ত' কিছু সময়ের জন্য. ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি'।

"ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা অধিক। দেবতাগণ মানুষ অপেক্ষা অধিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করেন, তাঁ'রা অধিক দিন ভোগ ক'র্তে পারেন; কিন্তু সেই দেবতাগণের যে অসুবিধা আছে, তা' অপেক্ষাও মানুষের আবার বিশেষ সুবিধা আছে। দেবতারা জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রীদ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে সেই সকলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যত্ন করেন। তাঁ'রা মানুষ অপেক্ষা অধিক ভোগ সমৃদ্ধ করেন ব'লে আমরা তাঁ'-দিগকে বড় মনে করি। কিন্তু মানুষের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, তাঁ'রা দেবতার ন্যায় অতি বড় না হওয়ার দরুণ তারতম্য-গত মঙ্গল চিন্তা ক'রবার অধিকার লাভ ক'রেছেন। মানুষও দেবতার অনুকরণে জন্ম, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাক্‌লে নিজের মঙ্গল চিন্তা ক'র্তে পারেন না। দেব-জন্ম অপেক্ষা মনুষ্য-জন্মে ভগবদ্ভজনের ও সাধুসঙ্গের সুযোগ বেশী। এইজন্যই দেব-জন্ম অপেক্ষা মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠত্ব।"

"মনুষ্য-জীবনে নানাপ্রকার অসুবিধা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে জাগতিক লাভের বা সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা জানিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু দেবতাদের অপেক্ষাকৃত নিরবচ্ছিন্ন ভোগময় জীবনে এই সকল ক্ষণভঙ্গুরতা সহজে উপলব্ধি হয় না। এরূপ মনুষ্য-জীবন লাভ ক'রে আমাদের যথেষ্ট অবকাশ হ'য়েছে, যা'তে ক'রে আমরা নিজের মঙ্গল বিধান ক'র্তে পারি—কোন্‌টা মঙ্গল কোন্‌টি অমঙ্গল, তা' জান্‌তে পারি।"

প্রশ্ন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী বন্ধু কে?

উত্তর—শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"যাঁ'রা হরিনামে জীবকে আকর্ষণ করেন, তাঁ'দের ন্যায় প্রকৃত বান্ধব ও উপকারী জগতে আর কেহ নাই। কোটি কোটি দাতা-কর্ণের দান হরিনাম-প্রচারকারিগণের মহাবদান্যতার নিকট অতি সামান্য ও তিরস্কৃত। যাঁ'রা জীবকে এই সুযোগ দিতেছেন, তাঁ'রা যেন এক মুষ্টি অন্ন ভগবৎ-প্রসাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ ক'র্তে পারেন, প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জীবনে সকলে যেন তাঁ'দের নিকট সদুপদেশ লাভ ক'রবার জন্য অন্ততঃ শ্রীমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে মঠে আগমন ক'র্তে পারেন, এই জন্যই ভগবন্মূর্ত্তির প্রাকট্য। কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্ত-চিত্ত ব্যক্তিগণ তাঁ'দের ব্যবহারিক জীবন যা'তে মঙ্গলময় ক'রে যাপন ক'র্তে পারেন, তজ্জন্যই অর্চ্চাবতার জগতে প্রকাশিত হন। শয়নে, ভোজনে, জাগরণে, পরস্পর বাক্যালাপে, প্রত্যেক কার্য্যে যা'তে মূল আকর বস্তুর সহিত মানুষ সংশ্লিষ্ট থাক্‌তে পারে, তজ্জন্যই সাধুসঙ্গ ও শ্রীবিগ্রহসেবার কথা শাস্ত্রে প্রচারিত র'য়েছে।"

প্রশ্ন—কি ভাবে কৃপা বা শক্তি লাভ হয়?

উত্তর—একান্তভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে গুরু-কর্ত্তৃক জীব-হৃদয়ে কৃষ্ণ-শক্তি সঞ্চারিত হয়। সেই কৃপা-শক্তি সেবা দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে ক্রমশঃ অনর্থরাজি ধ্বংস করিতে থাকে। কিন্তু সেবা ছাড়িয়া দিলে বা সেবার প্রতি উদাসীন হইলে আবার অনর্থরাজি প্রবল হওয়ায় কৃষ্ণশক্তি ক্রমশঃ অপসৃত হয়। কোন বীজ

উপ্ত হইলে যেমন তাহাতে যত্নের সহিত জল সেচনাদি করিলে উহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয় এবং সেই অঙ্কুর সবল হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন, সেই প্রকার গুরুদত্ত কৃষ্ণশক্তি ভজন-দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা প্রয়োজন। —(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভক্তি ও অভক্তি কাহাকে বলে ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে পরিত্যাগ না করার নাম অভক্তি। তাহা তিনটি খাতের মধ্যে প্রবাহিত—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান। নিজের সুবিধা ও অপরের সুবিধা (ইন্দ্রিয় তর্পণ) করার নাম—কর্ম্ম। সুবিধাও করিব না, অসুবিধাও করিব না, নিরপেক্ষ থাকিব, ইহার নাম—জ্ঞান। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান ও নির্বিশেষ-জ্ঞান উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া অধোক্ষজ বস্তু শ্রীহরি-তোষণই ভক্তি। ভোগ ও মুক্তির হাত হ'তে মুক্তিলাভ না হ'লে ভক্তির ভূমিকা আরম্ভ হয় না। —(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—দুর্ব্বল ও অপরাধীর মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর—দুর্ব্বল ও অপরাধী ঠিক এক শ্রেণীর নহে। যদিও দুর্ব্বলতাই কালে অপরাধে পরিণত হইতে পারে, তথাপি দুর্ব্বলতার অধিকারে কামনা-রূপ পাপ ও অপরাধের প্রতি ঘৃণা আছে। দুর্ব্বল ব্যক্তি পাপ ও অপরাধ অত্যন্ত অন্যায় জানিয়াও তাহা পরিত্যাগে অসমর্থ। আর অপরাধী কখনও ঐ সকলকে অন্যায়ই বিবেচনা করেন না। তিনি যাহা করেন ও যাহা বুঝেন, তাহাই ভাল, বরং প্রকৃত সাধুরই বুঝা ভুল হইয়াছে, এরূপ মনে করেন।

দুর্ব্বল ব্যক্তি কামনাকে আদর ও রুচির সহিত গ্রহণ না করিয়া গর্হণ করিতে করিতে পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি কৃষ্ণকৃপা-লেশ হইতেছে জানা যাইবে। নতুবা কৃষ্ণ-কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণ-মায়ার কপট কৃপালাভই তাঁহার আদর্শ হইয়াছে, প্রমাণিত হইবে। —(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—হরিজন কাহাকে বলে ?

উত্তর—বর্ত্তমানে 'হরিজন' শব্দের অপব্যবহার হ'চ্ছে। বস্তুতঃ 'হরিজন' ব'লতে অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তগণ, যাঁহাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। তাঁ'রা যে কোন কুলে উদ্ভূত হউন না কেন, তাঁ'দের যে কোনরূপ বাহ্য পরিচয় থাকুক না কেন, যাঁ'রা সদ্গুরুর পদাশ্রয়ে একান্ত হরিসেবক, তাঁ'রাই 'হরিজন'। তাঁ'দের হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষময় কৃত্য নাই। যাঁ'রা অবৈষ্ণব, যাঁ'দের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয় নাই, তাঁ'দিগকে 'হরিজন' বলা অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয়, যদিও স্বরূপে সকলেই নিত্য হরিজন. কিন্তু বিরূপগ্রস্ত অবস্থায় তাঁ'দের হরিজনত্বের পরিচয় নাই। তাঁ'দের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হউক, তাঁ'রা হরিসেবা করুন, তখন তাঁ'দিগকে 'হরিজন' ব'লতে আমাদের আপত্তি নাই, ধান্য মাত্রেই চাউল সত্য, কিন্তু ধান্যটা চাউল নহে। ধান্যের আবরণটা চলিয়া গেলেই তা'কে চাউল বলে। জীব-মাত্রেই হরিদাস বা হরিজন সত্য, কিন্তু জীব যখন হরিদাস্যে নিযুক্ত, তখনই সে হরিজন-পদবাচ্য, তৎপূর্ব্বে নহে। —(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কেহ কেহ বলেন—সবই সমান, ইহা কি ঠিক ?

উত্তর—সৎ ও অসৎ, ভক্ত ও অভক্ত, পাপী ও পুণ্যবান্, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, দেবতা ও ভগবান্, সতী ও অসতী, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, আলো ও অন্ধকার—এসব সমান কি ক'রে হ'বে ?

যা'রা আভ্যন্তরীণ বস্তুর খবর রাখে না, বস্তু-তত্ত্বের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বিচারে যা'রা প্রবেশ করে নাই, তা'দের নিকট সবই ভাল। অজ্ঞ বালক ব'লতে পারে, তা'র হিজিবিজি লেখার অর্থ হ'বে না কেন ? অভিজ্ঞ ব্যক্তির লেখার যদি অর্থ হয়, তা'হলে হিজিবিজিরও অর্থ হওয়া আবশ্যক। হিজিবিজি লেখা ও অর্থসূচক লেখা উভয়কেই সমান না ব'ল্‌লে মূর্খ ব্যক্তি তা'তে সাম্প্রদায়িকতা বা পক্ষপাতিত্ব দোষ আরোপ করে। যাঁ'রা হরিবিষয়, হরিকথা, সত্যসিদ্ধান্তের আন্তরিক খবর রাখেন না, সেইরূপ জনমতের নিকট appeal ক'র্‌লে তাঁ'রা ব'ল্‌বেন—প্রকৃত সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেওয়াই

সাম্প্রদায়িকতা, অসৎসিদ্ধান্ত নিরাস করাটাই নিন্দা। তাঁহাদের মত এই যে,—আমরা যখন কিছু জানি না, বুঝি না, তখন 'সবই সমান' বলিয়া গোঁজামিল দেওয়াটাই ভাল। তা'তে সকলই সন্তুষ্ট থাকিবে, কাহারও সঙ্গে অসদ্ভাব হ'বে না। কিন্তু সত্য ও অসত্য, ভক্তি ও অভক্তি কখনও এক হইতে পারে না। ভক্তি যাঁ'দের নাই, যা'রা ভগবৎসেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না, প্রকৃত মঙ্গল যাঁ'রা চান না, ভোগ ও প্রতিষ্ঠাই যাঁ'দের আকাঙ্ক্ষণীয়, তাঁ'দের নিকট বিদ্ধা ও শুদ্ধা ত একই মনে হ'বে। —(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শুদ্ধভক্ত গুরুকে কি ভাবে দেখেন ?

উত্তর—গুরু সাধারণের নিকট একরূপে পরিচিত, অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট অন্যরূপে, শুদ্ধভক্তের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজের পরম আত্মীয়রূপে, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠরূপে, একমাত্র প্রীত্যাস্পদরূপে নিত্য সেব্য, জীবন ও সর্ব্বস্ব বলিয়া অনুভূত। শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম কৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠ ও তদভিন্ন। শ্রীগুরুদেবের দাস্য ব্যতীত কৃষ্ণ-দাস্যের সম্ভাবনা নাই। যাঁ'রা গুরুর দাস্য বা সেবা করেন, তাঁ'রাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব; আর বাদবাকী—অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা—সোজাকথায় ভোগী হ'বার বাসনাযুক্ত, কিন্তু মানুষ ভোগী বা ত্যাগী হ'তে পারে না, একথাটা আপনারা লিখে রাখুন।

আমার মাথাটা—গুরুপাদপদ্মের। পাপযুক্ত চক্ষুতে গুরুপাদপদ্ম দর্শন হয় না, তা'তে ভোগ্যবস্তু দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হয়। মনুষ্য-দর্শন গুরুদর্শন নহে, তা'তে নরক হয়। গুরু লঘু নহেন, মনুষ্য নহেন, তিনি ঈশ্বর, তিনি ভগবানের নিজজন, তিনি মহাপুরুষ, মহাজন, নামাচার্য্য—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। —(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আমাদের বিঘ্ননাশ ও অভীষ্ট-পূরণ হ'চ্ছে না কেন ?

উত্তর—ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুদেবে আমাদের মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও তজ্জন্য দোষদৃষ্টি বিদূরিত হয় নাই। তাই আমরা তাঁ'র চরণে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে পারি নাই। বেদবাক্য, ভগবদ্‌বাক্য, গীতাবাক্য লঙ্ঘন করিয়া গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ও ভগবানে শিলা-পাথর-কাঠ-মাটি বুদ্ধি করার জন্যই আমাদের এই দুরবস্থা। —(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—জীবের কৃত্য কি ?

উত্তর—ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই কামদেব—সকলের একমাত্র নিত্যসেব্য। তাঁ'র সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম বা কৃত্য। ভগবৎ সেবার কথা ভুলিয়া গিয়াই জীব কখনও 'হাম খোদাই' বুদ্ধি করিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র ভ্রান্ত ধারণায় নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী হয়, কখনও বা ভোগী সাজিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে; কখনও স্ত্রীর মনোরঞ্জন করাই তা'র প্রধান ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। এই জন্যই বলি,—হে জীবগণ! আপনারা দম্ভ, স্ত্রীপূজা ও স্ত্রৈণ-ভাব পরিত্যাগ করুন। শ্রীমতী রাধারাণীর দাসে, শ্রীরূপমঞ্জরীর কৈঙ্কর্য্যে আত্মনিক্ষেপ করুন। ব্রজগোপী আনুগত্যে অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হউন। —(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীনাম গ্রহণ-কালে জড় চিন্তা আসে কেন ?

উত্তর—নির্ব্বন্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণে সকল মঙ্গল হয়। শ্রীনাম-গ্রহণ-কালে জড় চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনাম গ্রহণে শিথিলতা করিবেন না। শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে ক্রমশঃ ঐ সকল বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইবে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। অগ্রেই ফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড় চিন্তার লোভ কমিয়া যাইবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড় চিন্তা কিরূপে যাইবে? কায়মনোবাক্যে শ্রীনামের সেবা করিলেই শ্রীনামী পরম মঙ্গলময় স্বরূপ প্রদর্শন করেন।

—(প্রভুপাদ)

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

[৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১০২ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল রঘুনাথ এখন সিংহদ্বারে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করতঃ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-নামসংকীর্ত্তনে নিমগ্ন আছেন। এক দিবস শ্রীল রঘুনাথের শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ বিগলিত সাক্ষাৎ কিছু উপদেশবাণী শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা হইল। সেই অভিপ্রায় লইয়া ত্যক্তাশ্রমী সাধকগণের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্বয়ং সাধকের লীলাভিনয় করতঃ শিক্ষা গুরু শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভুকে তিনি প্রশ্ন করিলেন,—'কি লাগি' ছাড়াইলা ঘর, না জানি উদ্দেশ। কি মোর কর্ত্তব্য, প্রভু করুন উপদেশ॥' শ্রীল রঘুনাথ কখনও নিজে যাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কিছু বলিতেন না, সর্ব্বদা শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু কিংবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দের মাধ্যমে নিজহৃদগতভাব তাঁহাকে নিবেদন করিতেন। শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু রঘুনাথের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট রঘুনাথের প্রশ্নের কথা নিবেদন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া রঘুনাথকে কহিলেন—

> "তোমার উপদেষ্টা করি' স্বরূপেরে দিল॥
> সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
> আমি যত নাহি জানি, ইঁহো তত জানে॥
> তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
> আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয়॥
> গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্য-বার্ত্তা না কহিবে।
> ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
> অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
> ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা-মানসে করিবে॥
> এই ত' সংক্ষেপে আমি কৈলুঁ উপদেশ।
> স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ॥"
>
> —(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।২৩৩-২৩৮)

ভক্ত মহিমা বর্দ্ধনকারী শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপদামোদর প্রভু সম্বন্ধে বলিলেন—'আমি যত নাহি জানি, ইঁহো তত জানে।' তিনি স্বরূপের নিকটেই রঘুনাথকে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব শিক্ষা করিতে বলিলেন। রঘুনাথ স্বরূপ-দামোদর প্রভুর মহিমা সম্যক্-প্রকারে অবগত থাকিলেও জগজ্জীবের কল্যাণ চিন্তা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উক্ত প্রশ্নের উত্তর শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কারণ ইহজগতে মনুষ্যগণ ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব দেখিয়া তাঁহার কথার উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধ ব্যক্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার বাক্যের গুরুত্ব অধিক পরিমাণে মনুষ্য-চিত্তকে প্রভাবান্বিত করিবে।

শ্রীভগবদ্বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস হইলে তাহার প্রাপ্তির আর কিছু বাকী থাকে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভু 'কোটি জন্ম পরে আমার দর্শন পাইবে'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি হইল—'শ্রীভগবদ্বাক্য ত' মিথ্যা হইবে না, কোটি জন্ম বাদেও তাঁহার নিশ্চয়ই দর্শন পাইব'। শ্রীভগবদ্বাক্যে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু (১) গ্রাম্যকথা শুনিতে ও (২) গ্রাম্য-বার্ত্তা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন। গ্রাম্য শব্দের অর্থ—ইতর, অশ্লীল, অমার্জ্জিত, অসাধু, মূঢ় ইত্যাদি। উত্তম, শ্রীল, মার্জ্জিত, সাধু, তত্ত্বজ্ঞের কথা বোধের বিষয় হইলে ইতর, অশ্লীল, অমার্জ্জিত, অসাধু, মূঢ় কথায় তাহার শ্রদ্ধা হইতে পারে না। এই আপেক্ষিক জগতে কাহারও নিকট যাহা উত্তম, শ্রীল, মার্জ্জিত প্রভৃতি বলিয়া বোধ হয় তাহাই অপরের নিকট ইতর, অশ্লীলাদি বলিয়া মনে হইতে পারে। সুতরাং বাস্তবিকপক্ষে

নিরপেক্ষ বিচারে কোন্‌টি উত্তম, শ্রীল, মার্জ্জিত, সৎ বা তত্ত্ব তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে সম্যক্‌ ধারণা হওয়া আবশ্যক।

পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যকে প্রাণিরাজ বলা হয়। মনুষ্যে বিবেকবুদ্ধির স্ফুরণ অধিক বলিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব। মনুষ্যের মধ্যে দুইটী প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়—সৎপ্রবৃত্তি ও অসৎ-প্রবৃত্তি। যাহাকে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ animality ও rationality বলেন। সদসৎ বিবেচনাশক্তির প্রয়োগের দ্বারা অসৎকে পরিহার করতঃ সৎকে গ্রহণ করার সামর্থ্য হইতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। যিনি যত অধিক পরিমাণে সৎকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন তাহাতে তত অধিক পরিমাণে মনুষ্যত্বের বিকাশ অভিব্যক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সঙ্কীর্ণ স্বার্থ পরিত্যাগকেই মনুষ্যত্ব বলে, উক্ত প্রবৃত্তি হইতেই মনুষ্য সমাজ গঠিত। মানুষের সঙ্কীর্ণতা যত বৃদ্ধি পাইবে ততই মানুষের সমাজশক্তি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে থাকিবে। একই পরিবার-ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ত্যাগ স্বীকার কিছু কিছু থাকিলেই তাহাদের পক্ষে একত্র বাস সম্ভব। আবার বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ বহু পরিবারের সমষ্টি একটী পল্লীর স্বার্থের নিকট সামান্য একটী পরিবারের স্বার্থ বড় কথা নয়, বরং উক্ত পারিবারিক স্বার্থ পল্লীর স্বার্থের পরিপন্থী হইলে উহা দুর্নীতি বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং পূর্ব্বে যাহা সুনীতি ছিল তাহা বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতিতে পরিণত হইতে পারে। পল্লী হইতে ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ভূমিকায়—মহকুমা, জেলা, প্রদেশ, দেশ, মহাদেশ, বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড, চরমেতে পূর্ণ বস্তুতে পৌঁছিতে হইবে। পূর্ণেতে না পৌঁছান পর্য্যন্ত বাস্তব সুনীতির সন্ধান আমরা পাইব না। বর্ত্তমানে দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে আমরা পবিত্র মনে করিতে পারি, উক্ত বৃহত্তর স্বার্থের জন্য প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-পরতা পরিত্যাগ করা উচিত ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। সুতরাং দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হইলে প্রাদেশিকতাকে যেমন আমরা দুর্নীতি মনে করি—তদ্রূপ বিশ্বের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে তথা কথিত উৎকট দেশপ্রেমও দুর্নীতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে, ব্রহ্মাণ্ডের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর স্বার্থও দুর্নীতি হইতে পারে। সুতরাং চরমে পূর্ণের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে যে নীতি হইবে তাহাই শুদ্ধ নীতি, কারণ পূর্ণ হইতে কেহই বাদ পড়িবে না।

পার্থিব সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির কারণরূপে ভারতীয় দার্শনিকগণ জড়শক্তির (মায়াশক্তির) তিন গুণকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণাত্মক মায়াশক্তি হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। এই ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণের উত্তমতা, রজোগুণের মধ্যমতা ও তমোগুণের অধমতা। সত্ত্বগুণে জ্ঞান, রজোগুণে জ্ঞানাজ্ঞানমিশ্রাবস্থা অর্থাৎ সংশয়াবস্থা এবং তমোগুণে অজ্ঞান। সত্ত্বগুণে স্থৈর্য্য, রজোগুণে ক্রিয়াশীলতা ও তমোগুণে জাড্য বা জড়তা। সত্ত্বগুণে অহিংসা, রজোগুণে বিচারিত হিংসা, তমোগুণে অবিচারিত হিংসা। সুতরাং দেখা যাইতেছে ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ উত্তম। "ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥"—(গীতা ১৪।১৮)। কিন্তু অধিকতর সূক্ষ্ম-বিচার করিলে দেখা যায় সত্ত্বগুণও উত্তম নহে, কারণ সত্ত্বগুণ মায়াশক্তি অর্থাৎ অজ্ঞানশক্তির গুণ সুতরাং তত্ত্বতঃ উত্তম হইতে পারে না। অজ্ঞান শক্তির কারণ জ্ঞান-শক্তি এবং তৎকারণ জ্ঞানময় বস্তু অর্থাৎ সমস্ত শক্তির অধীশ্বর যে তত্ত্ব—তাহাই পরাৎপর তত্ত্ব। "যস্মাৎ ক্ষর-মতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥'—(গীতা ১৫।১৮)। 'আমি ক্ষর-পুরুষ জীবের অতীত এবং অক্ষর-পুরুষ 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' হইতে উত্তম। অতএব লোকে ও বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া উক্তি করে।' পূর্ণ বস্তুই উত্তম, পূর্ণ হইতে ন্যূনতা থাকিলে তাহা তত্ত্বতঃ উত্তম হইতে পারে না। পূর্ণ হইতে ন্যূন সত্তাসমূহের আপেক্ষিক উত্তমতা থাকিতে পারে কিন্তু স্বয়ংসিদ্ধ উত্তমতা বা চরম উত্তমতা নাই। পূর্ণ বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিয়াছেন—"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌। ব্রহ্মেতি পর-

মাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥" তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বস্তু বলেন, সেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে কথিত হন। প্রাচ্য দার্শনিকের ন্যায় অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ পূর্ণজ্ঞানকে (Absolute knowledge) পরতত্ত্বরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। অখণ্ড জ্ঞানময়তত্ত্বের ভাবপ্রকাশক তিনটি নাম—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। ব্রহ্ম শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ—"বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ ইতি ব্রহ্ম।" বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্ব হেতু ব্রহ্ম। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সকলের বর্দ্ধনকারী বা পালনকর্ত্তা, তিনি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম 'মহতো মহীয়ান্' অর্থাৎ মহৎ হইতেও মহৎ। পরমাত্মা—'অণোরণীয়ান্' অর্থাৎ অণু হইতেও অণু, যিনি সর্ব্ব জীবান্তর্য্যামী। 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।'—গীতা ১৮।৬১। ভগবান্—'ভগ' শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য বা শক্তি সুতরাং ভগবান্ শব্দে ঐশ্বর্য্যবান্ বা শক্তিমান্‌কে বুঝায়। কোনও বিশেষ শক্তির কথা উল্লিখিত না হওয়ায় ভগবান্ শব্দের অর্থ সর্ব্বশক্তিমান্। ভগবান্ শব্দের দ্বারা অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের পূর্ণভাব অভিব্যক্ত হইল। পরতত্ত্বের সর্ব্বভাব-প্রকাশক 'ভগবান্' শব্দের ন্যায় তদর্থজ্ঞাপক কোনও প্রতিশব্দ পৃথিবীর কোনও ভাষায় দৃষ্ট হয় না। ভগবানে বৃহত্ত্বরূপ ব্রহ্মের গুণ অর্থাৎ বৃহত্ত্বরূপ ঐশ্বর্য্য, অণুত্বরূপ পরমাত্মার গুণ অর্থাৎ অণুত্বরূপ ঐশ্বর্য্য এবং তদতিরিক্ত মধ্যমত্বরূপ বা সর্ব্বত্বরূপ ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান। ভগবান্ প্রকৃতির অতীত নির্গুণ হওয়ায় তাঁহার অনন্ত গুণসমূহ নির্গুণ ও অপ্রাকৃত 'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।' (ভাগবত ১০।৮৮।৫)। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের ব্রহ্ম ও পরমাত্মাতে অসম্যক বা আংশিক প্রকাশ কিন্তু ভগবানে পূর্ণ প্রকাশ। ভগবানের অনন্ত স্বরূপ—তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্য, মর্য্যাদা, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য এই চারিটী স্বরূপের অধিক প্রাকট্য রহিয়াছে—ঐশ্বর্য্য-লীলায় তিনি বৈকুণ্ঠে নারায়ণ, মর্য্যাদা-লীলায় অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র, মাধুর্য্য লীলায় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ এবং ঔদার্য্য-লীলায় নবদ্বীপে শ্রীগৌরহরি। আবার চারিটী স্বরূপের মধ্যে অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণে ও তদভিন্ন শ্রীগৌরহরিতে ভগবত্তার চরম প্রকাশ, তাঁহারা অবতারী। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোত্তম হওয়ায় সর্ব্বাকর্ষক। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, বৈকুণ্ঠ, গোলোকাদির সমস্ত চিত্তত্ত্বকে তিনি আকর্ষণ করেন, এমন কি ভগবদবতারগণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-রূপে আকৃষ্ট হন। অন্যের কি কথা স্বয়ং কৃষ্ণ (দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ) নিজরূপ (অর্থাৎ নন্দনন্দনরূপ) দর্শন করিয়া মোহিত হন। এই হেতু নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ—তিনিই স্বয়ং ভগবান্। 'এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'—ভাঃ ১।৩।২৮ 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।'—গীতা। 'হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই।' অতএব শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোত্তম হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ-কথা সর্ব্বোত্তম কথা, অন্য যাবতীয় কথা তদিতর কথা। অবশ্য ভগবদবতারগণ ও শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ এক হওয়ায় তাঁহাদের কথাও মঙ্গলময় কিন্তু রসবিচারে কৃষ্ণাপেক্ষা তাঁহাদের ন্যূনতা থাকায় তাঁহাদের কথায় রসাধিক্য নাই। "সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" —সিদ্ধান্ততঃ লক্ষ্মীপতি নারায়ণে ও শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে কোনও ভেদ না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে রসের উৎকর্ষতা রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড অমঙ্গল হওয়ায় 'আবিরিঞ্চাৎ অমঙ্গলম্।' ব্রহ্মাণ্ডের কোনও কথাই মঙ্গলপ্রদ নহে। স্বর্গলোক, জনলোক, মহলোক, তপলোক, সত্যলোক প্রাপ্তির যে কথা অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের কথা অমঙ্গলময় উহা ইতর কথা। মঙ্গলময় শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভের গুরুতর বাধাস্বরূপ তথাকথিত জ্ঞানিগণের ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি লাভের কথা এবং তথাকথিত যোগিগণের ঈশ্বরসাযুজ্য লাভের কথা অর্থাৎ কৈবল্যের কথা ভগবদিতর-কথা। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে গ্রাম্যকথা শুনিবে না বলিতে বিকর্ম্মের অর্থাৎ বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মের কথা, বেদবিহিত কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের কথা, ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি, ঈশ্বরসাযুজ্যরূপ কৈবল্য, অষ্টাদশ সিদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় ভগবদিতর কথা অথবা শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির বাধাস্বরূপ যাবতীয় কৃষ্ণেতর কথা শ্রবণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রবণের দ্বারা শ্রোতা শ্রুত-বিষয়ে আবিষ্ট হইয়া পড়ে। কৃষ্ণভক্তের মুখে নিরন্তর শুদ্ধ কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে

উল্লিখিত বহু প্রকারের কৃষ্ণেতর কথার শ্রবণ হইতে আমরা অবসর লাভ করিতে পারিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু গ্রাম্যকথা বলিতেও নিষেধ করিয়াছেন অর্থাৎ উপরি উক্ত কৃষ্ণেতর কথাসমূহ বলাও কৃষ্ণভক্তিপিপাসুর কর্ত্তব্য নহে, কারণ কৃষ্ণেতর কথা পরিবেশনের দ্বারা বক্তা কৃষ্ণেতর বিষয়ে আবিষ্ট হইয়া পড়িবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ত্যক্তাশ্রমী সাধককে (৩) ভাল খাইতে ও (৪) ভাল পরিতে নিষেধ করিয়াছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে রসনেন্দ্রিয়ের বেগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। যিনি রসনেন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারিয়াছেন তিনিই জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন, আর যার রসনেন্দ্রিয় জয় হয় নাই তিনি কোন ইন্দ্রিয়কেই জয় করিতে সমর্থ নহেন। উত্তম সুস্বাদু বস্তু ভক্ষণের লোভ হইলে চিত্তের অভিনিবেশ ভোগ্যবিষয়েতে চলিয়া যাইবে, শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত নিবিষ্ট হইবে না। তাই বলিয়া আহার বন্ধ করিয়া দিলেই রসনেন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি রুদ্ধ হইবে না। কোনও ইন্দ্রিয়কেই আমরা বশীভূত করিতে পারিব না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা ইন্দ্রিয়সমূহকে সেবোন্মুখ করতঃ ভক্ত ও ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিতে পারি। বাহ্যতঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সংযম করিয়া যদি আমরা স্থূল ইন্দ্রিয়ার্থকে চিন্তা করি তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় হয় না। 'কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥'—গীতা। সুতরাং সুদুর্ম্মতি জিহ্বাবেগকে জয় করিতে হইলে উহাকে সেবানুখ করিতে হইবে অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা শ্রীহরি কথা কীর্ত্তন ও ভগবৎপ্রসাদ সেবা করিতে হইবে। কিন্তু ভগবৎপ্রসাদ সেবার নামে যদি উত্তম সুস্বাদু বস্তু জিহ্বার দ্বারা আস্বাদনের লোভ হয় তাহা হইলে প্রসাদবুদ্ধি হইল না, উহা প্রসাদে ভোগবুদ্ধি। ভোগ প্রবৃত্তির দ্বারা কখনও শ্রেষ্ঠ-তত্ত্বের অর্থাৎ চিন্ময় বস্তুর সঙ্গ হয় না। ভগবৎপ্রসাদ নির্গুণ চিন্ময় হওয়ায় ঐ প্রকার ভোগ প্রবৃত্তির দ্বারা প্রসাদের তাত্ত্বিক সঙ্গ হয় না, উহার মায়িক দিকের সঙ্গ হয় মাত্র। যখনই কামময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ, শ্রীভগবদ্ধাম, শ্রীভগবদ্ভক্ত, শ্রীভগবৎপ্রসাদ, শ্রীভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুমাত্রকে আমরা অনুভব করিতে যাই তখন উহা নিজ ভোগ বা কর্ত্তৃত্বাধীন-তত্ত্ব মায়ারই সঙ্গ হইয়া থাকে আমাদের ভগবত্তত্ত্বের সঙ্গ হয় না, অর্থাৎ আমরা বঞ্চিত হই। উত্তম সুস্বাদু বস্তু আস্বাদনের লোভ থাকিবে না বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য শুষ্ক বৈরাগ্যের দ্বারা ভগবৎ প্রসাদকে অবজ্ঞাও করিতে হইবে না। যখন আমাদের প্রসাদ বুদ্ধি হইবে তখন ভক্ত-প্রদত্ত উত্তম বা শাকান্ন প্রসাদও আমরা পরম শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারিব। উত্তম পিঠা-পানা প্রসাদ না পাইলেও চিত্ত অপ্রসন্ন হইবে না। ভক্তগণকে উত্তম উত্তম প্রসাদ পরিবেশিত হইতে দেখিয়া নিজে উহা হইতে বঞ্চিত হইয়াও ক্ষুব্ধ হইব না। যেখানে উত্তম সুস্বাদু বস্তুর অপ্রাপ্তিতে চিত্তে ক্ষোভ হয় সেখানে প্রসাদবুদ্ধি প্রকটিত হয় নাই বুঝিতে হইবে। ঐ প্রকার চিত্তবৃত্তি কামময় ভূমিকার অভিব্যক্তি। সেবাময় ভূমিকায় উত্তম উত্তম দ্রব্যের দ্বারা ভক্ত ও ভগবানের সেবাতে সুখ হইবে, নিজে ভক্তের অবশেষ গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে। ইহাকেই যুক্ত-বৈরাগ্য বলে। যুক্ত-বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি সর্ব্বাবস্থায় যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ থাকেন। তাঁহারা নিজেন্দ্রিয় তোষণের জন্য কোনও প্রোগ্রাম করেন না, কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের সেবার জন্য বহু প্রোগ্রাম করিয়া থাকেন। ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তিগণের নিজেন্দ্রিয়তর্পণপর উদ্যম ও ভক্তগণের ভক্ত ও ভগবানের সেবার জন্য উদ্যম স্থূলতঃ দেখিতে এক রকম দেখা গেলেও বস্তুতঃ একপ্রকার নহে। একটী আত্ম-কেন্দ্রিক চেষ্টা, অপরটী ভগবৎকেন্দ্রিক চেষ্টা—নিষ্ঠাতে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। সুতরাং ভক্তির বাহ্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া দেখিয়াই শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলনকারী বলিয়া বুঝা যাইবে না যদি উক্ত ক্রিয়া ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে সংসাধিত না হয়। হৃদয়ে ভক্ত ও ভগবানের তত্ত্বতঃ প্রীতিসম্পাদনচেষ্টারহিত হইয়া নিজেন্দ্রিয় তর্পণোদ্দেশ্যে ভক্তের বাহ্য অনুষ্ঠানের অনুকরণ মাত্র করিলে মিছাভক্ত বা প্রাকৃত সহজিয়া বৈষ্ণব বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইতে হইবে।

উত্তম বস্ত্র পরিধান ও বিলাস-ব্যসনাদি বিরক্ত

সাধুগণের পক্ষে নিষিদ্ধ। সাধকগণ লজ্জা নিবারণের জন্য বা স্বাস্থ্যের জন্য যতটুকু বস্ত্র নিতান্ত আবশ্যক তাহাই মাত্র ব্যবহার করিবে। লোকরঞ্জনের জন্য শরীরের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিতে মূল্যবান পোষাক বা বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করিবে না। উত্তম বস্ত্রের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে কোনও উদ্যম করা সাধকের পক্ষে অহিতকর। যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বস্ত্র লাভেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেব বা ভক্তের নিকট হইতে প্রসাদরূপে প্রাপ্ত বস্ত্র ব্যবহারই তাহাদের পক্ষে হিতকর। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু যিনি বাংলার নবাব হুসেনসাহ বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, যাঁহার লক্ষ লোককে বস্ত্র দেওয়ার সামর্থ্য ছিল, তিনি সংসার ত্যাগের পর যেরূপ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নিঃশ্রেয়সার্থী সাধকগণের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু নূতন বস্ত্র গ্রহণ না করিয়া শ্রীতপন মিশ্রের ব্যবহৃত পুরাতন পরিধেয় বস্ত্র প্রার্থনা করিয়া লইয়া তাহাই ব্যবহারের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। "মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন। নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন'—(চৈঃ চঃ)॥" বদ্ধজীবের মধ্যে বিপ্রলিপ্সা বা বঞ্চনেচ্ছারূপ একটী দুষ্প্রবৃত্তি আছে। উক্ত দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সে নিজের দোষত্রুটীর সমর্থনের জন্য বিভিন্ন উদাহরণ বা শাস্ত্রের শ্লোক প্রমাণ-রূপে উল্লেখ করিয়া থাকে এবং নিজের সাধুতা বা মহিমা অপরের নিকট জাহির করিয়া জড়প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে তৎপর হয়। এই বঞ্চনেচ্ছা প্রবৃত্তি যতদিন জীবের মধ্যে থাকিবে ততদিন তাহার মঙ্গল সুদূরপরাহত। ইহার উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, সাধুতার-প্রতিষ্ঠা ও ভোগবিলাস দুইটী যুগপৎ প্রাপ্তির আশায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর দৃষ্টান্ত কেহ উল্লেখ করিতে পারেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বাহ্যতঃ বিলাসব্যসনের মধ্যে থাকিয়াও যদি মহাভাগবত হইতে পারেন তাহা হইলে অন্য কাহারও তদ্রূপ অবস্থা লাভ হইবে না কে বলিতে পারে? শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু নিত্য-সিদ্ধ পার্ষদ ভক্ত (যিনি কৃষ্ণলীলায় বৃষভানুরাজ) আর অনর্থযুক্ত সাধক অর্থাৎ কামক্রোধাসক্ত বদ্ধজীব এক ভূমিকার নহে। সুতরাং এই প্রকার দৃষ্টান্ত অসমীচীন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু কৃষ্ণপ্রেমময় তনু। শ্রীমুকুন্দ দত্ত উচ্চারিত 'অহো বকী যং স্তনকালকূটং······।' —শ্লোক শুনিবামাত্র তিনি ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং প্রেমের অত্যদ্ভুত বিকারসমূহ তাঁহার অঙ্গে প্রকাশ পাইল। সুতরাং তাঁহার বাহ্য বিলাসব্যসন লোকবঞ্চনা মাত্র অর্থাৎ নিজেকে লুকাইবার জন্য, ভোগবিলাসে তাঁহার চিত্তে কোনপ্রকার অভিনিবেশ ছিল না, তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা কৃষ্ণ-বিরহ কাতর ছিল। আর আমার ন্যায় অনর্থযুক্ত ব্যক্তির বিলাসব্যসন কেবল ভোগের জন্য, চিত্ত কামনা-বাসনায় ভরপুর, বাহিরে কৃষ্ণভক্ত সাজিয়া লোকের নিকট জড় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব। কৃষ্ণপ্রেমের গন্ধও আমার চিত্তকে স্পর্শ করে নাই অথচ আমার ন্যায় কপট ব্যক্তি অনেক সময় স্তম্ভ-কম্প-পুলকাশ্রু আদি প্রেমবিকারের বাহ্য ঢং দেখাইয়া জড়প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে ব্যস্ত হয়। উহাতে স্ব-পর কাহারও কল্যাণ সাধিত হয় না। এইরূপ কৃত্রিমাচরণ মহাপুরুষের স্বাভাবিক প্রেমবিকারকে ভ্যাংচান মাত্র, ইহাতে মহতের চরণে অপরাধ হয়। সাধকগণের পক্ষে যুক্তবৈরাগ্যই প্রশস্ত। 'যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥' —গীতা। অতিরিক্ত ভোগ ও অতিরিক্ত ত্যাগ কোনটাই শুভফলদায়ক হয় না। ভোগের প্রতিক্রিয়ায় ত্যাগ, আবার অতিরিক্ত ত্যাগের প্রতিক্রিয়ায় ভোগ কোনটাই স্বাভাবিক নহে। মধ্যম পন্থাই প্রশস্ত। জীবনযাত্রার জন্য যতটুকু প্রয়োজন কৃষ্ণ সম্বন্ধযুক্ত করিয়া ততটুকু মাত্র বিষয় গ্রহণ করিবে।

'অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥'
'আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।'
'প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥'
'শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥'

(ক্রমশঃ)

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব তিথিপূজা

বিগত ৭ই পৌষ (১৩৭১), ইং ২২ শে ডিসেম্বর (১৯৬৪) মঙ্গলবার শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠ ও তৎ সেবা পরিচালনাধীন কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, যশড়া, মেদিনীপুর, বৃন্দাবন, হায়দ্রাবাদ ও আসামপ্রদেশান্তর্গত গৌহাটী, তেজপুর, সরভোগ এবং বালিয়াটী (পূর্ব্ব-বঙ্গ) প্রভৃতি স্থানস্থিত শাখামঠ সমূহে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট পরমারাধ্য প্রভুপাদ জগদ্গুরু ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা তদীয় পরমপূত ভুবনমঙ্গল মহিমা-শংসন-মুখে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পরমারাধ্য প্রভুপাদের প্রিয়তম অধস্তন উক্ত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ এবার স্বয়ং কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত থাকায় ৬ই, ৭ই ও ৮ই পৌষ—এই দিবসত্রয় ব্যাপিয়া কলিকাতা মঠের উৎসবটি বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে প্রত্যহই সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনাদির পর মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছে। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্‌ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ ঐ সভায় উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতাদি প্রদান করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্‌ভক্তিললিত গিরি মহারাজের সুললিত কীর্ত্তন খুবই হৃদয়-স্পর্শী হইয়াছিল। বিশেষতঃ ৭ই পৌষ প্রাতে শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, যে আনিল প্রেমধন প্রভৃতি বিরহ-ব্যঞ্জক পদাবলী শ্রবণে কেহই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই। পরম-পূজ্যপাদ গুরুমহারাজও স্বয়ং ভাবগদ্গদ কণ্ঠে গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া, কি জানি কি বলে প্রভৃতি পদাবলী এবং পরমারাধ্য প্রভুপাদের পত্রাবলী অবলম্বনে তাঁহার অতিমর্ত্ত্যগুণগাথা কীর্ত্তন করেন। ৭ই পৌষ মধ্যাহ্নে ও রাত্রে বহু উপচারবৈচিত্র্যদ্বারা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা নয়ন নাথজিউ শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগাদি সম্পাদিত হয় এবং নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে প্রত্যহই ভুবনপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আরও শ্রবণাগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

কর্ম্মিগণের জগজ্জীবের জড়দেহ মনের আপাত হিতকর, কিন্তু পরিণামে অহিতকর ঐহিক ও পারত্রিক ক্ষয়িষ্ণু সুখদায়ক কর্ম্ম বা জ্ঞানি-যোগি-সম্প্রদায়ের ব্রহ্ম-পরমাত্ম-সাযুজ্য সম্পাদক ত্রিপুটী বিনাশ অথবা জ্ঞানযোগাদির অথবা কর্ম্মজ্ঞানযোগমিশ্রা ভক্তির সহিত পরমারাধ্য প্রভুপাদ-প্রচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত নিত্যসম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ তাৎপর্য্যময় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য কি, তাহা সুগম্ভীর গবেষণামূলক বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা পরমপূজ্যপাদ গুরুমহারাজ এমন সুন্দরভাবে পরিবেশন করিয়াছেন যে, তাহা শ্রবণে সকলেই অতীব চমৎকৃত ও লাভবান হইয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ন্যায় জগৎজীবের বাস্তব হিতকর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ শিক্ষায়তনের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করত আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থজ্ঞান করিয়াছেন।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ বলিতেন—"আমরা সৎকর্ম্মী, কুকর্ম্মী বা জ্ঞানী অজ্ঞানী নহি, আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত। আধ্যক্ষিক বিচার-পরায়ণ জনগণ সেবাবিমুখ জনগণকে অন্নাদি দান করেন; আমরা সেই বিচার হইতে সহস্রযোজন দূরে অবস্থিত।" অনাত্ম জড়দেহমনে আত্মবুদ্ধি করতঃ তাহার তর্পণ বিধানে যতই না কেন তৎপরতা প্রদর্শিত হউক, তাহাতে জগতের কোন প্রকৃত হিত সাধিত হইতে পারে না। জীবাত্মা যাহার সহিত নিত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট, সেই পরাৎপর পরমাত্ম-হৃষীকেন্দ্রিয় তর্পণ বিধানদ্বারাই আত্মার প্রকৃত তর্পণ বিহিত হয় এবং তদ্দ্বারাই জগতের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত অধোক্ষজ ভগবানে জীবাত্মার অহৈতুকী (ফলাভিসন্ধান রহিত) অপ্রতিহতা (বিঘ্নাদি অনভিভূতা) ভক্তিকেই পরমধর্ম্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। তাহাতে আর জীবের আস্থা নাই, তাহা যেন আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ে একটি বিদ্রূপাত্মক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীভগবানে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ বাঞ্ছাশূন্যা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ তাৎপর্য্যময়ী ভক্তিই আত্মার নিত্যধর্ম্ম, ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষাত্মক চতুর্ব্বর্গ তাহার নিত্য প্রয়োজন নহে, পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমই একমাত্র প্রয়োজন—এইরূপ ভাগবতী-শিক্ষায় শিক্ষিত দীক্ষিত অনুপ্রাণিত হইতে পারিলেই জীব তাহার প্রকৃত জীবত্ব—মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিত। কৃষ্ণ যেমন সর্ব্বব্যাপক, কৃষ্ণপ্রীতিতেও তদ্রূপ ব্যাপকতা বিদ্যমান। সুতরাং কৃষ্ণপ্রীতিকে প্রয়োজন বিচারে সাধন করিতে গিয়া জীব জগতেও সেই প্রীতির প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত "ভারতভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥" বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিত। পরমারাধ্য প্রভুপাদ এই নিত্য মঙ্গলময় ভাগবতধর্ম্ম প্রচারের জন্যই স্থানে স্থানে মঠমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বত্র নিরস্তকুহক বাস্তবসত্য প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতই বেদ-বেদান্তপুরাণেতিহাসাদি নিখিল শাস্ত্রের সারমর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে কীর্ত্তনভক্ত্যঙ্গের প্রাধান্য বিশেষভাবে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট সেই শ্রীনাম-ভজনের প্রতিই প্রভুপাদ আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

ফোন নং ৪৬-৫৯০০

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬।

২৩ কেশব, ৪৭৮শ্রীগৌরাব্দ;
২৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৭১; ১২ ডিসেম্বর, ১৯৬৪।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ **শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ. শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথ জীউর শুভপ্রাকট্যবাসর শ্রীকৃষ্ণপুষ্যাভিষেক তিথিতে **বার্ষিক উৎসব** উপলক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ২৫ নারায়ণ, ২৯ পৌষ, ১৩ জানুয়ারী বুধবার হইতে ২৯ নারায়ণ, ৩ মাঘ, ১৭ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সভামণ্ডপে পাঁচটী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে বৈষ্ণবাচার্য্য ত্রিদণ্ডী যতিগণ ও অন্যান্য বক্তৃমহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করিবেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন হইবে।

৩ মাঘ, ১৭ জানুয়ারী রবিবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকযাত্রা তিথিবাসরে অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথ জীউ **শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে** বিপুল ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত ও আকর্ষিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহযোগে দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান পথ ভ্রমণ করতঃ সর্ব্ব-সাধারণকে দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিবেন।

মহাশয়, উপরি উক্ত ধর্ম্মসভাসমূহে এবং শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসবে সবান্ধব যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি

নিবেদক—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলা ঃ—নদীয়া
২৬ কেশব, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ;
২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭১; ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৪।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়মাকত্বে আগামী ২৩ গোবিন্দ, ২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ বুধবার হইতে ১ বিষ্ণু (৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ), ৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরিক্রমা ও উৎসবপঞ্জী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ **১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ**, ৩০ গোবিন্দ, ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ বুধবার **শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথিপূজা** ও তৎপরদিবস মহোৎসব এবং শ্রীমঠে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের বিরাট্ আয়োজন হইবে।

মহাশয়, সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি।

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

পরিক্রমা ও উৎসব-পঞ্জী

২৩ গোবিন্দ, ২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ বুধবার—শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তনমহোৎসব। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভা।

২৪ গোবিন্দ, ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীমায়াপুরঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীনন্দনাচার্য্যভবন, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবনাদি দর্শন।

২৫ গোবিন্দ, ২৮ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ শুক্রবার—শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা। মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীজয়দেবের পাট আদি দর্শন করতঃ শ্রীগঙ্গানগর, শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া), বেলপুকুর, সরডাঙ্গা, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, শ্রীধর অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি আদি দর্শন।

২৬ গোবিন্দ, ২৯ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ শনিবার—শ্রীএকাদশীর উপবাস। কীর্ত্তন ও স্মরণ- ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীসরস্বতী পার হইয়া শ্রীগোদ্রুম-স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও শ্রীসমাধি, সুবর্ণবিহার, দেবপল্লী, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীহরিহর ক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী ও শ্রীমধ্যদ্বীপ আদি দর্শন।

২৭ গোবিন্দ, ৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ রবিবার—পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমণ। মধ্যাহ্নে যাত্রিগণের নিজ নিজ বিছানাদি টিকিট লইয়া অফিসে জমা দিতে হইবে। বেলা ১ টায় শ্রীগঙ্গা পার হইয়া কোলদ্বীপে গমন। শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া (পোড়ামাতলা) দর্শন ও শ্রীকোলদ্বীপের মহিমা শ্রবণান্তে বিদ্যানগর গমন ও অবস্থান।

২৮ গোবিন্দ, ১ চৈত্র, ১৫ মার্চ্চ সোমবার—অর্চ্চন ভক্তির ক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ। সমুদ্রগড়, চম্পহট্ট, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ সেবিত শ্রীগৌর-গদাধর, শ্রীজয়দেবের পাট, শ্রীবিদ্যানগর, শ্রীবিদ্যাবিশারদের আলয় ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহাদি দর্শন ও বিদ্যানগরে অবস্থান।

২৯ গোবিন্দ, ২ চৈত্র ১৬ মার্চ্চ, মঙ্গলবার—বন্দন, দাস্য ও সখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীজহ্নুমুনির তপস্থাস্থল, শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীসারঙ্গ মুরারি সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল ও শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট, বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর দর্শনান্তে শ্রীগঙ্গা পার হইয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপ দর্শন ও শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন। শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাস কীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর)।

৩০ গোবিন্দ, ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ বুধবার—শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন।

১ বিষ্ণু (৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ), ৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস—২৫।১ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, কলিকাতা-৩৩

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

মাঘ—১৩৭১

৪র্থ বর্ষ মাধব, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ [১২শ সংখ্যা

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও ভক্তাবাস

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

श्रीश्रीগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. C-4329

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ

[১৩৭০ ফাল্গুন হইতে ১৩৭১ মাঘ]

(১ম-১২শ সংখ্যা)

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর পরমারাধ্য ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে 'শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রেসে' শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস-সি ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৭৮

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধসূচী

চতুর্থ বর্ষ

(১ম—১২শ সংখ্যা)

শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গের মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি

ঈশোদ্যান-মহিমা

মায়াপুর দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী সঙ্গমের অতীব নিকটে॥
ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজন স্থান হউক আমার॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা লয়ে ভক্তজন।।
বনশোভা হেরি' রাধাকুণ্ড পড়ে মনে।
সে সব স্ফুরুক সদা আমার নয়নে।।
বনস্পতি কৃষ্ণলতা নিবিড় দর্শন।
নানা পক্ষী গায় তথা গৌর-গুণগান।।
সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা তায়।
হিরণ্য হীরক নীল পীত মণি ভায়।।
বহির্ম্মুখ জন মায়ামুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে।।
দেখে মাত্র কণ্টক-আবৃত ভূমিখণ্ড।
তটিনী-বন্যার বেগে সদা লণ্ড ভণ্ড।।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থল শ্রীধামমায়াপুরান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গের মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখা মঠসমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাভূমি নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে আগামী ২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ বুধবার হইতে ৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত নয়দিবসব্যাপী বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের বিরাট আয়োজন হইয়াছে।

২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ বুধবার শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস এবং তৎপর দিবস প্রাতঃকাল হইতে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা আরম্ভ।

৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ বুধবার **শ্রীগৌরজয়ন্তীতিথি পূজা** উপলক্ষে উপবাস, সমস্তদিবসব্যাপী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পারায়ণ, সায়ংকালে শ্রীগৌরাঙ্গের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, শৃঙ্গার, ভোগরাগ, আরতি ও সংকীর্ত্তন। অপরাহ্ণে **শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন।**

৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

নরনারীনির্ব্বিশেষে সজ্জনমাত্রকেই উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদানের জন্য সাদর আহ্বান জানান হইতেছে।

১৫ মাঘ, ১৩৭১
২৯ জানুয়ারী, ১৯৬৫

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ (সেক্রেটারী)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৪র্থ বর্ষ { শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৭১। ১২ মাধব, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ মাঘ, শুক্রবার; ২৯ জানুয়ারী, ১৯৬৫। } ১২শ সংখ্যা

তারকব্রহ্ম নামের তাৎপর্য্য ও শুদ্ধনাম কীর্ত্তন কিরূপে সম্ভব হয়

যাহা পরিত্রাণ করে, তাহাই তারক। যাঁহার যেরূপ অবস্থার বিপদের অনুভূতি, তিনি তদ্রূপ বিপদ হইতে পরিত্রাণের অভিলাষী। যাঁহারা সাংসারিক অভাব, অসুবিধা, ত্রিতাপকেই 'বিপদ্' মনে করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য ধর্ম্মার্থকাম-কামী বা মোক্ষকামী হইয়া পড়েন। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু উভয়েই স্ব স্ব অপস্বার্থ পরিপূরণের অভাবকে বিপদ্ মনে করেন। আর ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণসেবায় অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে যাহাতে যাহাতে বাধা উপস্থিত হয়, তাহাকেই 'বিপদ' জ্ঞান করেন। ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষ চেষ্টায় কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের বাধা উপস্থিত হয় বলিয়া তাঁহারা সেই সকল বিপদ হইতে ত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করেন অর্থাৎ ভগবৎ-সেবক ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা—এই উভয় ব্যাপার হইতেই পরিত্রাণ চাহেন। এজন্য ভগবদ্ভক্তের নিকট তারকব্রহ্ম নামের স্বরূপ অন্যরূপ, 'তারক' সেখানে—'পারক'।

'হরে', 'কৃষ্ণ', 'রাম'—এই তিনটী পদ 'তারকব্রহ্ম'-নামে দৃষ্ট হয়। লোকের সেবাবৃত্তির তারতম্যানুসারে উক্ত ত্রিবিধ পদের তাৎপর্য্যও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। কেহ 'হরি'-শব্দের সম্বোধনে 'হরে' বিচার করেন; যাঁহারা বিষয়তত্ত্ব অপেক্ষা অধিকতর আশ্রয়তত্ত্বনিষ্ঠ অর্থাৎ যাঁহাদের সেবাবৃত্তি অধিকতর প্রকাশিত, তাঁহারা 'হরা'-শব্দের সম্বোধনে 'হরে' পদ বুঝিয়া থাকেন।

'কৃষ্ণ' অর্থে—যিনি আকর্ষণ করেন। জীবের সেবা-বৃত্তির তারতম্যানুসারে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ—অংশ, কলা, বিকলা প্রভৃতি মূর্ত্তিতে উদিত হন। কখনও কখনও 'কৃষ্ণ'কে বিকৃত করিয়া দেখিবারও চেষ্টা হয়। যিনি আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কি আকর্ষণ করেন? স্থূল ও সূক্ষ্ম অচিদ্বস্তুকে কৃষ্ণ কখনও আকর্ষণ করেন না। তাহা কৃষ্ণমায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

'রাম'-শব্দের তাৎপর্য্যও সেবাবৃত্তির তাৎপর্য্যানুসারে প্রকাশিত হয়; পরশু-রাম, দাশরথিরাম, রৌহিণেয় রাম, রাধারমণ রাম। রাধারমণ রামেই সেবা-বৃত্তির পরিপূর্ণতা সম্প্রকাশিত হইতে পারে।

রাধারমণের অভিলাষ পরিপূরণ করাই আত্মার নিত্যধর্ম্ম। পাঁচপ্রকারে তাহা পূর্ণ হয়। রামানুজীয়গণ নাভির ঊর্দ্ধ্বদেশে উত্তমাঙ্গে যে-যেস্থানে হরিমন্দির অঙ্কিত হয়, তত্তৎ উন্নতাঙ্গ-দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করিতে চাহেন। কিন্তু পূর্ণ সচ্চিদানন্দবস্তু কৃষ্ণ সর্ব্বক্ষণ চিন্ময় সর্ব্বাঙ্গের সেবা চাহেন। কেবল চিন্ময় সর্ব্বাঙ্গদ্বারা কৃষ্ণের সেবা হয়। তাহাতে "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং" শ্লোকের বিচার উপস্থিত হয়। সেই কৃষ্ণ ঐতিহ্য ও রূপকের অতীত বস্তু। অণুচেতন-বৃত্তি আবৃত হইলে বিশ্ব আসিয়া উপস্থিত হয়।

পৃথিবীর হাঙ্গামা দেখিয়া যাঁহারা ভয় পান, সেই সকল ভয়াতুর-সম্প্রদায় শ্রুতি ও মহাভারতের উপাসনা করেন; কিন্তু বৎসল-প্রেমিকগণ ভয়াতুর নহেন, তাই তাঁহারা নন্দকে বন্দনা করেন, নন্দকে 'গুরু' করেন— যে নন্দ সিদ্ধহস্ত হইয়াছেন,—পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে তাঁহার বারান্দায় বাঁধিয়া রাখিতে।

একমাত্র ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞানাদির যাবতীয় চেষ্টা মূঢ়তা—অনাচার। "পশ্চিমের লোক-সব মূঢ় অনাচার।" কিন্তু অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণ পিতৃশ্রাদ্ধ করা, পুকুরে ডুব্ দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যকেই 'সদাচার' মনে করিতেছে। শ্রীরূপসনাতনের চরণাশ্রয় করিলেই বিশেষ সুবিধা হইবে, তাঁহারা "ভক্তি-সদাচারের" মূল মহাজন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা জগৎকে দান করিয়াছেন—

"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।"

সেবোন্মুখতা হইলেই জিহ্বাদ্বারা 'কৃষ্ণ'-নাম বহির্গত হইবেন। যেখানে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব, সেখানেই শব্দ ও শব্দীতে ভেদ। শব্দ ও শব্দীতে যেখানে অদ্বয়জ্ঞান, সেখানেই বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রকাশিত।

শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাব্যতীত আর যত কথা, সব আত্মার নিত্যবৃত্তিকে ঢাকিয়া ফেলিবার কথা। হরি সব হরণ করিয়া থাকেন। কি হরণ করেন? চামড়া, মাংস তিনি হরণ করেন না। তিনি চান 'আমাকে'— আত্মাকে; সেই আত্মা পাঁচ প্রকার রসে তাঁহার সেবা করেন। মানুষের এই পচা চক্ষু-কর্ণাদি তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারে না। যদি এই চক্ষু-কর্ণাদির বিষয় তিনি হইতেন, তাহা হইলে তিনি এই জগতেরই কোন ভোগ্যবস্তুমাত্র হইয়া পড়েন। সত্ত্বোজ্জ্বলা চেতন বৃত্তিতে তাঁহার আস্বাদন হয়।

"আমি ভগবান্‌কে দেখিব"—ইহার নাম সম্ভোগবাদ বা অভক্তি, আর "আমি ভগবান্‌কে দেখাইব,—যে রূপ দেখিতে তাঁহার ভাল লাগে", ইহার নাম সেবা। আমার মনগড়া সৌন্দর্য্য তিনি দেখেন না, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য তাঁহার ভাল লাগে, তিনি তাহা দেখেন।

—**শ্রীল প্রভুপাদ**

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-পূজা

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখা-মঠ-সমূহে আগামী ৫ গোবিন্দ, ৮ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শুভ উপস্থিতিতে আসাম প্রদেশস্থ কামরূপ জেলান্তর্গত সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব বিশেষভাবে সম্পাদনের আয়োজন হইয়াছে।

জ্ঞানবিচার

[৪র্থ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৩৮ পৃষ্ঠার পর]

ফলস্বরূপ বিরোধানুভবও নিতান্ত কর্ত্তব্য, ভক্তির যাহা ফল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভুক্তি অর্থাৎ স্বর্গাদিভোগ, মুক্তি অর্থাৎ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চ প্রকার জড়মোচন কোন কোন মতে ভক্তির ফল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ভুক্তি যে ভক্তির ফল, তাহাকে ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তি বলেন না। ভক্তির যে লক্ষণ পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, তাহাতে ভোগেচ্ছা একেবারেই থাকে না। ভুক্তি ভক্তির ফল নয়, কর্ম্মের ফল। ভক্তি ব্যতীত কোন প্রকার সাধন দ্বারা কোন ফল হয় না। অতএব কর্ম্ম, ভক্তিকে নিজাভীষ্ট ফল দানের জন্য বরণ করিলে, ভক্তি তাহা দিয়া স্থানান্তরিত হন। ভুক্তিকে কর্ম্মফল বলাই বৈজ্ঞানিক মীমাংসা। অবিদ্যাই জীবের বন্ধন, শুদ্ধজ্ঞান উদয় হইলে অবিদ্যা দূর হয়, জীব স্বস্বরূপ লাভ করে। অতএব মুক্তি জ্ঞানেরই ফল, ভক্তির ফল নয়। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য ইহারা সেবোপযোগী অবস্থা বিশেষ। কিন্তু একান্ত ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎ-সেবা ব্যতীত কিছুই চান না। সেবা লাভের জন্য অবান্তরাবস্থারূপে মুক্তিসকল শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা আনীত হয়। অতএব তাহারা কখনই ভক্তি ফল নয়। মুক্তি জীবের জড়মোচনরূপ অবস্থা বিশেষ। ভক্তি তৎপূর্ব্বে ও তৎপরে থাকে। মুক্তির পরেও যে ভক্তি থাকে, তাহার ফল কি? যাহা তাহার ফল, তাহাই ভক্তির ফল। মুক্তিকে ভক্তির ফল বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন না। ভক্তিই ভক্তির ফল। যে স্থলে ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা হৃদয়ে থাকে, সেখানে শুদ্ধভক্তির উদয় হয় না। অতএব ভুক্তি ও মুক্তিবাঞ্ছাই ভক্তির স্বরূপবিরোধিনী।

যে পঞ্চ প্রকার জ্ঞান বিচারিত হইল, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান, নৈতিক জ্ঞান, ঈশ্বর-জ্ঞান ইহারা গৌণ অর্থাৎ শরীর, মন, বদ্ধ আত্মা ও সমাজ সম্বন্ধীয়, অতএব জীবের পক্ষে অসম্পূর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর। ব্রহ্ম জ্ঞানটী ঈশ্বরজ্ঞানের একটী উপশাখা মাত্র। উহা সাধন পক্ষে কোন কোন স্থলে কিয়ৎপরিমাণে উপকার করে, কিন্তু প্রায়ই অনুপকারী। ঐ সমস্ত জ্ঞান, জ্ঞান হইলেও হেয়। শুদ্ধজ্ঞানই একমাত্র উপাদেয় জ্ঞান। যেহেতু তাহা ভক্তির অনন্য সহচর। ভাবভক্তদিগের ভগবদ্গুণাখ্যানে যে আসক্তি হইয়া থাকে, শুদ্ধ জ্ঞানই সেই আসক্তির একমাত্র বিষয়।

ভগবল্লীলাজ্ঞান না হইলে তাহার গুণাখ্যান ও তৎশ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সম্ভব হয় না। ভগবান্ মধ্যমাকারেও যে অপরিমেয়, সেই গুণের আখ্যানস্বরূপ যশোদা-কর্তৃক ভগবদুদরবন্ধন প্রথমে সম্ভব হয় নাই, পরে অপরিমেয় হইলেও ভক্তির নিকট ক্ষুদ্রতা স্বীকার করেন, এই তত্ত্বানুসারে অনায়াসেই বন্ধন করিলেন। এই সমস্ত ভগবল্লীলা কথা কেবল শুদ্ধ জ্ঞানোদিত তত্ত্বনিচয়। অতএব ভাবভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞানের ঐক্য বিবেচনায় অশুদ্ধ জ্ঞানসকলকে জ্ঞান বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে জ্ঞানের নিন্দা শুনা যায়। শুদ্ধ জ্ঞানকে জ্ঞানকাণ্ড বলে না। জ্ঞানকাণ্ড কেবল পূর্ব্বোক্ত অপর চারি প্রকার জ্ঞান। তাহা ভক্তের পরিত্যাজ্য।

ইহাতে আর একটী সূক্ষ্ম বিচার আছে। জ্ঞানের তিনটী বিভাগ। জিজ্ঞাসা, সংগ্রহ ও আস্বাদন। ভাবভক্তদিগের পক্ষে জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ পূর্ব্বেই সাধন-ভক্তজীবনে শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের অর্থাস্বাদন দ্বারা সমাপ্ত হইয়াছে। ভাব-ভক্ত-জীবনে জ্ঞানের আস্বাদন-অংশ কেবল বর্ত্তমান থাকে। এই আস্বাদন-অংশ মুক্তিলাভের পরেও নিত্যধামে জাজ্বল্যমান থাকে, বরং জড়বদ্ধাবস্থায় তাহা কিয়ৎ পরিমাণে কুণ্ঠিত থাকে। মুক্ত জীবের পক্ষে তাহা বৈকুণ্ঠত্ব লাভ করে। যে পীঠে ভগবদাস্বাদনরূপ জ্ঞানাংশে বিগতকুণ্ঠতা আছে, সেই পীঠকেই পণ্ডিতেরা বৈকুণ্ঠ বলেন। শুদ্ধ জ্ঞানের আস্বাদন অর্থাৎ পরেশানুভব, বিরক্তি অর্থাৎ ভক্তির অনুপযোগী বস্তুতে ঔদাসীন্য ও ভক্তি অর্থাৎ ভগবদ্রাগ—ইঁহারা যুগপৎ ভক্তহৃদয়ে বাস করেন। ইঁহারা একই বস্তু। ভক্তি যে স্থলে বস্তু বলিয়া গৃহীত, সেস্থলে শুদ্ধ জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদনুভব ও বিরক্তি তাঁহার পরিচারকরূপে কার্য্য করে। ভাবভক্তি বিচারে

শুদ্ধ জ্ঞান ও যুক্ত বৈরাগ্য স্বতন্ত্র বিষয় নয়। উহারা ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ফল স্বরূপে উদিত হইয়া ভক্তির সেবা করে। যে স্থলে উহাদের অভাব, সে স্থলে ভাব হয় নাই বলিয়া জানিতে হইবে, তথাপি যে ভাবলক্ষণ উদিত হয়, সে ভাবাভাস বা কপট রতিমাত্র।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমা

(৪র্থ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৪০ পৃষ্ঠার পর)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

গর্ভে অবস্থান-কালে কোন কোন ভক্তজীব কৃষ্ণস্মৃত্যুদয়-ক্রমে কৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিযোগ প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের এই স্তবের কথা শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকার পূর্ব্ববর্ত্তী ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। অনন্তর গর্ভস্থ জীবের মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর কি অবস্থা হয়, তাহা বলা হইতেছে—

স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে ভূমিতে আপন-অনিচ্ছায়॥
শুন শুন, মাতা! জীবতত্ত্বের সংস্থান।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান॥
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে, ক্ষণে কান্দে শ্বাসে।
কহিতে না পারে দুঃখসাগরেতে ভাসে॥
কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়।
কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত দুঃখ পায়॥
কথোদিনে কালবশে হয় বুদ্ধি জ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ, সে-ই ভাগ্যবান্॥
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট-সঙ্গ করে।
পুনঃ সেইমত মায়া-পাশে ডুবি' মরে॥
'যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদর-কৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ॥'

—"মানব যদি সৎপথে অবস্থিত হইয়াও উদরোপস্থলম্পট অসজ্জনগণের সহিত সঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহাকেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্থাৎ গলদেশে যমদূতগণ কর্তৃক পাশবদ্ধ হইয়া নরকে প্রবেশ করিতে হয়।"

"অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিত-গোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ॥"
অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে॥
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি'।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতঃ মুখে বল হরি॥
ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়!
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন পরহিংসা যায়॥
কাপলের ভাবে প্রভু মায়েরে শিখায়।
শুনি' সেই বাক্য শচী আনন্দে মিলায়॥

উপরিউক্ত —চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১৯৮-২৪১

'গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে॥'

—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যের বিবৃতিতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"ইহজগতে কৃষ্ণবিমুখ ও বিস্মৃত জীব সকল জন্ম-স্থিতি-মরণ-মালা বেষ্টিত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে বাসকালে নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। ভগবদ্ভক্তগণ মাতৃজঠরে বাস হেতু কোন ঘৃণাক্লেশাদিবোধ করেন না। পরন্তু ভগবদিচ্ছা ক্রমে প্রপঞ্চে আগমন করিবার পূর্ব্বেও তিনি গর্ভবাস করিয়া ক্লেশাদিতে উদাসীন থাকিয়া তৎকালেও ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। ফলতঃ ভগবদ্ভক্ত কোন অবস্থাতেই জন্ম মরণের কোন প্রকার দুঃখাদি অনুভব করেন না—সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-সেবানন্দে নিমগ্ন থাকেন। মাতা কয়াধুর গর্ভে অবস্থান কালে মহাভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদের অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মরণই এইবিষয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।"

গর্ভবাসাবস্থায় সপ্তমমাসে জীব জ্ঞান লাভ করিয়া করযোড়ে স্তুতি করিতে করিতে গর্ভবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় গণনা করিতে থাকে। ভাবে—এই অষ্টম,এই নবম, এই দশম মাস আসিল, আহা কবে শ্রীভগবান্ আমাকে এই জঠর-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিয়া বহির্নিষ্ক্রান্ত করাইবেন, আমি বাহিরে গিয়া তাঁহার ভজন করিব। আবার ভাবে—গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই কি নিষ্কৃতি আছে ? বাহিরে ইহা অপেক্ষাও ঘোরঅন্ধকারময় সংসার-কূপ বর্ত্তমান আছে।

'তস্মাদহং বিগতবিক্লব উদ্ধরিষ্যে
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং
মা মে ভবিষ্যদুপসাদিত-বিষ্ণুপাদঃ॥'

—ভাঃ ৩।৩১।২১

অতএব আমি এই স্থানেই (এই গর্ভমধ্যেই) অবস্থান-পূর্ব্বক বিষ্ণুপাদযুগল হৃদয়ে ধারণ করতঃ সারথী রূপিণী বুদ্ধির সাহায্যে সংসার হইতে আত্মাকে অতি শীঘ্র উদ্ধার করিব। হে ভগবন্, যেন পুনর্ব্বার আমাকে নানা গর্ভবাসরূপ দুঃখে পতিত হইতে না হয়। জীব কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইতে থাকেন—

"ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
তোমার চরণে আসিয়াছি আমি
বলিব দুঃখের কথা॥
জননী জঠরে ছিলাম যখন
বিষম বন্ধন পাশে।
একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে
বঞ্চিলে এ দীন দাসে॥
তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া
করিব ভজন তব।
জনম হইল, পড়ি মায়াজালে
না হইল জ্ঞানলব॥
আদরের ছেলে স্বজনের কোলে
হাসিয়া কাটানু কাল।
জনক জননী স্নেহেতে ভুলিয়া
সংসার লাগিল ভাল॥
ক্রমে দিন দিন বালক হইয়া
খেলিনু বালক সহ।
আর কিছু দিনে জ্ঞান উপজিল
পাঠ পড়ি অহরহঃ॥
বিদ্যার গৌরবে ভ্রমি দেশে দেশে
ধন উপার্জ্জন করি'।
স্বজন পালন করি এক মনে
ভুলিনু তোমারে হরি॥
বার্দ্ধক্যে এখন ভকতি বিনোদ
কাঁদিয়া কাতর অতি।
না ভজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল
এখন কি হবে গতি॥"

এই প্রকারে দশমাস বয়স্ক গর্ভস্থ জীব যখন ভগবানের স্তব করিতে থাকে, তখন সূতি-মারুত অর্থাৎ প্রসবের কারণীভূত বায়ু তাহাকে অবাঙ্মুখ করিয়া বহির্নির্গমনের জন্য প্রেরণ করে। এইরূপে যে জীব গর্ভে থাকিয়াই কৃষ্ণভজন করিব এইরূপ নিশ্চিতমতি হয়, তাহাকে আর বহির্ম্মুখ জীবের ন্যায় সংসারদুঃখ বরণ করিতে হয় না। সে সূতি-মারুত-ক্ষেপ ব্যতীতই সুখ-প্রসূত হয় এবং ভগবৎকৃপা-ভাজন হইয়া ক্রমশঃ ভগবৎপাদপদ্মে রতিমতি প্রাপ্ত হয় ও ভক্তজন সঙ্গে ভগবদ্ভজনানন্দে জীবনাতিপাত কবিবার সৌভাগ্য লাভ করে। বহির্ম্মুখ জীব অতিকষ্টে ভূমিষ্ঠ হইয়া বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবনাদি কালে নানা দুঃখে জর জর হয়, ক্রমে অসাধু সংসর্গে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা যোষিৎ-রূপিণী মায়ার মোহে পড়িয়া পশ্বাদিরও অধম হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুর পর নরকগতি লাভ করতঃ দারুণ নরকযন্ত্রণা লাভ করে এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। দুষ্কর্ম্মানুযায়ী মনুষ্যেতর পশুপক্ষী কীটাদি নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর যোনি লাভ করিতে করিতে

ভাগ্যহীন জীব ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে থাকে। কিন্তু এমনই মায়ার মোহ যে, এত দুঃখ কষ্ট পাইয়াও জীবের চিত্ত ভগবদুন্মুখ হয় না। পশুপক্ষ্যাদি জন্মে অজ্ঞাতসারে কৃত পুণ্য কর্ম্মাদির ফল স্বরূপে নানা যোনি ভ্রমণান্তে সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজীবন লাভ করিয়াও জীব কৃষ্ণেতর ক্ষয়িষ্ণুবিষয়-লোলুপ হইয়া তৎপ্রাপ্ত্যাশায় কতই না পরিশ্রম করে, কিন্তু হায় যাহাতে তাহার প্রকৃত নিশ্চিত শ্রেয়ঃ—তৎপ্রতি সে একেবারেই উদাসীন হয়। সাধুসঙ্গে ভগবদ্-ভজন করিবার কোন প্রবৃত্তি তাহাতে দেখা যায় না, ভগবদ্ বিমুখের সঙ্গই তাহার মৃগ্য হইয়া পড়ে, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' ন্যায়ে তাহার তাদৃশ দুঃসঙ্গ অচিরে মিলিয়া যায় এবং সেই অসৎসঙ্গে প্রমত্ত হইয়া তাহার সকল সদ্‌গুণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সৎপথে থাকিয়াও জীব যদি শিশ্নোদরপরায়ণ যোষিৎক্রীড়া-মৃগ অসতের সঙ্গ করে—তাহাদের সহিত দেওয়া নেওয়া, খাওয়া খাওয়ান, গুহ্য কথা বলা ও গুহ্য কথা শুনা—এই ছয় প্রকার প্রীতিলক্ষণাত্মক সঙ্গে ("দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধা প্রীতিলক্ষণম্॥") প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল অসতের অসৎ প্রবৃত্তি ক্রমশঃই তাহার চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করে। এজন্য শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন—

যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদর কৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ॥
সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়া-মৃগেষু চ॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

—ভাঃ ৩।৩১।৩২-৩৫

"জীব সৎপথে থাকিয়াও যদি উদর ও উপস্থবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যত্নশীল অসাধুব্যক্তিগণের সঙ্গ করে এবং তাহাদের অধিষ্ঠিত পথে বিচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে পূর্ব্ববৎ নরকে প্রবেশ করিতে হয়।

সত্য, বাহ্যাভ্যন্তরের পবিত্রতা, দয়া, মৌন, পরমার্থ-বিষয়া বুদ্ধি, লজ্জা, ধনধান্যলক্ষণা অথবা হরিসেবাময়ী শোভা, কীর্ত্তি, ক্ষমাগুণ, বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ অর্থাৎ চিত্তের প্রশান্তভাব, ভগ অর্থাৎ উন্নতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ যে-সকল অসদ্‌ব্যক্তির সংসর্গে একেবারেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই সকল বিষয়তৃষ্ণাক্লিষ্ট অশান্ত, মূঢ়, দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট যোষিৎক্রীড়ামৃগ অর্থাৎ কামিনীকুলের বশীভূত অতীব শোচ্য অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ কখনও কর্ত্তব্য নহে।

স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গদ্বারা সেইরূপ হয় না।"

স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত নিজকন্যার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়া ভয়ে মৃগরূপ ধারিণী নিজকন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক ধাবমান হইবার ব্যতিরেক আদর্শ প্রদর্শন দ্বারা জীবগণকে যোষিৎসঙ্গ-লোলুপতা হইতে সাবধান করিয়াছেন।

কামিনীরূপ দর্শনে স্বয়ং ব্রহ্মাও যখন মোহগ্রস্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন, তখন তৎসৃষ্ট মরীচ্যাদি, মরীচ্যাদিসৃষ্ট কশ্যপাদি এবং কশ্যপাদিসৃষ্ট দেবমনুষ্যাদি কিরূপে সেই স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গিগণের সংসর্গে অবিচলিত-মতি থাকিতে পারিবেন? একমাত্র শ্রীনারায়ণ ঋষি ব্যতীত এমন কোন্ পুরুষ আছেন, যিনি আমার যোষিন্ময়ী মায়ায় বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন? হে মাতঃ, আমার এই প্রমদারূপিণী মায়ার এতাদৃশ বিক্রম যে, সে তাহার একটি মাত্র ভ্রূভঙ্গে মহা মহা দিগ্বিজয়ী বীরগণকে পর্য্যন্ত নিজের পদাবনত করিয়া ফেলিতে পারে। সুতরাং যিনি সৎসঙ্গে ভক্তিফল লাভেচ্ছু হইবেন, তিনি কখনও কামিনীর সঙ্গ করিবেন না।

যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেব-বিনির্ম্মিতা।
তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্॥

(ভাঃ ৩।৩১।৪০)

—দেবনির্ম্মিতা (অর্থাৎ ভগবানের) এই যোষিৎ রূপিণী মায়া শুশ্রূষাদি ছলে ধীরে ধীরে পুরুষের নিকট গমন করে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মহামোহরূপিণী সেই মায়াকে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় নিজের মৃত্যুস্বরূপ দর্শন করিবেন।

ভক্তিজ্ঞানবান্ পুরুষের পক্ষে যেমন যোষিৎ নানানর্থহেতু, ভক্তিজ্ঞানবতী যোষিতের পক্ষেও তদ্রূপ পুরুষ নানা অনর্থহেতু। পূর্ব্বজন্মে পুরুষরূপী জীব স্ত্রীসঙ্গ-নিবন্ধন অন্তকালে স্ত্রীধ্যান-দ্বারা পর জন্মে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষবৎ আচরণ-কারিণী আমার মায়াকে মোহবশতঃ বিত্ত, পুত্র ও গৃহাদি-প্রদাতা পতি মনে করিয়া থাকে। এইরূপে সৃষ্টিপ্রবাহে চলে। ব্যাধের সঙ্গীত মৃগের যেমন মৃত্যুকারণ, তদ্রূপ পতি-পুত্র গৃহ-স্বরূপ মায়া আপাত অনুকূল বলিয়া প্রতীত হইলেও স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত জীব বুদ্ধিমান্ হইলে উহাদিগকে দৈবপ্রেরিত মৃত্যু স্বরূপ বলিয়া বিচার করিবেন। জীবের প্রাক্তন কর্ম্মলব্ধ স্থূল সূক্ষ্ম দেহ-সংযোগের নামই জন্ম এবং উহাদের কার্য্যযোগ্যতার অভাবই মৃত্যু। বস্তুতঃ জীবের স্বরূপতঃ কোন জন্ম বা মৃত্যু নাই। সুতরাং সেই মৃত্যুর জন্য ভয় বা শোক এবং সেই জীবন-রক্ষার্থ যত্ন হইতে বিরত হইয়া পরিণামদর্শী বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তসাধু সঙ্গ ভক্তিযোগা-বলম্বনে নিরন্তর ভগবদ্ ভজনে রত হইবেন। শ্রীভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগই জীবের পরম শ্রেয়ঃ সাধক।

অতঃপর শ্রীভগবান্ কপিলদেব এই ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥

—ভাঃ ৩।২৫।৩২-৩৩

—হে মাতঃ, "বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরিতে যে অহৈতুকী বৃত্তি, তাহাই ভাগবতী ভক্তি। ঐ ভক্তি মুক্তি হইতেও গরীয়সী। পুরুষের স্বপ্রযত্ন ব্যতিরেকেও জঠরাগ্নি যেরূপ তাহার অজ্ঞাতসারেই ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করিয়া দেয়, ঐ ভক্তিও তদ্রূপ বাসনাময় লিঙ্গ দেহকে অনায়াসেই ক্ষয় করিয়া ফেলে অর্থাৎ মুক্তি ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল মাত্র।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন—

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেম উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৪৯)

"কৃষ্ণভক্তই একমাত্র কামনা শূন্য এবং একমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শান্ত। স্বর্গাদি ভুক্তিকামী কর্ম্মী, নির্ব্বাণাদি মুক্তিকামী জ্ঞানী এবং অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধিকামী যোগী স্ব স্ব কামের বশবর্ত্তী হইয়া তদভাবে অশান্ত। আবার কামনা তৃপ্তিতেও অসৎপ্রাপ্তি হেতু কৃষ্ণনিষ্ঠ নহে বলিয়া অশান্ত।" —ঐ অনুভাষ্য

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি' জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

নারদপঞ্চরাত্রোক্ত শুদ্ধভক্তি-লক্ষণ যথা—

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ-হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশ সেবনের নাম ভক্তি। এই (স্বরূপলক্ষণময়ী) সেবার দুইটি তটস্থ লক্ষণ—যথা, ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নির্ম্মলা থাকিবে।

মদ্গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

—ভাঃ ৩।২৯।১১-১২

সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ত্রিবিধ সগুণ ভক্তির কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ মাতা দেবহূতিকে নির্গুণ শুদ্ধভক্তি-যোগ-লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন—হে মাতঃ, আমার গুণ

শ্রবণ-মাত্র সর্ব্বচিত্ত-নিবাসী আমাতে সাগরাভিমুখে প্রধাবিত গঙ্গাজল-প্রবাহের ন্যায় যে আত্মার অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতির উদয় হয়, ইহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তম স্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী অর্থাৎ ফলাভিসন্ধান-রহিতা—স্বপ্রকাশত্ব ও স্বতঃফলরূপত্ব-হেতু ইহা জ্ঞান-যোগাদিবৎ ফলান্তরাভিসন্ধি-রহিতা এবং অব্যবহিতা অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মাদি ব্যবধানশূন্যা।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

—ভাঃ ৩।২৯।১৩

অবিচ্ছিন্না গতি কি প্রকার, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—হে মাতঃ, আমার ভক্তগণকে সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (সমানরূপতা), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সাযুজ্য) প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার অপ্রাকৃত নিত্যসেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কিছুই প্রার্থনার নাই। [অন্যান্য মুক্তিচতুষ্টয় আমার সেবার্থ কোন কোন ভক্ত স্বীকার করিলেও 'সযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা লজ্জা ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥']

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

ভাঃ ৩।২৯।১৪

হে মাতঃ, ইহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা যায়। এই ভক্তিযোগের দ্বারাই জীব ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন।

অথ তং সর্ব্বভূতানাং হৃৎপদ্মেষু কৃতালয়ম্।
শ্রুতানুভাবং শরণং ব্রজ ভাবেন ভাবিনি॥

—ভাঃ ৩।৩২।১১

(ভগবানের উপাসকগণ ক্রমমুক্তি লাভ না করিয়া সাক্ষাদ্‌ভাবেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন।) অতএব হে ভক্তিমতি মাতঃ, আপনি সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপেরই ভজনা করুন। ভগবান্ সর্ব্বভূতের হৃদয়কমলে স্বীয় আবাসস্থান বিরচনপূর্ব্বক নিয়ত অবস্থান করিতেছেন। আপনি সেই বেদবেদ্য ভগবানে-প্রেমলক্ষণা ভক্তি যোগে শরণ গ্রহণ করুন।

তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বভাবেন ভজস্ব পরমেষ্ঠিনম্।
তদ্‌গুণাশ্রয়য়া ভক্ত্যা ভজনীয়-পদাম্বুজম্॥

—ভাঃ ৩।৩২।২২

"অতএব হে মাতঃ, আপনি ভগবানের ভক্তবাৎসল্যাদি গুণাশ্রয়া ভক্তিযোগে সাতিশয় প্রীতির সহিত পরমেশ্বরের আরাধনা করুন, তাঁহার পাদপদ্মই সর্ব্বজীবের একমাত্র ভজনীয় বস্তু।"

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ ব্রহ্মদর্শনম্॥

—ভাঃ ৩।৩২।২৩

"ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদয় করাইবার চেষ্টারূপ ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্রই কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞান উদিত হয়। জীবের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা থাকে না। সেই নির্ম্মলজ্ঞান হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।"

শ্রীভগবান্ কপিলদেবের এই সকল ভক্তিতত্ত্ব ও সাংখ্য-জ্ঞান-যোগাদি তত্ত্ববিষয়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া মাতা দেবহূতির মোহাবরণ দূরীভূত হইল। তিনি সাংখ্যজ্ঞান-প্রবর্ত্তক কপিলদেবকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন—

যন্নামধেয়শ্রবণানু কীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥

—ভাঃ ৩।৩৩।৬

"হে ভগবন্, কুক্কুরভোজী অন্ত্যজ কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও যদি আপনার নাম শ্রবণ, শ্রবণানন্তর কীর্ত্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞের অধিকারী হন; আর যাঁহারা আপনার দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?"

[শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ঐ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—
"শ্বাদোঽপি শ্বপচোঽপি সদ্যস্তৎক্ষণ এব সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণইব পূজ্যো ভবতীতি দুর্জ্জাত্যারম্ভক প্রারব্ধপাপনাশো ব্যঞ্জিতঃ। যদুক্তং শ্রীরূপ গোস্বামি চরণৈঃ—দুর্জ্জাতিরেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতম্। দুর্জ্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ ইতি।"

অর্থাৎ কুক্কুরভোজী চণ্ডালও সদ্য অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও নমস্কার বিধান মাত্রেই সোমযাগের যোগ্য হন, সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হন, ইহাতে দুর্জ্জাত্যারম্ভক প্রারব্ধপাপনাশ ব্যঞ্জিত হইয়াছে। যেহেতু শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—দুর্জ্জাতিই সবন অর্থাৎ সোমযাগে অযোগ্যত্বের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সুতরাং দুর্জ্জাত্যারম্ভক যে পাপ, তাহাই প্রারব্ধ।]

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও লিখিয়াছেন—"সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। অনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যতি।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥
—ভাঃ ৩।৩৩।৭

"[অথবা সোমযাগাধিকারী ব্রাহ্মণ হইতেও যে কোনও কুলোৎপন্ন শ্রীনামোচ্চারণকারী পুরুষ অধিকতর শ্রেষ্ঠ।] অহো! নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব? যাঁহার জিহ্বার একপ্রান্তে ভবদীয় নাম একটি বারের জন্যও উচ্চারিত হন, তিনি শ্বপচগৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই পূজ্যতম; তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত' পূর্ব্বসিদ্ধই রহিয়াছে। কারণ তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য, যথা সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ববেদাধ্যয়ন ও সদাচার—সমাপন পূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন।"

মাতা দেবহূতি ভগবদ্রূপী পুত্র কপিলদেবকে এবম্বিধ স্তব করিলে মাতৃবৎসল ভগবান্ কহিলেন—"মাতঃ, আপনার পক্ষে পরম সুখসেব্য যে ভক্তিযোগের কথা বলিলাম, আপনি তাহাতে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়া ভজন করিতে করিতে শীঘ্রই অভয় স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।" এইরূপে আত্মগতি প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ কপিলদেব ব্রহ্মবাদিনী মাতার অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলেন। দেবহূতিও পুত্রোপদিষ্ট ভক্তিযোগাবলম্বনে সরস্বতীনদীরতটে পুষ্পমুকুটতুল্য সেই আশ্রমে কঠোর তপস্যা-নিরত হইলেন। দেবহূতি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেও পতির প্রব্রজ্যা-গমন ও পুত্রের বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখে অত্যন্ত কাতরা হইয়া পরিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্ররূপী শ্রীহরির চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইল। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ই তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পুত্ররূপী ভগবদুক্ত মার্গ আচরণ পূর্ব্বক দেবহূতি অচিরেই পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, নিত্যমুক্ত মহাবৈকুণ্ঠনাথ ভগবান্কে প্রাপ্ত হইলেন। তিনি যেস্থানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থান ত্রিলোকে পুণ্যতম ক্ষেত্র 'সিদ্ধপদ' নামে বিখ্যাত রহিয়াছে—

"তদ্বীরাসীৎ পুণ্যতমং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্য-বিশ্রুতম্।
নাম্না সিদ্ধপদং যত্র সা সংসিদ্ধিমুপেয়ুষী॥"
শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত এই সিদ্ধপদই "সিদ্ধপুর" নামে খ্যাত।
—ভাঃ ৩।৩৩।৩১

তাঁহার শরীরের যে ধাতুমল যোগপ্রভাবে শরীরে বিলীন হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে স্রোতস্বতীর শ্রেষ্ঠা ও সিদ্ধিদায়িনী (কপিলা নাম্নী) নদী হইয়া রহিয়াছে। সিদ্ধগণ সর্ব্বদা তাহার বিশুদ্ধ সলিল সেবা করিয়া থাকেন—

"তস্যাস্তদ্ যোগ বিধুতমার্ত্ত্যং মর্ত্ত্যমভূৎ সরিৎ।
স্রোতসাং প্রবরা সৌম্য সিদ্ধিদা সিদ্ধসেবিতা॥"
—ভাঃ ৩।৩৩।৩২

এদিকে মহাযোগী ভগবান্ কপিলদেবও মাতা দেবহূতির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া পিতার আশ্রম হইতে উত্তরাভিমুখে

যাত্রা করিলেন, পরে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্থিরতা লাভ করেন। লোকত্রয়ের শান্তি বিধানার্থ মহাযোগী কপিল-দেব অদ্যাপি যোগাবলম্বন পূর্ব্বক সেই গঙ্গাসাগর সঙ্গমে সমাহিত হইয়া আছেন। সংখ্যাচার্য্যগণ এখনও তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে কপিল-দেবহূতিসংবাদের ফলশ্রুতিতে লিখিত আছে—

য ইদমনুশৃণোতি যোঽভিধত্তে
কপিলমুনের্মতমাত্মযোগ গুহ্যম্।
ভগবতি কৃতধীঃ সুপর্ণকেতা-
বুপলভতে ভগবৎপদারবিন্দম্॥"

(ভাঃ ৩।৩৩।৩৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে মুনিবর কপিলের অভিমত গুহ্য আত্মযোগতত্ত্ব শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করেন, তাঁহার বুদ্ধি গরুড়ধ্বজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্ন হয় এবং তিনি অন্তে শ্রীভগবৎপদারবিন্দ সেবা লাভ করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—কি ক'রে সহজে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় ?

উত্তর—যাঁরা ভগবানের সেবা করেন, সেই ভক্তের সঙ্গেই ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। ভক্তগণ ভগবানের সেবা সার ক'রেছেন। তাঁরা ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথাকেই জীবনসর্ব্বস্ব ক'রে সর্ব্বদা সেই সব আলোচনা করেন। যাঁরা ভগবানের সুখের জন্য ভগবানের সেবা করেন, তাঁদের সঙ্গেই মঙ্গল হ'বে। ভক্তগণ নিজ সুখের জন্য ভগবৎ সেবার ভান করেন না। তাঁরা ইহকালে সুখ, পরকালে সুখ, দেহ গেহাদির সুখ, এমন কি মুক্তিও চান না। তাঁরা ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে সতত ভগবানের সেবা করেন। সেই সেবাপ্রবৃত্তি কোন বাধা মানে না। ভক্তগণ সতত ভগবান ও তদ্ভক্তের প্রতি প্রীতিযুক্ত। নিজ দেহে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিতে, গৃহে, গৃহস্থিত আত্মীয়স্বজনে বা নিজ বন্ধুবান্ধবে তাঁদের প্রীতি নাই। ভক্তগণ ভগবানেই প্রপন্ন। ভক্তগণ ভগবান্‌কেই সার করেছেন এবং ভগবান্‌ও ভক্তের প্রীতিতে আবদ্ধ হ'য়ে সারাৎসার বস্তু হয়েও সেই ভক্তগণকেই সার ক'রেছেন।

গ্রন্থ-ভগবত ও ভক্ত-ভাগবতের সেবা দ্বারাই সহজে ভগবান্‌কে পাওয়া যা'বে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

নষ্ট প্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভগবন্মন্দির নির্ম্মাণের ফল কি ?

উত্তর—বামন-পুরাণ বলেন—শ্রীহরি-মন্দির নির্ম্মাণ করিলে বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। যিনি শ্রীবিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করান, তিনি ঊর্দ্ধতন অষ্টকুল সহ উদ্ধার লাভ করেন।

অগ্নিপুরাণ বলেন—'আমি হরিমন্দির নির্ম্মাণ করাইব' মনে মনে যিনি নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করেন, তিনি পূর্ব্ব শত জন্মের পাপ হইতে নিষ্কৃতি পান। যে ব্যক্তি হরিমন্দির নির্ম্মাণ করায়, তাহার অতীত ও ভাবী দশহাজার কুল বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হয়। শঠতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রীতির সহিত যথাসাধ্য ব্যয় করিয়া অর্থাৎ লক্ষ, সহস্র, শত অথবা পঞ্চাশ টাকা দিয়া হরি মন্দির নির্ম্মাণ

করাইলে তাহাতে সমান ফলই হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করেন।

স্কন্দপুরাণ বলেন—শ্রীকৃষ্ণের মন্দির নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইবামাত্র সপ্তজন্মকৃত যাবতীয় পাপ নষ্ট হয় এবং তদীয় পিতৃপুরুষগণ নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র বলেন—বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণের কথা দূরে থাকুক, 'বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করিব' মনে মনে এইরূপ অভিলাষ করিলে সেই দিনই শরীরস্থ যাবতীয় পাপ ধ্বংস হয়। যে সব বালক বাল্যকালে খেলা করিতে করিতে ধূলি দ্বারা বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ-করে, তাহারাও বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হয়।

বিষ্ণুধর্ম্ম বলেন—যিনি শ্রীহরির মন্দির নির্ম্মাণ কর ন, তাঁহার ভবিষ্যৎ শতপুরুষ এবং অতীত শতপুরুষ বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—'যাঁহারা শ্রীবিষ্ণু-মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা যমদ্বারে যান না; পরন্তু বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠে নীত হন। যম ও তাঁহার ভৃত্যগণ ভগবৎসেবকগণের আজ্ঞাবহ।'

প্রশ্ন—শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু কে?

উত্তর—শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু চৈতন্য দাস ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রবল অভিমান—তিনি রূপানুগ-বর, তিনি স্বরূপ-রূপের কিঙ্কর, স্বরূপের রঘু তিনি, মহাপ্রভুর প্রেষ্ঠের প্রেষ্ঠ তিনি, স্বরূপ-রূপের পরমপ্রেষ্ঠ তিনি। শ্রীরঘুনাথ শ্রীরাধা-গোবিন্দের বড় প্রিয় সেবক। শ্রীরূপমঞ্জরীর সাহচর্য্যে তিনি শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা করেন।

শ্রীল রঘুনাথের শ্রীচৈতন্যদাসাভিমান থাকিলেও শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীরূপের কিঙ্করাভিমান অধিকতর প্রবল। শ্রীবার্ষভানবীর সেবার কথা এরূপ প্রগাঢ় ভাবে আর কি কেহ বলিয়াছেন? (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণে অর্থদান কি মঙ্গলকর?

উত্তর—বহু অর্থ ব্যয় ক'রে নিজের ভোগবিলাস গৃহ নির্ম্মাণের বিচার অপেক্ষা সেই অর্থদ্বারা ভগবৎসেবা করা, গুরুবৈষ্ণবের সেবা করা বা ভগবানের সেবা-মন্দির নির্ম্মাণ করার সুবিচার ও সুবুদ্ধি যে কত অধিক শ্লাঘ্য, কত মহা-মঙ্গলকর, তাহা ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুর জননীর নাম কি?

উত্তর—জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাঃ ৯।২১।২৫ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবত বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুর পিতার নাম শ্রীব্যাসদেব এবং মাতার নাম জাবালিকন্যা শ্রীবীটিকা দেবী। শ্রীশুকদেব ১২ বৎসর বয়সে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন। ইনি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া দ্বারকাগত শ্রীকৃষ্ণকে শুক পক্ষীর ন্যায় মধুর কণ্ঠে স্তব করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নাম 'শুকদেব' রাখেন।

শ্রীব্যাসদেব নিজপত্নী শ্রীবীটিকা দেবী সহ বহুদিন তপস্যা করিলে পর তৎপত্নী গর্ভবতী হন। গর্ভাবস্থায় ১১ বৎসর অতীত হইলে পত্নীর দুঃখ দেখিয়া শ্রীব্যাসদেব গর্ভস্থ পুত্রকে বলেন, হে বৎস, তোমার জননীর কষ্ট হইতেছে, তুমি এখন ভূমিষ্ঠ হও। তদুত্তরে পুত্র বলেন, আমি ভূমিষ্ঠ হইলে মায়া আমাকে অভিভূত করিবে। এজন্য আমি গর্ভ হইতে বহির্গত হইব না। আমি গর্ভেই ভগবানকে ধ্যান করিতেছি। শ্রীব্যাসদেব বলেন, তুমি বহির্গত হও, মায়া তোমার কিছুই করিবে না। পুত্র বলেন, আমি 'যাঁহার মায়া, সেই কৃষ্ণ ব্যতীত' অপরের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। তখন শ্রীব্যাসদেব কৃষ্ণের নিকট নিবেদন জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে শ্রীব্যাসদেবের পর্ণকুটীরে শুভাগমন করিয়া বলেন, হে বৎস, 'মায়া তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিবে না'। শ্রীকৃষ্ণের অভয়বাণী শুনিয়া শ্রীশুকদেব ১২ বৎসর বয়সে গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া কৃষ্ণকে স্তব করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নামকরণ করতঃ রথে আরোহণ করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব শ্রীব্যাসদেবের প্রথম পুত্র। ইনি শ্রীব্যাসদেবের অরণি-সম্ভূত পুত্র হইতে ভিন্ন। শ্রীশুকদেব শ্রীব্যাসপত্নী শ্রীবীটিকা দেবীর গর্ভজাত। ইনি প্রথমে

ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, পরে শ্রীব্যাসদেবের কৃপায় প্রেমিক ভক্ত হন।

প্রশ্ন—শ্রীবৃন্দাবনের কি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ?

উত্তর—শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের স্বভাব এই যে—কৃষ্ণসঙ্গ ব্যতীতও সেই ব্রজেই অবস্থান করিতে ইচ্ছা হয়, অন্য স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা হয় না।

(বৃঃ ভাঃ ২।৬।৩৬৬ টীকা)

প্রশ্ন—গোলোকের দুঃখও কি মহাসুখকর ?

উত্তর—হাঁ। গোলোকে যে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখ আছে, সেই দুঃখ সকলও সর্ব্ববিধ সুখের মস্তকে নৃত্য করে। সর্ব্বপ্রকার সুখ হইতে বিরহদুঃখ অধিকতর সুখময়। (ঐ ৩৬৭ টীকা)

প্রশ্ন—শ্রীরাধার দাস্য করিলে কি কৃষ্ণ বেশী সুখী হন ?

উত্তর— হাঁ। শ্রীকৃষ্ণসঙ্গসুখ হইতেও শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমা শ্রীরাধার আজ্ঞা প্রতিপালন নিজ পরম অপেক্ষিত। আর শ্রীরাধিকার আদেশ প্রতিপালন শ্রীকৃষ্ণেরও বশীকরণ-স্বরূপ বলিয়া স্বয়ং কৃষ্ণসঙ্গসুখ হইতেও অধিকাধিক সুখকর।

(বৃঃ ভাঃ ২।৭।১১ টীকা)

প্রশ্ন—শুদ্ধভক্ত সঙ্গ কি বিশেষ প্রয়োজন ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। মহৎসঙ্গ মাহাত্ম্য পরমাদ্ভুত ও দুর্ব্বিতর্ক্য। ভক্তসমাগমে ভক্তিশূন্যহৃদয়ও ভক্তিরসে পূর্ণ হয়।

বাশিষ্ঠেও লিখিত আছে—সর্ব্বদা সাধুর নিকট গমন করিবে। তাঁহারা তোমাকে কোন উপদেশ প্রদান না করিলেও তাঁহাদের নিকট অবস্থান করিবে। তাঁহাদের স্বাভাবিক কথাই তোমার উপদেশস্বরূপ বা মঙ্গলজনক হইবে।

শাস্ত্র বলেন—

শূন্যমাপূর্ণতামেতি মৃতিরপ্যমৃতায়তে।

আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জনসমাগমে॥

ভগবদ্ভক্তজনসঙ্গ এব সকল পুরুষার্থ-শ্রেণীশিরসি নরীনর্ত্তী—(পুনঃ পুনঃ নৃত্য করে)। ভক্তের শ্রীচরণরেণু সর্ব্বপাপ নাশ করে। ভগবদ্ভক্তের পদধূলিতে অভিষেক ব্যতীত অন্য কোন কিছু দ্বারা ভগবানে ভক্তি হয় না। 'মহতাং পাদরজসা যোঽভিষেকঃ স্নানং পরমতীর্থত্বাৎ'। সৎসমাগমে সতি ভবাপবর্গস্য (মোক্ষস্য) কা কথা, ভগবতি প্রেমৈব আবির্ভবতি।

ভগবানের অনুগ্রহক্রমে যখন সংসারী লোকের সংসারক্ষয়-কাল উপস্থিত হয়, তখনই জীব সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন। মহৎসঙ্গ সর্ব্বসাধনবর্গের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরম সাধ্যবস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

(বৃঃ ভাঃ ২।৭।১৪ টীকা)

পরমতীর্থস্বরূপ শুদ্ধভক্তের পদরজঃ পাইলে নিখিল তীর্থ স্নানের ফল হয়।

(ঐ ১০০ টীকা)

প্রশ্ন—শুদ্ধভক্ত কি মুক্তি চান ?

উত্তর—না। মধুপানাসক্ত ব্যক্তির মধুর আস্বাদন গ্রহণই মুখ্য উদ্দেশ্য, শীতনিবারণাদি আনুষঙ্গিক ফল। তদ্রূপ ভক্তের নিরন্তর ভক্তিসুধাপানই মুখ্য উদ্দেশ্য, মোক্ষ সেই ভক্তির গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফল মাত্র।

ঐকান্তিক ভক্তগণ ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই উদাসীন থাকেন। ভক্তগণ কেবল ভগবৎ-সেবাই প্রার্থনা করেন।

(বৃঃ ভাঃ ২।৭।১৪,৪৩ টীকা)

প্রশ্ন—হরিকথা শ্রবণের ফল কি ?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণের দ্বারা অন্তঃস্নান হয়। আর গঙ্গাস্নানের দ্বারা বহিঃস্নান হয়।

বহিঃস্নানের দ্বারা যাবতীয় পাপ নষ্ট হয়, আর অন্তঃ-স্নানের দ্বারা পাপ এবং পাপবাসনা সবই নষ্ট হইয়া থাকে। তখন চিত্ত নির্ম্মল বা শুদ্ধ হয়।

(ঐ ২।৭।১৪ টীকা)

প্রশ্ন—শুদ্ধভক্তগণ কি স্বর্গ চান ?

উত্তর—না। স্বর্গে সাধুগণ বেশী যান না। এজন্য বিষয়-ভোগাসক্ত দেবতাগণের পক্ষে মহৎসঙ্গ দুর্লভ।

মহদনুগ্রহের অভাব হইলে তত্ত্বনিশ্চয় বা কোন রূপ শুভফল উৎপন্ন হয় না।

(ঐ টীকা)

প্রশ্ন—অনাথ বা নিরাশ্রয় কে ?

উত্তর—ভক্তই সনাথ, আর অভক্তই অনাথ বা নিরাশ্রয়। যে একমাত্র আশ্রয় ভগবানকে আশ্রয় করে নাই, সেই ব্যক্তিই অনাথ। ভক্তগণ সনাথ বা আশ্রিত বলিয়া নিশ্চিন্ত, সুখী ও নির্ভীক। শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-কমল প্রপন্নজনের পাপ উপশমার্থ ছত্রস্বরূপ।

(বৃঃ ভাঃ ২।৭।১৪ টীকা)

প্রশ্ন—সাধন কি বিশেষ প্রয়োজন ?

উত্তর—হাঁ। যদ্যপি ভগবৎপ্রসাদেই গোলোক গমন সম্ভব হয়, তথাপি সাধকগণের তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে সাধন শ্রদ্ধা-আসক্তি আদির নিমিত্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। অন্যথা সাধনাদিতে উদাসীন হইলে 'ভগবৎ-প্রসাদ এব ন সম্ভবেৎ'।

(ঐ ২।৭।৭৫ টীকা)

প্রশ্ন—কৃষ্ণবশীকরণের উপায় কি ?

উত্তর—মহাজন বলেন—স্থিতেঽপি প্রেম্নি তদৈবগ্র্য-তজ্জাতকৃপাবিশেষভ্যাং দ্বাভ্যামূনত্বেন তদ্বশীকরণং ন স্যাৎ।

(বৈষ্ণবতোষণী)

প্রেম থাকিলেও ভক্তের ব্যগ্রতা ও তজ্জাত কৃষ্ণের কৃপাবিশেষ—এই দুইটীর ন্যূনতা-হেতু কৃষ্ণ বশীভূত হন না।

প্রশ্ন—সাধক এ জন্মে কতদূর উন্নত হয় ?

উত্তর—সাধকদেহে এ জন্মে প্রেম পর্য্যন্ত হয়।

(রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা ২য় প্রকাশ ৭ শ্লোক)

প্রশ্ন—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কি অপ্রাকৃত গোলোকবাসী ?

উত্তর— না। প্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তী সত্যলোকাদিতে যে গোলোকের কথা শুনা যায়, সেই গোলোক ব্রহ্মাদি লোকাধিকারীগণের উপভোগযোগ্য লোক বিশেষ। সুরভী প্রভৃতি গো-সকলের আবাসস্থান সেই গোলোক ; তাহা বৈকুণ্ঠোপরি গোলোক হইতে ভিন্ন।

(বৃঃ ভাঃ ২।৭।৮৬ টীকা)

প্রশ্ন—কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় ?

উত্তর—সমস্ত প্রিয় বস্তুর মধ্যে প্রথম প্রিয়—পতি পুত্রাদি, তাহা হইতে প্রিয় দেহ, তাহা হইতে প্রিয় প্রাণ। তাহা হইতে প্রিয় ধর্ম্ম। তাহা হইতে প্রিয় মোক্ষ। তাহা হইতে প্রিয় প্রেমভক্তি। এই সকল প্রিয়তম বস্তুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সকলের পরম-প্রিয়তম। কিশোর শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলই আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম।

(ঐ ২।৭।১৪১ টীকা)

প্রশ্ন—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত কে ?

উত্তর—মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, উপরিচরবসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, উদ্ধব, পরাশর, ভীষ্ম, নারদ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণই ভক্ত। শ্রীহরির ন্যায় ভক্তেরও সেবা করা কর্ত্তব্য। নতুবা অপরাধ হয়।

ভক্ত সকলের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ হইতে পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ। পাণ্ডবগণ হইতে কোন কোন যাদব শ্রেষ্ঠ। যাদবগণ মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ। উদ্ধব হইতে ব্রজগোপীগণ শ্রেষ্ঠ। ব্রজগোপীগণ মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

(ভাগবতামৃত কণা ১৫ শ্লোক)

প্রশ্ন—বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই তিনটী কি তত্ত্ব ?

উত্তর—পালনকর্ত্তা বিষ্ণুই পরমাত্মা, অন্তর্য্যামী। ইনিই ক্ষীরোদশায়ী। ইনি দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, এই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান। ইনি চতুর্ভুজ। ইনি ঈশ্বর বলিয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব, মায়াতীত বা মায়াধীশ, নির্গুণ।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত। কোন কল্পে তাদৃশ পুণ্যকারী জীবই ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টিকার্য্য করেন। কোন কল্পে আবার স্বয়ং বিষ্ণুই ব্রহ্মা হন। এই ব্রহ্মা জীবতত্ত্ব নন। ইনি বিষ্ণুই অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব।

শিব সংহারকর্ত্তা। ব্রহ্মা যেরূপ ঈশ্বর-কোটী ও জীবকোটীভেদে দ্বিবিধ, শিবও তদ্রূপ ঈশ্বরকোটী ও

জীবকোটী ভেদে দ্বিবিধ। কখন স্বয়ং বিষ্ণুই রুদ্র হইয়া সংহার কার্য্য করেন। আবার কখন ব্রহ্মাবৎ তাদৃশ পুণ্যকারী জীবও শিব হইয়া থাকেন।

(সংক্ষেপভাগবতামৃত ৩৯-৪৪)

সদাশিব নির্গুণ ও স্বয়ংরূপের অঙ্গবিশেষ-স্বরূপ। ইনি তমোগুণাবতার শিবের অংশী। ইনি ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর সমান এবং জীব সগুণ বলিয়া তাহা হইতে পৃথক্। (শ্রীভাগবতামৃতকণা ৬ শ্লোক)

প্রশ্ন—কত বৎসর পর্য্যন্ত কৃষ্ণের কৌমার ?

উত্তর—জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর স্বকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুগ্রন্থে ১৯ সংখ্যায় জানাইয়াছেন—

৫ম বর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার, ১০ম বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড এবং ১৫শ বর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ১০ বৎসর ৮ মাস পর্য্যন্ত ব্রজে প্রকট বিহার করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই বয়োবৃদ্ধি ধরিয়া ৩ বৎসর ৪ মাস পর্য্যন্ত কৌমার, ৬ বৎসর ৮ মাস পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, ১০ বৎসর ৮ মাস পর্য্যন্ত কৈশোর বুঝিতে হইবে। তারপর সকল সময়েই তাঁহার কৈশোর। দশ বৎসরই তাঁহার শেষ কৈশোর এবং এই শেষ কৈশোরেই শ্রীকৃষ্ণের সদা স্থিতি। সপ্তম বৎসরের বৈশাখ মাসে অর্থাৎ ৬ বৎসর ৮ মাসে তাঁহার কৈশোর আরম্ভ।

প্রশ্ন—ব্রজে কি অদ্যাপি কৃষ্ণদর্শন হয় ?

উত্তর— হাঁ। যদি কোন প্রিয় ভক্ত উৎকণ্ঠার্ত্ত হইয়া অদ্যাপি কৃষ্ণলীলা দেখিতে ইচ্ছুক হন, কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই লীলা প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। প্রেমে বিবশ হইয়া কোন কোন ভাগবতোত্তম অদ্যাপি বৃন্দাবন মধ্যে ক্রীড়নশীল শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া থাকেন।

(লঘুভাগবতামৃত ২৪৫ শ্লোক)

প্রশ্ন—ভক্তসেবার ফল কি ?

উত্তর—অগ্নির নিকটস্থ হইয়া সেবা করিলে শীত, অন্ধকার ও সর্পাদি ভয় থাকে না, তদ্রূপ সাধুর সেবা করিলে জীবের কর্ম্মাদি জাড্য, সংসারভয় ও অজ্ঞান-অন্ধকার নষ্ট হইয়া থাকে।

সূর্য্য উদিত হইলে বাহ্য-চক্ষুর প্রকাশ হয়, কিন্তু ভক্ত-সাধু জীবের জ্ঞান-চক্ষু প্রকাশ করিয়া ভগবদ্ভক্তি মাহাত্ম্য-জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। ভগবান্ বলিতেছেন—আমিই সাধু, সাধু আমা হইতে ভিন্ন নহেন।

সাধুসঙ্গ সমস্ত দুঃসঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি দান করে এবং ভগবানকেও বশীভূত করিয়া থাকে। ভক্তের মাহাত্ম্য-শ্রবণও পরমফলস্বরূপ। মহতের প্রসঙ্গ-শ্রবণেও যখন কৃতার্থ হওয়া যায়, তখন মহতের সঙ্গ ও সেবা দ্বারা যে মহামঙ্গল হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। মহতের সঙ্গ ত' কথাই নাই, মহতের অনুগত ভক্তের সঙ্গেও পরম ফল লাভ হইয়া থাকে।

ভগবানের প্রতি অনুরক্ত চিত্ত ভক্তগণই মহান্ত। ভগবান্ ভক্তপরাধীন। ভক্তাধীন গোবিন্দ। ভক্তই তাঁহার প্রিয়। সাধুভক্তগণ ভগবানের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। শ্রদ্ধাদির আতিশয্য সহকারে ভজন করিতে করিতে অনুরাগ সিদ্ধি হইলেই মহত্ত্ব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সাধুগণ শ্রীবৃন্দাবনবিষয়ক ক্রীড়ার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণরূপা ভক্তি প্রকাশ করিয়া কর্ম্মাশয় বা হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া থাকেন। (বৃঃ ভাঃ ২।৭।১৪ টীকা)

শ্রীকৃষ্ণের দাবাগ্নিপান

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্যব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

পরীক্ষিত মহারাজ করিল জিজ্ঞাসা
শুকমুনিবরে, কি কারণে ত্যাগ করি
নাগালয় রমণকদ্বীপ চলি গেলা
যমুনাসলিলে কালিয় দুর্ম্মতি। কহ
মুনিবর! কিবা অপ্রিয় কার্য্য করিল
কালিয় গরুড়সকাশে।
শুকদেব বলে—শুন রাজা পরীক্ষিত,
রমণকদ্বীপে এক মহীরুহতলে
সর্পবশ্য নরগণ দিত উপহার
প্রতি মাসে নাগগণ প্রতি তাহাদের
ভোজনের তরে। সর্পগণ কিছু অংশ
তার করিত প্রদান প্রত্যেক পূর্ণিমা
আর অমাবস্যা দিনে আত্মরক্ষা তরে
মহামতি গরুড়েরে॥ গর্বিত হইয়া
কিন্তু নিজবীর্য্যবলে কালিয় দুর্ম্মতি
অবহেলি মহাবলী বিনতানন্দনে
করে উপভোগ সেই সব উপহার।
বিষ্ণুভক্ত মহাবল বিনতানন্দন
তাহা শুনি ক্রোধভরে করিল বাসনা
বধিতে তাহারে। ক্রোধভরে মহাবেগে
হ'ল সমাগত। গরুড়ে আসিতে দেখি
কালিয় তখন নিজশতফণা করি
বিস্তারিত, বিষদন্তে লাগিল দংশিতে
তাহার শরীরে। মহাবেগে নিজপক্ষ

বিস্তারিয়া বাধা দিল গরুড় তখন ;
প্রচণ্ড আঘাত হানে তার শিরোপরে।
বিষ্ণুর বাহন সেই তার্ক্ষ্য মহাবলী
যবে আঘাতিল স্বর্ণবর্ণ পক্ষ দিয়া
কালিয় মস্তকে, হইয়া বিহ্বল অতি
কালিয় তখন শীঘ্রগতি প্রবেশিল
যমুনা সলিলে, যেথায় গরুড় কভু
প্রবেশিতে নাহি পারে সৌভরি মুনির
অভিশাপ ভয়ে। একদা সৌভরি ঋষি
স্নান করি যমুনার জলে বসেছিল
জলান্তিকে আহ্নিকের তরে। সেইকালে
ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে বিনতানন্দন
ঝাঁপ দিয়া কোন এক মৎস্যের উপর
ধরেছিল আপনার আহারের লাগি।
হ্রদবাসী জলচরগণ সৌভরিরে
করিল প্রার্থনা প্রতিকার করিবারে।
নিষেধ করিল মুনি বিনতানন্দনে
বধিবারে মৎস্যরাজে। অমান্য করিয়া
গরুড় মুনির আদেশ মৎস্য ধরি
করিল ভক্ষণ। দয়ালু হৃদয় মুনি
তথাকার জীবগণকল্যাণের লাগি
বলিল বচন—অতঃপর পুনরায়
বিনতানন্দন ধরি মাছ যদি এই
জলাশয় হ'তে করেন ভোজন, বলি
আমি সত্য করি প্রাণ তার সেই ক্ষণে
হইবে বিনাশ। জেনেছিল একমাত্র
কালিয় দুর্ম্মতি সেই গোপন বচন।
তাই সে গরুড় ভয়ে করিল নিবাস
যমুনা সলিলে। পরে তারে নির্ব্বাসিত
করেছিল শ্রীযদুনন্দন তথা হতে।
কৃষ্ণের অমিত তেজে দমিত হইল
কালিয় যখন, পত্নীগণ স্তুতি করে
দিব্য বস্ত্র গন্ধ মাল্য করিয়া অর্পণ।
কৃষ্ণ যবে বাহিরিল যমুনা হইতে
সেই সব আভরণে হইয়া ভূষিত,
গোপগণ প্রেমভরে করে আলিঙ্গন
আনন্দ সাগরে মগ্ন। মনে হ'ল তারা
যেন লভিল পরাণ। গোপগণ কথা
কিবা, পাদপ সকল যাহারা হইল
শুষ্ক কালিয়ের বিষে তাহারাও প্রাণ
লাভ করিল পাইয়া প্রাণপ্রিয়জনে।

বলদেব সদা জানে কৃষ্ণের প্রভাব,
আলিঙ্গিয়া হাসি মুখে অনুরাগ ভরে
পুনঃ পুনঃ চাহে তার বদনকমলে
বসাইয়া আপনার ক্রোড়ের উপরে।
ধেনু আর বৎসগণ হইল মোদিত।
গুরুগণ, বিপ্রগণ পত্নীগণ সহ
আসি সেথা বলে নন্দরাজে—ভাগ্যবশে
পুত্র তব পাইলা মুকতি নাগ হস্তে,
অতএব ধনদান কর বিপ্রগণে।
আনন্দ অন্তরে স্বর্ণ-ধেনু-ভূমি-দান
ভূরি ভূরি নন্দরাজ করিল তখন।
মহাভাগ্যবতী যশোদা জননী পুনঃ
পাইয়া তনয়ে, ক্রোড়ে ধরি বার বার
করিল চুম্বন। আনন্দজনিত অশ্রু
করে বিসর্জ্জন। বহুক্ষণ উপবাসী
ছিল গোপগণ বালককৃষ্ণের তরে
যবে তারে গ্রাস করে কালিয় দুর্ম্মতি।
ক্ষুধায় কাতর আর তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া
ব্রজবাসিগণ কাটাইল সেই রাত্রি
কালিন্দীর তীরে ধেনু আর বৎস সহ।
সেইদিন মধ্যরাত্রে মহাদাবানল
উঠিয়া বনের মাঝে চারিদিক হ'তে
বেষ্টিত করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিল
নিদ্রাতুর ব্রজজনে। ব্রজবাসিগণ
অনলে হইয়া দগ্ধ ভয়াতুরচিত্তে
মায়া করি যিনি মানবশরীর ধরি
হন অবতীর্ণ ধরণীর পরে সেই
কৃষ্ণের লইল শরণ। প্রার্থনা করে
সকাতরে—ওহে কৃষ্ণ, ওহে বলরাম!
আজ এই ঘোর দাবানল গ্রাস করে
আমাদের তব নিজজনে, ওহে প্রভো!
রক্ষা কর কালাগ্নি হইতে বন্ধুজনে।
ত্যজিবারে পারিব না তোমার চরণ ;
দাবানলে যায় যদি পরাণ মোদের
তোমার চরণ হ'তে হইব বঞ্চিত,
তাহা কভু সহিবারে পারিব না মোরা,
কর এর প্রতিকার। সর্বশক্তিমান
জগদীশ নিজজন-কাতরতা হেরি
পান করি দাবানল করিল মোচন।
অতঃপর প্রাতঃকালে ব্রজবাসিগণ
চলি গেলা নিজস্থানে হরিষ অন্তরে॥

বর্ষশেষে প্রশস্তি

পরম কৃপালু গৌরপ্রিয় পার্ষদগণের বীর্য্যবতী হরিকথা এবং পরমমঙ্গলকামী সাধুগণের অনুকীর্ত্তিত শব্দের মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক বার্ত্তাবহ জগতে উদিত হইয়া নিঃশ্রেয়সার্থী পাঠকগণের হৃৎকর্ণের সেবোন্মুখতা বিধানের দ্বারা যে অপার করুণা বিস্তার করিতেছেন, তজ্জন্য অদ্য এই শুভ বর্ষপূর্ত্তিতে আমরা তাঁহার জয়গানমুখে তাঁহাতে সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

ইহজগতে ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে মানবগণের মধ্যে দুইটী প্রধান সম্প্রদায় লক্ষিত হয়—আস্তিক সম্প্রদায় ও নাস্তিক সম্প্রদায়। আস্তিক ও নাস্তিক সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে বহু স্তরভেদ ও বিভাগ রহিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না।

আস্তিকগণ বিশ্বের নিয়ন্তা, কর্ত্তা, ভোক্তা একজন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং উক্ত বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া মানুষের সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির সমুন্নতিকল্পে বিধি-ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভগবানের উপাসনার গুরুত্ব অধিক দেন এবং শ্রীভগবানের প্রসন্নতার উপর মানুষের বাস্তব শান্তি নির্ভর করে, ইহা বিশ্বাস করেন।

নাস্তিকগণ মানুষের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান, মননশক্তি ও বুদ্ধিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্বপ্রকার সমুন্নতি-বিধানে প্রচেষ্টা করেন। ভগবদ্বিশ্বাসকে তাঁহারা অলীক ও কল্পনা মনে করেন। তাঁহাদের মতে মানুষ যখন নিজ ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও বিচারশক্তির দ্বারা সমস্যার সমাধানে অসমর্থ হয়, তখন ঐরূপ একটী কাল্পনিক ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতঃ নিজের সুবিধা হইবে মনে করিয়া আত্মসন্তোষ লাভের যত্ন করেন। বাস্তবিকপক্ষে ঐরূপ কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই।

বর্ত্তমানযুগে জড়বাদী নাস্তিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা জড়ীয় উন্নতির চকমকী প্রদর্শন করিলেও স্বপর বাস্তব শান্তি বা কল্যাণ বিধানে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, বরং বিপরীত ফলই দেখা যাইতেছে। মানুষের মধ্যে অভাব অভিযোগ, অশান্তি, পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ হিংসা, ভীতি ও সন্দেহ জড়ীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এমন কি বিশ্ববিধ্বংসী আণবিক বোমা তৈরীর প্রতিযোগিতায় মানুষের অস্তিত্বই বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনায় পৌঁছিয়াছে।

বস্তুতঃ বিচার করিলে দেখা যায় এমন কোনও মানুষ বা প্রাণী নাই যে ঈশ্বর বিশ্বাস করে না। ঈশিতা বা ঐশ্বর্য্য যাঁহার আছে তাঁহাকে ঈশ্বর বলে। মানুষ সর্ব্বক্ষেত্রে, সর্ব্বস্তরে ঐশ্বর্য্য বা ঈশিতার নিকট নতি স্বীকার করিতেছেন। এমন কি নাস্তিক বলিয়া ঢক্কানিনাদকারী ব্যক্তিগণও তাঁহাদের দলনেতাকে মানেন এবং তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। সুতরাং উক্ত দলনেতাই তাঁহাদের ঈশ্বর। যখন আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈশ্বর মানিতে পারি, তাহাতে আমাদের লজ্জা হয় না, বরং গৌরব অনুভব করি, তখন সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বরকে, ষড়ৈশ্বর্য্যপতি শ্রীভগবান্‌কে, পরমপিতা সৃষ্টিকর্ত্তাকে মানিতে আমাদের এত অসুবিধা ও লজ্জা কেন? মানুষের দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইলেই এইরূপ বুদ্ধি-বিপর্য্যয় হয়। সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবান্‌কে না মানিলে ভগবানের কোনও লোকসান নাই, যাঁহারা মানিবেন না তাঁহারাই তাঁহার সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকিবেন।

বর্ত্তমানযুগে অপস্বার্থসিদ্ধির এমন বেপরোয়া মনোবৃত্তি সর্ব্বত্র সর্ব্বস্তরে বিস্তার লাভ করিতেছে যে, মানুষ তাহার পরমপিতার প্রতি কর্ত্তব্য তো ভুলিয়াই গিয়াছে, এমন কি প্রত্যক্ষ হিতকর্ত্তা পিতা-মাতা, গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং পরোপকারী প্রতিবেশিগণের প্রতি কর্ত্তব্যও বিস্মৃত হইয়াছে। যতই নাস্তিকতা প্রবল হইতে থাকিবে, মানুষের আধ্যাত্মিক অধোগতি ততই নিম্নাভিমুখী হইবে। এই অধোগতির গতিরোধ করিতে হইলে তাহাদিগকে তাহাদের পরমপিতার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। ঈশ্বরারাধনা বা ঈশ্বরবিশ্বাস ধর্ম্মের ও নীতির মূল ভিত্তি। এই আস্তিক্য বিচারধারা জগতে প্রসারিত হউক, তজ্জন্য কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তাঁহার নিজজনগণের শিক্ষার অনুগমনে শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক বার্ত্তাবহের জগতে আবির্ভাব। আশা করি ঈশ্বরবিশ্বাসপরায়ণ সজ্জনগণের সহানুভূতি লাভ করিয়া এই পারমার্থিক বার্ত্তাবহের সমাজজীবনে ক্রমপ্রসার সংসাধিত হইবে। —সম্পাদক

শ্রীগীতাজয়ন্তী উৎসবে শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী

উত্তর কলিকাতা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটস্থ তারাসুন্দরী পার্কে কলিকাতার কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্তৃক আয়োজিত শ্রীগীতাজয়ন্তী মহোৎসব বিগত ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৫ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে ২রা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত সম্পন্ন হয়। শ্রীরামপ্রসাদ রাজগেড়িয়া, শ্রীভগবান্‌দত্ত যোশী, শ্রীকল্যাণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি উক্ত অনুষ্ঠানের সংচালকবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ ১৬ই ডিসেম্বর বুধবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সুবৃহৎ সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত মহতী ধর্মসভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উক্ত দিবস প্রধান অতিথিরূপে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সংবাদ বিভাগের সম্পাদক শ্রী ডি, এন্ দাশগুপ্ত ও শেঠ শ্রীরামনারায়ণজী ভোজনগরওয়ালা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধির যোগ্যতা কি এবং গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দি ভাষায় জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। সভায় সহস্রাধিক নরনারীর সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম :—

"পৃথিবীতে ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বাইবেলের পরেই বোধ হয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রচার সর্ব্বাধিক। যদিও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের 'প্রার্থনা' (বাংলা-ভজনগীতির) প্রচার গীতা অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হইতে পারে, কিন্তু গীতা প্রচারের ব্যাপকতা বেশী। পৃথিবীতে এমন কোনও ভাষা নাই যে ভাষায় গীতার অনুবাদ হয় নাই।

বিভিন্ন প্রকার অধিকারী ব্যক্তি গীতাকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়াছেন। পৃথিবীতে সাধারণতঃ তিন প্রকার অধিকারী ব্যক্তি দৃষ্ট হয়—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী বুদ্ধির দ্বারা গীতার বিভিন্ন ব্যাখ্যা জগতে প্রচারিত আছে। ত্রিগুণাতীত নির্গুণ-ভূমিকার ব্যক্তিগণও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু গীতার প্রকৃত শিক্ষা কি তাহা আমরা বুঝিব কি প্রকারে। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ। 'যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।' সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের অন্তস্থলে যিনি যত অধিক প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন তিনি তত অধিক তাঁহার উপদিষ্ট বাণীর তাৎপর্য্য অনুভবে সমর্থ। বক্তার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ না থাকিলে শ্রোতা নিজের রং দিয়া বুঝিয়া লইয়া অর্থাৎ নিজের ছাঁচে ঢালিয়া নিজেরই বুদ্ধিবিচার দ্বারা কল্পিত বোধের বিষয় ব্যক্ত করিয়া থাকেন। প্রীতি ব্যতীত বক্তার হৃদয়ে প্রবেশাধিকার লাভ হয় না। প্রীতিসম্বন্ধ মুখ্যতঃ চতুর্ব্বিধ—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত। কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্যের যে প্রকার বোধ, নিরপেক্ষ দর্শকের তদ্রূপ হওয়া সম্ভব নয়। ভৃত্য অপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধুর বোধ উক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে অধিক, বন্ধু অপেক্ষা পিতামাতা এবং পিতামাতা অপেক্ষা সতী স্ত্রীর বোধ সর্ব্বাধিক। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চবিধ মুখ্য ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের কথিত বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণে সমর্থ। প্রেমিক ভক্তগণের মধ্যে মধুর রসের সেবিকা গোপীগণের স্থান সর্ব্বোপরি, কৃষ্ণের জন্য তাঁহাদের অকরণীয় কিছুই নাই। গোপীগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃষ্ণকে দিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি সর্ব্বাধিক। তাঁহারা কৃষ্ণের হৃদয়ের ভাব যতটা অবগত আছেন এতটা অন্য কেহ অবগত নহেন।

পৃথিবীর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ দাম্ভিকতা করিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহারা যখন জগতের সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে সমর্থ তখন ভগবান্‌কেও বুঝিয়া লইবেন। মানুষের সসীম বুদ্ধির গরিমা আমরা যতই করি না কেন তাহার দৌড় কতটুকু। শেষ পর্য্যন্ত বুদ্ধি নিজের আবর্ত্তেই পাক খাইতে থাকে। সুতরাং প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব বিষয়ে বুদ্ধির প্রবেশ অসম্ভব। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে

তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥'—কঠ। "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"—শ্বেতাশ্বঃ। সর্ব্ব-কারণকারণ স্বতঃসিদ্ধ ভগবান্‌কে তৎকৃপাব্যতীত কেহই জানিতে পারেন না। সুতরাং ভগবান্ ও ভগবৎকথিত বাক্যে কোনও ভেদ না থাকায় অশরণাগত ব্যক্তি ভগবৎ কথার তাৎপর্য্য অবধারণে অসমর্থ। অশরণাগত ব্যক্তিকৃত গীতার ব্যাখ্যা বুদ্ধিমত্তার কসরৎ বা মনঃকল্পিত মাত্র। যথার্থ শরণাগত ব্যক্তিগণের মধ্যেও শরণাগতির তারতম্যানুসারে ভগবদাবির্ভাবের তারতম্য হেতু বোধেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

সমস্ত শাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সম্বন্ধ-তত্ত্ব বিচারে জীবতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব অর্থাৎ পরতত্ত্ব এবং মায়াতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। গীতাতে এক স্থানে জীবকে পরাশক্তি সম্ভূত ('ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ জীবভূতাং...।') এবং অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের অংশ ('মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ') বলা হইয়াছে। সুতরাং দুইটীকেই গ্রহণ করিলে জীব সম্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় জীব শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি সম্ভূত অংশ। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণই পরতমতত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়াছেন। 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।' 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।' 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্...।' ইত্যাদি। বিভিন্ন দেব-দেবী বা পিতৃপুরুষের আরাধনার দ্বারা তৎ তৎ গতি লাভ হইতে পারে কিন্তু উক্ত যাবতীয় ফলই অন্তবান্। "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।" ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন লোকেই গতি হউক না কেন পুনরাবর্ত্তন আছে. কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।' শ্রীকৃষ্ণের অপরা প্রকৃতি হইতে পঞ্চ মহাভূত ও মন, বুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ। 'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়ম্...।' শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, তাঁহার শক্তি নিত্যা, শক্ত্যংশ জীব নিত্য সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য। শক্তি শক্তি-মানের অধীন হওয়ায় জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির অভিধেয় ভক্তি। 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥' গীতাতে বিভিন্ন অধিকারী ব্যক্তির জন্য কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি বিভিন্ন অভিধেয় বা সাধনের কথা উপদিষ্ট হইলেও দেখা যায় যেখানে কর্ম্মের মহিমা প্রচুররূপে বর্ণিত হইয়াছে সেখানে কর্ম্মের মহিমা বর্ণন করিতে করিতে চরমে ভক্তিতে তাহার পর্য্যবসান হইয়াছে—'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥' জ্ঞানের মহিমা বর্ণন কালেও জ্ঞানের চরম পরিণতি যে শ্রীভগবৎ প্রপত্তি বা ভক্তি তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে 'বহূনাং জন্মনামন্তে, জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥' যোগের মহিমা বর্ণনকালে তপস্বী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষা যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া চরমে ভক্তিযোগকেই সর্ব্বোত্তম বলা হইয়াছে—'তপ-স্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥ যোগিনা-মপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥' এতদ্ব্যতীত অষ্টাদশ অধ্যায়ে সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ শ্রীকৃষ্ণে শরণাপত্তি উপদিষ্ট হইয়াছে।

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব
পাঁচটি ধর্ম্মসভা ও নগরকীর্ত্তন সহ রথযাত্রা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে কলিকাতা ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রাজা বসন্ত রায় রোড ও রাসবিহারী এভিনিউর জংসনে নির্ম্মিত সুবৃহৎ সভামণ্ডপে গত ২৯ পৌষ, ১৩ জানুয়ারী বুধবার হইতে ৩ মাঘ, ১৭ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৭ ঘটিকায় পাঁচটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিনায়ক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভুদয়াল হিমৎসিংকা, এম্‌-পি, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার স্পীকার শ্রীকেশব চন্দ্র বসু, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীপরেশ নাথ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতা নগর দেওয়ানী আদালতের অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীশীতল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীশিবকুমার খান্না, জে-পি, অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, এড্‌ভোকেট্‌ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনের প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন-মন্ত্রী শ্রীঈশ্বর দাস জালান, শ্রীরামকুমার ভুয়ালকা, এম্‌-পি, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শরণ শান্ত মহারাজ, শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজ বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন। সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বক্তৃমহোদয়গণ তাঁহাদের সারগর্ভ ভাষণে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও শ্রীনামভজন সম্বন্ধে সভায় নির্দ্ধারিত আলোচ্য বিষয় সমূহের উপর প্রচুর আলোক সম্পাত করেন।

বক্তৃতার আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারীর সুললিত ভজন কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের সেবোন্মুখ কর্ণের তৃপ্তিবিধায়ক হইয়াছিল।

৩ মাঘ, ১৭ জানুয়ারী রবিবার—মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথ জীউ সুরম্য ও সুসজ্জিত রথে আরূঢ় হইয়া অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহযোগে নগর ভ্রমণে বহির্গত হন। শোভাযাত্রা রাসবিহারী এভিনিউ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, হাজরা রোড, শরৎবোসরোড, রাসবিহারী এভিনিউ, গড়িয়াহাট জংসন, গড়িয়াহাট রোড, গোলপার্ক, পূর্ণদাস রোড, পণ্ডিতিয়া টেরেস, রাজা বসন্ত রায় রোড, লেক ভিউ রোড, লেক রোড হইয়া সন্ধ্যা ৫টায় রাসবিহারী এভিনিউ সভামণ্ডপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রথের রজ্জু আকর্ষণের জন্য নরনারী নির্ব্বিশেষে জনতার মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

রথনির্ম্মাণ-সেবায় জি, ডি ট্রান্সপোর্টের শ্রীযুক্ত গদাইবাবুর আনুকূল্য ও শ্রীপাদ গোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারীর সেবা-প্রযত্ন বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

প্রচার প্রসঙ্গ

সিঁথিতে শ্রীল আচার্য্যদেব :—সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে বিগত ১লা অগ্রহায়ণ, ১৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার ৩৪নং আটাপাড়া লেনস্থ সিঁথি আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভায় নিখিল বঙ্গ বৈষ্ণব সম্মেলনের আয়োজন

হয়। উক্ত সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীরাধারমণ দাস ভাগবতভূষণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ সপার্ষদ তথায় শুভপদার্পণ করতঃ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করেন। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত ভাষণের দ্বারা সভার উদ্বোধন হয়। তৎপর পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমোহিনীমোহন শাস্ত্রী ও শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ 'মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম' ও 'নাম-মাহাত্ম্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীপান্নালাল মাইতি মহোদয়ের কবিত্বের ছন্দে শ্রীভগবৎমহিমা কথন শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সর্ব্বশেষ শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির অভিভাষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানবৈশিষ্ট্য ও যুগধর্ম্ম শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রচুর আলোক সম্পাত করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে গূঢ় তত্ত্বসমূহের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিস্ময় প্রকাশ করেন।

সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনের পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন।

কাছাড়ে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ঃ-শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সহ-সম্পাদক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্‌সি, বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমঠের অন্যতম শাখা প্রচারকেন্দ্র গৌহাটি মঠ হইতে সদলবলে আসাম প্রদেশস্থ কাছাড় জেলার শিলচর, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন সহর ও গ্রামাঞ্চলে শুভপদার্পণ করতঃ বিগত অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস বিপুল উৎসাহের সহিত শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন। হাইলাকান্দিতে তথাকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি পরলোকগত রায়সাহেব শ্রীহরকিশোর চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীহিমাংশু শেখর চক্রবর্ত্তীর বাটীতে তাঁহারা অবস্থান করিয়াছিলেন। স্থানীয় বিশিষ্ট উকিল শ্রীহরসুন্দর চক্রবর্ত্তী, হরিসভার সভাপতি শ্রীমনীন্দ্র কুমার পাল, সম্পাদক শ্রীশান্তিভূষণ দত্ত, বি-এ, শ্রীশশীভূষণ নাথ, শ্রীঅনিল চন্দ্র পাল, শ্রীদেবেন্দ্র চন্দ্র নাথ, বি-এ মহোদয়গণের বিশেষ প্রযত্নে তথায় স্থানীয় হরিসভায় ও বিভিন্ন স্থানে বিপুলভাবে প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শিলচরে যাঁহারা প্রচার-সেবায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে হরিসভার সম্পাদক শ্রীগোপেশ চন্দ্র দত্ত, শ্রীউমেশ চন্দ্র রায়, শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ শ্রীসমরজিৎ সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীব্রহ্মচারীজী পার্টিসহ ১লা পৌষ, ১৬ই ডিসেম্বর হাইলাকান্দি হইতে করিমগঞ্জে শুভাগমন করিয়া স্থানীয় কালীবাড়ীতে অবস্থান করতঃ সহরের বিভিন্ন স্থানে এবং গ্রামাঞ্চলে প্রচার করেন।

বিরহ-সংবাদ

বিগত ১৮ পৌষ, ২রা জানুয়ারী শনিবার শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে মেদিনীপুরস্থ শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠের পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন গিরি মহাশয় প্রায় ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীরাধাগোবিন্দের নাম স্মরণ করিতে করিতে নিজালয়ে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি মেদিনীপুর সহরের একজন প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠের সূচনা হইতেই তিনি উক্ত মঠের আচার্য্যদ্বয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ ও পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি বৈষ্ণবগণের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তৎপর ক্রমশঃ তাঁহার চরিত্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। সাধুসঙ্গ প্রভাবে মানবচরিত্রের কিরূপ আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত তিনি। সাধুমুখে নিরন্তর বীর্য্যবতী হরি-কথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীভগবদ্ভজনে গাঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তিনি সস্ত্রীক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিচার যাযাবর মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ সদাচার-সম্পন্ন হইয়া সদ্গৃহস্থরূপে জীবনযাপন করিতে থাকেন। তাঁহারা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা শ্রীমঠের প্রচুর সেবা করিয়াছেন। গোবর্দ্ধনবাবু তাঁহার পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা সুষ্ঠুরূপে স্বয়ং সম্পাদন করিয়া তাঁহার যোগ্যপুত্র শ্রীভোলানাথ গিরি মহাশয়ের উপর উক্ত সেবাভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন।

গোবর্দ্ধনবাবুর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী বৈষ্ণব বিধানানুসারে একাদশাহে শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। গোবর্দ্ধনবাবুর ন্যায় সেবাপরায়ণ গৃহস্থ ভক্তের প্রয়াণে শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তমাত্রই এবং সহরস্থ তাঁহার অগণিত গুণমুগ্ধ সজ্জনগণ অত্যন্ত বিরহ-সন্তপ্ত।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষান্মাসিক ২.৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।